ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

মার্ক লিখিত সুসমাচারের টীকাপুস্তক

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

মার্ক লিখিত সুসমাচারের উপর লেখা ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

প্রাথমিক অনুবাদঃ যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনায়ঃ সামসুল আলম পলাশ (M.Th)

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Gospel According to Mark

Primary Translation : Joash Nitol Baroi

Editor

Shamsul Alam Polash (M.Th)

Translation Resource

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version: in 1 Volume)

   Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Copyright © International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

Published By:

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)
House # 12, Road # 4
Uttara Model Twon, Uttara Dhaka
www.ibc-bacib.com

ভূমিকা

আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং আশ্চর্য কাজের প্রথম সাক্ষী মথির লেখা সুসমাচার থেকে তাঁর দেওয়া সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ হাতে পেয়েছি। তেমনি এখন আমরা এখানে আরেকজন সাক্ষীকে দেখতে পাই, যিনি তাঁর সুসমাচার দ্বারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দ্বিতীয় জীবন্ত প্রাণী বলছেন, *এসো এবং দেখ* (প্রকাশিত বাক্য ৬:৩)। আসুন আমরা বিষয়গুলো একটু পর্যবেক্ষণ করি।

ক. কে এই সাক্ষী? তাঁর নাম হচ্ছে মার্ক। মার্ক বা মার্কাস একটি রোমান নাম এবং খুবই সাধারণ একটি নাম। তবুও আমাদের এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই যে, তিনি একজন যিহূদী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শৌল যেমন যখন বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যে গেলেন তখন নিজের নাম বদলে রোমান নাম পৌল করে নিলেন, ঠিক তেমনি করে মার্কও তাঁর নাম পাল্টে এই নাম নিয়েছিলেন। তাঁর আসল ছিল সম্ভবত *মর্দখয়*; এমনটাই মনে করেন গ্রোশিয়াস। আমরা যোহন নামে একজনের কথা জানতে পারি, যার ডাক নাম ছিল মার্ক, যিনি ছিলেন বার্ণবার বোনের ছেলে, যার উপর প্রেরিত পৌল অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন (প্রেরিত ১৫:৩৭,৩৮), কিন্তু পরবর্তীতে তার জন্য পৌলের ভেতরে দয়া সৃষ্টি হয় এবং তিনি মণ্ডলীগুলোকে আদেশ দেন তাকে গ্রহণ করতে (কল ৪:১০)। তিনি তাকে তাঁর সহকারী হিসেবে ডেকে পাঠান এবং তাকে অতি উচ্চ প্রশংসা করেন এই বলে, *আমার পরিচর্যা কার্যে তিনি বড় উপকারী* (২ তীমথিয় ৪:১১)। তিনি তাকে তাঁর সহকর্মীদের নামের সাথে উল্লেখ করেছেন (ফিলীমন ২৪)। আমরা একজন মার্কাসের কথা জানতে পারি, যাকে পিতর তাঁর পুত্র বলে সম্বোধন করেছিলেন, তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার কাজের সহকারী ছিলেন (১ পিতর ৫:১৩); এই দু'জন মার্ক একই ব্যক্তি হতে পারেন। কিন্তু তারা যদি তা না হন, তাহলে এই দু'জনের মধ্যে কে এই সুসমাচারের পাণ্ডুলিপি রচয়িতা তা বলা খুব মুশকিল হবে। প্রাচীন একটি ধারণা ছিল যে, মার্ক এই সুসমাচারটি প্রেরিত পিতরের তত্ত্বাবধানে রচনা করেছিলেন এবং এই সুসমাচারটি অনুমোদন করেছিলেন পিতর। হিয়েরোন, ক্যাটাল, স্ক্রিপ্ট, এক্লেস মনে করেন: *Marcus discipulus et interpres Petri, juxta quod Petrum referentem audierat, legatus Roma à fratribus, breve scripsit evangelium*– মার্ক, প্রেরিত পিতরের শিষ্য এবং অনুবাদক, যাকে রোমের ভাইদের কাছ থেকে পাঠানো হয়েছিল, তিনি একটি সংক্ষিপ্ত সুসমাচার রচনা করেছেন। অপরদিকে টার্টুলিয়ান বলেছেন (Adv. Marcion. lib. 4, cap. 5), *Marcus quod edidit, Petri affirmetur, cujus interpres Marcus*– মার্ক, প্রেরিত পিতরের অনুবাদক, তিনিই এই সমস্ত কথা লিখেছেন, যা পিতর তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন। কিন্তু ড. হুইটবাই তার ধারণা অনুসারে বেশ ভাল যুক্তি দিয়ে বলেছেন, "কেন আমাদেরকে এই সুসমাচারের স্বপক্ষে সুপারিশ করার জন্য পিতরের কথা উল্লেখ করতে হবে? কিংবা আমাদের কেন যেরোমের মত করে বলতে হবে যে, পিতর তাঁর ক্ষমতায় এই সুসমাচারটিকে অনুমোদন দিয়েছিলেন, যেন মণ্ডলী এটি পাঠ করতে পারে? আমরা এটা ভাল করেই জানি, যদিও এটি সত্যি যে, মার্ক কোন প্রেরিত ছিলেন না, তথাপি আমাদের এমনটি ভাবারও কোন যুক্তি নেই যে, তিনি এবং লূক দু'জনেই সত্তর জন শিষ্যের অন্তর্গত ছিলেন (প্রেরিত ১:২১), যারা প্রেরিতদের মত করে

মহান প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন (লূক ১০:১৯, এর সাথে তুলনা করুন মার্ক ১৬:১৮) এবং তাঁরাই খুব সম্ভব পবিত্র আত্মার শক্তি অর্জন করেছিলেন (প্রেরিত ১:১৫; ২:১-৪)। তাই এই সুসমাচারের বৈধ্যতা বা মূল্য নিয়ে তর্ক করার এ ধরনের কি কোন যুক্তি আছে যে, মার্ক বারোজন প্রেরিতের একজন ছিলেন না, যেমনটি ছিলেন মথি এবং যোহন?" সাধু যেরোম বলেছেন যে, এই সুসমাচারটি রচনা করার পর মার্ক মিশরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় তিনি সর্বপ্রথম সুসমাচার প্রচার করেন। সেখানে তিনি একটি মণ্ডলীও প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তিনি পবিত্র একজন মানুষের আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হন। *Constituit ecclesiam tantâ doctrinâ et vitæ continentiâ ut omnes sectatores Christi ad exemplum sui cogeret*– তিনি এভাবেই তাঁর জীবন এবং তাঁর মতবাদ দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিলেন, স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছিলেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী দ্বারা। এই দৃষ্টান্ত খ্রীষ্টের সকল অনুসারীকে আলোড়িত করে।

খ. কী নাম এই সাক্ষ্যের? মার্ক লিখিত সুসমাচার।

১. এই সুসমাচারটি নাতিদীর্ঘ, মথি লিখিত সুসমাচারের চেয়ে অনেকটাই স্বল্প পরিসরের। এখানে খ্রীষ্টের যে সমস্ত শিক্ষার বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার কোনটিই পূর্ণাঙ্গ নয়, কিন্তু তাঁর করা আশ্চর্য কাজগুলোর প্রতি এই সুসমাচারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২. মথি লিখিত সুসমাচারে আমরা যা দেখেছি তারই পুনরাবৃত্তিই আমরা এখানে দেখতে পাই বলা চলে। কিছু কিছু ঘটনায় খুবই উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে, তবে অনেক নতুন বিষয় এখানে নেই। যখন কোন একটি বিচারে অনেক সাক্ষীকে একই বিষয় প্রমাণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়, তখন সেখানে গুছিয়ে বলার প্রবণতা থাকে না; বরং সবচেয়ে জরুরি যে বিষয়টি সামনে এসে দাঁড়ায় তা হচ্ছে, তাদের সকলের কথা একই হতে হবে, যেখানে বার বার একই সত্যকে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। এতে করে তাদের সকলের সাক্ষ্য যখন মিলে যাবে, তখন তা পরিণত হবে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যে। একইভাবে আমরা পবিত্র শাস্ত্রের এই সুসমাচারটিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করতে পারি না, কারণ এটি শুধুমাত্র আমাদের এই বিশ্বাসকে নিশ্চিত করার জন্যই লেখা হয় নি যে, *যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র*, বরং লেখা হয়েছে যেন আমরা এর আগের সুসমাচারে যে বিষয়গুলো পড়েছি সেগুলো মনে রাখতে পারি। এতে করে আমরা এর প্রতি আরও বেশি করে মনযোগ দিতে পারব, যাতে করে এর একটি অংশও আমাদের স্মৃতি থেকে সরে না যায়। দারুন স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন মানুষেরও এভাবে স্মৃতি ধরে রাখার জন্য পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন রয়েছে। অনেকে মনে করেন এই সুসমাচারটি প্রথমে ল্যাটিন ভাষায় লেখা হয়েছিল, যদিও এটি লেখা হয়েছিল রোমে বসে। প্রকৃতপক্ষে সুসমাচারটি লেখা হয়েছিল গ্রীক ভাষায়, যে ভাষায় হযরত পৌল রোমীয়দের কাছে পত্র রচনা করেছিলেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, সে সময় গ্রীক ছিল সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ১

মার্কের সুসমাচারের বর্ণনা মথি এবং লূকের সুসমাচারের মত আমাদের পরিত্রাণকর্তার জন্মের ঘটনা থেকে শুরু হয় নি, বরং তা শুরু হয়েছে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচার কাজের ঘটনা থেকে, যেখান থেকে তিনি খুব শীঘ্রই খ্রীষ্টের প্রকাশ্যে প্রচার ও পরিচর্যা কাজের বর্ণনায় চলে গেছেন। সে অনুসারে আমরা এই অধ্যায়ে দেখতে পাই:

ক. বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচারের মধ্য দিয়ে তাঁর পর্বের পরিচয় লাভ (পদ ১-৩) এবং তাঁর ইতিহাস, পদ ৪-৮।

খ. খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম এবং স্বর্গ থেকে তাঁর স্বীকৃতি লাভ, পদ ৯-১১।

গ. তাঁর পরীক্ষা, পদ ১২,১৩।

ঘ. তাঁর প্রচার কাজ, পদ ১৪,১৫,২১,২২,৩৮,৩৯।

ঙ. তাঁর শিষ্যদেরকে আহ্বান, পদ ১৬-২০।

চ. তাঁর প্রার্থনা, পদ ৩৫।

ছ. তাঁর আশ্চর্য কাজ:

১. তিনি একটি মন্দ-আত্মাকে ধমক দেন, পদ ২৩-২৮।

২. তিনি পিতরের শাশুড়িকে সুস্থ করেন, যার অনেক জ্বর হয়েছিল, পদ ২৯-৩১।

৩. যারা তাঁর কাছে এসেছিল তিনি তাদেরকে সুস্থ করেন, পদ ৩২,৩৪।

৪. তিনি একজন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেন, পদ ৪০-৪৫।

মার্ক ১:১-৮ পদ

আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি:

ক. নতুন নিয়ম কী– একটি পবিত্র নিয়ম বা বিধান, যা সকল মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়েছে হয়েছে; নতুন নিয়ম। এর আগের পুস্তকটি হচ্ছে পুরাতন নিয়মের একটি পুস্তক। এটি হচ্ছে ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার, পদ ১।

১. এটি একটি সুসমাচার; এটি ঈশ্বরের বাক্য এবং এটি বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য। দেখুন, প্রকা ১৯:৯; ২১:৫; ২২:৬। এর অর্থ হচ্ছে সুখবর, মঙ্গল বার্তা এবং এটি যে কারও জন্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এটি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে ভাল সংবাদ।

২. এটি যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার, যিনি অভিষিক্ত ত্রাণকর্তা, প্রতিজ্ঞাত এবং আকাঙ্খিত খ্রীষ্ট। এর আগের সুসমাচারটি শুরু হয়েছিল যীশু খ্রীষ্টের জন্মলাভের ঘটনাটি থেকে– যা ছিল প্রাথমিক ঘটনা, কিন্তু এখানে আমরা সরাসরি কাজের কথা চলে যাই– খ্রীষ্টের সুসমাচারে। এটিকে বলা হয় তাঁর, এর কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে, তিনিই এর মূল রচয়িতা, বরং সেই সাথে এই সুসমাচার তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। তিনিই এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং এখানে শুধু তাঁর কথাই বলা হয়েছে।

৩. এই যীশু হচ্ছে ঈশ্বরের পুত্র। এই সত্যের উপর ভিত্তি করেই মার্কের লেখা এই

সুসমাচারটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং এটি প্রকাশ করার জন্য এই সুসমাচারের জন্ম; কারণ যীশু খ্রীষ্ট যদি ঈশ্বরের পুত্র না হতেন, তাহলে আমাদের বিশ্বাস বিফলে যেত।

খ. পুরাতন নিয়মে নতুন নিয়ম সম্পর্কে যে উল্লেখ আছে এবং এখানে তার যোগসূত্র। যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের সূচনা হল এবং আমরা তাকে এগিয়ে যেতে দেখব, যেমনটি ভাববাদীদের শাস্ত্রে লেখা আছে (পদ ২)। ভাববাদীগণ এবং মোশিও যা ঘটবে বলে গেছেন, তার বাইরে আর কিছুই এখানে লেখা নেই (প্রেরিত ২৬:২২)। এটি যিহূদীদের কাছে কোন কিছু বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত এবং শক্তিশালী হাতিয়ার। তারা বিশ্বাস করত যে, পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের ঈশ্বর তাঁর সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রেরণ করেছেন, যাতে করে তাঁরা তাদের সময়কার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করতে পারেন। কিন্তু এতে করেও কোন লাভ হবে না, যদি আমরা পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম উভয় স্থানেই আমাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তা খুঁজে না পাই, কারণ যদি দুটি জায়গাতে একই স্বর্গীয় সত্য প্রকাশ করা হয়, তাহলেই আমরা একে সত্য বলে ধরে নিতে পারব।

এখানে দুইজন ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণী থেকে উক্তি নেওয়া হয়েছে– তা হচ্ছে ভাববাদী যিশাইয়ের উক্তি, যা সবচেয়ে বড় এবং মালাখির উক্তি, যা সবচেয়ে সাম্প্রতিক (যদিও মালাখির পর থেকে খ্রীষ্টের সময় পর্যন্ত প্রায় চারশো বছরের ব্যবধান রয়েছে), তাঁর দু'জনেই একই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেছেন, আর তা হচ্ছে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচার কাজের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের সূচনা।

১. মালাখি, যার পুস্তকের মধ্য দিয়ে আমরা পুরাতন নিয়মকে বিদায় জানিয়েছি, তিনি খুব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন (মালাখি ৩:১) বাপ্তিস্মদাতা যোহন সম্পর্কে, যিনি নতুন নিয়মকে সুস্বাগতম জানিয়েছেন: "দেখ, আমি আপন সংবাদদাতাকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করব," পদ ২। খ্রীষ্ট নিজেও এই ভবিষ্যদ্বাণীটির উল্লেখ করেছেন এবং যোহনের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছেন (মথি ১১:১০), যিনি ছিলেন ঈশ্বরের দূত, যিনি খ্রীষ্টের পথ প্রস্তুত করতে এসেছিলেন।

২. যিশাইয়, যিনি একজন ভাববাদীর চাইতে সুখবর প্রচারক ও ঘোষণাকারী হিসেবে বেশি কাজ করেছেন, তিনি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সুখবর প্রচারসূচক অংশ যেখানে শুরু করেছেন, সেখানে খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রারম্ভ সম্পর্কে চিহ্নিত করা হয়েছে (যিশাইয় ৬০:৩)। মরুভূমিতে একজনের রব, সে ঘোষণা করছে, পদ ৩। মথি এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন এবং তিনি এটি যোহনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন (মথি ৩:৩)। কিন্তু এই দুটি বিষয় এক করলে আমরা দেখতে পাই যে:-

(১) খ্রীষ্ট তাঁর সুসমাচারের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন, তাঁর সাথে ছিল অনুগ্রহের ধন ভাণ্ডার এবং শাসনের রাজদণ্ড।

(২) এই পৃথিবী এমনই মন্দ যে, তাঁর আগমনের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে হলে এমন অনেক কিছু সরিয়ে ফেলতে হবে, যা তাঁর চলার পথে শুধু বাধাই সৃষ্টি করবে না, তাঁর প্রতি বিরোধিতাও করবে।

(৩) যখন ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন, তিনি তখন তাঁর যত্ন নিলেন, আবার যখন তিনি তাঁকে হৃদয়ে প্রেরণ করলেন, তখনও তিনি তাঁকে যত্ন নিলেন, তাঁর যথাযথ প্রয়োজন মেটানোর বন্দোবস্ত করলেন, যাতে করে তাঁর পথ প্রস্তুত করা

যায়; যাতে করে তাঁর অনুগ্রহ প্রদানের পরিকল্পনায় ব্যাঘাত না ঘটে; কিংবা যাতে করে তাঁর অনুগ্রহ প্রদানের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুতে কোন প্রকার ঘাটতি না থাকে। বরং যেন পাপ এবং ভ্রষ্টতা দূর করে তাঁর জন্য স্থান প্রস্তুত করা হয়, যেন কোন বাধা বিঘ্ন ব্যতিরেকেই তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

(৪) যখন এই পথ অসমান থাকে, তা সমান করতে হবে (আইনের ভুল দিকগুলো সংশোধন করতে হবে এবং ভালবাসার খাদগুলো সমান করতে হবে), কেবলমাত্র তখনই খ্রীষ্টের আগমনের কাল প্রস্তুত হবে।

(৫) ঘোষণাটি করা হয়েছিল কোন এক প্রান্তরে, কারণ এই পৃথিবী আসলে তেমনই। খ্রীষ্টের পথ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং যারা তাঁর তারা তাঁকে অনুসরণ করবে, ঠিক যেভাবে ইস্রায়েলীয়রা মরু প্রান্তর অতিক্রান্ত করে কেনান দেশে হাজির হয়েছিল।

(৬) দৃঢ় বিশ্বাস এবং আতঙ্কের বার্তাবাহক, যারা খ্রীষ্টের পথ প্রস্তুত করতে এসেছেন তাঁরা হচ্ছেন ঈশ্বরের দূত, যাদেরকে তিনি প্রেরণ করেছেন এবং যাদেরকে তিনি স্বীকৃতি প্রদান করবেন এবং তাঁরা সেইভাবে অনুগ্রহও লাভ করবেন।

(৭) তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছে প্রভুর পথ প্রস্তুত করার জন্য, যেহেতু এই প্রান্তর অতি বিশাল এবং বিস্তর পরিসরের, তাই তাদেরকে চিৎকার করে সেই বার্তা সকলের কাছে পৌঁছুতে হবে। তাদেরকে সময় নষ্ট করলে চলবে না এবং তাদেরকে তূরীধ্বনির মত কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও তীব্র করতে হবে।

গ. নতুন নিয়মের সূচনা কেমন ছিলঃ সুসমাচারের সূচনা হয়েছে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বর্ণনা থেকে; কারণ যোহনের আগ পর্যন্ত আইন এবং ভাববাদীরা কেবলমাত্র স্বর্গীয় প্রকাশের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হতেন, কিন্তু এরপরই ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করা শুরু হল (লূক ১৬:১৬)। পিতর বর্ণনা করছেন যোহনের বাপ্তিস্ম প্রদানের ঘটনা থেকে (প্রেরিত ১:২২)। খ্রীষ্টের জন্মের ঘটনা থেকে সুসমাচার সূচিত হয় নি, কারণ তিনি তাঁর জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করার জন্য সময় নিয়েছেন। তবে তিনি প্রকাশ্যে তাঁর পরিচর্যা কাজে প্রবেশ করার জন্য খুব বেশি দেরিও করেন নি। বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁর প্রচার শুরু করার ছয় মাস পরেই খ্রীষ্ট একই শিক্ষা প্রচার করতে শুরু করেন। খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের দিনটি ছিল সুসমাচারের সূর্যোদয়ের দিন; কারণঃ-

১. যোহনের জীবন যাপন প্রণালীতেই সুসমাচার সূচিত হওয়ার আভাস ফুটে উঠছিল; কারণ তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্ম প্রণালীতে ছিল আত্মসংযম এবং আত্মত্যাগ, মাংসিক কৃচ্ছতা সাধন, এই পৃথিবীর প্রতি এক পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর প্রতি অনাসক্তি, যাকে সত্যিকার অর্থেই যে কোন দিক থেকে খ্রীষ্টের সুসমাচারের সূচনা বলে অভিহিত করা যায়, পদ ৬। তিনি উটের লোমের কাপড় পরতেন, যা মোটেও মোলায়েম কাপড় ছিল না। তিনি কোমর বন্ধনী পরতেন, তবে তা স্বর্ণের ছিল না, বরং ছিল চামড়ার বন্ধনী। তিনি জাগতিক বিলাসী এবং ভোগ্যবস্তুর প্রতি অনাগ্রহী ছিলেন। তাঁর খাবার ছিল পঙ্গপাল এবং মধু। লক্ষ্য করুন, আমরা এই শরীরকে যতই সংযত রাখব এবং এই পৃথিবীর চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে থেকে জীবন ধারণ করবো, ততই আমরা যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা গৃহীত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হব।

২. যোহনের প্রচার এবং বাপ্তিস্ম কাজের মধ্য দিয়ে সুসমাচারের শিক্ষা এবং বিধান প্রচার করা শুরু হয় এবং এখান থেকেই প্রথম ফল আসে।

(১) তিনি পাপের ক্ষমার জন্য প্রচার করেন, যা সুসমাচারের এক মহান সুযোগ। তিনি

লোকদেরকে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেখিয়েছিলেন, যাতে করে তারা এর অধীনে আসে এবং তা গ্রহণ করে।

(২) তিনি পাপের ক্ষমা লাভের উদ্দেশ্যে অনুতাপ করার জন্য প্রচার করেন। তিনি লোকদেরকে বলেন যে, তাদের হৃদয়কে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদের জীবনকে নতুনীকরণ করতে হবে। এর জন্য তাদেরকে অবশ্যই তাদের পাপের জন্য অনুশোচনা করতে হবে এবং ঈশ্বরের দিকে মন ফিরাতে হবে এবং এই শর্ত ব্যতিত অন্য আর কোন উপায়ে মুক্তি নেই। এই শর্ত অনুযায়ী কাজ করলে তাদের পাপের ক্ষমা প্রদান করা হবে। পাপের ক্ষমার জন্য অনুশোচনা, এটিই ছিল সমস্ত জাতিগণের কাছে প্রেরিতদের প্রচারের মূল বাণী (লূক ২৪:২৭)।

(৩) তিনি খ্রীষ্টের কথা প্রচার করেছিলেন এবং তিনি তাঁর শ্রোতাদেরকে খ্রীষ্টের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে মহা মহা বিষয় আকাঙ্খা করার জন্য বলেছিলেন। খ্রীষ্টের কথা প্রচার করাই হচ্ছে প্রকৃত সুসমাচার প্রচার করা এবং এটাই ছিল বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচারের মূল বিষয়, পদ ৭,৮। সুসমসাচারের একজন সত্যিকার পরিচর্যাকারী হিসেবে তিনি প্রচার করেছিলেন:-

[১] খ্রীষ্ট যে মহা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে আসবেন; খ্রীষ্ট এতই মহান এবং উচ্চীকৃত ছিলেন যে, যোহন, যিনি নারীর গর্ভ থেকে জাত সন্তানদের মধ্যে অন্যতম মহান একজন, তিনিও নিজেকে তাঁর জন্য সবচেয়ে নিম্নতর করতেও অযোগ্য বলে মনে করেছেন। এমন কি তিনি হেঁট হয়ে খ্রীষ্টের পায়ের জুতা খোলার যোগ্য বলেও নিজেকে মনে করেন নি। খ্রীষ্টকে সম্মান দেওয়ার জন্য তিনি একটাই উৎসাহী ও আন্তরিক ছিলেন এবং অন্যদের মাঝেও এই অনুভূতি ও মর্যাদাবোধ তৈরি করার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

[২] খ্রীষ্টকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল; "তিনি আমার পরেই আসছেন, কিন্তু তিনি আমার চাইতেও শক্তিশালী, এই পৃথিবীর সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতাধর লোকদের চেয়ে শক্তিশালী, কারণ তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তিস্ম দিতে সক্ষম।" তিনি সকলের মাঝে ঈশ্বরের আত্মার সঞ্চার ঘটাতে পারেন এবং তিনি মানুষের আত্মার পরিচালনা দান করেন।

[৩] যারা অনুশোচনা করবে তাদের প্রতি খ্রীষ্টের সুসমাচারে যে মহান ওয়াদা করা হচ্ছে: তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে। তাদেরকে পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তিস্ম দেওয়া হবে, তাদেরকে অনুগ্রহ দ্বারা শুচি করা হবে এবং তাঁর শক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত করা হবে। সবশেষে, যারা যারা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তাঁর এই বিধানের প্রতি আগ্রহী হবে, তাদেরকে যোহন জলে বাপ্তিস্ম দেবেন। এটি ছিল তাদের জন্য মন পরিবর্তনের একটি পদক্ষেপ, যারা অন্য ধর্ম থেকে যিহূদী ধর্মে ধর্মান্তরিত হত। এটি ছিল তাদের অনুশোচনা এবং রূপান্তরের দ্বারা শুচি হওয়ার একটি নিদর্শন, যার ছিল অবশ্য পালনীয়। সেই সাথে এর দ্বারা এটি প্রকাশ করা হত যে, ঈশ্বর তাদেরকে পাপের ক্ষমা এবং পবিত্রকরণের দ্বারা শুচি করেছেন, যা ছিল প্রতিজ্ঞাত অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ। এখন এই বিষয়টিই পরবর্তীতে সুসমাচারের একটি বিশেষ বিধান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়, যা যোহন শুরু করেছিলেন সুসমাচারের সূচনা হিসেবে।

৩. যোহনের প্রচার সফল হতে লাগল এবং তিনি বাপ্তিস্ম প্রদানের মধ্য দিয়ে তাঁর শিষ্য তৈরি করতে লাগলেন। তিনি প্রান্তরে বসেই বাপ্তিস্ম দিতেন এবং তিনি শহরে যেতে অস্বীকৃতি জানাতেন। কিন্তু যিহূদিয়ার সমস্ত অঞ্চল থেকে এবং যিরূশালেম শহর থেকে লোকেরা তাঁর কাছে আসতে লাগল, তারা ছিল শহর এবং গ্রামের অধিবাসী, তাদের মধ্যে অনেকেই পুরো পরিবার একসাথে এসেছিল এবং তারা সকলে এসে বাপ্তিস্ম নিতে লাগল। তারা সকলে যোহনের শিষ্য হতে শুরু করল এবং নিজেদেরকে তাঁর নিয়ম অনুসারে আবদ্ধ করতে লাগল। এর চিহ্ন হিসেবে তারা তাদের পাপের জন্য অনুশোচনা করল। তিনি তাদেরকে তাঁর শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন, এর চিহ্ন হিসেবে তিনি তাদেরকে বাপ্তিস্ম দিলেন। তিনি সুসমাচারভিত্তিক মণ্ডলীর প্রধান চালিকাশক্তি, তিনি ছিলেন ঊষার গর্ভ থেকে আসা শিশিরতুল্য যুবক (গীতসংহিতা ১১০:৩)। এদের অনেকেই পরবর্তীতে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হয়েছিল এবং তাঁর সুসমাচারের প্রচারক হয়েছিল; এই সরিষা দানা এক সময় গাছ হয়ে উঠেছিল।

মার্ক ১:৯-১৩ পদ

এখানে আমরা খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম এবং পরীক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাই, যা ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে মথি ৩ এবং ৪ অধ্যায়ে।

ক. তাঁর বাপ্তিস্ম, যা ছিল তাঁর প্রথম জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ, নাসরতে দীর্ঘদিন নিভৃত জীবন যাপন করার পর। কত মূল্যবান সম্পদই না লুকোনো অবস্থাতেই থাকে, যা এই পৃথিবীতে হারিয়ে যায়, ধুলায় মিশে যায় এবং তা সম্পর্কে কেউ জানতেও পারে না, কিংবা তা নম্রতার আবরণের নিচে পড়ে হারিয়ে যায় এবং কেউ সে সম্পর্কে জানতেও পারে না! কিন্তু আগে হোক আর পরে হোক তা অবশ্যই সকলের কাছে প্রকাশিত হবে, যেমন খ্রীষ্ট প্রকাশিত হয়েছেন।

১. দেখুন কতটা নম্রতার সাথে তিনি ঈশ্বরকে স্বীকৃতি জানালেন, যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে। এভাবে তাঁর প্রতি সকল ধার্মিকতা পরিপূর্ণ হল। এভাবে তিনি তাঁর উপরে পাপপূর্ণ মাংসিক দেহের বৈশিষ্ট্য ধারণ করলেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ এবং পবিত্র ছিলেন, তথাপি তিনি নিজেকে এমনভাবে ধৌত করলেন যেন তিনি অপরিষ্কার ছিলেন। এভাবেই তিনি আমাদের জন্য নিজেকে পবিত্রীকৃত করলেন, যাতে করে আমরাও পবিত্র হই এবং তাঁর সাথে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি (যোহন ১৭:১৯)।

২. দেখুন কতটা সম্মানের সাথে ঈশ্বর তাকে স্বীকৃতি দিলেন, যখন তিনি যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন। এভাবে যারা ঈশ্বরের সম্মান রক্ষা করেন এবং তাদেরকে তা করতে বলা হয়, তখন তারা যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি গৌরবান্বিত হন (লূক ৭:২৯,৩০)।

(১) তিনি স্বর্গ খুলে যেতে দেখলেন; এভাবে স্বর্গ থেকে ঈশ্বর তাঁকে স্বীকৃতি দিলেন এবং তাঁর জন্য সামনে যে আনন্দ এবং গৌরব স্থাপন করা হয়েছে তা এক পলক দেখালেন। তিনি তাঁকে নিশ্চিত করলেন, কারণ যাতে করে তিনি তাঁর মধ্যস্থতা মূলক দায়িত্ব পালন করতে আরও উৎসাহী হন। মথি বলেছেন, তাঁর সামনে স্বর্গ খুলে গেল। মার্ক বলছেন, তিনি স্বর্গ খুলে যেতে দেখলেন। অনেকের কাছেই তাদের জন্য স্বর্গ

খুলে দেওয়া হয়, যেন সেখান থেকে তারা অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন, কিন্তু তারা তা দেখতে পারেন না। খ্রীষ্ট শুধু যে তাঁর যন্ত্রণা ও দুঃখভোগ সম্পর্কে পরিষ্কার একটি ধারণা রেখেছিলেন তা নয়, সেই সাথে তাঁর মহিমা ও গৌরব সম্পর্কেও তাঁর একটি স্পষ্ট ধারণা ছিল।

(২) তিনি পবিত্র আত্মাকে কবুতরের আকারে নেমে আসতে দেখলেন। লক্ষ্য করুন, তখনই আমরা স্বর্গে আমাদের সামনে উন্মুক্ত হতে দেখব, যখন আমরা আমাদের উপরে পবিত্র আত্মার অবতরণ এবং তাঁর কাজ শুরু হওয়ার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারব। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের উত্তম কর্ম সাধন হচ্ছে আমাদের জন্য তাঁর মঙ্গল ইচ্ছার সবচেয়ে নিশ্চিত প্রমাণ এবং তাঁর প্রস্তুতি গ্রহণের সাক্ষ্য। জাস্টিন মার্টায়ার বলেছেন, যখন খ্রীষ্ট বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছিলেন, সে সময় জর্ডানে একটি শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল। এটি একটি প্রাচীন জনশ্রুতি যে, সে সময় সেই স্থানের চারপাশে এক মহা আলোক ছটা দেখা দিয়েছিল; কারণ পবিত্র আত্মা আলো এবং উত্তাপ উভয়ই বিকিরণ করেন।

(৩) তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন, যা তাঁকে তাঁর মধ্যস্থতাকারীর কাছে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল। সেই কারণে এখানে তাঁকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলা হচ্ছে, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র।" ঈশ্বর তাঁকে জানতে দিচ্ছেন যে:-

[১] তিনি তাঁকে এতটা ভালবাসেন যে, তিনি যতটা নিচু অবস্থানেই নামুন না কেন বা নিজেকে যতটা ছোট বা নম্রই করুন না কেন, তাঁর প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা এক বিন্দুও কমবে না; "যদিও তুমি এখন মহিমাশূন্য হয়েছ এবং তোমার প্রতি কোন সম্মান ও শ্রদ্ধা আরোপ করা হয় নি, তথাপি তুমি আমার প্রিয় পুত্র।"

[২] তিনি তাঁকে আরও বেশি ভালবেসেছেন তাঁর সেই গৌরবময় এবং দয়াময় মধ্যস্থতাকারী কাজের জন্য, যে কাজে তিনি এইমাত্র নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ঈশ্বর তাঁর উপর খুবই সন্তুষ্ট, কারণ তিনি ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য নিজে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি তাঁর উপরে খুবই খুশি, তাই আমাদেরও উচিত তাঁর উপরে খুশি ও আনন্দিত হওয়া।

খ. তাঁকে প্রলোভন দেখানো। যে পবিত্র আত্মা তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই আত্মা তাঁকে প্রান্তরে নিয়ে গেল, পদ ১২। পৌল এখানে উল্লেখ করেছেন, এটি হচ্ছে তারই একটি প্রমাণ যে, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছেন এবং সেই চেতনা লাভ করেছেন, তিনি তা কোন মানুষের কাছ থেকে পান নি। যখনই তাঁকে আহ্বান করা হল, তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করলেন না, বরং তিনি আরবীয় মরুভূমিতে চলে গেলেন (গালাতীয় ১:১৭)। এই জগত থেকে অবসর গ্রহণ হচ্ছে আরও স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন করার সুযোগ লাভ। সেই কারণে কাউকে কাউকে নিশ্চয়ই কোন না কোন সময় বাছাইকৃত হতে হয়, কিছু সময়ের জন্য, এমন কি যাদেরকে কোন মহান কাজের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদেরকেও। মার্ক এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন যে, কিভাবে তিনি সে সময় প্রান্তরে সময় কাটাচ্ছিলেন– তিনি প্রান্তরে বন্য প্রাণীদের মধ্যে বেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। এটি ছিল তাঁর প্রতি তাঁর পিতার অনুপম ভালবাসা ও যত্নের একটি উদাহরণ, কারণ তাঁকে বন্য পশুদের হাতে ছিন্নভিন্ন হওয়া থেকে সুরক্ষায় রাখা হয়েছিল, যা তাঁকে আরও বেশি করে সেই কাজের জন্য উৎসাহিত করেছিল যে কাজে তাঁর পিতা তাঁকে

নিয়োজিত করেছেন। এছাড়া এ বিষয়টিও তাঁকে উৎসাহিত করেছিল যে, তিনি যখন ক্ষুধার্ত হবেন, তখনও তাঁর পিতাই সেই খাবার জুগিয়ে দেবেন। বিশেষ সুরক্ষা বজায় থাকলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যে চাহিদার চেয়ে তা মূল্যবান হয়ে পড়ে। সেই সময়কার লোকদের অমানবিকতার মধ্যে এটি ছিল তাঁর পরিচিতির একটি পর্ব, যাদের মধ্যে তাঁকে এখন থেকে বসবাস করতে হবে– তারা বন্য প্রাণীর চেয়ে কোন অংশে উত্তম নয়, বরং তারা আরও বেশিই মন্দ। সেই প্রান্তরে আমরা লক্ষ্য করি:

১. তাঁর সাথে সাথে মন্দ-আত্মা অবস্থান করছিল; তাঁকে শয়তান কর্তৃক প্রলোভিত করা হয়েছিল; কোন আভ্যন্তরীণ চিন্তার দ্বারা নয়, কারণ খ্রীষ্ট যখন উপবাস রাখছিলেন সেই সময় তাঁর উপরে কাজ করার জন্য এই পৃথিবীর রাজার কিছুই করার ছিল না। তাই তাঁর সামনে বাইরে থেকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে একজন সঙ্গীর রূপ ধরে শয়তান প্রলোভন দেখাতে লাগল। সঙ্গ লাভের আকাঙ্খা অনেক সময় প্রলোভন হিসেবে দেখা দেয়, কারণ এক জনের চেয়ে দুই জন ভাল। খ্রীষ্ট নিজে প্রলোভিত হয়েছিলেন, তবে তা উত্তম ক্ষেত্রে। তিনি প্রলোভিত হয়েছিলেন আমাদেরকে এই শিক্ষা দিতে যে, প্রলোভিত হওয়া মন্দ কিছু নয়, বরং আমাদেরকে এই কথা মাথায় রাখতে হবে যে, আমরা যখন প্রলোভিত হই তখনও যেন আমরা নিজেদের সত্তা ও ঈশ্বরের প্রতি অধীনস্থতার চেতনা ও আমাদের বিশ্বাস হারিয়ে না ফেলি। এমনকি ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের জন্য যন্ত্রণাভোগের সময়ও আমাদেরকে প্রলোভিত করা হতে পারে। এখানে খ্রীষ্ট নিজে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রলোভিত হয়ে আমাদেরকে দেখাচ্ছেন যে, আমরা যখন প্রলোভিত হব তখন তিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন।

২. পবিত্র আত্মা তাঁর পাশে অবস্থান করছিলেন এবং স্বর্গদূতরা তাঁর সেবা করছিলেন, তাঁর যা কিছু প্রয়োজন তা যুগিয়ে দিচ্ছিলেন এবং দায়িত্বশীলতার সাথে তাঁদের সমস্ত কর্তব্য পালন করছিলেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রতি উত্তম স্বর্গদূতদের সেবা কাজ হচ্ছে আমাদের জন্য অতি আনন্দের এবং স্বস্তির একটি বিষয়, যেখানে বিভিন্ন মন্দ আত্মা আমাদের ক্ষতি করার জন্য ওৎ পেতে আছে। তারা আমাদের মাঝে বসতি করে আমাদের ভেতর থেকে উত্তম আত্মা ও চেতনা সরিয়ে দিতে চায়, যাতে করে তারা সেখানে নিজেরা বসবাস করতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, আমরা যদি নিজেদের আত্মাকে দৃঢ়চেতা না করি, তাহলে সেই মন্দ আত্মা যে উত্তম আত্মাগুলোকে সরিয়ে দেবে তাই নয়, তাদের উপরে সমূহ বিজয় লাভ করবে।

মার্ক ১:১৪-২২ পদ

এখানে আমরা দেখি:

ক. গালীলে খ্রীষ্টের প্রচার কাজের একটি সাধারণ বিবরণ। যোহন তাঁর সুসমাচারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যিহূদিয়াতে খ্রীষ্টের প্রচার কাজের বর্ণনা দিয়েছিলেন, যা অন্য সুসমাচার লেখকেরা বাদ দিয়ে গেছেন। খ্রীষ্টের বেশিরভাগ প্রচার কাজ সম্পন্ন হয়েছে গালীলে, কারণ তিনি যিরূশালেমে কম পরিচিত ছিলেন। লক্ষ্য করুন:

১. কখন খ্রীষ্ট গালীলে প্রচার করতে শুরু করলেন; বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে কারাগারে প্রেরণ করার পর তিনি তাঁর প্রচার কাজ শুরু করলেন। যখন যোহন তাঁর সাক্ষ্য প্রদান করা শেষ

করলেন, তখন যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সাক্ষ্য দান ও প্রচার শুরু করলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের নিশ্চুপ থাকার অর্থ এই নয় যে, তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছেন; যদি কেউ সরে দাঁড়ায়, তাহলে অন্য কেউ এসে সেই স্থান পূর্ণ করে দেবে, সম্ভবত তার চেয়েও শক্তিশালী কেউ সেখানে আসবে, যাতে সেই একই কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।

২. তিনি কি প্রচার করেছিলেন; ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতেই খ্রীষ্ট এসেছিলেন। খ্রীষ্ট মানুষের মাঝে ঈশ্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন, যাতে করে তারা এর অধীনে আসে এবং এর কাছে এসে পরিত্রাণ গ্রহণ করে। তিনি তাঁর সুসমাচার প্রচার করার মধ্য দিয়ে সেই রাজ্য স্থাপন করেছেন এবং এর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছেন। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট যে সকল মহান সত্য প্রচার করেছিলেন: সময় পূর্ণ হয়েছে এবং ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে। এটি পুরাতন নিয়মের একটি অংশের কথা বলে, যেখানে খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞাত রাজ্যের কথা বলা হয়েছে এবং সেই রাজ্যের সূচনা হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীতে এই বিষয়টি তত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় নি এবং সেই কারণেই খ্রীষ্ট তাদেরকে এ সম্পর্কে সচেতন করছেন; "যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল তা এখন হাতের নাগালে এসে গেছে; স্বর্গীয় আলো, জীবন এবং ভালবাসার মহান আবিষ্কার সূচিত হয়েছে। অনেক বেশি আত্মিক এবং স্বর্গীয় প্রকাশ এখন ঘটবে, যা তোমরা ঘটতে দেখবে এবং তোমাদেরকে অবশ্যই এর অধীনে আসতে হবে ও এর প্রশংসা ও গৌরব করতে হবে।" লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর সেই সময় সংরক্ষণ করেন, যখন তা পূর্ণ হবে, ঈশ্বরের রাজ্য হাতের কাছে এসে যাবে; কারণ যে দর্শন আমরা দেখি তা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যা অবশ্যই সঠিক সময়ে প্রদর্শিত হবে। যদিও এর আগ পর্যন্ত আমাদের অনেক কষ্ট স্বীকার করে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

(২) এখান থেকে আমাদের জন্য যে মহান দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে। খ্রীষ্ট তাদেরকে সেই সময় বোঝার জন্য উপলব্ধি ও চেতনা দান করলেন, যাতে করে তারা জানতে পারে যে, ইস্রায়েলের কী করতে হবে। তারা খুবই আনন্দের সাথে এ কথা চিন্তা করতে পছন্দ করতো যে, খ্রীষ্ট বাহ্যিক জাঁকজমক এবং জৌলুস সহকারে এসে আবির্ভূত হবেন। তিনি শুধু যে যিহূদী জাতিকে রোমান সাম্রাজ্যের জাঁতাকল থেকে মুক্ত করবেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি আশেপাশের সমস্ত জাতির উপরে তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করবেন। আর সেই কারণে তারা এই চিন্তা করতো যে, যখন ঈশ্বরের রাজ্য এসে উপস্থিত হবে, তখন তাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাদেরকে বিজয় লাভ করার জন্য এবং বিজয় উল্লাস করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এই পৃথিবীর সকল মহান বিষয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদেরকে বলছেন, সেই স্বর্গ-রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সকলকে অবশ্যই অনুতাপ করতে হবে এবং সুসমাচারে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তারা আদর্শগত নীতি ভঙ্গ করেছে এবং তারা নিষ্কলুষতার চুক্তি দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারবে না, কারণ যিহূদী এবং অযিহূদী উভয়েই দোষীকৃত ও অভিযুক্ত হয়েছে। তাই তাদেরকে অবশ্যই একটি অনুগ্রহের চুক্তির অধীনে আসতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই একটি প্রতিকারমূলক আইনের আওতা

আসতে হবে, আর সেটি হচ্ছে– "ঈশ্বরের নিকটে পাপের অনুতাপ কর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস কর।" তারা এই প্রদত্ত জীবন রক্ষাকারী আদেশ মান্য করে নি এবং সেই কারণে তাদের জন্য অবশ্যই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনুতাপ করার মাধ্যমে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের পাপের জন্য শোক প্রকাশ করতে হবে এবং আমাদের সকল পাপের ও অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা অবশ্যই সকল পাপ থেকে মুক্তি পাব। অনুতাপ করার মধ্য দিয়ে আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে অবশ্যই গৌরব ও মহিমা প্রদান করতে হবে, যার প্রতি আমরা পাপ করেছি ও অপরাধ করেছি। বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে আমাদের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতাকে অবশ্যই আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে সকল গৌরব, মহিমা ও প্রশংসা প্রদান করতে হবে, যিনি আমাদের সকল পাপের ভার তুলে নিতে এসেছেন।

(৩) আমাদেরকে অবশ্যই এই কাজগুলো করতে হবে; আমাদেরকে অবশ্যই এ কথা ভাবলে চলবে না যে, আমাদের জীবনকে রূপান্তরিত করলেই এবং খ্রীষ্টের ধার্মিকতা ও অনুগ্রহে বিশ্বাস স্থাপন না করলেও আমরা আমাদের জীবন রক্ষা করতে পারব। কিংবা আমরা এ কথাও ভাবতে পারি না যে, আমাদের হৃদয় এবং জীবনকে পরিবর্তন না করেও আমরা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করলে আমরা আমাদের জীবন রক্ষা করতে পারব। খ্রীষ্ট এই দুটি বিষয়কে একত্রিত করে দিয়েছেন। এবং কোন মানুষই এই দুটি বিষয় পৃথক করার চিন্তা মাথায় না আনুক। এই দুটি বিষয় সব সময় পরস্পর অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত থাকে এবং একে অপরের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে। অনুতাপের কারণে বিশ্বাসে গতিশীলতা আসবে এবং বিশ্বাস অনুতাপকে সুসমাচারের দিকে পরিচালনা দান করবে। এই দুটি দায়িত্ব অত্যন্ত সততা এবং আন্তরিকতার সাথে পালন করলে অবশ্যই ঈশ্বরের সব কটি মহান আদেশ অত্যন্ত বাধ্যতা ও বিশ্বাসের সাথে পালন করা সম্ভব। এভাবেই সুসমাচারের প্রচার ও শিক্ষা দান শুরু হয়েছে এবং এভাবেই তা চলতে থাকবে; যত দিন অনুতাপ এবং বিশ্বাসের আহ্বান থাকবে, তত দিন অনুতাপের জীন এবং বিশ্বাসের জীবন বিদ্যমান থাকবে।

খ. খ্রীষ্ট এখানে একজন শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, এখানে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, পদ ১৬-২০। লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে গ্রহণ করেছিলেন। যদি তিনি কোন বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহলে তাঁর অবশ্যই শিক্ষার্থী থাকত; যদি তিনি কোন সৈন্যবাহিনী তৈরি করতেন, তাহলে তাঁর অধীনে সৈন্যরা থাকত; যদি তিনি শিক্ষা দিতেন, তখন তাঁর সাথে তাঁর শ্রোতারা থাকত। তিনি এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য একটি কর্মপন্থা তৈরি করেছিলেন; কারণ পিতা ঈশ্বর তাঁকে যা কিছু দিয়েছেন, তার সব কিছুই বিনা শর্তে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হবে।

২. খ্রীষ্ট তাঁর রাজ্য স্থাপনের জন্য যে সমস্ত উপকরণ বাছাই করেছিলেন, সেগুলো ছিল এই পৃথিবীর দুর্বল এবং মূল্যহীন বস্তু; তিনি যাদেরকে ডেকেছিলেন তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য, তাদেরকে সেনহেড্রিন থেকে ডেকে নিয়ে আসা হয় নি, কিংবা রব্বি বা ধর্মগুরুদের শিক্ষালয় থেকে ডেকে নিয়ে আসা হয় নি, বরং তিনি তাদেরকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন সাগর পারে জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত জেলেদের ভেতর থেকে, যাতে

করে ঈশ্বরের গৌরব এবং মহা মহিমাময় ক্ষমতাই কেবলমাত্র প্রকাশ পায়, মানুষের নয়।

৩. যদিও খ্রীষ্টের জন্য মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন নেই, তবুও তিনি তাঁর রাজ্য স্থাপনের জন্য মানুষের সাহায্য নিতে পছন্দ করেন, যাতে করে তিনি আমাদের সাথে এক মর্যাদাপূর্ণ এবং প্রচলিত উপায়ে কাজ করতে পারেন ও সংযোগ রক্ষা করতে পারেন। এতে করে তার রাজ্যে মহান ব্যক্তি এবং শাসকেরা আমাদের ভেতর থেকেই আসবে (যিরমিয় ৩১:২১)।

৪. খ্রীষ্ট তাদের উপরে সম্মান আরোপ করেছেন, যারা এই জগতের মানুষ হলেও তাদের কাজের দিক থেকে অধ্যবসায়ী এবং একে অন্যের প্রতি ভালবাসা ও সহমর্মিতাপূর্ণ। যাদেরকে খ্রীষ্ট আহ্বান করেছেন তাদের সকলেই এমন। তিনি তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করেছেন এবং একত্রে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পরিশ্রম এবং একতা উত্তম এবং আনন্দদায়ক এবং সেখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই আশীর্বাদ আমাদের জন্য রেখেছেন, এমন কি এই আশীর্বাদ করছেন, আমাকে অনুসরণ কর।

৫. পরিচর্যাকারীদের কাজ হচ্ছে আত্মা ধরা এবং তাদেরকে খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে জয় করা। মানব সন্তানেরা তাদের প্রকৃতিগত অবস্থায় হারানো থাকে, তারা এই পৃথিবী রূপ মহা সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে থাকে এবং তারা এর গতিপথ অনুসারে স্রোতে ভেসে ভেসে নেমে যেতে থাকে; তারা মোটেও কাজের জন্য উপযোগী নয়। জলে বাসকারী লিবিয়াথনের মত তারা সেখানে বিচরণ করে; এবং অনেক সময় সমুদ্রের মাছের মত তারা একে অন্যের উপরে চড়াও হয়। পরিচর্যাকারীরা সুসমাচার প্রচার করার জন্য সমুদ্রে জাল ফেলেন (মথি ৮:৪৭)। তাদের মধ্যে অনেককে ধরা হয় এবং তাদেরকে তীরে আনা হয়, কিন্তু তারপরও অধিকাংশ সংখ্যক মাছ পালিয়ে যায়। জেলেরা প্রচণ্ড কষ্ট করে এবং তারা নিজেদেরকে অত্যন্ত দুর্যোগের মধ্য দিয়ে গমন করায়, এমনটাই করা উচিত পরিচর্যাকারীদের। তাদের প্রয়োজন রয়েছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার। যদি অনেকবার জাল ফেলেও কোন কিছুই না নিয়ে তাদের বাড়ি ফিরতে হয়, তারপরও তাদের বারবারই চেষ্টা করে যাওয়া উচিত।

৬. যাদেরকে খ্রীষ্ট আহ্বান করেছেন, তাদেরকে অবশ্যই সমস্ত কিছু ছেড়ে চলে আসতে হবে, তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা তিনি তাদেরকে তা করতে উৎসাহ দিচ্ছেন। এমন নয় যে আমাদেরকে এখনই সমস্ত পৃথিবী ঘুরে আসতে হবে, বরং আমাদেরকে এই পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক ও মোহ হালকা করে ফেলতে হবে। আমাদেরকে সেই সমস্ত বিষয় ভুলে যেতে হবে যা কিছু আমাদের খ্রীষ্টের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে সামনে এসে দাঁড়াতে পারে এবং যেটা আমাদের আত্মার কাছে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হবে না। মার্ক এখানে যাকোব এবং যোহনের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাঁদের পিতাকেই শুধুমাত্র নৌকায় ছেড়ে আসেন নি (যা আমরা মথিতেও পাই), কিন্তু সেই সাথে তাঁদের ভাড়া করা জেলেদেরকেও ছেড়ে এসেছিলেন, সম্ভবত যাদেরকে তাঁরা তাঁদের ভাইদের মত করেই ভালবাসতেন। তারা ছিল তাঁদের সহকর্মী এবং আনন্দদায়ক সঙ্গী। এটি শুধু সম্পর্কের দিক থেকে নয়, বরং সঙ্গের দিক থেকেও আমাদেরকে সব কিছুই খ্রীষ্টের জন্য ফেলে চলে আসতে হবে, এটি অত্যন্ত পুরনো একটি শর্ত। হয়তো বা এটি তাঁদের পিতার জন্য ভালবাসা এবং চিন্তার একটি

উদাহরণ, কারণ তাঁরা তাকে কোন সাহায্যকারী বা সহকারী ছাড়া ফেলে আসেন নি। তাঁরা তার কাছে ভাড়া করা জেলেদের রেখে এসেছিলেন। গ্রোশিয়াস মনে করেন যে, এটি উল্লেখ করা হয়েছে এটি বোঝানোর জন্য যে, তাঁদেরকে আহ্বান করা অত্যন্ত সুফলজনক ছিল, কারণ যদিও তাদের দাসদেরকে টাকা দিয়ে সেখানে কাজে বহাল রাখতে হত, তাদেরকে সেখানে সাহায্য করার বা নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং তাঁদের নিজেদের হাতে সেখানে কাজ করার প্রয়োজন ছিল, তথাপি তাঁরা এর সমস্ত কিছুই ত্যাগ করে চলে আসলেন।

গ. এখানে আমরা কফরনাহূমে খ্রীষ্টের প্রচার কাজের একটি বিশেষ বর্ণনা পাই, যা গালীলের অন্যতম একটি শহর; কারণ যদিও বাপ্তিস্মদাতা যোহন প্রান্তরে প্রচার করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন এবং তিনি তা ভালও করেছিলেন এবং উত্তম কাজ সাধন করেছিলেন, তথাপি সেই একই পন্থা অনুসরণ করার খ্রীষ্টের প্রয়োজন নেই। এমন নয় যে, খ্রীষ্টেরও তাঁর মত করে কাজ করতে হবে; পরিচর্যাকারীদের উদ্দেশ্য এবং সুযোগ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং তথাপি তারা নিশ্চয়ই তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবেই পালন করছেন এবং উভয়েই স্বর্গ-রাজ্যের জন্য সুফল জনক কাজ করছেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. যখন খ্রীষ্ট কফরনাহূমে এলেন, তিনি নিজেকে সরাসরি সেখানে কাজে নিয়োগ করলেন এবং সেখানেই তিনি সর্বপ্রথম সুসমাচার প্রচার করলেন। যারা নিজেরা সময় নষ্ট না করার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী, যারা জানে এবং বোঝে যে, তাদের সামনে কত বড় এক দায়িত্ব রয়েছে কত পরিমাণে কাজ তাদের করতে হবে, তাঁরা এও বুঝতে পারেন যে, তাঁদের হাতে সেই কাজ করার জন্য কতটা কম সময় রয়েছে।

২. খ্রীষ্ট ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বিশ্রামবার পালন করতেন, যদিও তিনি নিজেকে ফরীশী এবং ধর্ম-শিক্ষকদের মত নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ করে ফেলেন নি, তিনি বিশ্রামবারের সকল বিধি-বিধান সুচারু রূপে মেনে চলতেন না, তথাপি (যা ছিল আরও ভাল) তিনি এর প্রতি নিজেকে নিবেদিত করতেন এবং সঠিকভাবে পালন করতেন, তিনি বিশ্রামবারেও কাজ করতেন, যাকে বিশ্রামবারের কাজ বলা হত, যাতে করে তাঁর মধ্য দিয়ে বিশ্রামবারের বি-শ্রামের প্রথাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. বিশ্রামবার অবশ্যই মন্দিরে গমনের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য পবিত্রীকৃত হতে হবে। এটি একটি পবিত্র দিন এবং এটিকে অবশ্যই সম্মানের সাথে এবং যথাযথ পবিত্রতার সাথে পালন করতে হবে, এটিই সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে প্রাচীন পন্থা (প্রেরিত ১৩:২৭; ১৫:২১)। বিশ্রামবারে, *Pois sabbasin*− বিশ্রামবারের দিনে; প্রতি বিশ্রামবারে, যখনই সেই দিন আসতো, তিনি সমাজ-ঘরে যেতেন।

৪. বিশ্রামবারে ধর্মীয় সমাবেশে সুমাচার প্রচার করা উচিত এবং তাদের কাছে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যারা যীশু ও তাঁর সত্য সম্পর্কে জানার ও শেখার জন্য আগ্রহী।

৫. খ্রীষ্ট সে ধরনের কোন প্রচারকারী ছিলেন না। তিনি ফরীশী এবং ধর্ম-শিক্ষকদের মত করে শিক্ষা দিতেন না বা প্রচার করতেন না, যারা তাদের ইচ্ছামত মোশির আইনের ব্যাখ্যা দিত এবং তা মুখস্থ বলে যেত, যেভাবে একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তার পাঠ মুখস্থ বলে থাকে, (প্রেরিত পৌল নিজেও যখন একজন ফরীশী ছিলেন, তখন তিনি নিজেও আইন সম্পর্কে এমনটাই অজ্ঞ ছিলেন), কিন্তু তারা সেটি মোটেও আত্মস্থ করত না। সেটি তাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত হত না এবং সেই কারণে সেটি কর্তৃত্ব সহকারে প্রকাশিত হত না।

কিন্তু খ্রীষ্ট এমনভাবে শিক্ষা দিতেন, যাঁর সেই কর্তৃত্ব রয়েছে। এমনভাবে তিনি লোকদের মাঝে কথা বলতেন ও প্রচার করতেন, যেন তিনি ঈশ্বরের মন ও তাঁর চিন্তা সম্পর্কে জানেন এবং তিনি তা ঘোষণা করার জন্য অনুমতি ও দায়িত্ব পেয়েছেন।

৬. খ্রীষ্টের মতবাদে আরও অনেক কিছু আমাদের জন্য রয়েছে, যা আশ্চর্যজনক এবং বিস্ময়কর; আমরা আরও যত বেশি করে তা শুনব, ততই আমরা এর প্রতি শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা পোষণ করার জন্য আরও আগ্রহী হব।

মার্ক ১:২৩-২৮ পদ

খ্রীষ্ট তাঁর সুসমাচার প্রচার করা শুরু করার পরই তিনি তাঁর শিক্ষাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণ করার জন্য আশ্চর্য কাজ করতে শুরু করলেন। এর পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তাঁর শিক্ষার সাথে এতটাই জড়িত এবং সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যে, এর উদ্দেশ্য ছিল লোকদেরকে শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করা এবং অসুস্থ আত্মাকে সুস্থ করা।

এই পদগুলোতে আমরা দেখি:

ক. একটি লোকের ভেতর থেকে খ্রীষ্ট কর্তৃক মন্দ-আত্মা বের করা, যা তিনি করেছিলেন কফরনাহূমের সমাজ-ঘরে বসে। এই অংশটি আমরা মথি লিখিত সুসমাচারে পাই না, তবে পরবর্তীতে লূক ৪:৩৩ পদে পাই। সেই সমাজ-ঘরে একজন লোক এসেছিল যে মন্দ-আত্মায় আক্রান্ত ছিল, *En pneumati akatharto*– এক অশুচি আত্মা দ্বারা আক্রান্ত ছিল। সেই আত্মাটি লোকটির ভেতরে প্রবেশ করত এবং তাকে তার নিজের অধীনে রাখত, সে তাকে তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে চালনা করত। তাই বলা হয় এই জগতের অবস্থান *উহ ঃড় ঢ়ড়হবৎড়*– দুষ্টদের মাঝে। অনেকে মনে করেন এই কথা বলা আরও উপযুক্ত যে, দেহ আত্মার ভেতর অবস্থান করে, কারণ দেহ তখন আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেটি দেহের ভেতরে আত্মা এই অবস্থার থেকে আলাদা। সে সেই অশুচি আত্মার অধীনে ছিল, যেমনটি বলা যায় একজন ব্যক্তি জ্বরে আক্রান্ত হলে যেমন হয়, কিংবা ঠাণ্ডা লাগলে যেমন হয়, কারণ সেখান থেকে বেরিয়ে আসা সহজ কথা নয়। লক্ষ্য করুন, এখানে শয়তানকে বলা হয়েছে অশুচি আত্মা হিসেবে, কারণ সে তার স্বভাবগত সমস্ত পবিত্রতা হারিয়েছে, সে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কাজ করেছে এবং সে তার নিজ প্ররোচণায় মানুষের আত্মাকে অশুচি করছে। এই লোকটি সমাজ-ঘরে ছিল; সে সেখানে শিক্ষা নিতে আসে নি খিংবা সুস্থ হতেও আসে নি, বরং অনেকে মনে করেন, সম্ভবত সে সেখানে খ্রীষ্টের বিরোধিতা করতে এসেছিল এবং তাঁর সাথে বিতর্ক করতে এসেছিল, যাতে করে সে লোকদেরকে যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে এবং তাঁর উপরে বিশ্বাস করতে বাধা দিতে পারে। লক্ষ্য করুন:

১. অশুচি আত্মাটি খ্রীষ্টের প্রতি যে আক্রোশ প্রকাশ করল: সে চিৎকার করল, যা একজন মানুষ অত্যন্ত রাগান্বিত হলে করে থাকে। খ্রীষ্টের সামনে সে জোরে চিৎকার করে উঠল এবং সে তার স্থানচ্যুত হওয়ার ভয়েও চিৎকার করে উঠেছিল। তার ভেতরে খ্রীষ্টের জন্য আতঙ্ক ছিল, কিন্তু সেখানে কোন আশা ছিল না। তার ভেতরে তাঁর জন্য কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। আমরা এখানে দেখতে পাই সে যীশু খ্রীষ্টকে কি বলেছিল, পদ ২৪। সেখানে সে তাঁর সাথে কোন ধরনের বিতর্ক করতে আসে নি কিংবা তাঁকে তিরস্কার বা অবিশ্বাস

করতেও আসে নি। সে তাঁর সাথে এ ধরনের আচরণ করার মত পর্যায়ের অনেক অনেক নিচে অবস্থান করছিল। কিন্তু সে তাঁর সাথে এমনভাবে কথা বলল যেন সে তার নিজের ধ্বংস সম্পর্কে জানে।

(১) সে তাঁকে নাসরতীয় যীশু বলে সম্বোধন করেছিল; কারণ সে সামনে আসার পরই সর্বপ্রথম খ্রীষ্টকে এই নামে সম্বোধন করেছিল এবং সে এই কাজ করেছিল লোকদের মনের মাঝে খ্রীষ্ট সম্পর্কে নিম্ন স্তরের ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য, কারণ নাসরত থেকে ভাল কোন কিছু আসতে পারে না। সে তাঁকে একজন ভণ্ড ও ধোঁকাবাজ হিসেবে পরিগণিত করতে চেয়েছিল, কারণ সকলেই জানতো যে, খ্রীষ্ট নিশ্চয়ই বৈৎলেহমে থেকেই আসবেন।

(২) তবুও সে খ্রীষ্টের প্রতি একটি স্বীকারোক্তি প্রদান করল– সে এটি স্বীকার করল যে, তিনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র জন, যিনি সেই স্বর্গ থেকে পবিত্রতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন, যা প্রেরিতেরা উল্লেখ করেছেন– তাঁরা হচ্ছেন মহান ঈশ্বরের দাস (প্রেরিত ১৬:১৬,১৭), যাদের ভেতরে কেবলমাত্র এই ধারণাটি আছে যে, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের সেই পবিত্র জন এবং তাঁর উপরে তাদের কোন বিশ্বাস থাকে না, কিংবা তাকে ভালবাসে না, তারা শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) সে যথাযথভাবেই এ কথা জানত যে, খ্রীষ্টকে অপদস্থ ও পরাজিত করা তার জন্য খুবই কঠিন হবে। সে খ্রীষ্টের শক্তির সামনে দাঁড়ানোর কথা চিন্তাও করতে পারছিল না; "আমাদেরকে ছেড়ে দিন; কারণ আপনি যদি আমাদের বিপক্ষে দাঁড়ান তাহলে আমরা নির্ঘাত হেরে যাব। আপনি দয়া করে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।" এটি সেই অশুচি আত্মাদের দুর্দশার একটি উদাহরণ যে, তারা খ্রীষ্টের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে এবং তাঁর বিরোধিতা করে, তথাপি তারা জানে যে, শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্ট তাদেরকে পরাজিত করবেন।

(৪) সে বলেছিল খ্রীষ্টের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই বা তাঁর সাথে তার কোন কাজ নেই; কারণ সে ভাবছিল লোকটিকে হয়তো খ্রীষ্ট উদ্ধার করবেন এবং এতে করে তাকে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। "আমার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? আপনি যদি আমাদেকে ছেড়ে দেন তাহলে আমরাও আপনাকে ছেড়ে যাব।" দেখুন, কী ধরনের ভাষায় তারা কথা বলছিল, তারা সর্বশক্তিমানকে বলছিল আমাদের কাছ থেকে চলে যান। একটি অশুচি আত্মা হিসেবে সে খ্রীষ্টকে ঘৃণা করেছিল এবং ভয় পেয়েছিল, কারণ সে জানত যে, তিনি সেই পবিত্র ব্যক্তি। পার্থিব হৃদয় ঈশ্বরের বিপক্ষে শত্রুতা করে, বিশেষ করে তাঁর পবিত্রতার বিরুদ্ধে।

২. খ্রীষ্ট অশুচি আত্মাটির উপরে যে বিজয় অর্জন করলেন; কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, তিনি শয়তানের সকল কাজ ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং সেই কারণে তিনি এভাবে নিজের শক্তি প্রকাশ করলেন। তিনি এই লড়াই থেকে পিছু হটলেন না, কিংবা তিনি তার ভণ্ডামি বা নীচতার কারণেও তাকে পরাজিত না করে তার কাছ থেকে সরে গেলেন না। শয়তানের সকল প্রার্থনা এবং আবেদন বৃথা গেল, "আপনি কি আমাদেরকে বিনাশ করতে আসলেন? আমাদেরকে ছেড়ে দিন।" তার শক্তি অবশ্যই ভগ্ন হবে এবং সেই হতভাগ্য লোকটিকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে এবং সেই কারণে:-

(১) যীশু খ্রীষ্ট আদেশ করলেন। তিনি যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি সুস্থও করেছেন কর্তৃত্ব সহকারে। যীশু তাকে ধমক দিলেন; তিনি তাকে তিরস্কার করলেন এবং তাকে ভয় দেখালেন, তিনি তাকে চুপ করতে বললেন: "চুপ কর; *Phimotheti*– নীরব হও।" অশুচি আত্মাদের প্রতি খ্রীষ্টের ক্রোধ আছে, সে কারণে যখন তিনি তাদেরকে ধমক দেন তখন তারা নীরব হয় এবং পালিয়ে যায়। তারা ভাল করেই এ কথা জানত যে, খ্রীষ্ট কখনোই তাদের স্বীকৃতি দেবেন না বা তাদেরকে গ্রহণ করবেন না; বরং তিনি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন এবং ধ্বংস করে ফেলবেন। অনেকে এই কথা স্বীকার করে বলে যে, খ্রীষ্টই ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি, যারা তাদের ভাল কাজের পোশাকের আড়ালে অনেক ধরনের অন্যায় এবং মন্দ কাজ করে থাকে। কিন্তু তাদের এই স্বীকারোক্তি খ্রীষ্টের জন্য অ বিশ্বাসজনক এবং তা দ্বিগুণ পরিমাণে খ্রীষ্টের বিরোধিতা করে, যেন তারা খ্রীষ্টের নাম ভাঙ্গিয়ে তাদের পাপ এবং মন্দ কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এই কারণে তাদেরকে অবশ্যই চুপ করানো হবে এবং লজ্জিত করা হবে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়– তাকে ভবিষ্যতে আর এ ধরনের ভুল করতে দেওয়া হবে না।

(২) সেই অশুচি আত্মা চিৎকার করে উঠল, কারণ এর কোন প্রতিকার নেই (পদ ২৬)। সে তাকে মুচড়ে ধরল এবং তাকে খুব কঠিনভাবে মোচড়াতে লাগল, যার কারণে সে সময় যে কেউ মনে করতে পারে যে, তাকে নিশ্চয়ই এখন টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে। যখন সে খ্রীষ্টকে স্পর্শ করতে পারল না, তখন এভাবেই সে তাঁরই সামনে তাঁর অধীনস্থ হতভাগ্য মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করল। যখন খ্রীষ্ট তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা হতভাগ্য আত্মাদেরকে শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করেন, তখন অবশ্যই সেই আত্মাকে অনেক কষ্ট এবং যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়; কারণ সেই ঘৃণ্য অশুচি আত্মা যাকে ধ্বংস করতে পারে না, তাকে সে যতটা সম্ভব কষ্ট দেয়। সে উচ্চস্বরে চিৎকার করল, যাতে করে সে সকল দর্শকের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারে এবং নিজেকে ভয়ঙ্কর হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। সে এমন ভঙ্গি করছিল সকলের সামনে, যেন সে এখন পরাজিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে কেবলমাত্র এই বারের জন্য পরাজিত হয়েছে। সে সকলকে এই কথা বোঝাতে চাইছিল যে, সামনের বারে সে ঠিকই আবার ফিরে আসবে এবং তার স্থান পুনরুদ্ধার করবে।

খ. এই আশ্চর্য কাজটি লোকদের উপরে যে প্রভাব বিস্তার করল, পদ ২৭,২৮।

১. যারা সেই আশ্চর্য কাজ দেখল, তারা সকলে বিস্মিত হল, এতে সকলে চমৎকৃত হল। এটি একেবারে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত ছিল যে, এই লোকটিকে অশুচি আত্মা আক্রমণ করেছিল, কারণ অশুচি আত্মা বের হয়ে যাওয়ার সময় তাকে মুচড়িয়ে ধরেছিল এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠেছিল। এতে করে বিষয়টি স্পষ্ট ছিল যে, খ্রীষ্ট তাকে তাঁর ক্ষমতা দিয়ে জোর করে বের করে দিয়েছেন। এই বিষয়টি তাদের সকলকে চমৎকৃত করেছিল এবং এই কারণে তারা সকলে নিজেরা নিজেরা আলাপ আলোচনা করছিল যে, "এ কেমন নতুন উপদেশ? কারণ ইনি যে কাজ করলেন তাতে করে ইনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন। তাঁর নিশ্চয়ই সেই ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব আছে যার কারণে তিনি আমাদেরকেও আদেশ করতে পারেন। তাঁর সেই সামর্থ আছে, যার দ্বারা তিনি অশুচি আত্মা তাড়াতে পারেন এবং তারা তাঁর বিপক্ষে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না, বরং তারা তাঁর কথা মানতে বাধ্য হয়।" যিহূদী ওঝা এবং গুণিনরা সকল অশুচি আত্মা তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য

তন্ত্র-মন্ত্র এবং জাদু বিদ্যার উপর নির্ভর করত, কিন্তু এটি সে সবের সমস্ত কিছু থেকে আলাদা ছিল, কারণ তাঁর মধ্যে ছিল তাদেরকে আদেশ করার ক্ষমতা। নিশ্চয়ই আমাদের উচিত হবে এমন একজন মানুষের বন্ধু হওয়া, যিনি সমস্ত অশুচি ও মন্দ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

২. যারা এ কথা শুনল তাদের মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মান এবং জনপ্রিয়তা বহুগুণে বেড়ে গেল। তখন তাঁর কথা তৎক্ষণাৎ সমুদয় গালীল প্রদেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, যা ছিল কেনান দেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল। এই গল্পটি সবার মুখে মুখে ছিল সেই সময় এবং লোকেরা তাদের বন্ধুদেরকে এই কথা দেশের বাইরেও লিখে পাঠাতে লাগল। তারা সকলে মিলে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মন্তব্য করতে শুরু করল, "এটা কি? এটা কেমন নতুন উপদেশ!" তাই এই বিষয়টি সকলের কাছে ধারণা হতে লাগল যে, তিনি একজন শিক্ষক। যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি তাঁর শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের কারণে আরও অনেক আশ্চর্য কাজ প্রকাশ করবেন। তবে যিহূদীরা যে ধরনের জাঁকজমক এবং মহা সমারোহের সাথে খ্রীষ্টের আগমন ঘটবে বলে ভেবেছিল তেমনভাবে তিনি আসেন নি, বরং তিনি এসেছেন তাঁরই নিজস্ব পথ ধরে। তাঁর অগ্রগামী বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁর আগমন বার্তা ঘোষণা করেছিলেন এবং এখন তিনি নিজেই এখন আগমন করেছেন। যেমনটি আগে বলা হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের কথা চারদিকে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং তা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু ফরীশীরা তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল এবং তাঁর এই জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হতে লাগল। তারা চেষ্টা করল এই জনপ্রিয়তা ঢেকে ফেলতে। তারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার এই মিথ্যে অভিযোগ আনতে লাগল যে, তিনি শয়তানের রাজার সাহায্য নিয়ে ভূত বা অশুচি আত্মা ছাড়ান।

মার্ক ১:২৯-৩৯ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই:

ক. একটি বিশেষ আশ্চর্য কাজের বর্ণনা যা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট করেছিলেন। তিনি এই আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে পিতরের শাশুড়িকে সুস্থ করেছিলেন, যিনি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই অংশটি আমরা আগেও দেখেছি মথি লিখিত সুসমাচারে। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. যখন খ্রীষ্টের করা সকল আশ্চর্য কাজের জন্য তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখনও তিনি চুপ করে বসে থাকেন নি, যেভাবে অনেকেই মনে করে থাকে যে, তাদের নিজেদের নাম অনেক জনপ্রিয় হয়ে গেছে বলে এখন তারা ঘরেই বসে থাকবেন আর মানুষ তাদের কাছে ছুটে আসবে। না, তিনি তখনও অনেক ভাল কাজ করে গেছেন, কারণ এই কাজ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর নিজের সম্মান বৃদ্ধি করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। শুধু তাই নয়, যারা সম্মানিত ও মর্যাদার আসনে রয়েছে, তাদের অবশ্যই কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে এবং তা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

২. যখন তিনি সমাজঘর থেকে বের হয়ে এলেন, যেখানে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে স্বর্গীয় ক্ষমতার বলে সুস্থ করলেন, তারপরেই তিনি হতভাগ্য জেলেদের সাথে খুব আন্তরিকভাবে কথোপকথন করেছেন, যারা সে সময় তাঁর সাথে

সাথেই ছিল এবং তিনি মোটেও তাদেরকে নিচু চোখে দেখেন নি। আমরাও যেন আমাদের ভেতরে সকল মানুষকে সমান চোখে দেখার মত মন তৈরি করি, যেমনটি ছিল খ্রীষ্টের ভেতরে।

৩. তিনি পিতরের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁকে সেখানে সে ধরনের আপ্যায়নই করা হয়েছিল, যেমনটি এক দরিদ্র জেলের পক্ষে আয়োজন করা সম্ভব এবং খ্রীষ্ট সেই আমন্ত্রণ হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। প্রেরিতেরা খ্রীষ্টের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন; তাই সে সমস্ত বিষয় কখনোই তাঁদেরকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয় নি। তবে তাঁরা যখনই সুযোগ পেয়েছেন সেগুলোকে খ্রীষ্টের উপকারার্থে ব্যবহার করেছেন।

৪. তিনি পিতরের শাশুড়িকে সুস্থ করেছিলেন, যিনি সে সময় অসুস্থ ছিলেন। যখনই খ্রীষ্ট কোথাও যান সেখানেই তিনি কোন মঙ্গল সাধন করতেই যান এবং আমাদের অবশ্যই তাঁর আপ্যায়নের ব্যাপারে উদার হস্তে ব্যয় করা উচিত। লক্ষ্য করুন, কিভাবে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন, যখন তার জ্বর তাকে ছেড়ে গেল। সেটি মোটেও স্বাভাবিকভাবে ঘটে নি, অন্য সব সময়ের মত করে তাকে সে সময় জ্বর ছেড়ে যায় নি। কিন্তু সেই একই হাত তাকে সুস্থ করেছিল, তাকে সবল করেছিল, যাতে করে তিনি তাঁদের সকলকে আপ্যায়ন এবং পরিচর্যা করতে পারেন। এই সুস্থতা সাধন করা হয়েছিল তাকে কাজের জন্য উপযোগী করার উদ্দেশ্যে, যেভাবে খ্রীষ্ট তাঁর নিজ পরিচর্যা কাজ করে থাকেন এবং যারা তাঁর জন্য কাজ করে থাকে।

খ. তিনি আরও যে সমস্ত সুস্থতা দানের মহা আশ্চর্য কাজ করেছিলেন সে সবের সাধারণ বর্ণনা– যে সমস্ত রোগ তিনি সুস্থ করেছিলেন, যে সমস্ত মন্দ-আত্মা তিনি মানুষের মধ্য থেকে তাড়িয়েছিলেন। এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল বিশ্রামবারের দিন সন্ধ্যার সময়, যখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল, বা ডুবে যাচ্ছিল। সম্ভবত অনেক লোক তাদের অসুস্থ প্রিয়জন এবং আত্মীয় স্বজনদেরকে নিয়ে এসেছিল খ্রীষ্টের কাছে, যেন তিনি তাদেরকে সুস্থ করতে পারেন। তারা বিশ্রামবার শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল, যেন তারা খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য কারও কাছে অভিযুক্ত হতে না পারে। যদিও তিনি বিশ্রামবারে কাউকে সুস্থ করার কাজটিকে আইনত বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তথাপি যদি কেউ সে অনুসারে চলতে না চায় তাহলে সে অন্য যে কোন দিন যে কোন সময় তাঁর কাছে সুস্থ হওয়ার জন্য আসতে পারে। এখন লক্ষ্য করুন:

১. তাদের রোগীদের সংখ্যা কত বেশি ছিল: সমস্ত শহরের মানুষ পিতরের ঘরের দরজায় জড়ো হয়েছিল, যেভাবে ভিক্ষুকেরা ধনী কাউকে দেখলে তার চারপাশে জড়ো হয়। সমাজ-ঘরে সেই একজনকে সুস্থ করার কারণে এখন এত জন তাঁর কাছে এসে হাজির হয়েছে। যারা খ্রীষ্টের কথা জেনেছে তাদের উচিত খুব দ্রুত তাঁর কথা অন্যবার কাছে পৌঁছে দেওয়া, যা অন্যরা শোনে নি। এখন ধার্মিকতার সূর্য উদিত হয়েছেন এবং তিনি তাঁর পক্ষের নিচে এনে সকলকে সুস্থ করছেন। তাঁর কাছে সব সময় লোকদের সমাগম হবে। লক্ষ্য করুন, কিভাবে খ্রীষ্ট কোন একটি বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে সময় কাটানোর পরে আবারও জনতার মাঝে চলে এলেন, যেভাবে তিনি দিনের বেলায় সমাজ-ঘরে বিরাট জন সমাগমের মাঝে ছিলেন। তিনি যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, সেখানেই ছিল তাঁর পরিচর্যাকারী, তাঁর দাস এবং তাঁর রোগীরা। বিশ্রামবারের সন্ধ্যায়, যখন সকল সাধারণ প্রার্থনা শেষ হয়ে যায়, সে সময় আমাদের উচিত হবে যীশু খ্রীষ্টের উপরে আমাদের মনযোগ অর্পণ করা। তিনি

সুস্থ করেছেন, যেভাবে পৌল প্রচার করেছেন, প্রকাশ্যে এবং বাড়ি থেকে বাড়িতে।

২. সেই চিকিৎসক কতটা শক্তিশালী ছিলেন: তাঁর কাছে যাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল তিনি তাদের সকলকেই সুস্থ করেছিলেন, যদিও তারা সংখ্যায় অনেক ছিল। এমন নয় যে, এদের কোন বিশেষ রোগ ছিল, কারণ তাঁর বাক্য ছিল *প্যানফারম্যাকন* (*Panpharmacon*)– সর্বরোগহারী ঔষধ। যে আশ্চর্য কাজটি তিনি সেই সমাজ-ঘরে বসে করেছিলেন, সেটাই তিনি আবারও বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে করলেন। তিনি অনেক মন্দ -আত্মা তাড়িয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে চুপ থাকতে বলেছিলেন, কারণ তারা জানতো যে, তিনি কে। সে কারণেই তিনি তাদেরকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিংবা তিনি তাদেরকে এটা বলতে নিষেধ করেছিলেন যে, তিনি কে সেটা যে তারা জানে, এই বিষয়টি তারা যেন কাউকে না বলে (এমনটিই অনেকে পড়ে থাকেন)। তিনি তাদেরকে আর কোন কিছু বলতে অনুমতি দিলেন না, কারণ তারা বলেছিল (পদ ২৪): "আমি জানি আপনি কে।"

গ. ব্যক্তিগত প্রার্থনায় তাঁর বিশ্রাম গ্রহণ (পদ ৩৫): তিনি প্রার্থনা করলেন, তিনি একাকী প্রার্থনা করলেন; যেন তিনি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন গোপনে ও নিভৃতে প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে। যদি ঈশ্বর হিসেবে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করার কথা, তথাপি তিনি নিজেই মানুষ হয়ে প্রার্থনা করলেন। যদিও তিনি প্রকাশ্যে জনসমক্ষে কাজ করার মধ্য দিয়ে ভাল কাজ করছিলেন এবং ঈশ্বরকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করছিলেন, তথাপি তিনি তাঁর পিতার সাথে একাকী কিছু সময় কাটানোর জন্য সময় বের করে নিলেন এবং এভাবেই তিনি তাঁর সকল ধার্মিকতা পরিপূর্ণ করলেন। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. কোন্ সময়টিতে খ্রীষ্ট প্রার্থনা করেছিলেন:

(১) সেই সময়টি ছিল সকাল, বিশ্রামবারের পরবর্তী সকাল। লক্ষ্য করুন, যখন একটি বিশ্রামবার শেষ হয়ে যায় এবং পার হয়ে যায়, আমাদের অবশ্যই তখন এটা চিন্তা করলে চলবে না যে, আমরা আবার পরবর্তী বিশ্রামবারের আগ পর্যন্ত আমাদের সকল প্রার্থনা স্থগিত রাখব। না, সেজন্য আমাদেরকে সমাজ-ঘরে যেতে হবে না বটে, তবে আমাদেরকে যেতে হবে অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে, প্রতি সপ্তাহের প্রতিটি দিনে এবং বিশেষ করে বিশ্রামবারের পরবর্তী সকালে, যাতে করে আমরা সেই দিনটির ভাল আবেশ ধরে রাখতে পারি। সেই সকালটি ছিল সপ্তাহের প্রথম দিনের সকাল, যা তিনি পবিত্রীকৃত করলেন এবং স্মরণীয় করে রাখলেন খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার মাধ্যমে।

(২) তিনি খুব ভোরে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন, সকাল হওয়ার বেশ অনেক্ষণ আগে। অন্যরা যখন তাদের বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল, সে সময় তিনি প্রার্থনা করছিলেন। তিনি প্রার্থনা করছিলেন ঠিক রাজা দায়ূদের একজন যোগ্য সন্তান হিসেবে, যিনি প্রতি ভোরে ঈশ্বরের খোঁজ করেন এবং সকালে তাঁর প্রার্থনা পরিচালনা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি মাঝরাতে উঠেও তাঁর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ধন্যবাদ ও প্রশংসা জ্ঞাত করবেন। এমনটি বলা হয়ে থাকে যে, ধার্মিকের জন্য সকাল হচ্ছে বন্ধুর মত– *অরোরা মিউজিস এ্যামিকা* (*Aurora Musis amica*) এবং এটি মোটেও অনুগ্রহের চেয়ে কম কিছু নয়। যখন আমাদের আত্মা আরও বেশি সজীব এবং জীবন্ত থাকে, তখনই আমাদের উচিত আত্মিক অনুশীলন করার জন্য সময় বেছে নেওয়া। যে প্রার্থনার দিক থেকে ও

আত্মিক অনুশীলনের দিক থেকে প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, সে অবশ্যই চূড়ান্তভাবে প্রথম হবে এবং সর্বশ্রে‘হবে।

২. যে স্থানে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন: তিনি একটি নির্জন স্থানে চলে গেলেন, হতে পারে সেটি শহরের বাইরের কোন এক স্থানে, কিংবা কোন দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত সুশোভিত উদ্যানে বা পরিত্যক্ত দালানে। যদিও তাঁর মাঝে মনযোগ ক্ষুণ্ন হওয়ার বা চ্যুত হওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না, কিংবা পার্থিব মহিমা ও গৌরব লাভ করার কোন ধরনের প্রলোভনে পতিত হওয়ার কোন ধরনের সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি তিনি সমস্ত কাজ থেকে ছুটি নিয়ে প্রার্থনায় রত হলেন, কারণ এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের জন্য একটি উদাহরণ সৃষ্টি করতে চাইলেন: “যখন তোমরা প্রার্থনা করবে, তখন ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে নিয়ে প্রার্থনা করবে।” গোপন প্রার্থনা অবশ্যই গোপনেই করতে হবে। যারা তাদের বেশিরভাগ কাজ প্রকাশ্যে করে থাকে এবং যারা এ ব্যাপারে সেরা, তাদেরকে অবশ্যই কিছুটা সময় ঈশ্বরের সাথে নিভৃতে কাটাতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই কিছুটা সময় একাকী বসে প্রার্থনায় ব্যয় করতে হবে। সেখানে তাদেরকে ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন করতে হবে এবং তাঁর সাথে সংযোগ রক্ষা করতে হবে।

ঘ. তিনি আবারও প্রকাশ্যে ও জনসমক্ষে তাঁর পরিচর্যা কাজে ফিরে আসলেন: শিষ্যরা ভেবেছিলেন বোধহয় তাঁরাই সবচেয়ে আগে উঠেছেন। কিন্তু তাঁরা উঠে দেখলেন তাঁরা নন, তাঁদের প্রভুই সবার আগে ঘুম থেকে উঠেছেন এবং সে কারণে তাঁরা সকলে তাঁর খোঁজ করতে গেলেন, তাঁরা তাঁকে নিভৃতে একটি স্থানে খুঁজে পেলেন এবং সেখানে তাঁরা তাঁকে প্রার্থনা করতে দেখলেন, পদ ৩৬,৩৭। তাঁরা তাঁকে বললেন যে, তাঁকে সকলের অনেক বেশি প্রয়োজন, কারণ এখনো অনেক অনেক রোগী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে: “সব মানুষ আপনার জন্য খোঁজ করছে।” তাঁরা এই ভেবে খুব গর্বিত ছিলেন যে, তাঁদের প্রভু ইতোমধ্যে অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন এবং সে কারণেই তাঁরা তাঁকে প্রকাশ্যে জন সমক্ষে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন যেন এই স্থানেই প্রভু বেশি সময় কাটান এবং আশ্চর্য কাজ করেন, কারণ এই শহর তাঁদের নিজেদের। আমরা সকলে সেই স্থানেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করি, যে স্থান আমরা ভালভাবে চিনি এবং যে স্থানের প্রতি আমরা আগ্রহী। “না,” খ্রীষ্ট বললেন, “কফরনাহূম খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ এবং প্রচার কাজের জন্য একচ্ছত্র অধিকারী হতে পারে না। চল, আমরা অন্যন্য নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে যাই, আমি সেসব স্থানেও প্রচার করবো এবং আশ্চর্য কাজ সাধন করবো, কেননা সেজন্যই আমি বের হয়েছি। আমি একনাগাড়ে একই স্থানে সব সময় কাজ করতে আসি নি, বরং আমি ঘুরে ঘুরে সারা দেশে প্রচার করব এবং আশ্চর্য কাজ করব।” এমন কি ইস্রায়েলের প্রতিটি গ্রামের অধিবাসীদেরকেও প্রভুর এই ধার্মিকতার কাজের পুনরাবৃত্তি করা উচিত (বিচার ৫:১১)। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট এখনও সেই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, যে কাজের জন্য তিনি এসেছেন এবং তিনি তাঁর জন্য খুবই সচেতন এবং আন্তরিক। তিনি কখনোই সেই কাজ করতে পিছ পা হবেন না বা ক্লান্ত হবেন না। তিনি কখনোই তাঁর বন্ধুদের প্ররোচনায় বা শত্রুদের নিরৎসাহের কারণে পিছিয়ে পড়বেন না, বা সেই কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন না। এই কারণে (পদ ৩৯) তিনি গালীলে তাদের সমস্ত সমাজ-ঘরগুলোতে প্রচার করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তাদের মধ্যে আশ্চর্য কাজ করতে লাগলেন এবং মন্দ-আত্মা তাড়াতে লাগলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের প্রচার হচ্ছে

শয়তানের ধ্বংসের কারণ।

মার্ক ১:৪০-৪৫ পদ

আমরা এখানে খ্রীষ্ট কর্তৃক একজন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করার ঘটনাটি দেখতে পাই, যা আমরা এর আগে মথি ৮:২-৪ পদে দেখেছি।

১. কীভাবে আমাদের নিজেদেরকে খ্রীষ্টের কাছে উপস্থাপন করতে হবে, যা এই কুষ্ঠ রোগীটি করেছিল:

(১) অত্যন্ত নম্রতার সাথে; এই কুষ্ঠ রোগীটি খ্রীষ্টের খোঁজ করতে এসেছিল এবং তাঁর সামনে হাঁটু পেতে বসেছিল (পদ ৪০); হতে পারে সে খ্রীষ্টকে ঈশ্বর হিসেবে স্বর্গীয় সম্মান দান করছিল কিংবা হয়তোবা সে একজন মহান ভাববাদী হিসেবে তাঁকে এর চেয়ে কিছুটা কম সম্মান দিচ্ছিল। কিন্তু এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, যারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে দয়া এবং অনুগ্রহ লাভ করে থাকে, তাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের গৌরব, প্রশংসা এবং মহিমা প্রকাশ করতে হবে এবং তাঁর কাছে নম্রতা এবং সমীহ নিয়ে আসতে হবে।

(২) তাঁর ক্ষমতার প্রতি দৃঢ় আস্থা নিয়ে: "আপনিই আমাকে পবিত্র করতে পারেন।" যদিও খ্রীষ্টের বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ অনেক সাধারণ ছিল, কিন্তু তবুও তার মাঝে তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস ছিল, যা তার এই বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করে যে, তিনিই ঈশ্বর থেকে প্রেরিত হয়েছেন। সে এই বিষয়টির প্রমাণ পেয়েছিল বলেই বিশ্বাস করেছিল, তাই সে সাধারণভাবে বলে নি যে, "আপনি সব কিছুই করতে পারেন" (যেভাবে যোহন ১১:২২ পদে বলা হয়েছে); বরং সে বলেছে, "আপনিই আমাকে শুচি করতে পারেন।" লক্ষ্য করুন, আমরা যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতার উপরে যে পরিমাণ বিশ্বাস করবো, আমরা ঠিক ততটুকুই পুরস্কার পাব: "আপনি আমার জন্য এই কাজটি করতে পারেন।"

(৩) খ্রীষ্টের ইচ্ছার প্রতি নিজেকে সমর্পণ করে: "প্রভু, যদি আপনি ইচ্ছা করেন।" এমন নয় যে, তার ভেতরে হতভাগ্য এবং দুস্থদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে খ্রীষ্টের ইচ্ছা এবং ক্ষমতার প্রতি সন্দেহ ছিল; বরং সে অত্যন্ত বিনম্র হয়ে একজন হতভাগ্য আবেদনকারী হিসেবে তার নিজের বিশেষ পরিস্থিতি দেখার জন্য খ্রীষ্টের কাছে আবেদন করেছিল।

২. আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে কী আশা করতে পারি: আমাদের বিশ্বাস অনুসারে আমরা তাঁর কাছ থেকে আশা করি। এখানে কুষ্ঠ রোগীটি খ্রীষ্টকে প্রার্থনার সুরে সম্বোধন করে নি, তথাপি খ্রীষ্ট এটিকে একটি আবেদন হিসেবেই দেখেছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করার মত ভালবাসা পূর্ণ কাজ হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে দয়া পাওয়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম আবেদন এবং এ অনুসারেই আমাদের আবেদন ও প্রার্থনা করা উচিত।

(১) খ্রীষ্ট সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়েছিলেন। এই বিষয়টি এখানে যুক্ত করা হয়েছে, মার্কের এই সুসমাচারে, যেন খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও শক্তির উৎস হিসেবে দরিদ্র ও হতভাগ্যদের প্রতি তাঁর দয়ার বিষয়টি উপস্থাপিত হতে পারে। তিনি তাঁর নিজ দয়াশীলতার বৈশিষ্ট্যের কারণে নিজেই আমাদেরকে দয়া করেন। আমাদের নিজেদের তাঁর কাছে আবেদন করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের দুর্দশা দেখে তিনি নিজেই আমাদের প্রতি

দয়া করেন এবং তিনি যতটা সম্ভব আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।

(২) তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তাকে স্পর্শ করলেন। তিনি তাঁর শক্তি প্রবাহিত করলেন এবং সেই লোকটির ভেতরে তা সঞ্চারিত করলেন। তাঁর সুস্থতাকারী আত্মার দ্বারা খ্রীষ্ট সকলকে স্পর্শ করে থাকেন (১ শমূয়েল ১০:২৬)। যখন একজন প্রেরিত মন্দ-আত্মা তাড়ানোর জন্য কাউকে স্পর্শ করে থাকেন, তখন তিনি বলেন, "আমি স্পর্শ করলাম, কিন্তু ঈশ্বর সুস্থ করবেন।" কিন্তু খ্রীষ্ট এখানে নিজেই তাকে স্পর্শ করলেন এবং সুস্থও করলেন।

(৩) তিনি বললেন, "আমি চাই তুমি পবিত্র হও।" খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও শক্তি একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হল। এর দ্বারা বোঝানো হল যে, কি উপায়ে খ্রীষ্ট সমস্ত আত্মিক সুস্থতা দানের কাজ করে থাকেন। তিনি তাঁর কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন এবং সুস্থ করেন (গীতসংহিতা ১০৭:২০; যোহন ১৫:৩; ১৭:১৭)। হতভাগ্য কুষ্ঠ রোগীটি তার কথার মধ্যে বলেছিল, *যদি যীশু খ্রীষ্ট ইচ্ছা করেন*। সে একটি যদির কথা বলেছিল; কিন্তু খ্রীষ্ট খুব শীঘ্রই তার এই সন্দেহ দূর করে দিলেন: "আমি ইচ্ছা করি।" খ্রীষ্ট খুব সহজেই তাদের জন্য মঙ্গল কাজ করতে উৎসাহী হন এবং ইচ্ছা পোষণ করেন, যারা নিজেদেরকে তাঁর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করবে। সে খ্রীষ্টের শক্তির প্রতি বিশ্বাস রেখেছিল: "আপনিই আমাকে সুস্থ করতে পারেন।" খ্রীষ্ট তাকে দেখালেন যে, তাঁর লোকেরা তাঁর উপরে বিশ্বাস করলে তিনি কতটা বিরাট ও আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করতে পারেন। সেই কারণে তিনি যে কথাই বলুন না কেন তা কর্তৃত্ব সহকারেই বলেন, "তুমি সুস্থ হও।" তিনি তাঁর ক্ষমতা এই বাক্যের পূর্ণতা সাধন করে এবং তাৎক্ষণিকভাবেই সম্পূর্ণরূপে সেই রোগ সুস্থ করে থাকেন। তখনই তার কুষ্ঠ রোগ চলে গেল এবং সেখানে আর কোন কুষ্ঠ রোগের চিহ্ন রইল না, পদ ৪২।

৩. আমরা যখন খ্রীষ্টের কাছ থেকে দয়া গ্রহণ করব, তখন আমাদের যে সকল দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে: আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর আদেশ গ্রহণ করার মত ইচ্ছা থাকতে হবে। যখন খ্রীষ্ট তাকে সুস্থ করলেন, সে সময় তিনি কঠিনভাবে তাকে আদেশ দিলেন। শব্দটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যতার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, *এমব্রিমেসামেনোস গ্রেভিটার ইন্টারমিনেটাস* (*Embrimesamenos graviter interminatus*)– *ধমকের সাথে নিষেধ করা*। আমি মনে করি যে, তিনি এই আদেশটি তাকে দিয়েছিলেন তাকে এই বিষ-য়টি গোপন রাখতে বলার জন্য নয় (পদ ৪৪), যা তিনি অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বলেছিলেন। কিন্তু এখানে তিনি এমন একজন অক্ষম ব্যক্তিকে এই আদেশ দিচ্ছেন যাকে তিনি এই মাত্র সুস্থ করেছেন (যোহন ৫:১৪): "আর পাপ কোরো না, যাতে তোমার প্রতি আবার এর চেয়ে ভয়ানক কোন আঘাত আসে।" কুষ্ঠ রোগ সাধারণ প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিশেষ কিছু পাপের শাস্তি ছিল, যেমন ছিল মরিয়মের, গেহসীর এবং উষিয়ার ক্ষেত্রে। এখন, খ্রীষ্ট তাকে সুস্থ করার পর পরই তাকে সতর্ক করে দিলেন। তিনি তাকে এভাবে কঠিন সুরে সতর্ক করে দিলেন যেন সে আবারও তার আগের পাপের পথে ফিরে না যায়। তিনি তাকে কাজেও নিযুক্ত করলেন:-

(১) তিনি তাকে নিজেকে পুরোহিতের কাছে দেখাতে বললেন, যাতে করে পুরোহিত এই কুষ্ঠ রোগীটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই রায় দিতে পারেন যে, সে সুস্থ হয়েছে এবং সে যেন খ্রীষ্টের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে যে, তিনিই খ্রীষ্ট (মথি ১১:৫)।

(২) তবে তিনি তাকে এও বললেন যে, সে যেন কোন মানুষকে এই কথা না বলে, যার মাধ্যমে খ্রীষ্টের নম্রতার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় এবং তাঁর আত্মত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ তিনি কখনোই নিজের সম্মানের দিকে ফিরে তাকাতেন না, তিনি কখনোই চিৎকার করতেন না বা নিজেকে জাহির করতেন না (যিশাইয় ৬২:৩)। এটি আমাদের জন্য একটি উদাহরণ, যেন আমরা কখনো আমাদের নিজেদের গৌরব ও মহিমার খোঁজ না করি (গীতসংহিতা ২৫:২৭)। তার কোন মতেই এই কথা প্রচার করা উচিত হব না, কারণ এতে করে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে থাকা মানুষের ও জনতার সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাবে; যেহেতু তিনি ভাবছিলেন যে, ইতোমধ্যেই তাদের সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এমন নয় যে, তিনি তাদের প্রতি মঙ্গল সাধন করতে চাচ্ছিলেন না অনেক বেশি লোক বেড়ে যাওয়ায়, বরং তিনি যতটা পারা যায় হইচই বা শোরগোল না করে তার কাজ করে যেতে চাইছিলেন, যাতে করে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়, জনগণের শান্তি এবং স্বস্তি বিঘ্নিত না হয়। তিনি চাইছিলেন না যে, তারা তাঁকে নিয়ে অনেক বেশি মাতামাতি করুক বা তাঁর জন্য হর্ষধ্বনি ও করতালি দিক। সেই কুষ্ঠ রোগী যদি এই সুস্থতা দানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে দিত তাহলে অবশ্যই সেই কথা বিদ্যুৎ চমকের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো। কিন্তু একজন উত্তম ব্যক্তির উত্তম কথা এবং উত্তম কাজের কথা যদি গোপন রাখা হয়, তাহলে তা মানুষের মাঝে আরও বেশি আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং তার প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই অতিরিক্ত কৌতূহল চলে আসে। মানুষ সে সময় তার কথা বহু দিন যাবৎ মনে রাখবে। আমাদেরকে অবশ্যই এ ধরনের নম্রতা অনুসরণ করতে হবে এবং আমাদেরকে কোন মতেই খ্যাতি বা গৌরবের প্রতি লালায়িত হলে চলবে না। কুষ্ঠ রোগীটি নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের এই আদেশ পালন করেছিল। নিশ্চয়ই এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তার সুস্থতা নির্দেশ করার জন্য এটি এক অন্যতম উপায় ছিল এবং এতে করে নিশ্চয়ই খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা লোকদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ ছিল না। কিন্তু তারপরও তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বাড়তেই লাগল এবং তিনি প্রকাশ্যে আর কোন শহরে প্রবেশ করতে পারলেন না; তবে সেটা এই কারণে নয় যে, তাঁকে সেখানে নির্যাতন করা হবে, তখনও সে ধরনের আশঙ্কা তৈরি হয় নি। বরং জনতার সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, রাস্তায় তাদের জায়গা হত না, যার কারণে তিনি মরুভূমিতে এবং পাহাড়ে পর্বতে গিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন (মার্ক ৩:১৩), সেই সাথে তিনি সমুদ্র তীরেও যেতে লাগলেন (মার্ক ৪:১)। এতে করে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের জন্য এটা কত লজ্জাস্কর বিষয় যে, আমাদের জন্য তাঁকে দূরে চলে যেতে হয়েছে এবং তিনি তাঁর সান্ত্বনাদাতাকে প্রেরণ করেছেন, কারণ তিনি শরীরী রূপ নিয়ে একই সাথে একাধিক স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন না। যারা প্রতিটি স্থান থেকে তাঁর কাছে এসেছিল, তারা আর তাঁর কাছে যেতে পারল না, কিন্তু তিনি তাঁর আত্মিক উপস্থিতি দ্বারা সেখানে সেখানে গেলেন, যেখানে তাঁর লোকেরা অবস্থান করছিল। তিনি প্রতিটি স্থানে তদের মাঝে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ২

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব:
ক. খ্রীষ্ট একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করেন, পদ ১-১২।
খ. তিনি মথিকে কর আদায়ের স্থান থেকে আহ্বান করেন এবং কর-আদায়কারী ও পাপীদের সাথে বসে ভোজন করার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন, পদ ১৩-১৭।
গ. তিনি তাঁর শিষ্যদের বিশ্রামবারে উপবাস না রাখা এবং ক্ষেত থেকে গমের শীষ ছিঁড়ে খাওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁদের স্বপক্ষে কথা বলেন, পদ ২৩-২৮। এর সবটুকু অংশই আমরা এর আগে পেয়েছি মথি ৯ এবং ১২ অধ্যায়ে।

মার্ক ২:১-১২ পদ

খ্রীষ্ট দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করার পরে আবারও কফরনাহূমে ফিরে আসেন, যেখানে তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের সদর দপ্তর ছিল। সেখানে তিনি এই আশায় দেখা দেন যে, হয়তো এই সময়ের ভেতরে তাঁকে অনুসরণকারী জনতার ভিড় কমে গেছে এবং তাঁকে নিয়ে আর ততটা আলোচনা হচ্ছে না। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:
ক. সেখানে তাঁকে যে বিরাট অভ্যর্থনা জানানো হল। যদিও তিনি সে সময় ঘরে ছিলেন, পিতরের বাড়িতে, কিংবা হয়তো তিনি সে সময় কোন একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ছিলেন, তবুও লোকেরা তাঁর কাছে আসতে শুরু করল, যখন তারা শুনতে পেল যে যীশু খ্রীষ্ট শহরে এসেছেন। তারা তাঁর সমাজ-ঘরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে নি, যদিও নিশ্চয়ই তিনি বিশ্রামবারে সেখানে যেতেন। কিন্তু তারা সোজা খ্রীষ্ট যেখানে ছিলেন সেখানে এসে হাজির হল। তারা অনেকে মিলে তাঁকে দেখতে এল। আর এত লোক তাঁর কাছে একত্রিত হল যে, দরজার কাছেও আর স্থান রইলো না। যেখানে রাজা থাকেন, সভা সেখানেই বসে, আর যেখানে শীলোহ থাকেন, সেখানে লোকেরা জড়ো হবেই। আমাদের আত্মার অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের কখনই সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। একজন আরেকজনকে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, "এসো, চল যীশুকে দেখতে যাই।" এভাবেই সেই ঘর আগত দর্শনার্থী দিয়ে ভরে গেল। তাদের স্থান দেওয়ার মত সেখানে আর জায়গা ছিল না, তারা সংখ্যায় এত বেশি ছিল। এমন কি সেই ঘরের দরজার কাছে আর জায়গা থাকল না। এ এক অনুগ্রহের দৃশ্য! লোকেরা মেঘের মত খ্রীষ্টের ঘরের কাছে এসে জড়ো হচ্ছে, যদিও সেই ঘর ছিল বেশ পুরনো এবং জীর্ণ, তবুও লোকেরা কবুতরের মত ঝাঁক বেঁধে সেই ঘরের যেন জানালায় এসে বসতে লাগল!
খ. খ্রীষ্ট তাদেরকে যেখানে অভ্যর্থনা দিলেন: তিনি তাঁর সাধ্যমত তাদেরকে স্বাগত জানালেন, তাঁর ঘরে যতজন লোকের জায়গা তিনি তাদের প্রতি তাঁর সাধ্য অনুসারে তাদের প্রতি করলেন। তিনি তাঁর বাক্য তাদের কাছে প্রচার করলেন, পদ ২। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তোবা শুধুমাত্র সুস্থ হওয়ার জন্য এসেছিল এবং অনেকে হয়তো শুধু কৌতূহল

নিবৃত করার জন্য এসেছিল। আবার অনেকে তাঁকে এক নজর দেখতে এসেছিল। কিন্তু সে সময় তিনি তাদের সকলের কাছে তাঁর বাক্য প্রচার করতে শুরু করলেন। যদিও সেই সমাজ-ঘরের দরজা তাঁর জন্য সব সময়ই খোলা ছিল, কিন্তু তারপরও তিনি সপ্তাহের একটি কর্ম দিবসে একটি বাসগৃহে বসে প্রচার করার সুযোগ হাতছাড়া করেন নি। যদিও অনেকে মনে করেন যে, সেটি ছিল খুবই অনুপযুক্ত একটি স্থান এবং অনুপযুক্ত একটি সময়। "সুখী তোমরা, যারা সমস্ত পানিপ্রবাহের ধারে বীজ বপন কর" (যিশাইয় ৩২:২০)।

গ. তাঁর কাছে একজন হতভাগ্য পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীকে নিয়ে আসা হল, যাতে করে তিনি তাকে সুস্থ করে তোলেন। এই অসুস্থ রোগীটি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ছিল, তবে মথি ৮:৬ পদে যে রোগীর কথা বলা হয়েছে তার সাথে এই রোগীর রোগের পার্থক্য আছে। সে অত্যন্ত পীড়িত ছিল, কিন্তু এই ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবেই পঙ্গু ছিল, যার কারণে সে সব সময় খাটিয়ায় শুয়ে থাকত, সে জন্ম থেকেই এমন হতভাগ্য ছিল। তাকে বহন করতে সব সময় চারজন মানুষের প্রয়োজন হত, যারা তার খাটিয়ার চারটি পায়া ধরে তাকে বহন করে নিয়ে চলত। এটি ছিল তার দুর্ভাগ্য যে, সে তার নিজের চলাফেরার জন্য অন্য মানুষের উপর নির্ভর করে চলত এবং এখানে এই বিষয়টির উল্লেখ করে মানুষের জীবনের দুর্দশা ও দুরাবস্থার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। এটি তাদের ক্ষেত্রে সেবামূলক কাজ, যারা তার খাটিয়া বহন করে নিয়ে যেত। তাদের সহানুভূতির কথা এখানে বলা হয়েছে, যা সেই সমস্ত মানুষের কাছ থেকে সত্যিই কাম্য, যারা মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং যারা তাদের পাশ্ববর্তী মানুষগুলো দুঃখ দুর্দশায় সহমর্মিতা অনুভব করে। এটি সত্যিই করা উচিত, কারণ আমরা জানি না যে, এ ধরনের অভিশাপ বা দুর্দশা আমাদের জীবনেও নেমে আসবে কি না। এই ধরনের কয়েকজন দয়ালু আত্মীয় বা প্রতিবেশী চিন্তা করেছিল যে, তারা যদি এই হতভাগ্য লোকটিকে খ্রীষ্টের কাছে একবার বহন করে নিয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের আর কখনোই তাকে বহন করে নিয়ে বেড়াতে হবে না। খ্রীষ্ট তাকে নিশ্চয়ই সুস্থ করে তুলবেন। আর সেই কারণেই তারা তাকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। যখন তারা তাঁর কাছে যেতে পারল না, তখন তারা সেই ঘরের ছাদ খুলে ফেলল, যে ঘরে সে সময় খ্রীষ্ট ছিলেন, পদ ৪। আমি এখানে এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসার কোন যৌক্তিকতা দেখছি না যে, খ্রীষ্ট উপরের কোন ঘরে বসে প্রচার করছিলেন, যদিও সে সময় যিহূদীরা এ ধরনের দোতলা ঘর তৈরি করত এবং সেখানে তাদের মালামাল সংরক্ষণ করে রাখত; সেক্ষেত্রে কেন লোকেরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, যা জ্ঞানের অন্বেষণকারীরা করে থাকে? (হিতোপদেশ ৮:৩৪)। বরং আমি এটা ধারণা করি যে, তিনি যে ঘরটিতে ছিলেন, সেই ঘরটি ছিল ছোট এবং জীর্ণ (যা তাঁর সেই সময়কার অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ), যার কারণে সেই ঘরটির কোন উপরের ঘর ছিল না, অর্থাৎ ঘরটি দোতলা ঘর ছিল না। বরং সেটি ছিল এক তলার একটি ঘর, যার উপরে ছাদ ছিল এবং সেই ছাদ সরিয়ে ফেলা যেত। এই কারণে সেই পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোকটির বন্ধুরা তাকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হয় নি। যখন তারা তাদের রোগীটিকে লোকদের ভিড়ের কারণে দরজা দিয়ে ভিতরে নিয়ে যেতে পারল না, তখন তারা তাকে ছাদের আবরণ সরিয়ে সেখান দিয়ে ভেতরে ঢোকানোর বুদ্ধি বের করল। তারা ছাদের কয়েকটি টালি সরিয়ে সেখান দিয়ে খাটিয়াসহ রোগীটিকে দড়ি দিয়ে নামিয়ে দিল এবং খ্রীষ্ট ঘরের যে স্থানে বসে প্রচার করছিলেন ঠিক সেখানে তাঁর সামনে তাকে নামিয়ে দিল। এতে করে

তাদের বিশ্বাস এবং খ্রীষ্টের প্রতি তাদের একনিষ্ঠ তার কথা আমরা বুঝতে পারি। এখানে আমরা তাদের একাগ্রতা এবং অধ্যবসায়ও দেখতে পাই, কারণ এত বাধা সামনে দেখেও তারা সেখান থেকে চলে যায় নি। বরং তারা খ্রীষ্টের কাছে পৌঁছানোর জন্য সর্বশেষ চেষ্টা করেছে এবং খ্রীষ্টও তাদের আশীর্বাদ না নিয়ে চলে যেতে দেন নি (আদি ৩২:২৬)।

ঘ. খ্রীষ্ট এই পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর প্রতি যে সদয় বাণী উচ্চারণ করলেন: তিনি তাদের বিশ্বাস দেখলেন। সম্ভবত সেটা সেই রোগীর মাঝে খুব বেশি ছিল না, কারণ তার রোগ তাকে সেই বিশ্বাসের পথ থেকে বাধা দিয়ে সরিয়ে রেখেছিল, কিন্তু তিনি তাদের বিশ্বাস দেখলেন, যারা তাকে নিয়ে এসেছিল। খ্রীষ্ট যখন শতপতির দাসকে সুস্থ করেছিলেন, সে সময় তিনি তার বিশ্বাসের একটি নিদর্শন দেখেছিলেন, আর তা হচ্ছে, তিনি তার রোগীকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসেন নি, বরং তিনি লোকদের মুখে এই সংবাদ বলে পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি যেন দূর থেকেই তার দাসকে সুস্থ করেন, আর তাতেই সে ভাল হয়ে যাবে বলে তার বিশ্বাস ছিল। এভাবেই সেই শতপতি তার বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছিলেন। আর এখানেও তিনি তাদের চারজনের বিশ্বাস দেখলেন, কারণ তারা তাদের বন্ধুকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসার জন্য সর্বোচ্চ পরিশ্রম করেছিল। লক্ষ্য করুন, সত্যিকার বিশ্বাস এবং দৃঢ় বিশ্বাস বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে এবং অনেক সময় তা বিভিন্ন যুক্তির বিপক্ষে গিয়ে কাজ করে থাকে। কিন্তু যখন তা প্রকাশিত হয়, তখন তা অবশ্যই যীশু খ্রীষ্ট গ্রহণ করেন এবং অনুমোদন দেন। খ্রীষ্ট বললেন, "বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।" এখানে যে সম্বোধন করা হল তা ছিল বৎস, যা অত্যন্ত স্নেহের একটি সম্বোধন, যা সাধারণত পিতা তার পুত্রকে করে থাকে। এতে করে বোঝা যায় যে, খ্রীষ্ট আমাদের পিতার মত করে আমাদের যত্ন নিতে চান। খ্রীষ্টের যারা সত্যিকারের বিশ্বাসী, তারা তাঁর কাছে তাঁর সন্তানের মত। সেও ছিল একজন সন্তান, যদিও সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ছিল। এখানে ঈশ্বর আপনার সাথে তাঁর সন্তান হিসেবে কথা বলছেন। সেই কথা ছিল অত্যন্ত সুমধুর: তোমার পাপ সকল ক্ষমা করা হল। লক্ষ্য করুন, পাপ আমাদের সকল বেদনা এবং অসুস্থতার মূল কারণ। খ্রীষ্টের কথা ছিল রোগ থেকে সুস্থতা দানকারী কথা, কিন্তু সেই সাথে তিনি সেই কথার মধ্য দিয়ে তার সকল পাপও ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাকে সকল অতীতের পাপ থেকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অসুস্থতা থেকে সুস্থ করা অবশ্যই একটি মহৎ দয়ার কাজ, কিন্তু সেটি আরও মহান হয়ে ওঠে, যখন সেই সুস্থতা দানের মধ্য দিয়ে পাপের ক্ষমা প্রদান করা হয় (যিশাইয় ৩৮:১৭; গীত ১০৩:৩)। প্রভাব তুলে নেওয়ার উপায় হল মূল উৎস তুলে নেওয়া। পাপের ক্ষমা সকল রোগের মূলে আঘাত হানে, এভাবেই তা রোগ ও অসুস্থতাকে অভিশপ্ত করে তোলে এবং তা চিরতরে মুছে দেয়।

ঙ. খ্রীষ্ট যা বললেন সেই কথার প্রেক্ষিতে ধর্ম-শিক্ষকদের অসন্তোষ এবং তাদের সেই অসন্তোষের যুক্তিহীনতার প্রকাশ: ধর্ম-শিক্ষকরা ছিলেন আইনের ব্যাখ্যাকারী এবং তাদের শিক্ষা ও মতবাদ ছিল সত্য– আর তা হচ্ছে, যে কারও জন্যই ধর্মদ্রোহিতা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ এবং মহা পাপ এবং তা ঈশ্বরের পরিপন্থী (যিশাইয় ৬৩:২৫)। কিন্তু তৎকালীন অন্য সকল শিক্ষকদের মতই তাদের শিক্ষাও ছিল ভ্রান্ত। এটি প্রকাশ পেয়েছিল তাদের অজ্ঞতা এবং খ্রীষ্টের প্রতি তাদের শত্রুতার মধ্য দিয়ে। এটি সত্য যে, কেবলমাত্র ঈশ্বর ব্যতিত আর কেউই পাপ ক্ষমা করতে পারে না। কিন্তু এটা একেবারেই ভুল যে, খ্রীষ্ট তা করতে পারবেন না, যিনি নিজেকে প্রচুররূপে স্বর্গীয় ক্ষমতার অধিকারী হিসবে প্রমাণিত

করেছেন। তারা এই সমস্ত কথা মুখে বলে নি ঠিকই, কিন্তু তারা মনে মনে এই সমস্ত কথা আলোচনা করছিল। খ্রীষ্ট তাঁর আত্মার শক্তিতে বুঝতে পারলেন যে, তারা এই সমস্ত কথা মনে মনে চিন্তা করছে। এটাই যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, তাঁর ভেতরে আত্মার অধিকার নেওয়ার এবং পাপ ক্ষমা করার কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা ছিল। এটি তাঁকে ঈশ্বর হিসেবে প্রমাণ করে। তিনি শুধু ঈশ্বরের পুত্রই ছিলেন না, তিনি নিজেও ঈশ্বর ছিলেন। তিনি সকল মানুষের হৃদয় পড়তে পারেন এবং জানেন যে, কার মনে কী কথা লুকানো রয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ২:২৩)। ঈশ্বরের রাজকীয়তা একবারেই অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয় এবং তিনি সকলের চিন্তা পড়তে পারেন, তাই তিনি পাপও ক্ষমা করতে পারেন। এতে করে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও মহানুভবতা প্রকাশ পায়, কারণ তিনি মানুষের পাপ ক্ষমা করতে পারেন, তিনি মানুষের মনের কথা পড়তে পারেন এবং তিনি অন্য যে কারও চেয়ে যে কোন কিছু সম্পর্কে অনেক বেশি জানেন। তিনি সকল মানুষের পাপ এবং তার প্রেক্ষিতে তার অনুতাপ ও ক্ষমা লাভের জন্য আকাঙ্খা সম্পর্কে সবই জানতে পারেন। তিনি মানুষের পাপের ক্ষমা লাভের জন্য আকাঙ্খা এবং অনুতাপ দেখে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আর এখন তিনি তাদের কাছে পাপের ক্ষমা করার প্রমাণ হাজির করলেন, কারণ তিনি এখানে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার রোগ থেকে মুক্ত করলেন, পদ ৯-১১। তিনি সেই কাজ করার ভান করেন নি, এমনও নয় যে, এর আগে তিনি এমন কাজ করেন নি; যাতে করে তারা সকলে বুঝতে পারে যে, তিনিই মনুষ্যপুত্র, খ্রীষ্ট, যার এই পৃথিবীতে মানুষের পাপ ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার আছে। তিনি বলছেন, "আমার সেই ক্ষমতা আছে। তুমি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছ, তুমি উঠে দাঁড়াও এবং তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে চলে যাও।" এখন লক্ষ্য করুন:

১. এটি ছিল তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার এবং তাঁর আশ্চর্য কাজের এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যদি তিনি লোকটির রোগ সুস্থ না করতেন, যা ছিল তার পাপের প্রতিক্রিয়া, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তার পাপের ক্ষমা প্রদান করতে পারতেন না, যা ছিল এই অসুস্থতার মূল কারণ। এর পাশাপাশি, এই রোগ থেকে তাকে সুস্থ করা এবং তার আত্মাকে পাপ থেকে মুক্ত করার চিহ্ন, কারণ পাপ হচ্ছে আত্মার রোগ; যখন সেই পাপ ক্ষমা করা হয়, তখন সে সুস্থ হয়। তিনি একটি কথার দ্বারা সেই সুস্থতা সাধন করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি এই কাজকে তাৎপর্য মণ্ডিত করেছেন।

২. এই কাজ দ্বারা তাদের সন্দেহ নিবৃত করা হয়েছিল। সেই পার্থিব ধর্ম-শিক্ষকদের এ ধরনের একটি সুস্থতা প্রদানের কাজে অনেক বেশি প্রভাবিত হওয়ার কথা ছিল এবং তারা এই রোগ থেকে মুক্তি লাভের পাশাপাশি লোকটির পাপ থেকে মুক্তির বিষয়টিতেও চমৎকৃত হওয়া উচিত ছিল। এটি তাদের জন্য বেশ প্রভাবব্যঞ্জক ছিল এবং সে কারণে কোন কথাটি বলা সহজ ছিল? এভাবে শাস্তি মওকুফ করার অর্থ হচ্ছে পাপ ক্ষমা করে দেওয়া। যিনি এভাবে রোগ থেকে মুক্ত করতে পারেন, কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি পাপ থেকেও মুক্ত করতে পারেন (যিশাইয় ৩৩:২৪)।

চ. অসুস্থ লোকটির সুস্থতা লাভ এবং লোকদের উপর এর প্রভাব, পদ ১২। লোকটি শুধু যে তার বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল তাই নয়, সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেল। সে যে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়েছে এটি বোঝানোর জন্য সে তার সমস্ত শক্তি ফিরে পেল, যা সে অনেক আগে হারিয়ে ফেলেছিল। সে তার বিছানা উঠিয়ে নিল, কারণ তাদের চলার পথের

উপর সেটি পড়ে ছিল। তাকে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হলে অবশ্যই বিছানাটি সরাতে হত। এতে করে সকলে বিস্মিত হল, যা তাদের অবশ্যই হওয়ার কথা এবং তারা সকলে ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগল, যা তাদের অবশ্যই করা কর্তব্য। তারা বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে লাগল, "আমরা এমন ঘটনা কখনো আগে দেখি নি; এমন আশ্চর্য ঘটনা আমাদের সময়ে এর আগে কখনোই হয় নি।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজগুলো কোন ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী বা পূর্বাভাস ছাড়াই সম্পন্ন হত। যখন আমরা দেখি যে, তিনি আমাদের আত্মাকে সুস্থ করার জন্য কি কাজ করছেন, তখন আমাদের অবশ্যই এ কথা স্বীকার করা উচিত যে, আমরা এর আগে কখনোই এ ধরনের কোন ঘটনা দেখি নি।

মার্ক ২:১৩-১৭ পদ

এখানে আমরা দেখি:

ক. খ্রীষ্ট সমুদ্র তীরে বসে প্রচার করছেন ও শিক্ষা দিচ্ছেন (পদ ১৩), যেখানে তিনি আসলে স্থান খুঁজতে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে, কোন ঘরে বা রাস্তায় তাঁর কথা শোনার জন্য আগত এত লোকের স্থান সঙ্কুলান করা সম্ভব নয়। এতে করে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের যীশু খ্রীষ্টের কণ্ঠ খুবই জোরালো ছিল এবং তিনি অনেক উচ্চ স্বরে কথা বলতে পারতেন। যে স্থান দুর্গম, জ্ঞান তা অতিক্রম করে ফেলে। যেখানেই তিনি গেছেন, সেটা সমুদ্রের তীরে হলেও লোকেরা তাঁর সাথে সাথে গিয়েছে এবং তারা সংখ্যায় ছিল শত শত। যেখানেই খ্রীষ্ট তাঁর শিক্ষা বিশ্বস্তভাবে প্রচার করবেন, সেটা যে কোন দুর্গম স্থান হোক আর মরুভূমি হোক না কেন, আমাদেরকে অবশ্যই সেই স্থানে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে।

খ. তিনি লেবিকে আহ্বান করেন; যিনি মথি নামেও পরিচিত। তিনি কফরনাহূমের একটি স্থানে বসে কর আদায় করতেন, যে কারণে তাঁকে কর-আদায়কারী নামে অভিহিত করা হত। তিনি সাগরের তীরে কোন একটি স্থানে বসে কর আদায় করতেন। সেখানেই খ্রীষ্ট তাঁর সাথে দেখা করেন এবং তাঁকে উপযুক্তভাবে আহ্বান করেন। এখানে এই লেবিকে বলা হয়েছে আলফেয় বা ক্লিয়পার পুত্র হিসেবে। এই আলফেয় বা ক্লিয়পা ছিলেন মরিয়মের স্বামী, যে মরিয়ম যীশু খ্রীষ্টের মা মরিয়মের কোন দূর সম্পর্কের বোন অর্থাৎ আত্মীয়া ছিলেন। মথির আপন ভাই ছিলেন ছোট যাকোব, যিহূদা এবং কনানীয় শিমোন, অর্থাৎ এই চার ভাই একসাথে খ্রীষ্টের শিষ্য এবং প্রেরিত হয়েছিলেন। এটা খুব সম্ভব যে, মথি একজন অমিতব্যয়ী যুবক ছিলেন, কিংবা তিনি একজন যিহূদী হওয়ায় কখনোই এর আগে কর-আদায়কারীর কাজ করেন নি। তবে যাহোক, খ্রীষ্ট তাঁকে আহ্বান করেছিলেন যেন তিনি খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেন। পৌল একজন ফরীশী হলেও, একজন মহা পাপী হলেও একজন প্রেরিত হওয়ার জন্য আহ্বান লাভ করেছিলেন। একজন ব্যক্তি মহা পাপী হলেও সে নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহ লাভ করতে পারে এবং সে মহা অনুগ্রহ লাভ করে তার পাপগারিতা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। মথি একজন কর-আদায়কারী হলেও একজন সুসমাচার প্রচারকারী হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম খ্রীষ্টের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো বিবরণ লিখেছিলেন এবং সেটাই খ্রীষ্টের জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ বর্ণনা। মহা পাপ এবং কলঙ্ক কোন মানুষের আগের জীবনে থাকতেই পারে; কিন্তু তারপরেও মহান

দান, অনুগ্রহ এবং উচ্চস্থান লাভের জন্য কোন সময়ই অনুপযুক্ত নয়। শুধু তাই নয়, ঈশ্বর তাকে অন্য সময়ের চেয়ে আরও অনেক বেশি গৌরবান্বিত করতে পারেন। খ্রীষ্ট তাঁকে এই আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন। সাধারণভাবে শারীরিক রোগ থেকে সুস্থ করার ক্ষেত্রে লোকেরাই খ্রীষ্টের খোঁজ করে থাকে, কিন্তু আত্মিক রোগের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনিই তাদেরকে খুঁজে বের করে থাকেন, যারা তাঁর খোঁজ করে নি। পাপের রোগ হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধ্বংসাত্মক এবং মারাত্মক রোগ। এ কারণে যারা এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে।

গ. কর-আদায়কারী এবং পাপীদের সাথে তাঁর সুপরিচিত কথোপকথন, পদ ১৫। এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:

১. খ্রীষ্ট লেবির বাড়িতে বসে ভোজন করেছিলেন। মথি খ্রীষ্টকে তাঁর বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সাথে তাঁর শিষ্যদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যাতে করে তিনি নিজের বন্ধুদের সাথে বসে বিদায় ভোজে অংশগ্রহণ করতে পারেন; কারণ তিনি সে সময় সকলকে বিদায় দিয়ে খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন। তিনি এমন এক ভোজ প্রস্তুত করেছিলেন যেমন ভোজ প্রস্তুত করেছিলেন এলিয় (১ রাজা ১৯:২১), যাতে করে তিনি শুধু যে তাঁর মনের ভেতরকার আনন্দ দেখাতে পারেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করতে পারেন। তিনি খ্রীষ্টের জন্য তাঁর সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি এক উৎসবের আয়োজন করে খ্রীষ্টের আহ্বানে এক নতুন জীবনে প্রবেশ করাকে উদ্‌যাপন করতে চেয়েছিলেন এবং সে কারণেই তিনি দিনটিকে স্মরণীয় করে খ্রীষ্টকে সম্মানিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি খ্রীষ্টকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চেয়েছিলেন, যেহেতু তিনি তাঁকে সেই পাপের কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

২. লেবির সাথে বসে ভোজ খাওয়ার সময় অনেক কর-আদায়কারী এবং পাপীরা খ্রীষ্টের সাথে বসেছিল, কারণ তারাও কর আদায়ের স্থানে কাজ করতো এবং তারাও তাঁকে অনুসরণ করেছিল। তারা লেবিকে অনুসরণ করেছিল; এমনটাই অনেকে মনে করে থাকেন। এর অর্থ হচ্ছে, সক্কেয়র মত লেবি ছিলেন কর-আদায়কারীদের নেতা এবং বেশ ধনী। এই কারণে তাদের মধ্যে যারা কিছুটা নিম্নপদস্থ ছিল, তারাই এখানে এই ভোজে যোগ দিয়েছিল যেন তারা এই উপলক্ষে কোন বিশেষ সুবিধা অর্জন করতে পারে। আমি মনে করি, তারা যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছিল কারণ তারা তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু কথা শুনেছিল। তারা চেতনার কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁকে অনুসরণ করে নি, বরং তারা কৌতূহলের কারণে তাঁকে অনুসরণ করেছিল এবং লেবির বাড়িতে এসেছিল, যাতে করে তারা তাঁকে দেখতে পারে। তবে যে কারণেই তারা সেখানে আসুক না কেন, তারা খ্রীষ্টের সাথে বসেছিল এবং সেখানে বসে খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের সাথে ভোজন করেছিল। এখানে এবং অন্যান্য স্থানে কর-আদায়কারীদেরকে পাপী বলে গণ্য করা হয়েছে, তাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপী বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে:

(১) তারা আসলেই পাপী ছিল। তাদের কাজে এতটা দুর্নীতি এবং অসততা ছিল যে, তাদেরকে এ নামে অভিহিত করা হত। তারা তাদের কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই নির্যাতন করত, জোর করে আদায় করত এবং ঘুষ নিত, এছাড়া তারা মানুষকে

মিথ্যে দোষে দোষারোপ করত (লূক ৩:১৩,১৪)। একজন বিশ্বস্ত এবং সৎ কর-আদায়কারী খুঁজে পাওয়া এতটাই দুর্লভ ব্যাপার ছিল যে, রোমের একজন সৎ কর-আদায়কারী, যার নাম ছিল স্যাবিনাস (ঝধনরহঁং), যিনি তার কাজ সব সময় অত্যন্ত সততার সাথে পালন করতেন, তিনি মারা যাওয়ার পর তাকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে কবরস্থ করা হয় এবং তার কবরের খোদাই ফলকে লিখে দেওয়া হয় *ক্যালোস টেলোনেসান্টি* (*Kalos telonesanti*)– এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন একজন সৎ কর-আদায়কারী।

(২) যেহেতু যিহূদীদের ভেতরে তাদের প্রতি এবং তাদের কাজের প্রতি স্বভাবগত বিদ্বেষ ছিল, কারণ তারা সেই লোকদের পক্ষে কাজ করে থাকে, যারা তাদের দেশ ও জাতির উপরে শাসন ও শোষণ চালাচ্ছিল আর সেই কারণেই তারা এই কর-আদায়কারীদেরকে একেবারেই ভাল চোখে দেখত না এবং ভাবত যে, তাদের সঙ্গ নেওয়া অত্যন্ত লজ্জার এবং অ বিশ্বাসের বিষয় হবে। এ সমস্ত কিছু সত্ত্বেও আমাদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাদের সাথে কথা বলতে আনন্দ বোধ করতেন, যখন তিনি পাপপূর্ণ মাংসিক দেহের মত শরীরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ঘ. এতে করে ফরীশী এবং ধর্ম-শিক্ষকরা যে ধরনের বিঘ্ন পেয়েছিল, পদ ১৬। তারা সেখানে খ্রীষ্টের প্রচার শোনার জন্য আসে নি বা তাঁর কথায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর আরও কথা শুনতে আসে নি। বরং তারা এসেছিল তাঁকে কর-আদায়কারী এবং পাপীদের সাথে বসে থাকতে দেখার জন্য, যার জন্য তারা প্ররোচিত হয়েছিল। তারা চেয়েছিল তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁদের প্রভুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে। তারা ভেবেছিল তিনি পবিত্র এবং আদর্শ ও নীতিবান মানুষ হলে কখনোই এ ধরনের লোকদের সাথে মিশতেন না। সেই কারণে তারা নিজেরা নিজেরা এই কথা বলতে লাগল, উনি কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে ভোজন পান করেন। কেন উনি এই সমস্ত কর-আদায়কারী এবং পাপীদের সাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করছেন? লক্ষ্য করুন, এটি আমাদের জন্য একটি নতুন বিষয় যে, যে জিনিসটি উত্তম রূপে সাধিত হয়েছে এবং উত্তম রূপে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেই বিষয়টি নিয়েও মানুষ ভুল বুঝতে পারে এবং তারা সবচেয়ে জ্ঞানী এবং সর্বোত্তম মানুষটিরও সমালোচনা ও তিরস্কার করতে পারে।

ঙ. খ্রীষ্ট নিজেকে তাদের সামনে ধার্মিক প্রমাণ করলেন, পদ ১৭। তিনি যে কাজটি করেছিলেন তার স্বপক্ষে কথা বললেন। তিনি তাঁর কাজ ভুল বলে ভাবলেন না, যদিও এতে করে ফরীশীরা বিঘ্ন পেয়েছিল এবং পরবর্তীতে পিতরও এই একই কাজ করেছিলেন (গালা ২:১২)। লক্ষ্য করুন, যারা তাদের সুনামের প্রতি অনেক বেশি যত্নবান এবং অনেক বেশি নজর রাখে, যারা ভাল ভাল লোকদের সাথে মিশে তাদের নাম কামাতে চায়, তারা ভাল কাজ থেকে দূরে সরে আসে, কিন্তু খ্রীষ্ট সেই কাজ করবেন না। তারা ভেবেছিল কর-আদায়কারীরা অবশ্যই ঘৃণার পাত্র। “না,” খ্রীষ্ট বললেন, “তাদের প্রতি দয়া করা উচিত, কারণ তারা অসুস্থ এবং তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন। তারা পাপী এবং তাদের একজন পরিত্রাণকর্তার প্রয়োজন।” তারা ভেবেছিল খ্রীষ্ট তাঁর নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণে নিশ্চয়ই তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবেন। “না,” খ্রীষ্ট বললেন, “আমাকে তাদের প্রতি কাজ করার জন্যই আহ্বান করা হয়েছে। আমি ধার্মিকদের জন্য আসি নি। বরং পাপীদের অনুশোচনা করানোর জন্যই এসেছি। এই জগত যদি ধার্মিক হত, তাহলে আমার আর

এখানে আসার কোন প্রয়োজন হত না। এখানে পাপের জন্য অনুতাপ করা কিংবা তাদের জন্য মুক্তির মূল্য ক্রয় করা এর কোনটাই আমার দরকার হত না। এই জগত পাপপূর্ণ বলেই আমি এখানে এসেছি এবং আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে, আর সেই কারণে আমার কাজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের প্রতি নিবদ্ধ, যারা সবচেয়ে বড় পাপী।" কিংবা এভাবে বলা যায়, "আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসি নি, গর্বিত ও উদ্ধত ফরীশীরা নিজেদেরকে ধার্মিক বলে মনে করে, যারা জিজ্ঞেস করে, আমরা কিসে ফিরব? (মালাখি ৩:৭) আমরা কিসের জন্য অনুতাপ করব? কিন্তু হতভাগ্য কর-আদায়কারীরা, যারা নিজেদেরকে পাপী বলে স্বীকার করে এবং যারা পাপের অনুতাপ করার জন্য আহ্বান পেলে এবং উৎসাহ পেলে আনন্দিত হবে, তারাই প্রকৃত ধার্মিক।" যারা পরিত্রাণ লাভের জন্য আশা করে, তাদেরকে পরিত্রাণ প্রদান করাই সবচেয়ে উত্তম কাজ। এখন যে নিজেকে সবচেয়ে জ্ঞানী মনে করে, যে নিজের দৃষ্টিতে জ্ঞানবান, তার চাইতে বরং যে নিজেকে সবচেয়ে বোকা মনে করে তারই বেশি আশা রয়েছে (হিতোপদেশ ২৬:১২)।

মার্ক ২:১৮-২৮ পদ

খ্রীষ্ট কর-আদায়কারী এবং পাপীদের সাথে বসে ভোজন করার জন্য তার আত্মপক্ষ সমর্থন করে কথা বলেছেন। এখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের পক্ষ হয়ে কথা বলছেন এবং তিনি এ কথা বলছেন যে, তাঁরা যদি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে তাহলেই তিনি তাঁদেরকে ধার্মিক বলে রায় দেবেন এবং তাঁদেরকে বহন করবেন।

ক. তিনি তাঁদের উপবাস না রাখার বিষয়টিকে ন্যায্য বলে বিবেচনা করেছেন, যে অভিযোগটি ফরীশীরা খ্রীষ্টের শিষ্যদের ক্ষেত্রে করেছিল। ফরীশী এবং যোহনের শিষ্যরা কেন উপবাস রাখতেন? তারা উপবাস রাখতেন এই কারণে যে, তারা এতে অভ্যস্ত ছিলেন। ফরীশীরা সপ্তাহে দুই বার উপবাস রাখত (লূক ১৮:১২) এবং সম্ভবত বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্যরাও এই একই কাজ করতেন। আর এতে করে আমরা ধরে নিতে পারি যে, ঠিকই সেই দিনই খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যরা লেবির বাড়িতে বসে ভোজ করছিলেন, যে দিনটি ছিল অন্য সকলের উপবাস রাখার দিন। এখানে যে শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে *নেস্টিউসি* (*Nesteuousi*)- তারা উপবাস রেখেছিল বা তারা উপবাস রাখছিল, যা তাদের ক্রোধকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এভাবেই অনেক ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশী তাদের নিজেদের অভ্যসকে ধর্মীয় আইনে পরিণত করে লোকদের উপরে তা প্রয়োগ করেছিল এবং তা পালন করার জন্য জোর করত। যারা সে অনুযায়ী চলত না তাদেরকে কঠোর তিরস্কার সহ্য করতে হত। তারা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলেছিল যে, যদি খ্রীষ্ট পাপীদের ভাল করার চেষ্টা করেন, যা তিনি করতে এসেছেন বলে দাবী জানাচ্ছেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তারা শিষ্যদের এত বেশি করে খাওয়া-দাওয়া করা থেকে বিরত থাকতে বলতেন, কারণ তাঁরা কখনোই জানতে পারবেন না যে, উপবাস রাখা আসলে কি অথবা নিজেদেরকে অস্বীকার বলতে কি বোঝায়। লক্ষ্য করুন, মন্দ ইচ্ছার ব্যক্তিরা সব সময় সবচেয়ে খারাপ বিষয়টি আগে চিন্তা করে।

দু'টি বিষয় আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের উপবাস না রাখার স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছিলেন:

১. তাঁদের দিন এখন আনন্দ করারই দিন। আগে বা পরবর্তীতে উপবাস রাখাটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, তেমনটা এখন গুরুত্বপূর্ণ নয়, পদ ১৯,২০। সব কিছুর জন্যই নির্দিষ্ট সময় আছে। যারা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করবে, তাদেরকে অবশ্যই পার্থিব জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে এবং আরাম-আয়েশের আকাঙ্খা করতে হবে। তথাপি এখন যেহেতু বর তাঁদের সাথেই রয়েছে, সেই কারণে তাঁদের অবশ্যই এখন আনন্দ করা উচিত। তাঁরা যদি এখন শোক করেন তাহলে তা হবে খুবই আশ্চর্যের একটি বিষয়। উৎসবের সপ্তাহের শেষ দিন পর্যন্ত শিমশোনের স্ত্রীর ক্রন্দন করা ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত একটি ঘটনা (বিচার ১৪:১৭)। খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যরা যেন সদ্য বিবাহিত বর ও কনের মত আনন্দ করবেন, কারণ তাঁদের সাথে বর তখনও রয়েছেন। বরযাত্রীরা তখনও আনন্দ করতে থাকবে (মথি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন)। যখন বরকে তাঁদের কাছ থেকে সরিয়ে কোন এক দূর দেশে নিয়ে যাওয়া হবে, তিনি যখন তাঁর কাজে চলে যাবেন, তখন তাঁরা ক্রন্দন করবেন। তখনই হবে তাঁদের বিধবার বেশ ধারণ করে শোক করা ও উপবাস রাখার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

২. এখন তাঁরা খ্রীষ্টের সাথেই আছেন, তাই তাঁদের আর ধর্মীয় রীতি-নীতি খুব বেশি জোরালো ও কঠোরভাবে পালন করার প্রয়োজন নেই। ফরীশীরা বহু দিন ধরেই এ ধরনের কঠোর ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করে আসছে। বাপ্তিস্মদাতা যোহন নিজে এসে কোন প্রকার ভোজন কিংবা পান করেন নি। তাঁর শিষ্যরা যখন নিজেদেরকে তাঁর সেবায় নিয়োজিত করেছিল ও তাঁকে অনুসরণ করছিলেন, সে সময় তাঁদেরকে প্রচণ্ড রকম কষ্ট করতে হয়েছিল। এ কারণেই তারা অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারতেন এবং তারা উপবাস রাখতেন। কিন্তু খ্রীষ্টের শিষ্যদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন কিছু করারই প্রয়োজন নেই। তাঁদের প্রভু ভোজন এবং পান করতেই এসেছেন এবং তিনি তাঁদেরকে কোন প্রকার কঠিন ধর্মীয় রীতি নীতি অনুসরণ করতে বলেন নি, কারণ তখন ছিল তাঁদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়। তাঁদেরকে যদি সে সময় এক নাগাড়ে সব সময় উপবাস রাখতে বলা হয়, তাহলে সেটা হবে তাঁদের জন্য নিরুৎসাহ প্রদানের সামিল এবং এতে করে সম্ভবত তাঁরা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার পথ থেকে দূরে সরে যাবেন। পুরানো কুপায় নতুন মদ রাখা অত্যন্ত বাজে বুদ্ধি, কিংবা পুরনো ছেড়া কাপড়ে নতুন কাপড়ের তালি দেওয়া খুবই ভুল চিন্তা, পদ ২১,২২। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর খ্রীষ্টান যুবক যুবতীদের কথা অত্যন্ত দয়া ও অনুগ্রহ সহকারে চিন্তা করেন। আর তাই আমাদেরকেও তেমন চিন্তা করতে হবে, নতুবা আমরা সেই দিনই সেই দিনের কাজ করার চিন্তা করতে পারবো না। সেই দিনে আমাদের সেই দিনের জন্য সঞ্চিত শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে কাজ করতে হবে, কারণ সেই দিন আমাদের যে শক্তি থাকে তা আমরা নিজেরা তৈরি করি না, বরং তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। অনেকেই অনেক বিলাসী খাওয়া-দাওয়া এবং ভোজন-পান করার বিরোধী, কারণ তারা মনে করে যে, যুবক বয়স থেকেই নিজেদের ভেতরে এ ধরনের ত্যাগ ও সংযমের মনোভাব গড়ে তোলার প্রয়োজন। অনেকেই বিভিন্ন ধর্মীয় বিধান পালন করে এবং প্রার্থনার বোঝা নিজেদের উপর চাপিয়ে দিয়ে হাপিয়ে ওঠে। দুর্বল খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই নিজেদের কাজ সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে, যেন তারা নিজেদের উপরে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে না দেয় এবং তারা যেন নিজেদের উপরে যীশু খ্রীষ্টের সহজ, মিষ্ট এবং আরামদায়ক যোয়ালি তুলে নেয়।

খ. তিনি তাঁর শিষ্যদের বিশ্রামবারে শস্যের ক্ষেত থেকে শীষ ছিঁড়ে খাওয়ার স্বপক্ষে কথা বলেন, যে কাজটি একজন ফরীশী বা তার শিষ্য কখনোই করার সাহস করতো না; কারণ

এটি ছিল প্রাচীনদের প্রথার বিরোধী। এই উদাহরণে তারা আগেকার মত এখনও খ্রীষ্টের অনুসারীদের শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, যেন তিনি তাদের প্রতি যতটা প্রয়োজন ততটা কঠোর নন। যারা ঈশ্বরীয় শক্তিকে উপেক্ষা করে, তাদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ তারা তাদের রীতি-নীতি থেকে বাইরে সহজ স্বাভাবিক নিয়ম পালনকারী কারও প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় এবং তারা এ নিয়ে তাদেরকে অভিযুক্ত করে থাকে।

লক্ষ্য করুন:

১. বিশ্রামবারের সকালে খ্রীষ্টের শিষ্যরা কতটা কৃচ্ছতা সাধন করে নাস্তা করেছিলেন, যে সময় তাঁরা মন্দিরে যাচ্ছিলেন (পদ ২৩): তাঁরা গমের শীষ ছিড়ে খেলেন এবং তাঁদের কাছে এটাই সবচেয়ে ভাল খাবার ছিল। তাঁরা আত্মিক কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ও মনযোগী ছিলেন, সে কারণে তাঁরা তাঁদের পার্থিব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। তাঁদের জন্য খ্রীষ্টের মুখের বাক্যই ছিল খাবারস্বরূপ, তাই তাঁদের পার্থিব খাবারের কথা মনে ছিল না। যিহূদীরা তাঁদের ধর্মের এমন একটি রীতি তৈরি করে নিয়েছিল যে, বিশ্রামবারে শুধুমাত্র পবিত্র করে নেওয়া খাবার খাওয়া যাবে, কিন্তু খ্রীষ্টের শিষ্যরা এই সামান্য খাবারেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

২. এই সামান্য বিষয়টিকেও ফরীশীরা কেমন বাকা চোখে দেখল এবং এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করল: তারা এই কথা বলতে লাগল যে, বিশ্রামবারে গম ক্ষেত থেকে গমের শীষ ছেঁড়া আইনসঙ্গত কি না, কারণ এটা ছিল গম কাটার মত অর্থাৎ ফসল তোলার মতই একটি কাজ (পদ ২৪): "দেখ, যা উচিত নয় তা ওরা বিশ্রামবারে কেন করছে?" লক্ষ্য করুন, যদি খ্রীষ্টের শিষ্য ও অনুসারীরা এমন কিছু করে থাকেন, যা আইনের বিরোধী, তাহলে তাঁরা নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে অভিযুক্ত করেন এবং তাঁদের কাজের কারণে খ্রীষ্টের দুর্নাম হবে। এটি অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, যখন ফরীশীরা মনে করল খ্রীষ্ট কোন একটি ভুল করেছেন, সে সময় তারা সেই কথা শিষ্যদের কাছে বলেছে (পদ ১৬)। এদিকে যখন তারা দেখেছে যে, খ্রীষ্টের শিষ্যরা কোন একটি ভুল করেছেন, তখন তারা সেটি খ্রীষ্টের কাছে বলেছে, যেন তারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। তারা চেয়েছিল খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের এই সুন্দর পরিবারটিকে ভেঙ্গে দিতে।

৩. কিভাবে খ্রীষ্ট তাদের কথা ও কাজের বিরোধিতা করলেন:

(১) দৃষ্টান্ত দেওয়ার মধ্য দিয়ে। তাদের কাছে এর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ ছিল, আর তা হচ্ছে দায়ূদ ও তাঁর লোকেরা যখন ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন তখন তাঁরা আবাস তাঁবুর রুটি খেয়েছিলেন এবং সেখানে আর কোন রুটি খাওয়ার জন্য ছিল না (পদ ২৫,২৬): "তোমরা কি কখনো এটা পড় নি?" লক্ষ্য করুন, আমাদের অনেক ভুলই উপেক্ষা করে যাওয়া হবে এবং অন্যদের প্রতি আমাদের ভুল চিন্তা বা ধারণা ভুলে যাওয়া হবে, যদি আমরা পবিত্র শাস্ত্রে যা আছে সেটি মন দিয়ে পড়ি। তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, আমরা আমাদের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি। "যদি তোমরা এ কথা পড়তে যে, দায়ূদ, যিনি ছিলেন ঈশ্বরের নিজের লোক, তিনি যখন ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি আবাস-তাঁবুর রুটি খেতে কোন ধরনের দুশ্চিন্তা করেন নি, যা আইনত পুরোহিত এবং তাদের পরিবার বাদে আর কারও খাওয়ার কথা ছিল না।" লক্ষ্য করুন, আদর্শ ও নীতিগত বিধান পালনের ক্ষেত্র অনেক সময়েই ধর্মীয় আচার আচরণ ও অন্যান্য বিধান পালনের ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়; এবং সেটা করতে হবে একমাত্র

প্রয়োজনের সময়, যা অন্য কোন স্বাভাবিক সময়ে করা একেবারেই উচিত হবে না। এক্ষেত্রে বিষয়টিকে এভাবে বলা হয়েছে যে, এই কাজটি দায়ূদ করেছিলেন, যখন মহাপুরোহিত হিসেবে অবিয়াথরের পালা চলছিল; কিংবা হয়তো অবিয়াথরের কয়েক দিন আগেই এই ঘটনাটি ঘটেছিল, যিনি আবিমালেকের অর্থাৎ তার পিতার পর পরই সেই পদে অধিষ্ঠিত হন। এটি খুব সম্ভব যে, তিনি যখন তার পিতার সহকারী ছিলেন, সেই সময় তিনি পুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেই সময় তিনি সেই গণহত্যা থেকে বেঁচে পালিয়ে আসেন এবং দায়ূদের কাছে এফোদটি নিয়ে আসেন।

(২) যুক্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে। তিনি তাদেরকে শিষ্যদের শষ্যের শীষ ছিদে খাওয়ার ঘটনাটির জন্য শান্ত করলেন, এখানে বিবেচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে:

[১] কার জন্য বিশ্রামবার নির্মিত হয়েছিল (পদ ২৭); এটি নির্মিত হয়েছিল মানুষের জন্য, বিশ্রামবারের জন্য মানুষকে নির্মাণ করা হয় নি। এই কথাটি আমরা মথি লিখিত সুসমাচারে পাই না। বিশ্রামবার হচ্ছে পবিত্র একটি প্রথা; কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই এটি সুযোগ এবং সুবিধার ভিত্তিতে পালন করতে হবে, দায়িত্ব এবং চাপ হিসেবে নয়। *প্রথমত*, ঈশ্বর কখনোই বিশ্রামবারকে আমাদের উপরে শাস্তি হিসেবে পালন করতে দেন নি, আর সেই কারণেই আমাদেরকে কোন মতেই আমাদের নিজেদের উপর বাধ্যতামূলক করে চাপ নিয়ে পালন করলে চলবে না। মানুষকে বিশ্রামবারের জন্য নির্মাণ করা হয় নি, কারণ বিশ্রামবার স্থাপিত হওয়ার এক দিন আগেই তাকে নির্মাণ করা হয়। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঈশ্বরের জন্য, তাঁর সম্মান প্রকাশ করা এবং তাঁর সেবা করার জন্য। সে যদি ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে চায় তার চেয়ে বরং তার মরে যাওয়া আরও ভাল। কিন্তু তাকে বিশ্রামবারের জন্য নির্মাণ করা হয় নি, তাকে বিশ্রামবারের জন্য সৃষ্টি করা হয় নি, তাকে এই আইনের অধীনে বেঁধে রাখা হয় নি। এমন নয় যে, এর থেকেই তাকে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে গ্রহণ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর এটিকে আমাদের সুবিধার জন্য তৈরি করেছেন, যাতে করে আমরা এটি পালন করতে পারি এবং এর উত্তরণ ঘটাতে পারি। তিনি মানুষের জন্যই এটি তৈরি করেছেন:

১. আমাদের শরীরের উপকারার্থে তিনি এই দিনটি স্থাপন করেছেন। তিনি চেয়েছেন যেন আমাদের দেহ বিশ্রাম পায় এবং তারা যেন এই পৃথিবীয় জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে এক নাগাড়ে সব সময় পরিশ্রম ও কাজ করার কারণে ভেঙ্গে না পড়ে বা অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে না পড়ে (দ্বি.বি. ৫:১৪); যাতে করে তোমাদের দাস এবং দাসীরা বিশ্রাম পেতে পারে। এখানে তিনি বিশ্রামবারকে শরীরের বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, কখনোই তিনি এর জন্য আমরা কষ্ট করি তা তিনি অবশ্যই চান নি। যেমন আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে কোন কাজ করতে হলে নিশ্চয়ই বিশ্রামবারে তা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। নিশ্চয়ই বিশ্রামবারের উদ্দেশ্য পুনরায় সজীব ও সঞ্জীবিত করে তোলা, কোন কিছু বিনষ্ট করা নয়; কাজেই বিশ্রামবার কখনোই তার মূল ধারণার পরিপন্থী কোন নীতি অনুসরণ করবে না।

২. তিনি আমাদের আত্মার কথাও চিন্তা করেছেন। বিশ্রামবারকে বিশ্রামের দিন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, এর কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র দিনটিকে পবিত্র রাখার জন্য,

যাতে করে আমরা এটিকে একটি পবিত্র কাজের দিন হিসেবে গণ্য করতে পারি। এই দিনটিতে আমরা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সংযোগ রক্ষা করব এবং তাঁকে আমরা এই দিনটি উৎসর্গ করব, এটিই তিনি চেয়েছেন। তিনি চান যেন আমরা এই দিনে তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এরপরে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যে কাজগুলো রয়েছে তা যেন আমরা সম্পন্ন করি। আমাদেরকে অবশ্যই এই দিনটি ঈশ্বরের সাথে কাটানোর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে, সেটা হতে পারে অনেকের সাথে মিলে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে। তবে দিনের শুরুতে আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের সেবা করণার্থে সকলে মিলে একসাথে একত্রিত হয়ে আমাদের আত্মাকে ঈশ্বরের উপাসনায় নিবদ্ধ করতে হবে। সে সময় আমাদের মনকে সমস্ত প্রকার কাজের চিন্তা থেকে বিরত রেখে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নিবেদিত করতে হবে। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) আমরা কত না উত্তম একজন প্রভুর সেবা করি। তাঁর সকল বিধানই আমাদের সুবিধার্থে এবং উপকারার্থে স্থাপিত হয়েছে এবং আমরা যদি অত্যন্ত বুদ্ধি ও বিবেচনার সাথে তা পালন করি, তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের জন্যই বুদ্ধিমানের কাজ করব। এ যেন তার নয় বরং আমরা এই সেবা করার মাধ্যমে আমাদেরই সুফল বয়ে নিয়ে আসছি।

(২) আমাদের বিশ্রামবারের কাজের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? অবশ্যই আমাদের আত্মার মঙ্গল সাধন। যদি বিশ্রামবারকে মানুষের আত্মার জন্যই তৈরি করা হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের উচিত নিজেদেরকে রাতের বলায় জিজ্ঞেস করা, "এই সাব্বাথ দিনে বা বিশ্রামবারের জন্য আমি সবচেয়ে ভাল কোন কাজটি করতে পারি?"

(৩) আমরা যাই করি না কেন, আমাদের অবশ্যই নিজেদের উপর ধর্মীয় রীতি-নীতির বোঝা চাপিয়ে দিলে হবে না, আমাদেরকে সেগুলোই গ্রহণ করতে হবে যা ঈশ্বর আমাদের জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ রেখেছেন, কিংবা আমাদের মোটেও অযৌক্তিক কঠোরতার মধ্য দিয়ে আমাদের এই অনুগ্রহের দিনটি পালন করলে চলবে না, কিংবা যে সমস্ত বিষয়ের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো পালন করলেও চলবে না, কারণ এতে করে আমরা ধার্মিকতার বদলে অন্যায় কাজ করে বসব। তাই আমাদের আনন্দ সহকারে ঈশ্বরের চোখে যা মঙ্গল তা ই করতে হবে।

[২] কার কর্তৃত্বে এবং ক্ষমতায় বিশ্রামবার স্থাপন করা হয়েছিল (পদ ২৮): "মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও মালিক। সেই কারণে তিনি তোমাদের মধ্যে এই দিনটি পালন করার ব্যাপারে স্বইচ্ছা এবং স্বতস্ফূর্ততা দেখতে চান।" লক্ষ্য করুন, বিশ্রামবার হচ্ছে ইবনুল ইনসানের দিন। তিনি এই দিনের মনিব বা প্রভু এবং এর পালন করার সমস্ত সম্মান এবং মর্যাদা তিনিই পাওয়ার যোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম বিশ্রামবার স্থাপন করেন। তাঁর মাধ্যমেই ঈশ্বর সিনাই পর্বতে সর্বপ্রথম এই বিধান প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেই কারণে দশ আদেশ-নামার চতুর্থ আদেশটি তাঁরই দেওয়া। পরবর্তীতে এর কিছুটা পরিবর্তন করা হয়, কারণ দিনটি সরিয়ে সপ্তাহের প্রথম দিনে নিয়ে আসা হয়। এটি করা হয় তাঁর পুনরুত্থানকে স্মরণ করতে গিয়ে এবং সেই কারণে খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্রামবারকে

বলা হয় প্রভুর দিন (প্রকাশিত বাক্য ১:১০), প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিন। এই দিনে মনুষ্যপুত্র, খ্রীষ্ট, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিশ্রামবারের মনিব রূপে অধিষ্ঠিত হন এবং আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করি। তিনি এই বিতর্কটিকে তিনি তাঁর নিজের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করার জন্য উত্থাপন করেছিলেন, যখন তাঁকে বিশ্রামবার ভঙ্গ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় (যোহন ৫:১৬)।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৩

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব:

ক. বিশ্রামবারে খ্রীষ্ট একজন শুষ্ক হস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করেন এবং এর কারণে তাঁর প্রতি তাঁর শত্রুদের ক্ষোভ প্রকাশ, পদ ১-৬।

খ. সব স্থান থেকে লোকেরা সুস্থ হওয়ার জন্য এবং স্বস্তি খুঁজে পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে আসে, পদ ৭-১২।

গ. তিনি তাঁর বারো জন অনুসারীকে তাঁর শিষ্য হিসেবে নিয়োগ দেন এবং তাঁদেরকে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আদেশ দেন, পদ ১৩-২১।

ঘ. ধর্ম-শিক্ষক ও ফরীশীদের আনা ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের জবাব। তিনি একজন লোকের ভেতর থেকে মন্দ-আত্মা তাড়ানোতে এই অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি মন্দ-আত্মাদের রাজার ক্ষমতায় মন্দ-আত্মা ছাড়ান, পদ ২২-৩০।

ঙ. তিনি তাঁর আপনজন ও নিকট আত্মীয়দের চেয়ে তাঁর শিষ্য ও অনুসারীদেরকে আরও বেশি আপন বলে স্বীকার করেন, পদ ৩১-৩৫।

মার্ক ৩:১-১২ পদ

আগেকার মত এখানেও খ্রীষ্ট প্রথমে সমাজ-ঘরে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এরপর তিনি সমুদ্রের পারে গিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে এই শিক্ষা দেন যে, তাঁর উপস্থিতি কখনোই কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। যেখানেই লোকেরা তাঁর নামে একত্রিত হোক না কেন, তিনি সেখানে তাঁদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হন। প্রতিটি স্থানেই যেখানে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়, সেখানেই তিনি তাঁর লোকদের সাথে দেখা করেন এবং তাদেরকে আশীর্বাদ করেন। এটি তাঁর ইচ্ছা যে, তাঁর লোকেরা যেন সব স্থানেই প্রার্থনা করে। এখন এখানে আমরা তিনি কী কী করেছেন তার কয়েকটি কাজের বর্ণনা দেখতে পাই।

ক. যখন তিনি আবারও সমাজ-ঘরে প্রবেশ করলেন, তিনি সেখানে তাঁর মঙ্গল কর্ম সাধনের সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি সেখানে শিক্ষা দান করার পরে একটি আশ্চর্য কাজ সাধন করে সেই শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিংবা তিনি সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন– বিশ্রামবারে উত্তম কাজ করা আইনসঙ্গত। আমরা এই ঘটনাটি এর আগেও দেখেছি মথি ১২:৯ পদে।

১. অসুস্থ লোকটির পরিস্থিতি আসলেই করুণ ছিল। তার একটি হাত শুকিয়ে গিয়েছিল, যার মাধ্যমে সে তার জীবিকার জন্য কাজ করতে পারত না। যারা এভাবেই দিন অতিবাহিত করে, তাদেরই দয়া প্রদান করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। যারা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে না, তাদেরকে সাহায্য করা হোক।

২. সমাজ-ঘরের নেতারা খুবই নির্দয় ছিল, রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ের প্রতিই। তারা একজন হতভাগ্য প্রতিবেশীকে সাহায্য করার বদলে সেই কাজই করতে লাগল, যাতে করে

যেভাবে হোক এই সুস্থতা প্রদানের কাজটিকে প্রতিহত করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তারা এ কথা বলতে লাগল যে, খ্রীষ্ট যদি এই লোকটিকে বিশ্রামবারে সুস্থ করেন, তাহলে তিনি বিশ্রামবার ভঙ্গকারী হিসেবে গণিত হবেন। এই অভিযোগ ছিল একেবারেই অযৌক্তিক, কারণ তারা এমন কোন চিকিৎসককে এই সাবধান বাণী শোনাচ্ছে না, যিনি কোন অসুস্থ রোগীকে সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতিতে সুস্থ করবেন। খ্রীষ্ট তাঁর কোন প্রকার শারীরিক ক্ষমতা প্রয়োগ না করেই সেই রোগীটিকে সুস্থ করবেন, যার কারণে তাঁর মোটেও কোন শ্রম ব্যয় করতে হবে না, বরং তিনি তাঁর মুখের একটি কথাতেই লোকটিকে সুস্থ করবেন।

৩. খ্রীষ্ট সেই নেতার সাথে খুবই ন্যায়সঙ্গত ভাবে কথা বললেন এবং তাদের সাথেই তিনি আগে কথা বললেন, যেন তারা এই লোকটিকে সুস্থ করার জন্য তাঁকে আর কোন প্রকার বাধা না দেয়।

(১) তিনি তাদের বিচার বুদ্ধিকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য চেষ্টা করলেন। তিনি লোকটিকে কাছে ডাকলেন (পদ ৩), যাতে করে তাকে দেখে সকলের হৃদয় তার প্রতি করুণায় ও দয়ায় ভারাক্রান্ত হয় এবং এতে করে তারা যেন তাকে সুস্থ করার কাজটিকে একটি অপরাধ বলে গণ্য করায় লজ্জিত হয়। তিনি তখন তাদের নিজেদের বিবেকের প্রতি আবেদন জানালেন। যদিও বিষয়টি নিজেই তার নিজের প্রতি আবেদন রাখছে, তারপরেও তিনি এ সম্পর্কে কথা বলতে আগ্রহী হলেন: "বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা কি আইন সঙ্গত, যা আমি করতে চেয়েছি? না কি মন্দ কাজ করা, যা তোমরা করতে চিন্তা পোষণ করেছ? কোনটা ভাল, জীবন বাঁচানো না হত্যা করা?" এ ছাড়া আর ভাল প্রশ্ন কি হতে পারে? তথাপি যেহেতু তারা তাদের বিরুদ্ধে এই প্রশ্নটিকে আসতে দেখল, সেই কারণে তারা নীরব হয়ে থাকল। লক্ষ্য করুন, যারা তাদের গোঁড়ামিতে অন্ধ হয়ে থাকে, তারা যখন সত্যের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারে না, তখন তারা এ সম্পর্কে আর কোন কথাই বলে না এবং যখন তারা তা প্রতিহত করতে পারে না, তখন তারা এ সম্পর্কে আর উচ্চবাচ্য করে না।

(২) যখন তারা আলোর বিপক্ষে বিদ্রোহ করেছিল, তখন তিনি তাদের বিদ্রোহকে পঙ্গু করে দিয়েছিলেন (পদ ৫): তিনি তাদের অন্তরের কঠিনতার দরুন দুঃখিত হয়ে সক্রোধে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তাদের পাপ তিনি দেখতে পেলেন, আর তা হচ্ছে, তারা তাদের অন্তর কঠিন করে রেখেছিল। তারা সেই আশ্চর্য কাজটি তাদের অবিশ্বাসের কারণে রোধ করতে চেয়েছিল এবং তারা তাদের যুক্তিহীন কারণ দেখিয়ে তা করা থেকে খ্রীষ্টকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। আমরা তাই দেখেছি যে ভুল কাজ তারা করেছে এবং তাই শুনেছি যে ভুল কথা তারা বলেছে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের অন্তরের ভেতরের তিক্ততা দেখেছেন, তাদের ভেতরের অন্ধত্ব এবং কঠোরতা দেখেছেন। লক্ষ্য করুন:

[১] কিভাবে তিনি এই পাপের কারণে বিরক্ত হলেন: তিনি তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন; কারণ তারা অনেকে ছিল এবং তারা এভাবেই বসেছিল, তারা খ্রীষ্টের চার পাশ ঘিরে বসেছিল। আর তিনি তাদের দিকে সক্রোধে দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর ক্রোধ সম্ভবত তাঁর বাহ্যিক চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁর ক্রোধ ছিল ঈশ্বরের মত, যা তাঁর ভেতরে থেকে সহজে প্রকাশিত হয় না। একমাত্র আমরা যদি তাঁকে প্ররোচিত না করি, তাহলে তিনি কখনোই আমাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন না। লক্ষ্য করুন, পাপীদের পাপ

খ্রীষ্টের জন্য খুবই অসন্তুষ্টিদায়ক। তারা পাপ করেছিল বলেই খ্রীষ্ট রাগান্বিত হয়েছিলেন। তিনি পাপ দেখেছিলেন বলেই ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। কঠিন হৃদয়ের পাপীরা খ্রীষ্টের ক্রোধের কথা চিন্তা করে ভয়ে কাঁপুক, কারণ আর বেশি দেরি নেই, যে দিন তিনি তাদের দিকে অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে দৃষ্টিপাত করবেন, যখন তাঁর সেই মহা ক্রোধের দিন এসে উপস্থিত হবে।

[২] কীভাবে তিনি পাপীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন: তিনি তাদের অন্তরের কঠিনতার দরুন দুঃখিত হলেন; যেভাবে ঈশ্বর চল্লিশ বছর ধরে ইস্রায়েল জাতির অন্তরের কঠিনতার জন্য দুখ পেয়েছিলেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য মহা দুঃখের বিষয় হল পাপীদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখা এবং তাদের নিজেদের মনকে তাদের পুনরুজ্জীবন এবং উদ্ধারের পথ থেকে প্রতিহত করে রাখতে দেখা, কারণ তিনি চান না যে, একজনও বিনষ্ট হোক। এটি হচ্ছে আমাদের নিজেদের অন্তরের কঠিনতা দূরে সরিয়ে রাখার সবচেয়ে ভাল কারণ এবং অন্যদের ক্ষেত্রেও তাই, যাতে করে আমরা নিজেরা অনুতপ্ত হই।

৪. খ্রীষ্ট অত্যন্ত সদয়ভাবে সেই অসুস্থ লোকটির সাথে কথা বললেন। তিনি তার হাতটি সুস্থ করে দেওয়ার জন্য বললেন, "তোমার হস্ত বাড়িয়ে দাও," এবং তখনই সেই হাত সুস্থ হয়ে গেল। লক্ষ্য করুন:

(১) খ্রীষ্ট এখানে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, আমরা যেন প্রতিনিয়ত শত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েও আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি, আমাদের বিপক্ষ যত শক্তিশালী এবং ভঙ্করই হোক না কেন, আমরা যেন কোন মতেই পিছিয়ে না পড়ি, আমাদেরকে অবশ্যই এর মুখোমুখি হতে হবে। আমাদেরকে কোন কোন সময় আমাদের সুখ সাচ্ছন্দ্য ও শান্তি থেকে বেরিয়ে এসে তাদের বিরোধিতা করতে হবে, যারা সাধারণত তা লাভ করে থাকে। তবে আমাদেরকে নিশ্চয়ই কখনোই ঈশ্বরের সেবা করা এবং মঙ্গল কর্ম সাধন করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়, যদিও আমাদের সামনে অযাচিতভাবে বাধা এসে উপস্থিত হতে পারে। খ্রীষ্ট ব্যতিত অন্য আর কেউই এই পৃথিবীতে আমাদের প্রতি এতটা সদয় হবেন না; তথাপি এই লোকটিকে সুস্থ না করে পাঠিয়ে দেওয়ার চাইতে তিনি সকল ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষককে তাঁর বিরুদ্ধে করা অভিযোগের জন্য তিরস্কার করলেন এবং এর বিরোধী মত উপস্থাপন করলেন।

(২) তিনি এখানে দেখালেন যে, তিনি হতভাগ্য আত্মার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করে মঙ্গল সাধন করতে পারেন। আমাদের হাত আত্মিকভাবে শুকিয়ে গেছে, আত্মার ক্ষমতা পাপের কারণে দুর্বল হয়ে গেছে এবং যা কিছু ভাল তা করার জন্য অক্ষম হয়ে গেছে। সবচেয়ে মহান সুস্থতা প্রদানের দিন হচ্ছে বিশ্রামবার এবং সবচেয়ে উত্তম সুস্থতা প্রদানের স্থান হচ্ছে মন্দির; আর এই সুস্থতা প্রদানের শক্তি আছে একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের। সুসমাচারের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে এখানে আমরা দেখতে পাই। এর আদেশ সকলের প্রতি সমান এবং ন্যায্য। যদিও আমাদের হাত শুকিয়ে গেছে এবং আমরা আমাদের হাত সামনে বাড়াতে পারছি না, তথাপি আমাদেরকে সেই চেষ্টা করতে হবে এবং আমাদেরকে যতটা সম্ভব হাত উঠিয়ে প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, যাতে করে আমরা স্বর্গ থেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহান অনন্ত জীবন গ্রহণ করতে পারি এবং তা ভাল কাজে কাজে লাগাতে পারি। আমাদের মধ্যে যদি সেই ইচ্ছা শক্তি

থাকে, তাহলে আমাদের সাথে সাথে খ্রীষ্টের বাক্য থাকবে এবং তা আমাদেরকে সেই শক্তি জোগাবে, যিনি সকল সুস্থতা দান করেন। যদিও আমাদের হাত শুকিয়ে গেছে, তথাপি আমরা যদি তা বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা না করি, তাহলে এটি হবে আমাদের নিজেদের ভুল যে, আমরা সুস্থ হতে পারলাম না। কিন্তু যদি আমরা তা করি, তাহলে আমরা অবশ্যই সুস্থ হব। খ্রীষ্ট তাঁর শক্তি এবং ক্ষমতা এবং অনুগ্রহ দিয়ে আমাদেরকে সকল গৌরব ও মহিমা সহকারে সুস্থ করে তুলবেন।

৫. খ্রীষ্টের শত্রুরা তাঁর সাথে অত্যন্ত বর্বোরচিত আচরণ করেছিল। এ ধরনের একটি দয়াপূর্ণ কাজ দেখার পর নিশ্চয়ই তাদের সকলের উচিত ছিল তাঁর প্রতি ভালবাসায় অনুরক্ত হওয়া। এ ধরনের একটি আশ্চর্য কাজ দেখার পরই তাদের উচিত ছিল তাঁর প্রতি বিশ্বাস করা। কিন্তু এর বদলে ফরীশীরা, যারা নিজেদেরকে মণ্ডলীর নেতা বলে দাবী করতো এবং হেরোদিয়ানরা, যারা নিজেদেরকে রাষ্ট্রের পরামর্শক হিসেবে দাবী করতো, যদিও তারা একে অপরের বিরোধী শক্তি ছিল, তথাপি তারা একত্রিত হয়ে খ্রীষ্টে বিরুদ্ধে কী করতে পারে সে বিষয়ে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করলো,;তারা তাঁকে বিনষ্ট করতে চাইল। লক্ষ্য করুন, যারা উত্তম কাজ করার জন্য কষ্ট ভোগ করেন, তাদের অবশ্যই তাদের প্রভুর মত করে কষ্টভোগ করা উচিত।

খ. যখন তিনি সমুদ্রের ধারে ফিরে গেলেন, তিনি সেখানেও উত্তম কাজ সাধন করলেন। যেহেতু তাঁর শত্রুরা তাঁকে মেরে ফেলার জন্য পরিকল্পনা করছিল, সেই কারণে তিনি একটি নির্জন স্থানে চলে যেতে চাইলেন। তিনি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিতে চাইলেন যে, আমরা যেন বিপজ্জনক সময়ে আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অন্য কোথাও চলে যাই অর্থাৎ স্থান ত্যাগ করি। কিন্তু এখানে দেখুন:-

১. তিনি যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সে সময় কীভাবে তাঁকে অনুসরণ করা হল: যখন অনেকেই তাঁর প্রতি এমন শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করত এবং তাঁকে সেই দেশ থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল, সেই একই সময়ে তিনি অন্যদের কাছ থেকে তাঁর সঠিক মূল্য পেয়েছিলেন, আর তা হচ্ছে, লোকেরা তাঁকে সব স্থান থেকে অনুসরণ করে আসতে লাগল। তিনি যেখানেই গেলেন লোকেরা তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল। খ্রীষ্টের প্রতি তাদের নেতাদের ক্রোধ খ্রীষ্টের প্রতি তাদের সম্মান এবং আগ্রহকে দমিয়ে রাখতে পারল না। বিরাট জনতা তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল, সব স্থান থেকে তারা তাঁর কাছে আসতে লাগল। তারা আসতে লাগল উত্তর থেকে, যেমন গালীলী, দক্ষিণ থেকে, যেমন যিহূদিয়া এবং যিরূশালেম। শুধু তাই নয়, তারা ইদুমিয়া থেকেও আসতে লাগল; তারা পূর্ব দিক থেকে আসতে লাগল এবং যর্দনের অপর পার থেকে আসতে লাগল; পশ্চিম দিক থেকে আসতে লাগল, অর্থাৎ সোর এবং সিদোন থেকে, পদ ৭,৮। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:

(১) কী কারণে তারা তাঁকে অনুসরণ করেছিল: তারা তাঁর সম্পর্কে যে সমস্ত ভাল ভাল কাজের সংবাদ শুনেছিল, সে সবের জন্য তারা তাঁর অনুসরণ করেছিল। তারা চেয়েছিল তিনি তাদের প্রতিও যেন সেই সমস্ত কাজ করেন। অনেকে চেয়েছিল খ্রীষ্টের করা সেই সমস্ত আশ্চর্য কাজ দেখতে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যে সমস্ত মহান কাজ করেছেন তা বিচার করে আমাদের অবশ্যই তাঁর কাছে আসা উচিত।

(২) কী কারণে তারা তাঁকে অনুসরণ করল (পদ ১০): কেননা তিনি অনেক লোককে সুস্থ করলেন, সেজন্য সমস্ত অসুস্থ লোকেরা তাঁকে স্পর্শ করার চেষ্টায় তাঁর গায়ের উপরে

পড়ছিল। এখানে অসুস্থতা বা রোগকে উল্লেখ করা হয়েছে প্লেগ (*Plagues*) বা মহামারী হিসেবে; *ম্যাস্টিগাস* (*Mastigas*)– সংশোধনী, শাস্তি। তারা এ বিষয়টিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করে থাকত। তারা ভাবত এটাই তাদের জন্য প্রদত্ত পাপের শাস্তি, আর এই কারণে তারা নিজেদেরকে এর জন্য শাস্তি হিসেবে ভাবত। তারা এর জন্য দুঃখিত ছিল এবং তারা চেয়েছিল খ্রীষ্ট যেন এর থেকে তাদেরকে মুক্ত করেন। তারা ভাবত তাদের উপরে এই শাস্তি প্রদত্ত হয়েছে তাদের পাপের কারণে। যারা কষ্টের মধ্যে থাকে, তারা খ্রীষ্টের কাছে আসতে চায়, কারণ তারা মনে করে তাঁর কাছে সমস্ত যন্ত্রণার উপশম রয়েছে। এই কারণেই অসুস্থতা প্রেরণ করা হয়, যাতে করে আমরা দ্রুত খ্রীষ্টের খোঁজ করি এবং আমাদের নিজেদেরকে তাঁর কাছে চিকিৎসক হিসেবে সমর্পণ করি। তারা তাঁর স্পর্শ পাওয়ার জন্য তাঁর গায়ের উপর পড়ছিল, তারা সকলেই তাঁর কাছাকাছি যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল এবং এটাই আমাদের প্রথম চিন্তা থাকা উচিত। তারা তাঁর সামনে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়েছিল (ড. হ্যামন্ড এমনটাই মনে করেন), কারণ তারা নিজেদেরকে পাপী ভাবছিল এবং সে কারণে তারা তাঁকে স্পর্শ করতে চাইছিল। তারা ভাবছিল তাঁকে স্পর্শ করলেই তারা সুস্থ হয়ে যাবে। তাদের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাদেরকে স্পর্শ না করলেও হবে, বরং তারাই তাঁকে স্পর্শ করলেও তারা সুস্থ হয়ে যাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রমাণ পেয়েছিল।

(৩) তিনি তাদের কাছে কথা বলার জন্য কি পরিকল্পনা করলেন (পদ ৯): তখন তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে, যারা ছিলেন জেলে এবং যাদের নিজেদের মাছ ধরার নৌকা ছিল, তাঁদেরকে একখানি নৌকা তাঁর জন্য সব সময় প্রস্তুত রাখতে বললেন যেন ভীড়ের জন্য লোকে তাঁর উপরে চাপাচাপি করে না পড়ে এবং প্রয়োজন পড়লে তাঁরা সমুদ্রের অপর তীরেও যেতে পারেন। সম্ভবত এক স্থানে যখন তাঁর কাজ শেষ হয়ে যেত তখন তিনি আরেক স্থানে তাঁর সুসমাচার প্রচার করার জন্য যেতেন। তিনি খুব সহজেই এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলে যেতেন, যেখানে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। তিনি অনুসরণরত কৌতূহলী লোকদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে না গিয়ে জল পথে চলে যেতে পারতেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যতটা পারেন জনতার ভিড় এড়িয়ে চলেন।

২. তিনি তাঁর বিশ্রাম নেওয়ার সময় কী পরিমাণ মঙ্গল কর্ম সাধন করলেন। তিনি মোটেও অলস হয়ে বসে থাকার জন্য বিশ্রামে যান নি, কিংবা তিনি যখন কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, তখন তাঁর কাছে গিয়ে যারা ভিড় করছিল তাদের সাথে তিনি মোটেও খারাপ ব্যবহার করেন নি। বরং তিনি তাদের প্রতি সদয় আচরণই করেছেন এবং তিনি তাদেরকে সেটাই দিয়েছেন যা পাওয়ার জন্য তারা এসেছিল। যে কেউ তাঁর কাছে কোন বিষয় নিয়ে আকাঙ্খা করেছে বা খোঁজ করেছে, তিনি মোটেও তাদেরকে এ কথা বলেন নি যে, "তুমি মিছেই চেষ্টা করছ।"

(১) অসুস্থতার জন্য সবচেয়ে প্রভাব ব্যঞ্জকভাবে আরোগ্য দান করা হয়েছিল: তিনি বহু লোককে সুস্থ করেছিলেন। তারা বিভিন্ন ধরনের রোগী ছিল এবং বিভিন্ন কারণে অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট তাদের সকলকেই সুস্থ করেছিলেন।

(২) শয়তানের শক্তিকে কার্যকরভাবে পরাজিত করা হয়েছিল: যারা মন্দ-আত্মা দ্বারা আক্রান্ত ছিল, তাদেরকে তিনি সুস্থ করেছিলেন, মন্দ-আত্মা থেকে মুক্ত করেছিলেন।

তারা যখন তাঁকে দেখতে পেয়েছিল, তাঁর ভয়ে কেঁপেছিল এবং তাঁর সামনে এসে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তারা তাঁর পায়ের কাছে এসে উপুড় হয়ে পড়েছিল। তবে তারা তাঁর কাছ থেকে কোন অনুগহ কামনা করে নি বা তাঁকে সম্মান দেখায় নি। তারা শুধু চেয়েছে তিনি যেন তাদের উপর ক্রোধ প্রকাশ না করেন। তারা তাদের নিজেদের আতঙ্ক এবং মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে এটি প্রকাশ করেছিল যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র, পদ ১। এমনটা বলা হয়ে থাকে যে, যে সত্যটি একজন মানব সন্তান তার নিজ স্বার্থের কারণে অস্বীকার করবে, সেই একই সত্য একটি মন্দ-আত্মা বা শয়তান নিজেই স্বীকার করবে এবং সে এ কথা স্বীকার করে নিজের জন্য করুণা ভিক্ষা চাইবে।

(৩) খ্রীষ্ট এই সমস্ত কাজ করে নিজের প্রশংসা এবং জনপ্রিয়তা লাভ করতে চান না, কারণ তিনি যাদেরকে সুস্থ করলেন এবং যাদের ভেতর থেকে মন্দ-আত্মা তাড়ালেন তাদের প্রত্যেককে খুব কঠিন করে নিষেধ করে দিলেন যে, তারা যেন কোনমতেই এই কথা কারও কাছে প্রকাশ না করে বা তাঁর পরিচয় যেন কাউকে না জানায় (পদ ১২)। তাদের কোনমতেই এই সুস্থতার সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কষ্ট করার প্রয়োজন নেই, সংবাদের শিরোনাম হিসেবে তাদের কাজ করার প্রয়োজন নেই। বরং তাদের প্রতি করা তাঁর কাজই তাঁর প্রশংসা করবে এবং তাদের সুস্থতাই তাঁর আশ্চর্য কাজের সংবাদ বহন করবে। যারা সুস্থ হয়েছে এদের ফলাও করে তা প্রচার করার প্রয়োজন নেই, কারণ এতে করে তাদের ভেতরে নিজেদের ব্যাপারে গর্বের জন্ম নিতে পারে; বরং যারা এর প্রত্যক্ষদর্শী তারাই এই কাজের সাক্ষ্য বহন করবে। যখন আমরা এমন কিছু করি যা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তথাপি আমরা মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পওয়ার আশা করি না, খ্রীষ্ট সে সময় তেমনই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন।

মার্ক ৩:১৩-২১ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখি:

ক. খ্রীষ্ট তাঁর বারো জন শিষ্যকে নির্বাচন করলেন যেন তাঁরা তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হন, তাঁর অনুসারী হন এবং তিনি যেন তাঁদেরকে বিভিন্ন কাজে এবং বিশেষ করে সুসমাচার প্রচার করার জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করতে পারেন। লক্ষ্য করুন:

১. তাঁর শিষ্যদের এই আহ্বান বা পদোন্নতির সূচনা: তিনি একটি পর্বতে উঠলেন এবং সেখানে তাঁর যাওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল প্রার্থনা করা। পরিচর্যাকারীদেকে অবশ্যই নিজেদের জন্য একাকী কিছু সময় প্রার্থনায় কাটানো উচিত, যেন তারা আবার নতুন করে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ও পুনরুজ্জীবিত হতে পারেন। যদিও খ্রীষ্টের নিজেরই পবিত্র আত্মার সকল অনুগ্রহ ও ক্ষমতা ছিল, তারপরও তিনি আমাদের সামনে এখানে একটি উদাহরণ স্থাপন করলেন এবং তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করলেন।

২. তিনি তাঁর শিষ্য হিসেবে বাছাই করার জন্য যে নিয়ম বা রীতি অবলম্বন করলেন এবং তা হচ্ছে তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত ইচ্ছা। তিনি তাঁর পছন্দ অনুসারে তাঁদেরকে আহ্বান করলেন। আমাদের কখনোই কাউকে কাজের আহ্বানের জন্য নির্বাচন করতে গিয়ে এমনটি মনে করা উচিত নয় যে, যে সবার চেয়ে সুদর্শন বা সবার চেয়ে লম্বা বা সবার চেয়ে শক্ত

সমর্থ, সেই এ কাজের জন্য উপযুক্ত। বরং যে এই কাজের জন্য সবচেয়ে পারদর্শী তাকেই অবশ্যই আহ্বান জানাতে হবে। সেভাবেই খ্রীষ্ট তাঁদেরকেই আহ্বান করেছেন, যারা এই পর্বের বা কাজের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহপ্রাপ্ত চোখে যারা সবচেয়ে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন, তাঁরাই খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন। খ্রীষ্ট তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাদের ভেতর থেকে তাঁর জন্য বারো জন শিষ্য বাছাই করে নিলেন; কারণ তিনি কারও অধীনে না থেকে কাজ করেন এবং তাঁর অনুগ্রহ একান্তই তাঁর নিজস্ব।

৩. এই আহ্বানের তাৎপর্য: তিনি তাঁদেরকে বহু লোকের ভেতর থেকে আলাদা করে বাছাই করে নিলেন। তিনি তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁদেরকে তাঁর সাথে আসার জন্য আদেশ করলেন এবং তাঁরা তাঁর কাছে এলেন। খ্রীষ্টকে তাঁদেরকেই আহ্বান করেছিলেন যারা তাঁর কাছে আসার জন্য প্রস্তুত ছিলেন (যোহন ১৭:৬)। পিতা যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন, তাদের সকলেরই তাঁর কাছে আসা উচিত (যোহন ৬:৩৭)। যাদেরকে তাঁর আহ্বান করার ইচ্ছা ছিল, তিনি তাদের ভেতরে তাঁর কাছে আসার জন্য ইচ্ছা তৈরি করেছিলেন। তাঁর লোকেরাও তাঁর ক্ষমতার ও রাজত্বের দিনে তাদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারবে। সম্ভবত তাঁরা অনেকটা প্রস্তুত হয়েই তাঁর কাছে এসেছিলেন, কারণ তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে বসে তাঁর স্বর্গ-রাজ্যের জাঁকজমক এবং জৌলুসের মাঝে বাস করার স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু যখন পরবর্তীতে তাঁরা এই বিষয়টির ব্যাপারে তাঁদের ভুল ধারণা বুঝতে পারলেন, তখন তাঁরা তাঁর চেয়েও আরও ভাল একটি আশ্বাস পেলেন, যাতে করে তাঁরা বলতে না পারেন যে, তাঁদের প্রভু তাঁদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন, কিংবা তাঁরা যেন তাঁর সাথে সময় কাটানোর জন্য আফসোস না করেন।

৪. এই আহ্বানের সমাপ্তি এবং উদ্দেশ্য: তিনি তাঁদেরকে অভিষিক্ত করলেন। সম্ভবত তিনি তাঁদের মাথায় হাত রেখে অর্থাৎ হস্তার্পণ করে তাঁদেরকে অভিষেক প্রদান করলেন, যা ছিল যিহূদীদের একটি প্রচলিত প্রথা। এর উদ্দেশ্য ছিল যেন তাঁরা সব সময় তাঁর সাথে সাথে থাকেন, তাঁরা যেন তাঁর সুসমাচার ও তাঁর শিক্ষার প্রত্যক্ষদর্শী হন ও সাক্ষী হন। তাঁরা যেন খ্রীষ্টের জীবন, এর বিভিন্ন দিক, জীবন যাপনের প্রণালী এবং ধৈর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারেন। বিশেষ করে যেন তাঁরা তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন এবং এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা রাখতে পারেন। তাঁদেরকে অবশ্যই তাঁর আশ্চর্য কাজের সত্যতা সম্পর্কে জানতে হবে এবং এ সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করতে হবে। তাঁদেরকে খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিভিন্ন নির্দেশনা গ্রহণ করে তা আত্মস্থ করতে হবে, যেন তাঁরা অন্যদেরকেও সে অনুসারে শিক্ষা প্রদান করতে পারেন। তাঁদেরকে যে উদ্দেশ্যে শিষ্য পদে আহ্বান করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তাঁদেরকে অবশ্যই উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে হবে। তাঁদেরকে অবশ্যই সুসমাচার প্রচার করার জন্য দূর দূরান্তে প্রেরণ করতে হবে, তবে তাঁদেরকে তখনই প্রচার করতে দেওয়া হবে, যখন তাঁদেরকে প্রেরণ করা হবে। তাঁদেরকে তখনই প্রেরণ করা হবে, যখন তাঁরা খ্রীষ্টের সাথে নিবিড়ভাবে সময় কাটিয়ে এবং সঙ্গ লাভ করে এই কাজের জন্য উপযুক্ত হবেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই তাঁর সাথে সব সময় থাকতে হবে।

৫. তিনি তাঁদেরকে আশ্চর্য কাজ করার জন্য যে ক্ষমতা প্রদান করলেন; এবং এই কারণে তিনি তাঁদের উপর এক মহা সম্মান আরোপ করলেন, তিনি পৃথিবীর মহান মানুষদের

চেয়েও অনেক বেশি সম্মান দিলেন তাঁর শিষ্যদেরকে। তিনি তাঁদেরকে মানুষের ভেতর থেকে মন্দ-আত্মা ছাড়ানোর ক্ষমতা দিলেন এবং রোগ থেকে সুস্থ করা ক্ষমতা দিলেন। এটি প্রকাশ করে যে, খ্রীষ্ট এই যে আশ্চর্য কাজগুলো করতেন, এগুলো তিনি তাঁর নিজ ক্ষমতার উৎস থেকেই করতেন; এই ক্ষমতা তিনি একজন দাস হিসেবে প্রয়োগ করেন নি, বরং গৃহকর্তার পুত্র হিসেবে নিজেই সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। তাই তিনি অন্যদেরকেও এই ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন এবং অন্যদেরকেও তিনি এই ক্ষমতার বলে কাজ করিয়ে নিতে পারেন। তাদের দেশে সে সময় একটি আইন ছিল, *ডেপুটেটাস নন পোটেস্ট ডেপুটেয়ার* (*Deputatus non potest deputare*)- অর্থাৎ যে নিজেই কারও কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করেছে, সে অন্য কারও উপর সেই ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না। কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজেই জীবন এবং তাঁর মধ্যে পবিত্র আত্মা অবারিত পরিমাণে রয়েছে; যার কারণে তিনি এই পৃথিবীর সমস্ত দুর্বল এবং তুচ্ছ বিষয়ের উপরেও তাঁর ক্ষমতা আরোপ করতে পারেন।

৬. তাঁদের সংখ্যা এবং নাম: তিনি তাঁদের মধ্য থেকে বারো জনকে অভিষিক্ত করলেন, ইস্রায়েলের বারো বংশের সংখ্যা অনুসারে। মথি লিখিত সুসমাচারে যেভাবে তাঁদেরকে ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে তাঁদেরকে সেই ক্রম অনুসারে উল্লেখ করা হয় নি, কিংবা তাঁদেরকে সেখানকার মত জোড়ায় জোড়ায়ও উল্লেখ করা হয় নি, বরং তাঁদেরকে ক্রম অনুসারে প্রথমে পিতরের নাম এবং এরপর ক্রমান্বয়ে সব শেষে যিহূদা ইস্কারিয়োতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে মথিকে থোমার পরে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ সম্ভবত এভাবেই তাঁদেরকে ক্রমান্বয়ে আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু মথি যে তালিকার কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে তিনি নিজেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন থোমার পর, অর্থাৎ তিনি নিজের নাম স্বেচ্ছায় উচ্চীকৃত করতে চান নি। কিন্তু এখানে মার্ক শিষ্যদের তালিকা করতে গিয়ে যে বিষয়টির প্রতি একটু বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বা বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, খ্রীষ্ট যাকোব এবং যোহনকে বোয়ানের্গিস (*Boanerges*) বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে *বজ্রধ্বনির পুত্রেরা*। সম্ভবত তাঁরা তাঁদের জোরালো কণ্ঠ ও উচ্চস্বরের জন্য সুপরিচিত ছিলেন, তাঁরা ছিলেন বজ্রধ্বনির প্রচারকারী। কিংবা হয়তোবা এর মধ্য দিয়ে তাঁদের অন্তরের মহা উৎসাহ এবং উদ্দীপনার কথা বোঝানো হয়েছে, যা তাঁদেরকে তাদের ভাইদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ করার জন্য আরও বেশি করে উৎসাহী করেছে। এই দুই জন শিষ্য (ড. হ্যামন্ডের মতে) নিশ্চয়ই সুসমাচারের বিশেষ দুই জন পরিচর্যাকারী ছিলেন, যাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে পৃথিবীকে প্রকম্পিত করা কণ্ঠস্বর (হিব্রীয় ১২:২৬)। তথাপি যোহন, এই বজ্রধ্বনির পুত্রদের মধ্যে একজন, ভালবাসা এবং স্নেহে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং তিনি খ্রীষ্টের প্রেরিত ও শিষ্যদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

৭. তাঁদের প্রভুর সাথে তাঁদের বিশ্রাম গ্রহণ এবং তাঁর সাথে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ লাভ: তাঁরা একটি বাড়িতে গেলেন। এখন বিচার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তারা এখন এক সাথে দাঁড়িয়েছেন, যাতে করে তাঁরা তাঁদের সাক্ষ্য প্রমাণ সকলের কাছে প্রচার করতে পারেন। তাঁরা একত্রে সেই বাড়িতে গেলেন, যেন তাঁরা তাদের নতুন এই দলটির নিয়ম কানুন প্রস্তুত করতে পারেন। আর এখন সবচেয়ে সম্ভাব্য বিষয় হচ্ছে, নিশ্চয়ই খ্রীষ্ট টাকার থলিটি যিহূদাকে দিয়েছিলেন, যা তাকে সন্তুষ্ট করেছিল এবং স্বস্তি দিয়েছিল।

খ. খ্রীষ্টকে ক্রমাগতভাবে অনুসরণ করে যাওয়া জনতা (পদ ২০): পরে তিনি গৃহে আসলে

পর পুনর্বার এত লোকের জমায়েত হল যে, তাঁরা আহার করতেও পারলেন না। তারা ক্রমাগতভাবে আসতেই লাগল। তারা এসে চাপাচাপি করে তাঁর গায়ের উপর পড়তে লাগল, তাদের মধ্যে কারও একটি ইচ্ছা ছিল এবং অন্য কারও আরেকটি ইচ্ছা ছিল। এতে করে তাঁরা তাঁদের খাবার খাওয়ার সময়ও পেলেন না। তবে এর মানে এই নয় যে, তাঁরা একেবারেই খাবার খান নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পেট ভরে খাবার খেতে পারেন নি বা তাঁদের খাবার পুরোপুরি শেষ করতে পারেন নি। তারপরও যারা তাঁর কাছে এসেছিল তাদের মুখের উপরে তিনি দরজা বন্ধ করে দেন নি, বরং তিনি তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেককে একটি শান্তির উত্তর দান করেছেন। লক্ষ্য করুন, তাদের হৃদয় ঈশ্বরের কাজের প্রতি নিবদ্ধ এবং সেই কাজের জন্য প্রশস্ত, তাঁরা তাঁদের নিজেদের যে কোন অসুবিধা সহ্য করতে পারেন, যাতে করে যে কোন মূল্যে সেই কাজ করা যেতে পারে। তাঁরা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য যে কোন ভাল কাজ করতে গিয়ে তাঁদের খাবার ত্যাগ করে চলে আসতে পারেন। উৎসাহী শ্রোতা এবং উৎসাহী প্রচারকারীরা যখন একত্রিত হন এবং একে অপরকে উৎসাহিত করেন, সেই মুহূর্ত তাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। এখন ঈশ্বরের রাজ্রের সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে এবং মানুষ তা শোনার জন্য ভিড় করছে (লূক ১৬: ১৬)। এটি একটি মহান সুযোগ, যা অবশ্যই আমাদের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সে সময় শিষ্যরাও খাওয়া-দাওয়া বাদ দিয়ে খ্রীষ্টের সাথে তাঁর সুসমাচার প্রচার করার কাজে সহযোগিতা করেছিলেন, যাতে খ্রীষ্ট সহায়তা পেতে পারেন। লোহা গরম থাকতে পেটানোই উত্তম।

গ. খ্রীষ্টের আত্মীয়েরা তাঁর প্রতি যে আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটালেন (পদ ২১); এই কথা শুনে তাঁর আত্মীয়েরা তাঁকে ধরে নিতে আসলেন। কেননা তারা বললো, "সে পাগল হয়েছে।" কফরনাহূমে তাঁর যে সমস্ত আত্মীয় স্বজনেরা ছিলেন, তারা যখন শুনতে পেলেন যে, লোকেরা কিভাবে তাঁর পিছু নিয়েছে এবং তিনি কি পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করছেন, তখন তারা সেখানে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসার জন্য জন্য রওয়ানা দিলেন এবং তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসলেন; কারণ তারা বলেছিলেন, "সে পাগল হয়ে গেছে।"

১. অনেকে মনে করেন এই ধরনের যত্ন ও আন্তরিকতা আসলে একবারেই অনর্থক, কারণ এতে করে তাঁকে সম্মান দেওয়ার বদলে আরও বরং অবিশ্বাস করা হয়েছে, কারণ তারা তাঁকে বলেছিলেন, "সে পাগল হয়েছে।" হয় তারা এটি নিজেরাই ধারণা করেছিলেন, নয়তোবা তাদেরকে এই কথা বোঝানো হয়েছিল এবং তারা সেই কথা গ্রহণ করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট আসলে মানসিক সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এতে করে তাঁর বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনেরা চিন্তা করেছিলেন যে, তারা তাঁকে ধরে বেঁধে একটি অন্ধকার ঘরে আটকে রাখবেন এবং তাঁর চেতনা আবার আগের মত হয়ে না আসা পর্যন্ত তাঁকে এভাবেই রেখে দেবেন। তাঁর অনেক আত্মীয়-স্বজনই তাঁর সম্পর্কে অনেক বাজে ধারণা পোষণ করতেন (যোহন ৭:৫) এবং তারা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর এই মহা উৎসাহের জন্য অনেকে তাঁর প্রতি যে বাজে ধারণা পোষণ করত, সেই সমস্ত কথায় কান দিতেন। তারা সকলে মিলে তাঁকে তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের জন্য দোষারোপ করতেন এবং পাগল বলে সাব্যস্ত করতেন। এই কারণে তারা চাইতেন তাঁকে তাঁর কাজ থেকে নিবৃত রাখতে। ভাববাদীদেরকে পাগলের সঙ্গী বলে ডাকা হত (২ রাজা ৯:১১)।

২. অন্যরা মনে করেন এটি হচ্ছে তাদের আন্তরিক যত্ন এবং ভালবাসার প্রতিফলন এবং

তারা তাদের এই সম্বোধনটিকে মনে করেন এক্সেসটি (*ঊীবংঃব*)– "সে চেতনা হারিয়েছে, সে খাওয়া দাওয়া করারও সময় পাচ্ছে না, সে তো সমস্ত কাজ করার শক্তি হারিয়ে ফেলবে। সে লোকদের ভেতরে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং এত কথা বলতে গিয়ে তার ভেতরের সমস্ত জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলবে। নিশ্চয়ই এত বেশি আশ্চর্য কাজ করতে গিয়ে তার শারীরিক শক্তি সে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলবে। তাই চল, আমরা তার ভালোর জন্যই তার সাথে সামান্য একটু খারাপ আচরণ করি, আমরা তাকে একটু দম নেওয়ার সুযোগ করে দিই।" খ্রীষ্টের যন্ত্রণা ভোগের কাজের মতই তাঁর প্রচার কাজেও তিনি এ ধরনের আক্রমণের শিকার হয়েছেন, "প্রভু, নিজেকে বাঁচান।" লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরের কাজ করার সময় উৎসাহ এবং মহা উদ্দীপনা নিয়ে পথ চলেন, তাদের অবশই সমস্ত বাধার মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা মাথায় রাখতে হবে। সেটা হতে পারে তার শত্রুদের ভিত্তিহীন আক্রোশ থেকে কিংবা তার শুভাকাঙ্খীদের ভুল আন্তরিকতা ও ভালবাসা থেকে। তাদেরকে অবশ্যই এই দুই ধরনের বাধার বিপক্ষেই শক্ত অবস্থান নিতে হবে।

মার্ক ৩:২২-৩০ পদ

ক. এখানে আমরা দেখি, খ্রীষ্টের মন্দ-আত্মা ছাড়ানোর ঘটনাটিকে তারা যেভাবে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে কলঙ্কিত করতে চাইল। তারা চেয়েছিল মিথ্যে অভিযোগ এনে খ্রীষ্টের এই কাজ বন্ধ করতে এবং তাঁকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করতে। সেই কারণে তারা একটি খোঁড়া যুক্তির অবতারণা ঘটাল। এই ধর্ম-শিক্ষকরা যিরূশালেম থেকে এসেছিল, পদ ২২। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, তারা শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য এবং সুসমাচারের অগ্রগতির পথে বাধা দান করার জন্যই এসে উপস্থিত হয়েছিল। এমন একটি অপরাধ করার জন্য তারা এত কষ্ট সহ্য করে সেখানে এসেছিল। তারা এসেছিল যিরূশালেম থেকে, যেখানে তারা সবচেয়ে ভদ্র, নম্র এবং জ্ঞানী ধর্ম-শিক্ষক হিসেবে সুপরিচিত এবং সেখানেই তারা সকলে একত্রে মিলে প্রভু এবং তাঁর অভিষিক্ত জনের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করেছিল। তারা সেখানে বসে এক মহা অপরাধ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল। যিরূশালেমের ধর্ম-শিক্ষকদের সুনাম শুধু যিরূশালেমেই ব্যাপৃত ছিল না, সেই সাথে তা পুরো দেশের মানুষের কাছে সর্বজন বিদিত ছিল। তারা কখনোই খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের ব্যাপারে কোন ধরনের বাজে ধারণা পোষণ করে নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ধর্ম-শিক্ষকরা যিরূশালেমে এসে তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের বাজে কথা ছড়াল। তারা এ কথা অস্বীকার করে নি যে, তিনি মন্দ-আত্মা ছাড়িয়েছেন, কিন্তু তারা এই কথা অস্বীকার করল যে, তিনি ঈশ্বরের নিকট হতে প্রেরিত হয়েছেন এবং ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ও শক্তিতে তিনি মন্দ-আত্মা ছাড়িয়েছেন। বরং তারা এই কথা ছড়াতে লাগল যে, খ্রীষ্ট বেলসবূবের সাথে জোট বেঁধেছেন, খ্রীষ্টকে বেলসবূবে পেয়েছে। তারা এই অভিযোগ করল যে, খ্রীষ্ট মন্দ-আত্মাদের অধিপতির দ্বারা মন্দ-আত্মা ছাড়ান। তাই এই ঘটনায় সূক্ষ্ম কারচুপি করা হয়েছে, কারণ শয়তানকে আসলে সত্যিকারভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না, বরং সে শুধুমাত্র চলে যাওয়ার ভান করছে। খ্রীষ্ট কর্তৃক মন্দ-আত্মা ছাড়ানোর ঘটনার মধ্যে এমন কোন অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না যে, খ্রীষ্টকে এর জন্য দোষারোপ করতে হবে। তিনি এমনভাবে সেই কাজ করেছেন, যার সেই কাজ করার ক্ষমতা এবং অধিকার উভয়ই

রয়েছে। কিন্তু যারা এই বিষয়টি বিশ্বাস করবে না তারাই এর প্রতি সন্দেহ পোষণ করবে।

খ. খ্রীষ্ট তাদের বিরোধিতার প্রতি যে ধরনের কঠোর জবাব দিলেন, তার মধ্য দিয়ে তিনি তাদের কাছে এর অযৌক্তিকতা তুলে ধরলেন।

১. শয়তান হচ্ছে মহা ধুরন্ধর এবং মন্দতায় ভরপুর। সেই কারণে সে কখনোই ইচ্ছাকৃত ভাবে তার নিজ দখলকৃত আত্মার অধিকার ছাড়বে না। যদি শয়তান নিজেই শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়, তাহলে তার রাজ্য নিজের বিপক্ষেই দাঁড়াবে এবং তা আর টিকে থাকতে পারবে না, পদ ২৩-২৬। সে তাদেরকে নিজের কাছে ডাকে, যাতে করে তারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপর সে ধীরে ধীরে তাদের উপরে নিজের প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদেরকে নিজের দাসত্বে নিয়ে নেয়। এটি খুবই স্পষ্ট যে, খ্রীষ্টের শিক্ষা শয়তানের রাজ্যের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল এবং তার শক্তিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়াই ছিল খ্রীষ্টের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। তিনি চেয়েছিলেন যেন মানুষের আত্মার উপর থেকে শয়তানের অধিকার সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়। তাই তিনি পরিষ্কারভাবেই মানুষের ভেতর থেকে মন্দ-আত্মা তাড়ানোর মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাকে প্রমাণ করেছেন এবং তা স্থাপন করেছেন; সেই কারণে কারোরই এ ধরনের চিন্তা মনে রাখা উচিত নয় যে, তিনি কোন ধরনের দুরভিসন্ধি নিয়ে এই মন্দ-আত্মা তাড়িয়েছেন; প্রত্যেকেই জানে যে, শয়তান মোটেও বোকা নয়, কিংবা সে কখনোই তার নিজের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন কাজ করবে না।

২. খ্রীষ্ট অত্যন্ত জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান, যার কারণে তিনি জেনে শুনেই শয়তানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। তিনি যখনই তার সাথে বা তার বাহিনীর সাথে বিরোধে লিপ্ত হবেন, তখনই তিনি তার উপরে আঘাত হানবেন। তিনি তার ক্ষমতাকে প্রতিনিয়তই চুরমার করতে থাকবেন। তিনি মানুষের দেহ বা আত্মার উপরে শয়তানের সকল কর্তৃত্বকে চূর্ণ করে দেবেন, পদ ২৭। এটি অত্যন্ত পরিষ্কার, খ্রীষ্টের পরিকল্পনা হচ্ছে এই মন্দ শক্তির দুর্গে আঘাত হানা এবং তাকে এই পৃথিবী থেকে বিচ্যুত করা। তিনি চান যেন শয়তান তার সমস্ত মন্দ কাজ থেকে দূরে সরে আসতে বাধ্য হয় এবং চূড়ান্তভাবে সে যেন খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাই এটি খুবই স্বাভাবিক বিষয় যে, তিনি নিশ্চয়ই তার সাথে সন্ধি স্থাপন করবেন না। তিনি লোকটির ভেতর থেকে মন্দ-আত্মা তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর পবিত্র আত্মার সঞ্চার ঘটালেন। তিনি সেই বলবানকে বেঁধে রেখে নিজে প্রবেশ করলেন এবং এভাবেই তিনি তার উপরে বিজয় লাভ করলেন।

গ. খ্রীষ্ট তাকে যে ভয়ানক সাবধান বাণী প্রদান করলেন, যার প্রতি তাকে অবশ্যই কর্ণপাত করতে হবে। তারা যদি খ্রীষ্টের এই কথা হালকাভাবে নেয়, শুধুমাত্র সাধারণ কোন কথা হিসেবে দেখে এবং মুক্ত চিন্তার কোন উক্তি হিসেবে মনে করে, তাহলে তারা মহা ভুল করবে এবং এর ফল তাদের জন্য হবে মারাত্মক। এতে করে তারা তাদের পরিত্রাণের বিপক্ষে পাপ করবে এবং তা হবে অমার্জনীয়। তারা যদি খ্রীষ্টকে অস্বীকার করার মত পাপ করে, তবে আর কিসে তাদের ক্ষমা করা যাবে? কে এত বড় পাপকে মুছে ফেলতে পারবে? এটি সত্যি যে, সুসমাচারে আমাদের পরিত্রাণের জন্য ওয়াদা করা হয়েছে, কারণ খ্রীষ্ট আমাদের জন্য পরিত্রাণ ক্রয় করে নিয়েছেন, তিনি মহা পাপ এবং পাপীদের জন্য ক্ষমা নিয়ে এসেছেন, পদ ২৮। যারা খ্রীষ্টকে ক্রুশের উপরে থাকতে তিরস্কার করেছিল তাদের অনেকেই (তারা যে কাজটি করেছিল তা হচ্ছে, তারা খ্রীষ্টকে মনুষ্যপুত্র হিসেবে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তাঁকে তারা সর্বোচ্চ সম্মান দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল) দয়া লাভ করেছিল,

অনুগ্রহ লাভ করেছিল। খ্রীষ্ট নিজেই প্রার্থনা করেছিলেন, "পিতা এদেরকে ক্ষমা কর।" কিন্তু এখন তারা যে ধর্মদ্রোহিতার পাপ করছে তা হচ্ছে, তারা পবিত্র আত্মাকে অস্বীকার করছে, যে শক্তি এই মন্দ-আত্মাকে তাড়িয়েছে, তা আসলে পবিত্র আত্মারই শক্তি। পবিত্র আত্মা নিজেই সেই মন্দ-আত্মাকে তাড়িয়েছেন, অথচ তারা পবিত্র আত্মাকে মন্দ-আত্মা বলে আখ্যায়িত করেছে, পদ ৩০। এই ধারণা অনুসারে তারা পবিত্র আত্মার সকল প্রকার ক্ষমা ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পরপরই তাদের কাছ থেকে শেষ আশাটুকুও নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারা আর কখনোই ক্ষমা পাবে না এবং তারা চিরকালের মত নরকে পতিত হবে। তারা চিরকালীন শাস্তি ভোগ করবে এবং সেখান থেকে মুক্তির কোন পথই নেই। সেখানে কোন বিরতি নেই, কোন বিশ্রাম নেই, কোন রেহাই নেই।

মার্ক ৩:৩১-৩৫ পদ

এখানে রয়েছে:

১. খ্রীষ্টের আত্মীয়েরা মাংসিক চেতনার বশবর্তী হয়ে তাঁকে যেভাবে অসম্মান করলেন, যে সময় তিনি শিক্ষা দান করছিলেন: তারা ভাল করেই জানতেন যে, তিনি আসলে কে এবং তিনি কি কাজ করতে এসেছেন। তথাপি তারা শুধু বাইরে দাঁড়িয়েই থাকেন নি, তাদের ভেতরে আসার কোন ইচ্ছেও ছিল না এবং তাঁর কথা শোনার কোন ইচ্ছেও ছিল না। বরং তারা বাইরে থেকেই তাঁর জন্য একটি বার্তা পাঠালেন যাতে করে তিনি বাইরে বের হয়ে আসেন (পদ ৩১,৩২)। যেন তাঁকে অবশ্যই এই কাজ ছেড়ে আসতে হবে এবং তাদের পার্থিব প্রয়োজনের খাতিরে এই মহান দায়িত্বকে অবহেলা করতে হবে। এটি খুব সম্ভব যে, তারা তাদের কোন কাজের জন্য বা ব্যবসায়ের জন্য তাঁর কাছে এসেছিলেন। তারা শুধুমাত্র তাদের নিজেদের স্বার্থে খ্রীষ্টের কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছিলেন। কিংবা হয়তো তাদের ভেতরে এই ধারণা হয়েছিল যে, তিনি হয়তোবা এত বেশি চাপ নিয়ে কাজ করে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলবেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর শক্তি ও সামর্থ কতটুকু রয়েছে। তিনি তাঁর নিজের জীবনের চাইতে মানুষের পরিত্রাণ প্রদানের কাজটিকে আরও অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং এরপর খুব শীঘ্রই তিনি একজন সাক্ষীসহ সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আত্মীয়দের কাছে পুরো বিষয়টি খুবই অবাস্তব মনে হচ্ছিল এবং তারা তাঁকে এই কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তারা তাঁকে প্রতিনিয়ত বাধা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এটি খুবই খারাপ তাদের জন্য, যদি তাদের সত্যিই তাঁর সাথে কোন কাজ থেকে থাকত, কারণ খ্রীষ্টের সাথে পরিত্রাণ ব্যতিত অন্য আর কোন কাজের মূল্য নেই।

২. এই ঘটনার প্রেক্ষিতে খ্রীষ্ট তাঁর আত্মিক আত্মীয়দের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করলেন। এখন অন্য যে কোন সময়ের মত তিনি তাঁর মায়ের প্রতি পরোক্ষভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলেন, যিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই সেই মহান দায়িত্ব পালনের পথ থেকে বার বার খ্রীষ্টকে সরিয়ে নিয়ে আসতে চাইছিলেন। তাঁর নিজের যে দায়িত্ব পালন করার এবং মানুষের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়ার কথা ছিল সেখান থেকে তিনি সরে আসছিলেন। আমাদের সকল সম্মান পরিচালিত এবং নির্দেশিত হওয়া উচিত খ্রীষ্টের মন্ত্রণা অনুসারে। কুমারী মরিয়ম বা খ্রীষ্টের মাতা নিজেকে সাধারণ বিশ্বাসীদের সাথে মেলাতে চাইলেন না, বরং

তিনি নিজেকে আরও বেশি সম্মানিত হিসেবে দেখাতে চাইলেন। অথচ তাদেরকেই খ্রীষ্ট সবচেয়ে বেশি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। যারা সে সময় তাঁর সামনে ছিল তিনি তাদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং এই কথা ঘোষণা করলেন, তাদেরকে সম্বোধন করলেন, যারা কেবলমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা শোনেই না, সেই সাথে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজও করে, তারাই তাঁর ভাই এবং বোন এবং মা। তিনি তাদেরকেই তাঁর নিকট আত্মীয়ের মত করে ভালবাসবেন, যত্ন নেবেন, যেভাবে একজন ব্যক্তি তার রক্ত সম্পর্কীয় কারও সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, পদ ৩৩-৩৫। এটি হচ্ছে আমাদের সামনে উপস্থাপিত একটি উত্তম যুক্তি, যার উপর ভিত্তি করে আমরা নির্ধারণ করব কেন আমাদের ঈশ্বরকে সম্মান করা উচিত এবং তাঁকে ভয় করা উচিত। আমাদের অবশ্যই সেই সমস্ত লোককে আপন করে নেওয়া উচিত যারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, তাঁকে ভালবাসে এবং তাঁর কথা অনুসারে কাজ করে। যারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের কথা শোনেই না, সেই সাথে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজও করে, এমন লোকেরাই ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি এবং তাদেরকে আমাদের সেভাবেই সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। নিশ্চয়ই তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা উত্তম যারা খ্রীষ্টের খুব ঘনিষ্ট জন এবং যারা তাদের সাথে সঙ্গ রাখে, যারা খ্রীষ্টের প্রকৃত সঙ্গী, তাদের সঙ্গ গ্রহণ করা আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ধিক তাদেরকে, যারা খ্রীষ্টের প্রিয়জন এবং ঘনিষ্ট ব্যক্তিদেরকে অত্যাচার করে এবং তাদেরকে ঘৃণা করে। যারা তাঁর হাড়-মাংস, তারা সকলেই স্বর্গীয় প্রভুর সন্তান হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশ করে থাকে (বিচার ৮:১৮,১৯); কারণ তিনি তাদের সকল আবেদন গ্রাহ্য করে থাকেন এবং তাদের প্রতি তাঁর কাছে সঞ্চিত সকল অনুগ্রহ প্রদান করে থাকেন।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৪

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব:

ক. বীজ এবং চার ধরনের ভূমির দৃষ্টান্ত (পদ ১-৯), এর ব্যাখ্যা (পদ ১০-২০) এবং প্রয়োগ, পদ ২০-২৫।

খ. ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠা বীজের দৃষ্টান্ত, যে বীজ নিজেই তার বেড়ে ওঠা সম্পর্কে জানে না, পদ ২৬-২৯।

গ. সরিষা দানার দৃষ্টান্ত এবং খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তের একটি সাধারণ বর্ণনা, পদ ৩০-৩৪।

ঘ. সমুদ্রে খ্রীষ্টের ঝড় থামানোর একটি আশ্চর্য কাজ, পদ ৩৫-৪১।

মার্ক ৪:১-২০ পদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আমরা দেখেছি খ্রীষ্ট মন্দিরে প্রবেশ করছেন, পদ ১। এই অধ্যায়টি শুরু হয়েছে সমুদ্রের পারে খ্রীষ্টের শিক্ষা দান নিয়ে। এভাবেই তিনি তাঁর কর্ম পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করেছেন, যাতে করে সম্ভাব্য সকলের কাছে তাঁর শিক্ষা এবং আশ্চর্য কাজ নিয়ে আসা যায়। তিনি মন্দিরে আসন সমূহে এবং প্রধান আসন সমূহে বসে থাকা ভদ্র ও সভ্য ব্যক্তিদের মাঝে যেমন পবিত্র শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন, তেমনি তিনি সমুদ্রের পারে এসে সাধারণ জেলে এবং দরিদ্রদের মাঝেও শিক্ষা দান করেছেন। তাঁর সব ধরনের স্বাধীনতাই ছিল, আর সেই কারণেই তিনি কখনো মন্দিরে গিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। আবার কখনো তিনি দরিদ্র, আমজনতার কাছে এসে তাদেরকে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, যারা কখনোই মন্দিরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। তিনি সব সময় মন্দিরে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আসেন নি, তাই তিনি সেখান থেকে বের হয়ে সমুদ্রের পার দিয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, যেখানে সব ধরনের মানুষ তার কথা শোনার জন্য আসতে পারে। এভাবেই আমরা জ্ঞানী ও নির্বোধ উভয়ের কাছেই দায়গ্রস্থ (রোমীয় ১:১৪)।

এখানে একটি নতুন ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে দেখি আমরা, যা এর আগে কখনোই আমাদের চোখে পড়ে নি। যদিও তিনি সে সময় সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন (অধ্যায় ২:১৩) এবং অর্থ হচ্ছে– তিনি একটি জাহাজে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁর সামনে সমুদ্রের পারে তাঁর সমস্ত শ্রোতারা দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সাগরটি ছিল তিবিরিয়া সাগর, যার কোন ঢেউ ছিল না এবং তাদের কথা শোনার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে সেখানে কোন ধরনের জলের ঢেউ বা জোয়ার ছিল না। আমার মতে একটি জাহাজে খ্রীষ্টের শিক্ষা দান করার জন্য ওঠা এবং সেখান থেকে তাঁর শিক্ষা দান করা হচ্ছে অযিহূদীদের ভূমিতে তাঁর শিক্ষা বহন করে নিয়ে যাওয়ার একটি পূর্ব লক্ষণ এবং ঈশ্বরের রাজ্য যিহূদী জাতির কাছ থেকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার একটি পূর্বাভাস, কারণ এই শিক্ষা এবং এই রাজ্য এমন লোকদের কাছে পাঠানো হবে যারা যিহূদীদের চেয়ে আরও বেশি ফল বয়ে নিয়ে আসবে। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. খ্রীষ্ট যেভাবে এত বিশাল সংখ্যক জনতাকে শিক্ষা দিলেন (পদ ২): তিনি লোকদেরকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিলেন, কিন্তু তিনি এর সবই শিক্ষা দিলেন দৃষ্টান্ত বা গল্পের আকারে, যা তাদেরকে সেই সমস্ত শিক্ষা শোনার জন্য প্রলোভিত করেছিল; কারণ লোকেরা তাদের নিজেদের ভাষায় কথা শুনতে পছন্দ করে এবং সাধারণ ও আলোচিত কোন বিষয় থেকে কথা বললে অসতর্ক শ্রোতারাও ফিরে তাকাবে। তারা আবারও তা শুনতে চাইবে এবং পুনরাবৃত্তি করতে বলবে, যখন তারা কিছু কথা অমনযোগিতার অভাবে শুনতে পাবে না। সত্যকে এমনভাবে প্রস্ফুটিত করা হবে, যেন তা বাক্য এবং গল্পের আকারে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না লোকেরা সেই শিক্ষার খোঁজ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি তাদের কাছে অস্পষ্টই থেকে যাবে; তারা যখন দেখবে তখন তারা তা বুঝতে পারবে, কিন্তু অবশ্যই সেটি তাদের শুধু দেখলেই হবে না, সেই সাথে সেটি গ্রহণও করতে হবে (পদ ১২)। আর সেই কারণেই যখন সেটি তাদের কৌতূহলকে নিবৃত্ত করবে, তখন তাদের বোকামির জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আলোর কাছে এসে তাদের চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। সেই কারণে ঈশ্বর ন্যায্যভাবেই তাদেরকে দৃষ্টান্তের অন্ধকার প্রদীপের কাছে রেখেছেন। এর একটি উজ্জ্বল দিক রয়েছে তাদের সামনে, যারা তা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করেছে এবং যারা এর নির্দেশনা অনুযায়ী পথ চলতে চায়। কিন্তু যারা শুধুমাত্র এই আলো নিয়ে সাময়িক সময়ের জন্য পথ চলতে চায় এবং পরে তা আবার ভুলে যায়, তাদের কাছে এই আলো একবার জ্বলে উঠেই আবার নিভে যাবে এবং এরপরই তাদেরকে আবার অন্ধকারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যারা বলে যে, তারা সেই আলোকে দেখতে চায় না, তাদের প্রতি ঈশ্বর এমন ন্যায়সঙ্গত আচরণই করেন, আর তা হচ্ছে– তারা দেখতে পাবে না এবং সেটি তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হবে, যারা কেবলমাত্র অসতর্কভাবে সেই আলোর দিকে তাকায়, কখনোই সত্যিকারের মনযোগ দিয়ে তার দিকে তাকায় না এবং তাদের জন্য যে শাস্তি রক্ষিত আছে তার প্রতি মনযোগ দেয় না।

খ. খ্রীষ্ট যেভাবে তাঁর বলা দৃষ্টান্তগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করলেন: যখন তিনি নির্জনে বসেছিলেন এবং তাঁর সাথে শুধুমাত্র তাঁর বারো জন শিষ্যই ছিলেন না, সেই সাথে তাঁর অন্য সঙ্গীরাও ছিলেন, সেই সময় তাঁরা তাঁকে এই দৃষ্টান্তের অর্থ জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলেন, পদ ১০। তাঁরা খ্রীষ্টকে এই দৃষ্টান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা উত্তম বলে মনে করলেন, কারণ এতে করে তাঁরা খ্রীষ্টের আরও কাছাকাছি আসতে পারবেন এবং সেই বারো জন শিষ্যের কাছাকাছিও থাকতে পারবেন। এতে করে তাঁরা আরও বেশি করে কথোপকথন করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের প্রতি আরও বেশি করে ঘনিষ্ট হতে পারবেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন যে, তাঁদের সিদ্ধান্ত তাঁদের জন্য কতটা সুপ্রসন্ন অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে এসেছিল, কারণ তাঁরা স্বর্গ-রাজ্যের রহস্য সম্পর্কে জানতে পারছেন, পদ ১১। তাঁরা এখন প্রভুর রহস্য সম্পর্কে জানছেন। তাঁরা সেই বিষয়ে শিক্ষা পাচ্ছেন, অন্যরা যে বিষয়ে শুধুমাত্র অবাক হয় এবং তাঁরা প্রতিটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়েই তাদের জ্ঞানকে আরও বেশি করে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা খ্রীষ্টের সেই পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে পেরেছেন এবং এর গতি প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভালভাবে জেনেছেন, যে পরিকল্পনা খ্রীষ্ট করেছিলেন এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য স্থাপনের জন্য। অন্যদিকে অন্য লোকেরা কেবলমাত্র এই কথা প্রত্যাখানই করে গেছে, তারা কখনোই জ্ঞানের সাথে এই কথা জানতে চায় নি। লক্ষ্য করুন, যারা আগ্রহ সহকারে স্বর্গ-রাজ্যের রহস্য সম্পর্কে জানতে চাইবে, তাদের কাছে সেই

রহস্য সম্পর্কে জানানো হবে। তাদেরকে অবশ্যই এর সমস্ত জ্ঞান প্রদান করা হবে। তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে সেই জ্ঞানের আলো এবং দৃষ্টি গ্রহণ করবে, যিনি তাঁর পুনরুত্থানের পর একই সাথে সমস্ত পবিত্র শাস্ত্র উন্মোচন করবেন এবং এর অর্থ সকলের কাছে প্রকাশ করবেন (লূক ২৪:২৭,৪৫)।

বিশেষ করে আমরা এখানে দেখতে পাই:

১. বীজবপকের দৃষ্টান্ত, যা আমরা এর আগে পেয়েছি মথি ১৩:৩ পদে। তিনি এভাবে শুরু করলেন (পদ ৩): "শোন;" এবং শেষ করলেন এভাবে (পদ ৯): "যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের কথা শোনার জন্য অবশ্যই আগ্রহ থাকতে হবে এবং যারা তাঁর হয়ে কথা বলে এবং তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা নিয়ে কথা বলে, তারা এই আদেশ দিতে পারে এবং এর প্রতি একীভূত থাকতে পারে। আমরা যদি তাঁর শিক্ষা পুরোপুরিভাবে বা সঠিকভাবে বুঝতে নাও পারি, তাহলেও আমাদের অবশ্যই তা শোনা উচিত এবং সতর্কতার সাথে তা আত্মস্থ করা উচিত। আমরা যদি তা বিশ্বাস করি এবং তা হৃদয়ে ধরে রাখি, তাহলে এক সময় আমরা ঠিকই এর অর্থ বুঝতে পারব। আমরা প্রথমে খ্রীষ্টের বাণী শুনে যা মনে করবো, পরবর্তীতে আমরা এর থেকে আরও অনেক কিছু লাভ করতে পারব।

২. শিষ্যদের কাছে এই দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা: তিনি শিষ্যদের কাছে এই দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা প্রদান করার আগে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমরা মথি লিখিত সুসমাচারে দেখতে পাই না (পদ ১৩): "এই দৃষ্টান্ত কি বুঝতে পার না? তোমরা কি এর অর্থ জানো না? তবে কেমন করে অন্য সকল দৃষ্টান্ত বুঝতে পারবে?"

(১) "তোমরা যদি এই দৃষ্টান্ত না জানো, যা এতটাই সহজ, তাহলে কি করে তোমরা অন্য সকল দৃষ্টান্ত বুঝতে পারবে, যা অনেক বেশি অস্পষ্ট এবং কঠিন? যদি তোমরা এই দৃষ্টান্তের অর্থ খুঁজতে গিয়েই ব্যর্থ হও, যা এতটাই সরলভাবে এই পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের মানুষের মাঝে প্রচার কাজ করার সফলতা নিয়ে কথা বলেছে, যা বোঝা সকলের জন্যই খুবই সহজ ব্যাপার, তাহলে তোমরা কি করে সেই সমস্ত দৃষ্টান্ত নিয়ে কথা বলবে, যা যিহূদী জাতিকে বর্জন করা সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং অযিহূদীদেরকে আহ্বান করা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে সম্পর্কে তোমাদের এখন পর্যন্ত কোন ধারণাই নেই?" লক্ষ্য করুন, এই বিষয়টি আমাদেরকে প্রার্থনা করতে এবং কষ্ট স্বীকার করতে আরও বেশি করে উৎসাহী করে তোলে, যখন আমরা জানতে পারি যে, আরও অনেক মহান বিষয় আমাদের জানার জন্য সঞ্চিত রাখা হয়েছে। যদি আমরা সুসমাচারে সহজ সরল সত্য সম্পর্কে জানতে এবং তা উপলব্ধি করতে না পারি, তাহলে আমরা কি করে সেই সকল কঠিন বিষয় আয়ত্ব করতে পারব? *ভিটা ব্রেভিস, আর্স লঙ্গা* (*Vita brevis, ars longa*)– জীবন ক্ষণস্থায়ী, শিল্প চিরন্তন। আমরা যদি পদাতিকদের সঙ্গে দৌড় দিয়ে থাকি, আর তারা আমাদেরকে দৌড়ে ক্লান্ত করে থাকে, তবে অশ্বসমূহের সঙ্গে কিভাবে আমরা পেরে উঠবো? (যিরমিয় ১২:৫)।

(২) "যদি তোমরা এই দৃষ্টান্তটি না জেনে থাক, যা তোমাদেরকে বাক্য শোনার জন্য নির্দেশনা দিতে বলা হয়েছে, যাতে তোমরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পার, তাহলে তোমরা কিভাবে আরও কিছু শুনে উপকৃত হবে? এই দৃষ্টান্তটি তোমাদেরকে বলা হয়েছে যেন তোমরা বাক্য শ্রবণ করতে গিয়ে আরও মনোযোগী হও এবং এর দ্বারা

আরও বেশি করে প্রভাবিত হও এবং সর্বোপরি তা যেন তোমরা বুঝতে পার। যদি তোমরা তা গ্রহণ না কর, তাহলে তোমরা কেমন করে সেই চাবি পাবে, যা দিয়ে তোমরা বাকি সকল দৃষ্টান্ত বুঝতে সক্ষম হবে?" যদি আমরা সেই নিয়ম সম্পর্কে না বুঝি, যা দিয়ে আমাদেরকে অবশ্যই এই জগতে বাক্যের বিষয়ে উপকৃত হতে হবে, তাহলে কি করে আমরা অন্যান্য নিয়ম সম্পর্কে জেনে উপকৃত হব? লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট কিভাবে এই দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন:

[১] তিনি তাঁদেরকে দেখাচ্ছেন যে, তাদের অবস্থা কতটা দুঃখজনক, যারা খ্রীষ্টের শিক্ষা বোঝার জন্য চেষ্টা করে না: "তোমাদের কাছে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের কাছে নয়।" লক্ষ্য করুন, এটি তাঁদেরকে সেই সুযোগের উপর মূল্য দিতে সাহায্য করবে, যা তাঁরা খ্রীষ্টের শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছেন এবং সেই কারণে তাঁরা অবশ্যই সেই সকল মানুষের দুঃখময় অবস্থা বিবেচনা করতে পারবেন, যাদের এ ধরনের সুযোগের প্রয়োজন আছে এবং যারা আসলে এ ধরনের সুযোগ চায়, বিশেষ করে যারা পরিবর্তনে অপেক্ষায় রয়েছে, তারা যেন পরিবর্তিত হতে পারে এবং তাদের পাপ যেন ক্ষমা করে দেওয়া যায়, পদ ১২। একমাত্র যারা মন পরিবর্তন করেছে, তাদেরই পাপ ক্ষমা করে দেওয়া যাবে এবং যে সমস্ত আত্মা পরিবর্তিত হয় নি, তাদের জন্য সত্যিই দুঃখ হয়, কারণ তরা অমার্জনীয় অপরাধের বোঝার নিচে পড়ে অতলে হারিয়ে যাবে।

[২] তিনি তাদেরকে দেখালেন যে, এটি কত না লজ্জার যদি তারা যে কথা শোনার সুযোগ পেয়েছে, সেই কথা তারা প্রথম বার শুনেই বুঝতে না পারে। যারা তাদের জ্ঞানের প্রসার ঘটায় এবং উন্নতি সাধন করে, তারা অবশ্যই তাদের অজ্ঞতার জন্য লজ্জিত হবে।

তাদেরকে এই দৃষ্টান্তের অর্থ শোনার জন্য উপযোগী করে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর বলা বীজবপকের দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যা প্রদান করলেন, যা আমরা এর আগে মথি লিখিত সুসমাচারে পেয়েছিলাম। আসুন এখানে আমরা লক্ষ্য করি:

প্রথমত, মণ্ডলীর বিস্তৃত ভূমিতে সকলের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচুর রূপে দান করা করা হবে। ঈশ্বরের বাক্যের বপনকারী (পদ ১৪) এই বাক্য সব স্থানেই বপন করবেন। ভাল জমিতে, জলের পাশে এবং সকল ধরনের জমিতেই তিনি তা বপন করবেন (যিশাইয় ৩২:২০)। তিনি জানেন না যে, যে বীজ তিনি বপন করছেন, সেখান থেকে কোনটি আলোর মুখ দেখবে এবং কোনটি ফল বয়ে নিয়ে আসবে। তিনি চারদিকে ঘুরে ঘুরে বীজ বপন করবেন, যাতে করে তা সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। খ্রীষ্ট নিজেই এই বীজরূপ বাক্য বপন করবেন, যখন তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে তাঁর শিক্ষা দান করবেন এবং ঈশ্বরের স্বর্গ-রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দান করবেন। এখন তিনি তাঁর পরিচর্যাকারীদেরকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করছেন, যেন তারা নিজেদের হাতে সেই বীজ বপন করে আসেন। পরিচর্যাকারীরা হচ্ছেন বীজ বপনকারী, তাদের অবশ্যই কৃষকের মত জ্ঞান, দক্ষতা এবং নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে (যিশাইয় ২৮:২৪-২৬)। তাদেরকে অবশ্যই বাতাস এবং মেঘের দিকে নজর রাখতে হবে (উপদেশক ১১: ৪,৬) এবং অবশ্যই ঈশ্বরের উপর ভরসা রেখে চলতে হবে, যিনি বীজ বপনকারীর কাছে এই বীজ দিয়েছেন (২ করিন্থীয় ৯:১০)।

দ্বিতীয়ত, এমন অনেকেই আছে, যারা সেই সুসমাচারের বাক্য শ্রবণ করে, তা পাঠ করে

এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করে, তারা সে সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারে। কিন্তু মাত্র অল্প কয়েকজনই আছে, যারা সেই বাক্য গ্রহণ করে ও সে অনুযায়ী ফল আনে। এখানে বলা হয়েছে চারজনের ভেতরে একজন ভাল ফল বয়ে নিয়ে আসে। এটা আসলে খুবই দুঃখের বিষয় যে, ঈশ্বরের বাক্যের কত না মূল্যবান অংশ বিনষ্ট হয় এবং হারিয়ে যায়, তা নিষ্ফল স্থানে বপন করা হয়। কিন্তু এমন এক দিন আসছে, যখন হারিয়ে যাওয়া এবং নিষ্ফল বাক্যের জন্য হিসাব নেওয়া হবে। অনেকেই রয়েছে যারা খ্রীষ্ট যখন রাস্তায় রাস্তায় নিজে গিয়ে প্রচার করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন সে সময় তাঁর কথা শুনছে, কিন্তু তারা তাঁর কথাই শুধু শুনেছে, সেটি তাদের হৃদয়ে গেঁথে রাখে নি। কিন্তু যারা সেই বাক্য শুনে তাদের হৃদয়ে গ্রহণ করেছে এবং সংরক্ষণ করে রেখেছে, তারাই রক্ষা পাবে। কিন্তু যারা সেই কথা শোনার ভান করবে, তারা নিজেদের সাথে ধোঁকাবাজি করবে এবং তারা বালির উপরে তাদের আশা নির্মাণ করবে (যাকোব ১:২২)।

তৃতীয়ত, অনেকেই বর্তমানে তাৎক্ষণিকভাবে এই বাক্য শুনে আকর্ষিত হবে এবং প্রভাবিত হবে, যারা এখনও এই বাক্য থেকে সুফল লাভ করার উপযোগী হয় নি। তাদের আত্মার কার্যকলাপের দ্বারা বোঝা যাবে যে, তারা আসলে কি শুনেছিল। তারা আসলে অতি সাধারণ বিদ্যুৎ চমকের মত এই বাক্যের কাছে এসেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তারা আবার এই বাক্যের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। আমরা ভণ্ডদের কথা জানি, যারা ঈশ্বরের পথ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী এবং আনন্দিত হয় (যিশাইয় ৫৮:২)। আমরা হেরোদের কথা জানি, যিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা শুনতেন (মার্ক ৬:২০)। আমরা অন্যান্যদের কথাও জানি, যারা খ্রীষ্টের আলোতে আনন্দ করতেন (যোহন ৫:৩৫)। এমন মানুষের কথা আমরা জানি, যাদের কাছে যিহিস্কেল ছিলেন এক সুমধুর সঙ্গীত (যিহিস্কেল ৩৩:৩২)। তাদেরকেই এখানে পাথুরে জমির সাথে তুলনা করা হয়েছে, যারা আনন্দের সাথে সেই বাক্য গ্রহণ করেছে এবং তথাপি সেখান থেকে কোন ফসল উৎপন্ন হয় নি।

চতুর্থত, কেন সেই বাক্য লোকদের মনের উপর কোন প্রভাব ফেলে নি বা আদেশ দেয় নি, তার কারণ হচ্ছে, সেই সকল আত্মা এই বাক্য গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাদের ভেতরেই ত্রুটি ছিল, বাক্যের ভেতরে নয়। অনেকে ছিল অসতর্ক ভুলোমনা শ্রোতা এবং তারা এই বাক্য থেকে ভাল কোন কিছুই গ্রহণ করতে পারে নি। তারা এক কান দিয়ে শুনেছে এবং অন্য কান দিয়ে সেই কথা বের করে দিয়েছে। অন্যরা তাদের নিজেদের ধ্যান ধারণা এবং বিশ্বাসের কারণে এবং তাদের সকল মন্দ কাজের কারণে এতটাই জর্জরিত হয়ে ছিল যে, তাদের ভেতরে সেই বাক্য জায়গা করে নিতে পারে নি। তারা সেই বাক্যের সকল উত্তম প্রভাব হারিয়েছে এবং তা তাদের উপরে কোন ধরনের তাৎপর্য বিস্তার করে নি, সে কারণে তারা এর থেকে কোন ভাল ফল লাভ করতে পারে নি।

পঞ্চমত, শয়তান অমনোযোগী এবং অসতর্ক শ্রোতার প্রতি বেশি আকর্ষিত হয়, যেভাবে আকাশের পাখিরা দেখে মাটিতে কোথায় বীজ পড়ে আছে এবং তারা গিয়ে সেই বীজ ঠুকরে খায়। যখন হৃদয় রাজপথের মত চাষ না করা এবং অনমনীয় থাকে, যখন তা একেবারেই ব্যবহারের অনুপযোগী থাকে, সে সময় সেই পথের উপর বীজ পড়লে তা পথিকদের পায়ের নিচে পড়ে পিষ্ট হয়। এটা ঘটে থাকে যাদের অনেক বেশি সঙ্গী রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে। সে সময় শয়তান পাখির মত করে আসে, সে খুব দ্রুত উড়ে আসে এবং আমরা যে বাক্যের প্রতি সচেতন নই সেই বাক্য আমাদের কাছ থেকে নিয়ে চলে যায়।

যখন সেই পাখিরা আমাদের উৎসর্গের কাছে নেমে আসে, তখন আমাদের অবশ্যই সতর্ক হওয়া উচিত, যেভাবে অব্রাহাম হয়েছিলেন, তিনি তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন (আদি ১৫:১১)। আমরা নিশ্চয়ই তাদেরকে আমাদের মাথার উপরে ঘুর ঘুর করতে দিতে পারি না, আমরা অবশ্যই শয়তানকে আমাদের হৃদয়ে বাসা বাঁধতে দিতে পারি না।

ষষ্ঠ ত, অনেকেই রয়েছে, যারা প্রকাশ্যে প্রভুর বাক্য গ্রহণ করেছে বলে স্বীকার করে না, কারণ তারা হয়তোবা এর দায়ে অভিযুক্ত হবে এবং তাদের চাকরি চলে যাবে। পাথুরে জমিতে যে বীজ পড়ে, তা এক সময় কোন মাটি এবং জল না পেয়ে শুকিয়ে যায় এবং সেখান থেকে কিছুই আসে না। সেই সমস্ত বীজ যাদের হৃদয় পড়ে, তারা ভণ্ডদের মত কাজ করে থাকে এবং তাদের কাছ থেকে ভাল কোন কিছুই আশা করা যায় না। আর তাই সেখান থেকে আদৌ কোন ফসল আসবে কি না সেটাও বলা মুশকিল। তারা নরকে যাওয়ার জন্যই উপযোগী হয়।

সপ্তমত, এর প্রভাব যদি ধরে রাখা না হয়, তাহলে তা কোনমতেই টিকবে না। কিন্তু তাকে অবশ্যই কষ্ট করতে হবে এবং সময় অতিবাহিত করতে হবে, যেভাবে সমুদ্র তীরের বালির উপর দিয়ে পা ফেলে হাঁটার সময় তাকে অবশ্যই পরবর্তী ঢেউয়ের ধাক্কা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। যখন মানুষের মধ্যকার মন্দতা চারদিকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে যায়, যখন তাদের কাছে ঈশ্বরের ভালবাসা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া মোমের মত শুকিয়ে যায়, তখন অনেকেই তাদের ভাল দিনগুলোর মত করে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। তাদের মধ্যকার উত্তমতা তখন ঝড়ে উড়ে যাওয়ার মত করেই হারিয়ে যায়। ভণ্ডদের ধ্বংস এ কারণেই ঘটে, কারণ তাদের মধ্যে কোন শিকড় থাকে না। তারা কোন জীবন্ত ও স্থায়ী নীতি অনুসারে তাদের কাজ সম্পন্ন করে না। তারা আত্মার কাজের প্রতি যত্নশীল নয় এবং এ ব্যাপারে তারা চিন্তাও করে না এবং আত্মার কাজ ব্যতিত ধর্ম কিছুই নয়। সেই ব্যক্তিই খ্রীষ্টান বিশ্বাসী, যে তার অভ্যন্তরে সেই বাক্যের ফল ধারণ করে।

অষ্টমত, অনেকেই এমন রয়েছে, যারা ঈশ্বরের বাক্য হতে সুফল গ্রহণ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, এর কারণ হচ্ছে এই জগতে তাদের সম্পদের প্রাচুর্য। অনেকের মধ্যেই নম্রতা, সেবা, আত্ম সংযম এবং স্বর্গীয় মানসিকতার উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে, কিন্তু তারপরও তারা এই জগতের বিভিন্ন পার্থিব কাজের এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং হারিয়ে যায়। এভাবেই অনেক অধ্যাপকেরা, যারা নিজেরা অনেক মেধাবী এবং জ্ঞানী, তারাও নিজেদেরকে ফরৌণের মত বধির বলে প্রমাণ করেন।

নবমত, যারা এই পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ এবং ধন সম্পদের প্রতি আকাঙ্খী হয় না, তারাও অন্যান্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণের কারণে এই কাজের প্রতি তাদের সুফল হারিয়ে ফেলে। এখানে সেই বিষয়টি মার্ক উল্লেখ করেছেন; অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আকাঙ্খার কারণে (এমনটাই মনে করেন ড. হ্যামন্ড), এমন সমস্ত বস্তুর প্রতি অদম্য ক্ষুধা, যা ইন্দ্রিয়ের প্রতি বা কল্পনার প্রতি আনন্দদায়ক। যারা এই জগতের সামান্য বিষয় অর্জন করেছে, তারাও শরীরের দোষের কারণে পতিত হতে পারে।

দশমত, ফল হচ্ছে সেই বস্তু, যা ঈশ্বর আশা করে থাকেন। যারা সুসমাচারের আনন্দ লাভ করে তাদের কাছ থেকেই এই ফল আশা করা যায়। বীজ অনুসারে ফল; মনের প্রকৃতি এবং জীবন যাত্রার ধরন, যা সুসমাচারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। খ্রীষ্টিয়ানদের অনুগ্রহ প্রতিদিনই চর্চা করা উচিত। এটাই হচ্ছে ফল এবং আমাদের কাছ থেকে এর হিসাব চাওয়া হবে।

সবশেষে, কোন ভাল ফলই ভাল বীজ না হলে আশা করা যায় না। যদি ভাল কোন জমিতে সেই বীজ বপন করা হয়, যদি হৃদয় নম্র হয়, পবিত্র হয় এবং স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়, তাহলে সেখানে ভাল ফল লাভ করা সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে অনেক সময় কয়েক'শ গুণ ফসল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমন ফসলই ইসহাক কেটেছিলেন (আদি ২৬:১২)।

মার্ক ৪:২১-৩৪ পদ

আমাদের ত্রাণকর্তা এখানে আমাদেরকে দৃষ্টান্ত এবং উদাহরণের মাধ্যমে যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন:

ক. যারা উত্তম, তাদেরকে এমন কাজই করতে হবে যা তাদের ভেতরের উত্তমতাকে প্রকাশ করে। এখানে আগের দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে, আমরা যেন ফল প্রকাশ করি। ঈশ্বর আমাদেরকে যে উপহার ও অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, তিনি চান আমরা যেন এর বিপরীতে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ প্রশংসা জ্ঞাপন করি এবং আমাদের প্রতি তাঁর দত্ত উপহারের যোগ্য ব্যবহার করি; কারণ (পদ ২১), কাঠার নিচে কিংবা পালঙ্কের নিচে রাখার জন্য কেউ কি প্রদীপ আনে? না, সেটা আনা হয় প্রদীপ-আসনের উপরে রাখার জন্য। প্রেরিতদেরকে অভিষিক্ত করা হয়েছে, যাতে করে তাঁরা সুসমাচার গ্রহণ করেন, শুধুমাত্র তাঁদের নিজেদের জন্য নয়, বরং সকলের মঙ্গল সাধন করার জন্য এবং তাদের কাছে তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। সকল খ্রীষ্টান বিশ্বাসী, যারা এই দান গ্রহণ করেছে, তাদেরকে অবশ্যই এই পরিচর্যা কাজ করতে হবে। লক্ষ্য করুন:

১. দান এবং অনুগ্রহ একজন মানুষকে প্রদীপের মত করে প্রজ্জ্বলিত করে। তারা হয়ে ওঠে সদাপ্রভুর প্রদীপ (হিতোপদেশ ২০:২৭), তারা পিতার আলো দ্বারা আলোকিত হয়। যারা সবচেয়ে ধার্মিক অথচ মোমবাতির মত কম আলোর অধিকারী, তাদেরকে ধার্মিকতার সূর্যের কাছে আনা হবে এবং তাঁর সাথে তুলনা করা হবে। একটি প্রদীপ সামান্য স্থানে আলো দেয়, সামান্য সময়ের জন্য আলো দেয় এবং তা খুব সহজে নিভিয়ে দেওয়া যায়। যদি তাদেরকে খাটের নিচে রাখা হয় কিংবা কাঠার নিচে রাখা হয়, তাহলে তারা নিজেদের প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারে না, কিংবা তার অন্যদেরও পরিচর্যা করতে পারে না; তাদের কাছে জমির মালিকানা আছে ঠিকই, কিন্তু কোন সম্পদ নেই। তাদের দেহ এবং অনুভূতি আছে, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে, তারপরও কেউই তাদের জন্য ভাল নয়। তাদের আত্মিক উপহার ও দান রয়েছে, কিন্তু তারা তা ব্যবহার করে না। তারা নিজেদেরকে নিজেদেরই ভেতরে আবদ্ধ রেখে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়।

২. যারা নিজেদেরকে প্রদীপের মত করে প্রজ্জ্বলিত করে, তাদের অবশ্যই নিজেদেরকে প্রদীপের উপরে স্থাপন করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে সব সময় ভাল কোন কাজ করা জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে হবে। সেই সাথে তাদেরকে সব সময় ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব প্রকাশিত হয় এমন কাজই করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই সেই সমাজের সেবা কাজ করতে হবে, যে সমাজের তারা সদস্য। আমরা শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের জন্য জন্মাই নি।

এখানে এর কারণ দেওয়া হয়েছে, কেননা এমন গুপ্ত কিছুই নেই যা প্রকাশিত হবে না; এমন লুক্কায়িত কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না (এমনটিই পড়া উচিত), পদ ২২। এমন

কোন লুকানো সম্পদ নেই বা অনুগ্রহ নেই যা আমাদের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এমন কি সুসমাচারও প্রেরিতদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয় নি, বা নিষিদ্ধ করে রাখা হয় নি; বরং তা পৃথিবীর সকল স্থানে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। যদিও খ্রীষ্ট এই দৃষ্টান্তটি তাঁর শিষ্যদেরকে একান্তে বসে বলেছেন, তথাপি এর উদ্দেশ্য ছিল যেন তাঁরা এই দৃষ্টান্ত অনুসারে মানুষের মধ্যে কাজ করেন। তাঁরা এই বিষয়টি শিখেছিলেন যে, তাঁদেরকে অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে। এটি হচ্ছে সাধারণ নীতি যে, প্রত্যেক মানুষকে অবশ্যই লাভের চিন্তা না করে আত্মার পরিচর্যা দান করতে হবে। তাঁদের নিজেদের জন্যই শুধু এই আত্মার দান নয়, বরং সকলের জন্যই।

খ. এখানে বোঝানো হয়েছে যে, যারা এই সুসমাচারের বাক্য শুনতে পাবে, তারা যে তা শুনতে পেয়েছে এবং তার সদ্ব্যবহার করেছে, সেটি বোঝানোর জন্য তাদেরকে অবশ্যই চিহ্ন প্রকাশ করতে হবে, কারণ তাদের উন্নতি বা অবনতি এর উপরই নির্ভর করবে; তিনি এখন যা বলছেন এর আগেও তিনি সেই কথা বলেছেন, "যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক," পদ ২৩। তাকে খ্রীষ্টের সুসমচারের বাণী শুনতে দেওয়া হোক, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়, সেই সাথে এখানে যোগ করা হয়েছে (পদ ২৪): "তোমরা যা শুনছো তাতে মনযোগ দাও। তোমরা যে কথা শুনছো সেই কথার প্রতি ও বক্তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর। যা শুনছো তা বিবেচনা কর," এমনটাই ড. হ্যামন্ড মনে করেন। লক্ষ্য করুন, আমরা যা শুনি তা কখনোই আমাদের মঙ্গল সাধন করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তা আন্তরিক-তার সাথে বিবেচনা করি। বিশেষ করে যাদেরকে অন্যদের কাছে শিক্ষা দান করতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই আগে নিজেদের ঈশ্বরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যথাযথ ধারনা রাখতে হবে এবং বিবেচক হতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর দিতে হবে এবং সেভাবেই আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে, যাতে করে আমরা সবচেয়ে যা ভাল তা ধরে রাখতে পারি। আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে এবং আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সাবধান থাকতে হবে, যাতে করে আমরা মন্দতায় আক্রান্ত না হই। এক্ষেত্রে সতর্ক থাকার উদ্দেশ্যে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

১. আমরা যদি ঈশ্বরের বিষয় নিয়ে কাজ করি, তাহলে ঈশ্বর আমাদের বিষয়গুলোর দিকে নজর দেবেন: "তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্য পরিমাণ করা যাবে এবং তোমাদেরকে আরও দেওয়া যাবে। তোমরা তাঁর কাছে বিশ্বস্ত দাস হিসেবে নিজেদেরকে উপস্থাপন কর, তাহলে তিনিও তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত প্রভু হবেন। যে নিজেকে উত্তম রাখে, ঈশ্বরের নিজেকে তার কাছে উত্তম রূপে প্রকাশ করবেন।"

২. আমাদেরকে যে তালন্ত দেওয়া হয়েছে তা যদি আমরা বিশ্বস্তভাবে কাজে লাগাই এবং তার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি করি, তা যদি আমরা ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করি, সেই সাথে আমরা যদি মানুষের মঙ্গল করণার্থে তা ব্যবহার করি, তাহলে অবশ্যই তা অপরিমেয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের প্রতি রক্ষিত অনুগ্রহ আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে। কারণ যার আছে তাকে আরও দেওয়া যাবে আর যার নেই তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া যাবে, পদ ২৫। যদি শিষ্যরা সেই তালন্ত মণ্ডলীকে ফিরিয়ে দেন, যা তাঁরা প্রভুর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন, তাহলে তাঁরা ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পাবেন। দান এবং অনুগ্রহ চর্চা করার মাধ্যমে আরও বৃদ্ধি পায়; এবং ঈশ্বর আমাদেরকে অধ্যবসায়ী হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন, কারণ ঈশ্বর অধ্যবসায়ী হাতকে

আশীর্বাদ করেন।

৩. যদি আমরা সেই দান ব্যবহার না করি, তাহলে আমরা তা হারাবো। যার কিছুই নেই, তার কাছে যা কিছুই থাক না কেন তার সবই নিয়ে নেওয়া হবে, কারণ সে সেই দান দিয়ে কোন মঙ্গল সাধন করে নি। তার কাছ থেকে সেই দান নিয়ে যার কাছে আরও আছে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। তালন্ত লুকিয়ে রাখার অর্থ হচ্ছে অবিশ্বস্ততার কাজ করা এবং একে পাপ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হবে। দান এবং অনুগ্রহ যদি ব্যবহার করা না হয় তাহলে সেখানে মরিচা ধরে যায়।

গ. এই পৃথিবীতে সুসমাচারের উত্তম বীজ বপন করা হয়েছে এবং তা বপন করা হয়েছে মানুষের হৃদয়ে, যদিও একেক জনের কাছ থেকে একেক ধরনের চমৎকার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তা কোন শোরগোল সৃষ্টি করে না (পদ ২৬); ঈশ্বরের রাজ্য এ রকম; সুসমাচার এ রকম, যখন তা বপন করা হয় এবং গ্রহণ করা হয়, যেভাবে ভাল জমিতে বীজ বপন করা হয়।

১. এই বীজ অবশ্যই বেড়ে উঠবে এবং ফল দেবে: যদিও তা দেখে মনে হবে যে হারিয়ে গেছে এবং কাদা মাটির নিচে চাপা পড়ে গেছে, তথাপি তা অবশ্যই এর মধ্য দিয়েই নিজের পথ করে নেবে। যে বীজ মাটির গভীরে বপন করা হয়েছে তা অবশ্যই বেড়ে উঠবে। খ্রীষ্টের বাক্য ও অবশ্যই ভূমিতে তার স্থান করে নেবে এবং তা নিজেকে স্বর্গ থেকে প্রেরিত জ্ঞান হিসেবে প্রকাশ করবে। একটি জমিতে যখন ভূট্টার বীজ বপন করা হয়, তখন কত সহজেই না সেই জমি পরিবর্তিত হয়ে যায়! যখন তা সবুজে সবুজে ছেয়ে যায়, তখন কত না মনোরম ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে সেই দৃশ্য!

২. কৃষক এটি ব্যাখ্যা করতে পারেন না যে, কিভাবে তা বেড়ে ওঠে: এটি হচ্ছে প্রকৃতির এক অদ্ভুত রহস্য। একজন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনলো। পরে রাত্রিতে নিদ্রা গিয়ে ও দিনে জেগে থেকে সময় কাটায়, ইতিমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে উঠে, কিন্তু কিরূপে তা বেড়ে উঠে তা সে জানে না, পদ ২৭। সে দেখে যে তা বেড়ে উঠেছে, কিন্তু সে বলতে পারে না যে, কোন প্রক্রিয়ায় তা বেড়ে উঠলো কিংবা এর বেড়ে ওঠার কারণ বা প্রক্রিয়া কি ছিল। এভাবে আমরা জানতে পারি না যে, কীভাবে আত্মার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে পরিবর্তিত করেন। আমরা সকলেই এ কথা বলতে পারি যে, বাতাস বয়ে যাচ্ছে, কারণ আমরা তার শব্দ শুনতে পাই, কিন্তু যা কোথা থেকে এল আর কোথায় চলে যাচ্ছে তা আমরা বলতে পারি না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার রহস্য অত্যন্ত মহান। কত আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়করভাবেই না ঈশ্বর মাংসে মূর্তিমান হলেন এবং এই পৃথিবীতে আমাদের মাঝে অবতীর্ণ হলেন (১ তীম ৩:১৬)।

৩. কৃষক যখন বীজ বপন করেন, তিনি এর অঙ্কুরিত হওয়ার জন্য কিছুই করেন না: তিনি ঘুমিয়ে যান এবং জেগে ওঠেন, রাতে ঘুমিয়ে পড়েন এবং দিনের বেলায় জেগে ওঠেন এবং সম্ভবত তিনি কখনোই জানতে পারেন না যে, কিভাবে সেই বীজ বেড়ে উঠল এবং অঙ্কুরিত হল। কিন্তু তিনি এর বেড়ে ওঠার পর তা দেখতে পান এবং তখন আনন্দ করেন, কারণ তার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। তথাপি এই পৃথিবী নিজেই নিজের ফল বয়ে নিয়ে আসে, কারণ এটি প্রকৃতির নিজস্ব খেয়াল এবং প্রকৃতির সদাপ্রভু ঈশ্বর নিজেই রহস্য আবৃত হয়ে এর সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন ও গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেন। এভাবেই যখন অনুগ্রহের বাক্য বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা হয়, যখন প্রচারকারী এবং শিক্ষা দানকারীরা তাদের

সর্বোচ্চ পরিশ্রম করেন, তখন পর্যন্ত তাদের পরিশ্রম নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণেই সমস্ত সাফল্য অর্জিত হয়। ঈশ্বরের আত্মা তখনই কাজ করে, যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে এবং কেউ কোন কাজ করে না (ইয়োব ৩৩:১৫, ১৬), কিংবা যখন সকলে ঘুম থেকে উঠে তাদের নিয়মিত কাজে যায়। ভাববাদীরা কখনো চিরকালের জন্য বেঁচে থাকেন না; কিন্তু তাঁরা যে বাক্য প্রচার করেন এবং শিক্ষা দেন, যে কাজ তাঁরা করেন, তা থেকে যায়, যখন তারা মৃত্যুবরণ করেন এবং কবরে চলে যান তখন পর্যন্ত (সখরিয় ১:৫,৬)। যে শিশির পান করে সেই বীজ বড় হয়ে ওঠে, তা মানুষের কারণে নয়, বরং মনুষ্যপুত্রের কৃতিত্বের কারণে বৃদ্ধি পায় (মীখা ৫:৭)।

৪. এটি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়: ভূমি নিজে নিজেই ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তারপর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য, পদ ২৮। যখন তা অঙ্কুরিত হয়, তখন তা বেড়ে উঠতে থাকে; প্রকৃতি তখন তার গতি প্রকৃতি নিজেই নির্ধারণ করে দেয় এবং অনুগ্রহের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটিই ঘটে থাকে। যদিও শুরুতে তা একেবারেই ছোট থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি পেতে পেতে অনেক বড় হয়ে ওঠে। তা এক সময় শীষে রূপান্তরিত হয় এবং সেই শীষের মধ্যে শস্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় সেই শস্য রূপান্তরিত হয় পূর্ণ শস্যে, যা কাটার উপযোগী। প্রথমে তা ছিল একেবারেই কচি চারা, যা যে কেউ পায়ে মাড়াতে পারে কিংবা ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে তা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তবুও তা বেড়ে উঠে শীষে পরিণত হয়, এরপর সেই শীষ থেকে পূর্ণ শস্য জন্ম নেয়। *ন্যাচারা নিল ফ্যাসিট পার স্যালটাম* (*Natura nil facit per saltum*)– প্রকৃতি কখনোই আকস্মিকভাবে কোন কিছু করে না। ঈশ্বর তাঁর কাজ নিভৃতে এবং অগোচরে করে থাকেন, কিন্তু তা অপ্রতিরোধ্য এবং অব্যর্থ।

৫. এটি অবশেষে পূর্ণতা লাভ করে (পদ ২৯): যখন তার ফল কাটার সময় হয়, অর্থাৎ যখন সেই ফসল পাকে, তখন তা আহরণ করার উপযোগী হয় এবং তা মনিবের হাতে তুলে দেওয়ার উপযোগী হয়, তখন তা কাস্তে দিয়ে কাটা হয়। কিন্তু ফল পাকলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটার সময় উপস্থিত। এর অর্থ হচ্ছে:

(১) খ্রীষ্ট এখন সেই সমস্ত সেবা গ্রহণ করবেন যা একটি উত্তম নীতি দ্বারা পরিচালিত উত্তম আত্মা থেকে ও উত্তম হৃদয় থেকে এসেছে। সুসমাচার মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়ে যে ফল উৎপন্ন করেছে এবং কাজ করেছে, তা খ্রীষ্ট তাঁর নিজের সম্মানার্থে জড়ো করবেন (যোহন ৪:৩৫)।

(২) তিনি তাদেরকে অনন্ত জীবনে পুরস্কার দান করবেন। যখন সেই সমস্ত লোকেরা, যারা সুসমাচার গ্রহণ করেছিল, তারা তাদের কার্যক্রম শেষ করবে এবং সে সময় তাদের সমস্ত ফসল তোলা শেষ হবে। সে সময় তারা ঈশ্বরের গোলাঘরে গমের শীষ হিসেবে একত্রিত হবে (মথি ১৩:৩০), তাদেরকে মৌসুমী ফসল হিসেবে যত্ন করে সংরক্ষণ করা হবে।

ঘ. অনুগ্রহের কাজ তার সূচনালগ্নে ক্ষুদ্র থাকে, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তা অবশেষে মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে (পদ ৩০-৩২): আমরা কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করবো, যা এখন খ্রীষ্ট স্থাপন করতে চলেছেন? "কী করে আমি তোমাদেরকে এর পরিকল্পনা এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে বোঝাবো?" খ্রীষ্ট এমন একজন হিসেবে তাদের সাথে কথা বলেছিলেন, যেন তিনি নিজের সাথে কথা বলছেন এবং পরামর্শ দিচ্ছেন, যেন তিনি তাদেরকে ক্ষুদ্র

পরিসরে স্বর্গ-রাজ্যের ব্যাপকতা তাঁর শিষ্যদেরকে বোঝাতে চাইছিলেন এবং তাঁদের কাছে প্রকাশ করতে চাইছিলেন: কিসের সাথে আমরা এর তুলনা করবো? আমরা কি সূর্যের গতি পথ থেকে এর বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করবো, না কি চাঁদের উদয় দেখে এর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করবো? না, এর তুলনা নিয়ে আসা হয়েছে পৃথিবী থেকেই, এটি হচ্ছে সরিষা দানার মত। তিনি এই স্বর্গীয় রাজ্যকে তুলনা করেছেন মাটিতে বপন করার আগের বীজের সাথে, এখানে বলা হয়েছে সেই বীজের সাথে। এখানে দেখানো হয়েছে:

১. স্বর্গ-রাজ্যের সূচনা হবে অত্যন্ত ক্ষুদ্র অবস্থায়, ঠিক যেভাবে একটি বীজ ক্ষুদ্রতম আকারে থাকে। যখন একটি খ্রীষ্টান মণ্ডলী এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের জন্য বপন করা হয়, তখন সেখানে কেবলমাত্র একটি স্থানে সমস্ত কিছু অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেখানে সংখ্যা এবং নাম ছিল একশো বিশ জন (প্রেরিত ১:১৫)। যেমনটি ছিল ইস্রায়েলের সন্তানেরা, যখন তারা মিশরে প্রবেশ করেছিল, সে সময় তারা মাত্র সত্তর জন ছিল সংখ্যায়। আত্মার ভেতরে অনুগ্রহের কাজ যখন শুরু হয় তখন তা একেবারেই অদৃশ্য অবস্থায় থাকে, সে সময় তা এমন ক্ষুদ্র আকারে থাকে যে, তা মানুষের হাতের তালুর সমান থাকে। এমন সামান্য অবস্থা থেকে এবং এমন ক্ষুদ্র আকৃতি থেকে এক বৃহৎ রাজ্যের উপত্তি হয়, যা সারা পৃথিবীর চেয়েও বড় হয়ে ওঠে।

২. এর পূর্ণতা হবে আরও মহান বিষয়ের সূচনা: যখন তা বেড়ে উঠবে, তখন তা সকল উদ্ভিদের চেয়ে বড় হয়ে উঠবে। এই পৃথিবীতে সুসমাচারের রাজ্য বৃদ্ধি পাবে এবং তা দূরতম প্রান্তে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে এবং তা পৃথিবীর সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই অবস্থানে থাকবে। মণ্ডলী এখন তার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করেছে এবং তার কাণ্ড শক্ত ও দৃঢ় হয়েছে। মণ্ডলীর মূল এখন অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেই গাছ এখন ফলবন্ত হয়েছে। আমাদের আত্মায় অনুগ্রহের কাজ সব সময়ই অত্যন্ত ফলনশীল হয় এবং তা নিশ্চিতরূপে প্রচুর পরিমাণে ফল দান করে। কিন্তু সেই ফল কতটা বৃদ্ধি পাবে যখন তা স্বর্গে পূর্ণতা লাভ করবে? একটি সরিষা দানা এবং একটি বড় গাছের ভেতরে যে পার্থক্য, তা কখনোই পৃথিবীর একজন নব্য খ্রীষ্টান বিশ্বাসী এবং স্বর্গের একজন মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তির সাথে তুলনা করার মাপকাঠি হতে পারে না (যোহন ১২:২৪)।

খ্রীষ্ট এভাবেই তাঁর দৃষ্টান্ত কথা বলার মধ্য দিয়ে প্রচার ও শিক্ষা দান কাজ শেষ করলেন— এই রকম আরও অনেক গল্পের মধ্য দিয়ে যীশু ঈশ্বরের বাক্য লোকদের কাছে বলতেন (পদ ৩৩)। সম্ভবত আমাদের কাছে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, তিনি এ ধরনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত লোকদের কাছে বলেছিলেন, যা আমরা এর আগে মথি লিখিত সুসমাচারে দেখেছি (মথি ১৩ অধ্যায়)। তিনি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন, যেন তারা সে সমস্ত কথা বুঝতে সক্ষম হয়। তিনি সেই সমস্ত বিষয় থেকে, যা তাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত এবং তাদের ধারণ ক্ষমতার মধ্যে। তিনি সেই সমস্ত গল্প বলেছেন যেন তা লোকেরা সহজেই গ্রহণ করতে পারে এবং যেন তা লোকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়। তারা যেন সহজেই এর মূল ভাবার্থ বুঝতে পারে। কিন্তু তারপরও তিনি তাদেরকে দৃষ্টান্তের মূল রহস্য বুঝতে দেন নি। বর্তমানের জন্য তিনি গল্প ছাড়া তাদেরকে শিক্ষা দিতেন না, পদ ৩৪। সদাপ্রভুর গৌরব তাদের জন্য একটি মেঘের আড়ালে অস্পষ্ট করে রাখা হত এবং ঈশ্বর মনুষ্যপুত্রের মুখ স্বরূপ হয়ে নিজে কথা বলতেন, যাতে করে প্রথমে না হলেও পরবর্তীতে আমরা এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হই। শিষ্যরা নিজেরাও খ্রীষ্টের শিক্ষার অর্থ

পরবর্তী সময়ে বুঝতে পারতেন, যা তাঁরা প্রথমে একেবারেই বুঝতে পারতেন না। কিন্তু এই দৃষ্টান্তগুলোর অর্থ খ্রীষ্ট নিজেই তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলতেন, যখন তাঁরা একাকী হতেন। আমরা এমন আশা করতে পারি না যে, বীজরূপ সুসমাচারের বাক্য বপন করার অর্থাৎ হৃদয়ে স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গেই এর বৃদ্ধি আমাদের চোখে ধরা দেবে।

মার্ক ৪:৩৫-৪১ পদ

খ্রীষ্ট এই আশ্চর্য কাজটি সাধন করেছিলেন তাঁর শিষ্যদেরকে উদ্ধার করার জন্য, আর সেই আশ্চর্য কাজটি হচ্ছে সমুদ্রের ঝড় থামানো, যা আমরা এর আগে মথি ৮:২৩ পদে দেখেছি। কিন্তু এখানে ঘটনাটি আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য করুন:

১. সেই দিনই সন্ধ্যায় খ্রীষ্ট শিক্ষা দান করার জন্য একটি নৌকায় উঠলেন এবং তাঁর শিষ্যদের বললেন, "চল, আমরা সাগরের ওপারে যাই।" পদ ৩৫। যখন তিনি সারা দিন তাঁর বাক্য ও শিক্ষা প্রচার করতে গিয়ে পরিশ্রম করেছেন, তখনও তিনি তা থেকে বিশ্রাম নেওয়ার চিন্তা করেন নি। বরং তিনি নিজেকে সব সময় কাজে ব্যস্ত রেখেছেন, যেন আমরা এই দৃষ্টান্ত শিক্ষা পেতে পারি যে, স্বর্গে গমন না করা পর্যন্ত আমাদেরকে সব সময় কাজ করে যেতে হবে। কোন একটি কষ্টের শেষ হওয়ার অর্থ হচ্ছে আরেকটি যন্ত্রণার সূচনা মাত্র। কিন্তু লক্ষ্য করুন, যে নৌকাটি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পুলপিট হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সেটি তাঁর বিশেষ সুরক্ষার অধীনে ছিল, সেটি বিপদের সময়ও ডুববে না। খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে যা ব্যবহৃত হয় সেই বস্তুর প্রতি খ্রীষ্টের বিশেষ যত্ন থাকে।

২. তিনি নিজে রাতের বেলা সাগরের অপর পারে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন, কারণ তিনি সময় নষ্ট করতে চাইছিলেন না। তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, "চল, আমরা সাগরের ওপারে যাই।" আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের শুরুতে দেখি, তিনি সেখানে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন এবং কোন কিছুই তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাঁর সেবা করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এমনই পরিশ্রমী হতে হবে এবং আমাদের প্রজন্মকেও তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চলতে হবে।

৩. তাঁরা লোকদেরকে বিদায় না দেওয়া পর্যন্ত সাগরের অপর পারে যাওয়ার জন্য নৌকায় উঠলেন না, এর অর্থ হচ্ছে, তাঁরা প্রত্যেকে যার জন্য বা যা পাওয়ার জন্য এসেছিল, বা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল, তাদের প্রত্যেকের চাওয়া তাঁরা পূর্ণ করলেন। তিনি কাউকে এমন সুযোগ দিলেন না যে, সে বাড়ি গিয়ে বলতে পারে, বৃথাই সে খ্রীষ্টের কাছে গিয়েছিল। কিংবা তাঁরা তাদের সকলকে সার্বজনীন এক আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রদান করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; কারণ খ্রীষ্ট এই জগতে এসেছিলেন শুধুমাত্র ঘোষণা করতে নয়, সেই সাথে আদেশ করতে এবং আশীর্বাদ প্রদান করতে।

৪. তাঁরা যেমনভাবে ছিলেন তেমন করেই যাত্রা শুরু করলেন। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি যে পোশাক পরে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই একই পোশাক পরা অবস্থাতেই তিনি সাগরে ওপারে যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করলেন। তিনি তাঁর গায়ে জড়ানোর জন্য অন্য কোন কোর্তা নিলেন না যা তাঁকে শিক্ষা দান করার পর এই রাতে উষ্ণ রাখতে পারে। আমাদেরকে অবশ্যই এখানে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না যে, আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের যত্নের প্রতি উদাসীন হতে পারি। বরং আমরা এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারি যে, আমাদের শরীরের

প্রতি অতিরিক্ত সময় নিয়ে সাজগোজ বা অতিরিক্ত প্রসাধন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

৫. ঝড়টি ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, যার কারণে তাদের নৌকা জলে পূর্ণ হয়ে যেতে লাগল (পদ ৩৭)। সম্ভবত ঢেউয়ের তোড়ে নয়, বরং ক্রমাগত বর্ষণের কারণেই নৌকা জলে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, কারণ এখানে বলা হয়েছে যে, নৌকা যখন চলছিল তখন একটা ভীষণ ঝড় উঠল এবং ঢেউগুলো নৌকার উপর এমনভাবে আছড়ে পড়ল যে, নৌকা জলে ভরে উঠতে লাগল। হয়তোবা নৌকাটি এতই ছোট ছিল যে, ঢেউগুলো নৌকার উপর আছড়ে পড়তে থাকার কারণে নৌকাটি একেবারে ভরে উঠতে লাগল। লক্ষ্য করুন, সেই নৌকাটি এত দ্রুত বিপদে পড়েছিল যে, সেটি তাঁদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা ছিল, যেখানে খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যরা ছিলেন, খ্রীষ্ট এবং তাঁর নাম এবং তাঁর সুসমাচার অবস্থান করছিলেন।

৬. সেখানে তাঁদের সাথে অন্যান্য ছোট ছোট আরও অনেক নৌকা ছিল, যেগুলো নিঃসন্দেহে সেই একই দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছিল। সম্ভবত এই জাহাজগুলোতে করে তাদেরকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যারা খ্রীষ্টের সাথে অপর পারে যেতে আগ্রহী ছিলেন, কারণ তারা সাগরের অপর পারে খ্রীষ্টের শিক্ষা দান এবং আশ্চর্য কাজের সাক্ষী হতে চাইছিলেন। তিনি যখন সাগরের অপর পারে যাওয়ার জন্য নৌকায় ওঠেন তার আগেই অসংখ্য মানুষ চলে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও সেখানে অনেকে রয়ে গিয়েছিল, যারা সাগরের ওপারে তাঁর সাথে যেতে আগ্রহী ছিল। তারা সেই মেষশাবককে সার্বক্ষণিকভাবে অনুসরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, তা সে তিনি যেখানেই যান না কেন। যারা খ্রীষ্টতে সুখ খোঁজার জন্য আশা করে, তাদেরকে অবশ্যই তাঁর সাথেই তাদের নিয়তি জুড়ে দেওয়ার মত করে প্রস্তুত হতে হবে এবং তিনি যে ঝুঁকির মুখে পড়বেন সেই একই ঝঁকির মোকাবেলা করতে হবে। যে কাউকে সাহসিকতার সাথে এবং আনন্দের সাথে সমুদ্রে খ্রীষ্টের সঙ্গ নিতে দেখা যেতে পারে, যদিও সামনে ঝড় আসার সম্ভাবনাই বেশি।

৭. খ্রীষ্ট ঝড়ের সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তিনি নৌকার পেছন দিকে ঘুমিয়ে ছিলেন, যেখানে নাবিক বা যিনি হাল ধরেন তিনি অবস্থান করেন। তিনি হালের কাছে শুয়ে ছিলেন। কবি জর্জ হার্বার্ট তার কবিতায় যে ভাবার্থ প্রকাশ করেছেন তার সাথে এই পরিস্থিতি মিলে যায়:

> যখন আমার জাহাজে বাতাস এসে আঘাত করে এবং ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে,
> তিনি তখনও আমাকে রক্ষা করেন এবং আমার হাল ধরে থাকেন,
> এমনকি যখন আমার নৌকা ঢেউয়ে টলমল করে ওঠে তখনও।
> ঝড় তাঁর হাতের ভৃত্য
> যদিও তিনি তাঁর চোখ বন্ধ রেখেছেন, তথাপি তাঁর অন্তর বদ্ধ নয়।

নৌকায় একটি বালিশ ছিল, যেটাতে মাথা রেখে খ্রীষ্ট নৌকায় ঘুমিয়ে ছিলেন। সাধারণত জেলেদের নৌকায় এ ধরনের বালিশ থাকে। তিনি সেখানে ঘুমাচ্ছিলেন, কারণ তিনি চাইছিলেন যেন তাঁর শিষ্যরা বিশ্বাস ধরে রাখেন এবং প্রার্থনায় আরও বেশি সচেষ্ট হন। প্রলোভনের সময় যখন তাঁদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে আসবে তখন যেন তাঁরা প্রার্থনায় শক্তিশালী হন। লক্ষ্য করুন, অনেক সময় মণ্ডলীতেও এ ধরনের ঝড় আঘাত হানতে পারে। খ্রীষ্টকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, যেন তিনি তাঁর লোকদের কষ্ট ও যন্ত্রণা সম্পর্কে সচেতন নন এবং তাদের প্রার্থনাও যেন তাঁর কর্ণগোচরে প্রবেশ করছে না। তিনি সেই সময় তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের সাহায্যার্থে এসে হাজির হন নি

(যিশাইয় ৬৫:১৫)। কিন্তু তিনি যেমন দেরি করলেও আসলে দেরি করবেন না (হাবা ২:৩), ঠিক সেইভাবে তিনি এখন ঘুমিয়ে থাকলেও আসলে তিনি ঘুমাচ্ছেন না। ইস্রায়েলের রক্ষক এতটা দায়িত্ব জ্ঞানহীন নন (গীতসংহিতা ১২১:৩,৪)। তিনি ঘুমাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর হৃদয় জাগ্রত রয়েছে।

৮. শিষ্যরা খ্রীষ্ট তাঁদের সাথে থাকায় নিজেদেরকে সাহস দিতে লাগলেন এবং তাঁরা ভাবলেন যে, এটাই তাঁদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর সবচেয়ে ভাল উপায় এবং সেই কারণে প্রার্থনার উপর অতটা গুরুত্ব দিলেন না। তাঁদের সমস্ত বিশ্বাস এই বিষয়টির উপরে স্থির ছিল যে, তাঁদের প্রভু তাঁদের সাথেই রয়েছেন। যে নৌকায় তাঁরা রয়েছেন সেই একই নৌকায় প্রভু যীশু খ্রীষ্ট রয়েছেন, তাই সেই নৌকাটি ঢেউয়ে টলমল করে উঠলেও কখনোই ডুবে যাবে না। যে ঝোপের মাঝে ঈশ্বর অবস্থান করছেন, সেটি আগুনে জ্বলতে থাকলেও কখনো পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে না। কৈসর যে জাহাজটিতে উঠেছিলেন, সেটির চালককে তিনি এই বলে সাহস জুগিয়েছিলেন, *সীজারেম ভেহিস, এট ফোর্টানাম সীজারিস* (*Cæsarem vehis, et fortunam Cæsaris*)– *তোমার জাহাজে কৈসর স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন এবং সাথে তার ধন সম্পদও রয়েছে।*

তাঁরা খ্রীষ্টকে জাগিয়ে দিলেন। এই ক্ষেত্রে শিষ্যদের খ্রীষ্টকে ডাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁদের মোটেও তাঁদের প্রভুকে জাগিয়ে তোলার কোন প্রয়োজন ছিল না, যদি না তিনি নিজে ইচ্ছা করে জেগে ওঠেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন যে, তিনি তাঁদের এই ভুলটি মার্জনা করে দেবেন। যখন খ্রীষ্ট ঝড়ের মাঝেও ঘুমিয়ে ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে, সে সময় তিনি তাঁর শিষ্যদের ডাকাডাকির কারণে জেগে উঠেছিলেন। যখন আমরা জানি না যে, আমাদেরকে কি করতে হবে, তখন আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত (২ বংশাবলি ২০:১২)। আমাদের নিজেদের সব চেষ্টা বিফল হতে পারে এবং আমাদের সকল বুদ্ধি ও জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যেন ভেঙ্গে না পড়ে, কারণ আমাদের একজন পরিত্রাণকর্তা আছেন, যার মাধ্যমে আমরা সব ধরনের জটিলতা থেকে উদ্ধার পেতে পারি। এখানে খ্রীষ্টের প্রতি তাঁদের সম্বোধন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে করা হয়েছে: "প্রভু, আমরা যে মারা পড়ছি সেদিকে কি আপনার খেয়াল নেই?" আমি স্বীকার করি যে, এই ধরনের কথা শুনতে বেশ রূঢ় মনে হয়, কারণ এই কথার মধ্য দিয়ে তাঁকে জাগানোর জন্য আবেদন করার বদলে মনে হয় যেন তাঁকে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য দোষারোপ করা হচ্ছে। আমি জানি যে, এর পেছনে কোন যুক্তি নেই, কিন্তু তিনি তাঁদের সাথে এতটা ঘনিষ্ট হয়েছেন এবং তিনি তাঁদেরকে এতটাই স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাঁরা এখন যে ধরনের দুর্যোগের মধ্যে রয়েছেন, যার কারণে তাঁদেরকে একটা কষ্ট করতে হচ্ছে, যে জন্য তাঁরা কি বলবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। তাঁরা খ্রীষ্টকে ভুল বুঝেছিলেন, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে, তিনি তাঁর লোকদের দুর্দশার সময় বুঝি নির্লিপ্ত হয়ে থাকেন। কিন্তু ব্যাপারটা তো আসলে তা নয়; তিনি মোটেও চান না যে তাঁর একজন লোকও বিনষ্ট হোক। এমন কি তাঁর রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম যে, তার কোন ক্ষতি হোক সেটাও তিনি চান না (মথি ১৮:১৪)।

৯. খ্রীষ্ট যে কথার মধ্য দিয়ে ঝড়কে ধমক দিলেন: এখানে তা আমরা দেখতে পাই, যা আমরা মথি লিখিত সুসমাচারে পাই না, পদ ৩৯। তিনি বললেন: "থাম, শান্ত হও– *সিওপা, পেফিমোসো* (*Siopa, pephimoso*)– শান্ত হও, স্তব্ধ হয়ে যাও। বাতাস আর

গর্জন না করুক, সমুদ্র আর ফুঁসে না উঠুক।" এভাবেই তিনি সমুদ্রের শব্দ স্তব্ধ করে দিলেন এবং তার ঢেউয়ের শব্দ থামিয়ে দিলেন। বিশেষ করে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ এবং বাতাসের গর্জনের শব্দ এই দুটোর উপরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, গীত ৬৫:৭ এবং ১১৩:৩, ৪। এই শব্দ অত্যন্ত ভয়ানক এবং আতঙ্কজনক; তা যেন আমাদের আর না শুনতে হয়। এর অর্থ হচ্ছে:-

(১) আমাদের প্রতি রয়েছে একটি আদেশ, আর তা হচ্ছে, যখন আমাদের দুষ্ট হৃদয় এই অশান্ত সমুদ্রের মত হয়ে যায় এবং তা শান্তি খুঁজে পায় না (যিশাইয় ৫৭:২০), যখন আমাদের মাংসিক ইচ্ছা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তা অনৈতিকভাবে আমাদেরকে পরিচালিত করে, তখন আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের নীতি অনুসারে এই কথা মাথায় রাখতে হবে, যিনি এখানে বলছেন, "থাম, শান্ত হও।" আমরা সে সময় দ্বিধা নিয়ে কাজ করব না, নিজের সাথে পরামর্শ না করে অবিবেচকের মত কাজ করব না; বরং আমরা স্থির থাকব।

(২) আমাদেরকে সান্ত্বনা দানকারী একটি কথা, যা হচ্ছে, এই ঝড় যত শব্দ এবং যত গর্জনই করুক না কেন, তা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর একটি কথায় তা একেবারে শান্ত করে ফেলতে পারেন। যখন আমরা আমাদের আত্মা দিয়ে লড়াই করতে পারি না, যখন আমরা ভীত হই এবং আমাদের আত্মা নিজেই পরাভূত হয়, তখন যীশু খ্রীষ্ট তাঁর মুখ থেকে বলে ওঠেন, "শান্ত হও"। তিনি যদি বলেন "থাম," তখন সব কিছু শান্ত হয়ে যায়। সে সময় চারদিকে সুনসান নীরবতা চলে আসে। ঈশ্বরের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে সমুদ্রকে আদেশ দেওয়ার বিষয়টি বলা হয়েছে (যিরমিয় ৩১:৩৫)। এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট নিজেকে ঈশ্বর হিসেবে প্রমাণ করলেন। যিনি সমুদ্র নির্মাণ করেছেন, তিনিই তা শান্ত করে তুলতে পারেন।

১০. শিষ্যদের ভয়ের জন্য খ্রীষ্ট তাঁদেরকে যেভাবে তিরস্কার করলেন: এই বিষয়টি মথির চেয়ে মার্কের এই সুসমাচারে আরও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মথিতে বলা হয়েছে, "কেন তোমরা ভীত হও?" এখানে বলা হয়েছে, "তোমরা ভয় পাও কেন? এখনও কি তোমাদের বিশ্বাস হয় নি?" যদিও এখানে ভয় করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, তথাপি তাঁদের এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মথিতে আছে, "হে অল্পবিশ্বাসীর দল।" এখানে বলা হয়েছে, "তোমাদের বিশ্বাস কোথায়?" এমন নয় যে, সেই শিষ্যদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল না। না, তাঁরা অবশ্যই প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস এনেছিলেন, তাঁরা তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এই দুর্যোগের সময় তাঁদের ভয় এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, তাঁদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল তাঁদের মধ্যে একেবারেই বিশ্বাস নেই। এটি আসলে একেবারে ভিন্ন পরিস্থিতির একটি ঘটনা, যেখানে তাঁরা এমন একটি অবস্থায় তাঁদের মধ্যকার বিশ্বাসের পরীক্ষা দিয়েছিলেন, আর তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় মনে হচ্ছিল আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের মধ্যে কোন বিশ্বাস নেই। "এ কেমন করে সম্ভব যে, তোমাদের মধ্যে কোন বিশ্বাস নেই, কেমন করে তোমরা ভাবতে পারলে যে, আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করব না বা তোমাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসব না?" তাঁদের বিশ্বাস নিয়ে সন্দেহ করা যেতে পারে, যারা এ ধরনের একটি চিন্তা করে আমোদিত হয় যে, খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের ধ্বংস দেখেও তাঁদেরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন না। খ্রীষ্ট তাদেরকে সবচেয়ে মন্দ মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত করেন।

সবশেষে দেখানো হয়েছে, শিষ্যদের উপরে এই আশ্চর্য কাজের প্রভাব কী ধরনের পড়েছিল, তবে এখানে একটু ভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে। মথি লিখিত সুসমাচারে বলা হয়েছে, *লোকেরা চমৎকৃত হল;* এখানে বলা হয়েছে, *শিষ্যরা ভীষণ ভয় পেলেন;* আসল পাণ্ডুলিপি এমনটাই অর্থ বহন করে। এখন তাঁদের ভয় তাঁদের বিশ্বাস দ্বারা তিরস্কৃত হল। যখন তাঁরা বাতাস এবং সমুদ্রের গর্জনে ভয় পেয়েছিলেন, সে সময় তাঁরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে তাঁদের জন্য সুরক্ষা চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাঁরা সেই বাতাস এবং সমুদ্রের তথা প্রকৃতির উপরে খ্রীষ্টের সর্বময় ক্ষমতার পরিচয় দেখছেন। তাঁরা এখন বাতাস এবং সমুদ্রকে আর তেমন ভয় করছেন না, বরং তাঁরা এখন খ্রীষ্টকে সেগুলোর চেয়ে বেশি ভয় পেতে শুরু করলেন। তাঁরা এই ভেবে ভয় পেয়েছিলেন যে, হয়তো খ্রীষ্টের প্রতি তাঁদের অবিশ্বাসের কারণে খ্রীষ্ট তাঁদেরকে শাস্তি দেবেন। আর তাই এখন তাঁরা তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে চাইলেন। তাঁরা এই ভেবে ভয় পেয়েছিলেন যে, যিনি ঝড় সৃষ্টি করেছেন তাঁর কত না আক্রোশ এবং ক্রোধ থাকতে পারে। তাঁরা এই বিষয়টি চিন্তা করে আরও বেশি করে আতঙ্কিত হচ্ছিলেন। কিন্তু এখন সেই দুর্যোগ থেকে যিনি তাঁদেরকে উদ্ধার করলেন, তাঁকেই তাঁরা বেশি ভয় পেতে শুরু করলেন। তাঁরা তাঁর ক্ষমতা এবং প্রদত্ত অনুগ্রহের কারণে আরও বেশি ভীত হলেন। তাঁরা প্রভুর প্রতি এবং তাঁর মঙ্গলময়তার প্রতি লক্ষ্য করে ভীত হলেন। তাঁরা এতে করে খুশি হলেন এবং সেই সাথে সন্তুষ্টও হলেন। তাঁরা তাঁদের প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তাঁকে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাইলেন, যেভাবে যোনার জাহাজের নাবিকেরা তাদের নিজ নিজ দেবতার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করছিল, যারা সমুদ্রকে গর্জন এবং ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে শান্ত করতে চেয়েছিল (যোনা ১:১৬)। শিষ্যরা খ্রীষ্টের প্রতি এই স্বীকৃতি প্রদান করলেন এবং এই বলে প্রশংসা করলেন, "ইনি কে যে, বাতাস এবং সাগরও তাঁর কথা শোনে?" নিশ্চয়ই তিনি একজন সাধারণ মানুষের চেয়েও বেশি কিছু, কারণ বাতাস ও সাগর তাঁর কথা শোনে এবং তাঁকে মান্য করে চলে।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৫

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব:

ক. খ্রীষ্ট একজন মন্দ-আত্মাগ্রস্ত লোকের ভেতর থেকে মন্দ-আত্মা ছাড়ান এবং সেগুলোকে শূকরের পালের ভেতরে প্রবেশ করতে দেন, পদ ১-২০।

খ. খ্রীষ্ট একজন রক্তস্রাবে ভোগা নারীকে সুস্থ করেন, যখন তিনি যায়ীরের কন্যাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করার জন্য তার বাড়িতে যাচ্ছিলেন, পদ ২১-৪৩। এই তিনটি আশ্চর্য কাজ আমরা এর আগেও দেখেছি (মথি ৮:২৮ এবং মথি ৯:১৮), তবে এখানে আরও বিস্তারিতভাবে ঘটনাগুলোর বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

মার্ক ৫:১-২০ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই খ্রীষ্ট কর্তৃক একজন মন্দ-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করার ঘটনা। তিনি তার ভেতরে থাকা অত্যন্ত শক্তিশালী বহু সংখ্যক মন্দ-আত্মা ছাড়ান, যার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, তিনি তাদের সকলের চাইতে শক্তিশালী। এই কাজ তিনি করেছিলেন যখন তিনি ঝড়ের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করে অপর পারে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন এই হতভাগ্য লোকটি শয়তানের হাত থেকে বাঁচাতে এবং এই কাজটি করা শেষ করেই তিনি ফিরে এসেছিলেন। এই একইভাবে তিনি স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং আবারও সেখানে ফিরে গিয়েছিলেন। ঝড়ের মধ্য দিয়ে তিনি এসেছিলেন, তিনি এসেছিলেন টিকে থাকা মানুষকে শয়তানের থাবা থেকে বাঁচাতে, যদিও এই টিকে থাকা লোকেরা সংখ্যায় ছিল অল্প, তথাপি তিনি এই কাজ করা থেকে বিরত থাকেন নি।

মথি লিখিত সুসমাচারে বলা হয়েছে, দুই জন ব্যক্তি মন্দ-আত্মা দ্বারা আক্রান্ত ছিল; এখানে বলা হয়েছে একজন ব্যক্তি অশুচি আত্মা দ্বারা আক্রান্ত ছিল। সেখানে যদি দুই জন থাকে, তাহলে সেখানে একজন তো ছিল বটেই, কারণ মার্ক বলেন নি যে, সেখানে কেবলমাত্র একজনই ছিল। তাই এই পার্থক্যকে বিচার করে আমাদের কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত হবে না বা একে কোন প্রকার ত্রুটি হিসেবে দেখা উচিত হবে না; এটি হতে পারে যে, এদের মধ্যে একজন অন্যজনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা উল্লেখযোগ্য ছিল এবং সে-ই সমস্ত কথা বলছিল। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. যে ধরনের শোচনীয় অবস্থায় এই হতভাগ্য লোকটি দিন যাপন করছিল: সে অশুচি আত্মার ক্ষমতার অধীনে ছিল, শয়তান তার উপর দখল নিয়েছিল। এর প্রভাব তার উপরে নীরবে ঘটে নি, বরং অন্য সবার মতই সে অনেক ক্রোধের সাথে এবং আক্রোশের সাথে তা প্রকাশ করত। তার অবস্থা দেখে মনে হত যে, অন্য যে কোন মন্দ-আত্মাগ্রস্ত মানুষের চেয়ে তার অবস্থা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর এবং শোচনীয়। এরাই ছিল খ্রীষ্টের রোগী।

১. সে পাথর কেটে তৈরি করা কবরে বাস করত, যেখানে মৃত মানুষদেরকে কবর দেওয়া

হত। তাদের কবর ছিল শহরের বাইরে অবস্থিত, নির্জন এক স্থানে (ইয়োব ৩:১৪)। তা সেই মন্দ-আত্মাকে এক মহা সুযোগ দান করেছিল, কারণ দুঃখ তার জন্য যে একাকী থাকে। সম্ভবত মন্দ-আত্মা তাকে কবরে গিয়ে বাস করতে বাধ্য করেছিল, যেন সে মানুষের মাঝে এই গুজব রটাতে পারে যে, মানুষ মারা গেলে তার আত্মা শয়তানে বা মন্দ-আত্মায় পরিণত হয় এবং সে তখন সমস্ত সম্ভাব্য অপকর্ম করে বেড়ায়। আর এভাবেই সে নিজেকে তার সমস্ত অপকর্ম থেকে রেহাই দেওয়ার একটি উপায় খুঁজে বের করেছিল। কবর স্পর্শ করা ছিল অশুচি কাজ (গণনা ১৯:১৬)। মন্দ-আত্মা মানুষকে সেই সমস্ত মানুষ বা জিনিসের সংস্পর্শে নিয়ে আসে যেগুলো অশুচি, আর এভাবেই সে তাদের উপরে নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করে। খ্রীষ্ট শয়তানের শক্তি থেকে আত্মা উদ্ধার করে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিতকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

২. সে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অনিয়ন্ত্রণযোগ্য: কোন মানুষই তাকে বেঁধে রাখতে পারত না। মানুষ তাকে বেঁধে রাখতে চাইত, কারণ এতে করে তাদের সম্পদ এবং জীবন উভয়ই নিরাপদে থাকত, কারণ এই মন্দ-আত্মাগ্রস্তরা মানুষের জান-মালের ক্ষতি সাধন করতো। কিন্তু কেউই দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখতে পারত না, সে সমস্ত দড়ি ছিঁড়ে ফেলত। তাই তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত এবং লোহার বেড়ি পরিয়ে রাখা হত। কিন্তু সেগুলোও তাকে ধরে রাখতে পারত না, পদ ৩,৪। তাকে যেহেতু এভাবে বেঁধে রাখতে হত তাতে করেই আমরা বুঝতে পারি যে, সে কতটুকু ভয়ঙ্কর ছিল এবং এই পৃথিবীর সকল হতভাগ্য মানুষেরই দয়া পাওয়ার প্রয়োজন আছে; কিন্তু এই ঘটনাটি অন্য সমস্ত ঘটনার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক এবং কষ্টকর ছিল। যারা মন্দ আত্মার অধীনে রয়েছে এমন সকল আত্মার কষ্ট ও যন্ত্রণা এখানে ফুটে উঠেছে। সেই সমস্ত বাধ্যতার সন্তান, যাদের ভেতরে মন্দ-আত্মা কাজ করে থাকে। কিছু ভয়ঙ্কর পাপী হয়ে থাকে পাগলের মত; তারা সকলে হয়ে থাকে ঘোড়া এবং শূকরের মত, তারা সকলে হ্রেষারব করে এবং শৃঙ্গার করে। আইনের সকল বিধান এবং আদেশ পাপীদেরকে শিকল এবং বেড়ির মত করে বেঁধে রাখে, যাতে করে তাদেরকে মন্দ পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু তারা সেই বেড়ি খুব সহজেই ভেঙ্গে ফেলে এবং এটি হচ্ছে তাদের ভেতরে যে মন্দ-আত্মা কাজ করছে তার প্রমাণ।

৩. সে ছিল তার এবং তার আশেপাশের সকলের কাছে আতঙ্কের বিষয়, পদ ৫। এই শয়তান হচ্ছে এক নিষ্ঠুর প্রভু, তাদের কাছে, যারা তার দ্বারা বন্দী হয় এবং তার অধীনস্থ হয়। এই হতভাগ্য মন্দ-আত্মাগ্রস্ত লোকটি সারা রাত এবং সারা দিন পাহাড়ে পাহাড়ে এবং কবরে পড়ে থাকত। সে চিৎকার করত ও নিজেকে নিজে পাথর দিয়ে কেটে ও আঁচড় দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করত। সে তার আচরণ এবং কথার মধ্য দিয়ে স্বর্গের বিরুদ্ধে ক্রোধ এবং আক্রোশ প্রকাশ করত। মন্দ-আত্মাগ্রস্ত এবং হতাশাগ্রস্ত মানুষ অনেক সময় নিজেদেরকে আহত করে এবং নিজেদেরকেই ধ্বংস করে ফেলে। একজন মানুষ যখন শয়তানের দ্বারা শাসিত হয় এবং তার ভেতরে মন্দ-আত্মা কাজ করে, তখন কি আর তাকে মানুষ বলা যায়? বাল দেবতার পূজারীরা নিজেদের শরীর কেটে ক্ষত বিক্ষত করত, যেভাবে এই এই পাগলটি তার নিজের শরীর কেটে আহত করেছিল। ঈশ্বর আমাদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন, "তোমরা নিজেদের কোন ক্ষতি কোরো না।" শয়তানের বক্তব্য হল: "তোমরা যত পার নিজেদের ক্ষতি সাধন কর।" তারপরও

ঈশ্বরকে অবহেলা করা হয় এবং শয়তানকে গ্রহণ করা হয়। সম্ভবত এখানে এই মন্দ-আত্মাগ্রস্ত লোকটি নিজেকে পাথর দিয়ে কেটে ক্ষত বিক্ষত করত বলতে বোঝানো হয়েছে যে, সে খালি পায়ে পাথরের উপর দিয়ে দৌড়ানোর সময় নিশ্চয়ই ধারালো পাথরের আঘাতে তার পা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যেত।

খ. খ্রীষ্টের কাছে তার আবেদন (পদ ৬): যখন সে দূর থেকে যীশুকে দেখতে পেল, খ্রীষ্টকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল, তখন সে দৌড়ে তাঁর কাছে গেল এবং তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল। সাধারণত অন্যদের দিকে সে ক্রোধ নিয়ে দৌড়ে যেত, কিন্তু খ্রীষ্টের দিকে সে শ্রদ্ধা সহকারে দৌড়ে গেল। এই বিষয়টি ঘটেছিল খ্রীষ্টের অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায়, যা শিকল এবং চাবুকের দ্বারা করা সম্ভব নয়। তার সমস্ত ক্রোধ এক নিমিয়ে উড়ে গিয়ে সেখানে জন্ম নিল আতঙ্ক। এমন কি শয়তানও, যে এই হতভাগ্য মানুষটির দখলে রয়েছে, সে খ্রীষ্টের সামনে ভয়ে ও আতঙ্কে কম্পিত হতে বাধ্য হয় এবং সে তাঁর সামনে নিজেকে নত করে। কিংবা এই হতভাগ্য মানুষটি এসেছিল এবং খ্রীষ্টের সামনে উপুড় হয়ে পড়েছিল এই কারণে যে, সে তার নিজের জন্য খ্রীষ্টের কাছে সাহায্য কামনা করছিল, কারণ সেই মুহূর্তের জন্য তার উপর থেকে শয়তানের ক্ষমতা চলে গিয়েছিল।

গ. খ্রীষ্ট সেই মন্দ-আত্মাকে যে আদেশ দিলেন, যাতে করে সে লোকটির ভেতর থেকে চলে যায় (পদ ৮): "এর ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও, মন্দ-আত্মা।" তিনি চেয়েছিলেন যেন লোকটি মন্দ-আত্মা থেকে মুক্ত হয়, এই কারণেই তিনি লোকটিকে দৌড়াতে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়তে সক্ষম করেছিলেন। এরপর তিনি তাঁর নিজ ক্ষমতায় তার ভেতর থেকে শয়তানের সমস্ত শক্তি দূর করে দিয়েছিলেন। খ্রীষ্ট যদি আন্তরিকভাবে আমাদের মঙ্গল সাধন করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই যে কোন স্থানে যে কোন সময় শয়তানের ক্ষমতাকে পরাভূত করতে পারেন। তিনি আমাদেরকে উদ্ধার করার কাজ করতেই এসেছেন, তিনি এসেছেন আমাদেরকে পরিত্রাণ দান করতে। তিনি এখানে তাঁর শক্তি, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের একটি নমুনা দেখালেন আমাদের সামনে, যার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের ভেতর থেকে মন্দ-আত্মা তাড়িয়ে দেন (মার্ক ১:২৭)। তিনি সেই মন্দ-আত্মাকে আদেশ করলেন, লোকটির ভেতর থেকে বের হয়ে যাও। খ্রীষ্টের সুসমাচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের আত্মার ভেতর থেকে মন্দ-আত্মা এবং শয়তানের শক্তিকে দূরে সরিয়ে দেওয়া: "এই লোকটির ভেতর থেকে বের হয়ে যাও, মন্দ-আত্মা, যাতে করে তার ভেতরে পবিত্র আত্মা প্রবেশ করতে পারেন, যাতে করে পবিত্র আত্মা তার অন্তরের অধিকার গ্রহণ করতে পারেন এবং তার উপরে অধিকার সৃষ্টি করতে পারেন।"

ঘ. খ্রীষ্টের ব্যাপারে শয়তানের যে ভয় রয়েছে। লোকটি দৌড়ে গেল এবং খ্রীষ্টের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল; কিন্তু লোকটির ভেতরে যে মন্দ-আত্মা ছিল সে জোরে চিৎকার করে উঠল। হতভাগ্য লোকটির জিহ্বা ও কণ্ঠ ব্যবহার করে সে কথা বলল ও চিৎকার করল: "আমার সাথে আপনার কি সম্পর্ক?" পদ ৭। অন্য আর সকল মন্দ-আত্মার মত করেই খ্রীষ্টের সাথে কথা বলল (মার্ক ১:২৪)।

১. সে ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান প্রভু বলে স্বীকার করল, তাঁকে সকলের উর্ধ্বে মহিমান্বিত ঈশ্বর বলে স্বীকার করল। ফিনিশীয়দের কাছে ঈশ্বর পরিচিত ছিলেন *ইলিয়ন* (*Elion*) নামে, যার অর্থ *সর্বশক্তিমান* ও *উচ্চীকৃত*। এছাড়া ইস্রায়েলীয়দের সীমান্তবর্তী অন্য যে দু'টি

জাতি ছিল তারাও ঈশ্বরকে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী প্রভু বলে জানত এবং সেই নামেই শয়তান ঈশ্বরকে সম্বোধন করেছিল।

২. সে যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করেছিল। লক্ষ্য করুন, এত আশ্চর্য হওয়ার মত কিছুই নেই যে, তার মুখ থেকে সে সময় তার জীবনের সবচেয়ে উত্তম বাক্যটি নির্গত হচ্ছিল। এই কথা এমনভাবে বলা যায় যা পবিত্র আত্মা ছাড়া অন্য আর কেউই বলতে পারবে না (১ করিন্থীয় ১২:৩)। তথাপি এই কথাটি বলা হয়েছিল এবং তা নির্গত হয়েছিল এক মন্দ-আত্মার মুখ থেকে। মানুষের ভুল কথা ধরে কোন বিচার করা হবে না; কিন্তু তাদের ফল দেখেই তাদেরকে চেনা যাবে। সবচেয়ে সুন্দর করে কথা বলা ভণ্ডও খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করা ব্যতিত আর কোন উত্তম কথা বলতে পারবে না। তথাপি শয়তান এই কথাটি নিজের মুখে স্বীকার করেছে।

৩. সে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে তার যে কোন ষড়যন্ত্রের কথা অস্বীকার করেছে; "আপনার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমাকে আপনার কোন প্রয়োজন নেই, আমার সাথে কারও কোন সংযাগ নেই। আপনার কাছ থেকে কোন কিছু আদায় করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না, আবার আমি পতিতও হব না।"

৪. সে তার ক্রোধ কিভাবে প্রকাশ করল: "আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্য দিচ্ছি;" এর অর্থ হচ্ছে, "আমি বিনতি সহকারে আপনাকে অনুরোধ করছি, সমস্ত পবিত্র বস্তুর নামে আমি আপনাকে দিব্য কেটে বলছি, ঈশ্বরের নামে দিব্য দিয়ে আপনাকে আমি বলছি, যার অনুমতি পেয়েই আমি মানুষের উপরে ভর করি। আমি আপনাকে দিব্য দিয়ে বলছি, যদিও আপনি আমাকে এই লোকটির ভেতর থেকে বের করে দেবেন, তথাপি আমাকে আপনি দয়া করে যন্ত্রণা দেবেন না, আমাকে যাতনা দেবেন না। আমি জানি আমি অন্য কোন মানুষের ভেতরে প্রবেশ করলেও আপনি আমাকে আর খুঁজবেন না, কিন্তু তারপরও আপনি এখন আমাকে যাতনা দেবেন না। যদিও আমি জানি যে, আমি শাস্তি পেয়েছি, তারপরও আমাকে দয়া করে অন্ধকারের শিকলে বন্দী করবেন না, কিংবা আমাকে অন্য কারও ভেতরে যেতে বাধা দেবেন না।"

৬. খ্রীষ্ট এই মন্দ-আত্মাটির কাছ থেকে তার নাম জানতে চাইলেন। মথি লিখিত সুসমচারে আমরা এই অংশটি পাই নি। খ্রীষ্ট তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি?" এমন নয় যে, খ্রীষ্ট পতিত তারাদের এবং এর পাশাপাশি শুকতারার নাম জানেন না। কিন্তু তিনি চাইলেন, যাতে করে পাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা এই ভয়ঙ্কর এবং ক্ষমতাশালী মন্দ-আত্মাদের সংখ্যা এবং শক্তির প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হয়। তাদের অবশ্যই বিস্মিত হওয়ার কারণ ছিল, যখন মন্দ-আত্মাটি তাঁকে জবাব দিয়েছিল, "আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা অনেকে আছি।" অনেকে বলে থাকেন, রোমীয় সৈন্যদের একটি বাহিনীতে সাধারণত ছয় হাজার করে সৈন্য থাকে, অন্যরা বলেন বারো হাজার পাঁচশ, যেভাবে এখনকার সৈন্য বাহিনীর একেকটি রেজিমেন্টে বহু সংখ্যক সৈন্য থাকে। তবে মন্দ-আত্মাদের বাহিনীতে সব সময় একই পরিমাণ মন্দ-আত্মা থাকে না। এখন এখান থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, শয়তান অর্থাৎ মন্দ-আত্মাদের শক্তি হচ্ছে:-

১. সামরিক শক্তি। বাহিনী বলতে বোঝায় সশস্ত্র সৈন্যের একটি দলকে। শয়তানেরা ঈশ্বর এবং তাঁর গৌরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, খ্রীষ্টের অনুসারীরা এবং তাদের পবিত্রতা ও সুখ-শান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এরা এমন

যাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সব সময় প্রতিরোধ বজায় রাখতে হবে এবং লড়াই করতে হবে (ইফিষীয় ৬:১২)।

২. তারা সংখ্যায় অনেক। সে স্বীকার করল বা হয়তো বা গর্ব করে বলল, "আমরা সংখ্যায় অনেকে আছি।" সে এই আশা করেছিল যে, তারা অনেকে মিলে থাকায় হয়তো তারা খ্রীষ্টের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। এখানে বহু সংখ্যক মন্দ-আত্মা দাঁড়িয়ে ছিল, আর তারা ছিল ঈশ্বর ও মানুষের শত্রু। সেই মন্দ-আত্মার বাহিনী সকলে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য এক হতভাগ্য মানুষের ভেতরে আশ্রয় নিয়ে প্রতিরোধ তৈরি করেছিল। আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যও অনেকে রয়েছে।

৩. তারা সংখ্যায় অনেকে। সেখানে অনেক মন্দ-আত্মা ছিল, তথাপি এই পুরো একটি বাহিনী সম্পূর্ণভাবেই মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল। ফরীশীরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিল যে, খ্রীষ্ট নিজেই মন্দ-আত্মাদের রাজার ক্ষমতা দিয়ে মন্দ-আত্মা ছাড়াচ্ছেন, অথচ তেমনটি করলে এই বিশাল বাহিনী নিজেদের ভেতরে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ত এবং তারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই বিরোধিতা করত, যা একেবারেই ভিত্তিহীন যুক্তি। এমন নয় যে, তাদের ভেতরে একটি মন্দ-আত্মা বাকি সবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, কারণ তারা সকলে মিলে একজন ব্যক্তির মত করে খ্রীষ্টকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনার সাথে আমার কি সম্পর্ক?"

৪. তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। কে একটি বাহিনীর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারে? আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতে আমাদের আত্মিক শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম নই। কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে এবং তাঁর ক্ষমতায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি, যদি তারা অসংখ্য বাহিনী থাকে তারপরও।

৫. তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রয়েছে, যেমনটা থাকে সৈন্য বাহিনীর ভেতরে। তাদের ভেতরে নিয়ম-নীতি রয়েছে এবং ক্ষমতার স্তর রয়েছে। তারা হচ্ছে এই পৃথিবীর অন্ধকারময়তার শাসক, যার অর্থ হচ্ছে তাদের ভেতরে নিম্নপদস্থ এবং উচ্চপদস্থ মন্দ-আত্মা রয়েছে। শয়তান এবং তার অনুসারীরা, ড্রাগন এবং তার সঙ্গীরা; মন্দ-আত্মাদের রাজা এবং তার অধীনস্থরা; যা এই শত্রুদেরকে আরও ভীতিকর হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

চ. এই মন্দ-আত্মার বাহিনীর অনুরোধ, যাতে করে খ্রীষ্ট তাদেরকে যাতনা না দিয়ে কাছেই চরতে থাকা একটি শূকরের পালে প্রবেশ করতে দেন, যেগুলো পর্বতের কাছে চরছিল (পদ ১১)। সেই পর্বতের গুহাতেই সেই মন্দ-আত্মাগ্রস্ত লোকটি বাস করতো, পদ ৫। তাদের অনুরোধ ছিল এই:-

১. যাতে করে তিনি তাদেরকে এই দেশ থেকে তাড়িয়ে না দেন (পদ ১০)। শুধু তাই নয়, তিনি তাদেরকে যেন অনন্তকালীন কারাগারে আটকে না রাখেন এবং তিনি যেন তাদেরকে কোন ধরনের যন্ত্রণা না দেন। তারা মূলত চেয়েছিল তিনি যেন তাদেরকে নির্বাসনে না পাঠান, কারণ এই হতভাগ্য ব্যক্তিটির যথেষ্ট ক্ষতি তারা করেছিল আর তাই তারা মস্ত বড় অন্যায় করেছিল। তাদের বোধহয় এই স্থানের প্রতি বিশেষ কোন দুর্বলতা ছিল; কিংবা এর প্রতি তাদের বিশেষ কোন ক্ষোভ ছিল, যার কারণে তাদের এই পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানে অবাধে চলাফেরা করা এবং ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা থাকলেও তারা তা গ্রহণ করতে চায় নি (ইয়োব ১:৭), যতক্ষণ না তারা এই পর্বতের

বাইরে তাদের ঘুরে বেড়ানোর স্থান হিসেবে অনুমোদন না পায় (ইয়োব ৩৯:৮)। কিন্তু কেন তারা সেই প্রদেশে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রেখেছিল? গ্রোশিয়াস বলেছেন যে, যেহেতু সেই প্রদেশে অনেক বেশি ধর্মান্ধ যিহূদী ছিল, যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের চুক্তির বিধানে আবদ্ধ করে রেখেছিল এবং তার ধর্মীয় বিভিন্ন বিধানে বিষয়ে অনেক বেশি গোঁড়া এবং মৌলবাদী ছিল, সেই কারণে তাদের উপরে শয়তানের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ছিল। এছাড়া অনেকে মনে করেন যে, সেই প্রদেশে অনেক দিন ধরে বসবাস করার কারণে সেই মন্দ-আত্মারা সেখানকার মানুষের রীতি-নীতি এবং আচার আচরণ সম্পর্কে অনেক বেশি জানতো এবং তারা তাদের ভেতরে চলা ফেরা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, যার কারণে তারা সেখানেই তাদের কার্যক্রম চালাতে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো।

২. তিনি তাদেরকে শূকরের ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেবেন বলে তারা মনে করেছিল, তারা এই শূকরের পালের ভেতরে প্রবেশ করতে চেয়েছিল এই কারণে যে, এতে করে হয়তোবা সেই দেশের লোকদের প্রতি তারা আরও বেশি ক্ষতি করতে পারবে। কিন্তু এই কারণেই তারা চায় নি যে, খ্রীষ্ট তাদের এই কাজের পথ বন্ধ করে দেন। তারা চেয়েছিল যেন তারা যে কোন মানুষের দেহের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে কিংবা যে কোন প্রাণীর দেহের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। তারা তাই খ্রীষ্টের কাছে আগে থেকেই এই ব্যাপারে অনুমতি নিয়ে রেখেছিল, কারণ তারা আশঙ্কা করেছিল যে, খ্রীষ্ট হয়তো তাদের এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করবেন।

ছ. খ্রীষ্ট সেই মন্দ-আত্মাদের বাহিনীকে শূকরের পালের ভেতরে প্রবেশ করার জন্য আদেশ দিলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে শূকরগুলো জলে ডুবে মারা গেল। তিনি তাদেরকে মুক্তি দিলেন (পদ ১৩)। তিনি তাদেরকে নিষেধ করলেন না কিংবা তাদেরকে বাধা দিলেন না। তিনি তাদেরকে এমনভাবে আদেশ করলেন যেন তাদের স্বতন্ত্র মন রয়েছে। এভাবেই তিনি গাদারীয়দের দেখাতে চাইলেন যে, এই মন্দ-আত্মারা কতটা ভয়ঙ্কর ছিল এবং কতটা ভয়ানক শত্রু এবং শয়তান ছিল। তারা নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করতে চাইত, যে ব্যক্তি একা রয়েছে এবং যার উপর তারা দখল নিতে পারবে, যাতে করে তারা তাকে নিজেদের মত করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এভাবেই তাৎক্ষণিকভাবে শূকরের পালের ভেতরে সেই মন্দ-আত্মার দল প্রবেশ করল যারা আইনগত ও ব্যবস্থার বিধান অনুসারে অশুচি প্রাণী ছিল। সাধারণত তারা কাদায় গড়াগড়ি খেত এবং তারা তাদের সবচেয়ে উপযুক্ত স্থানেই থাকত। যারা এই শূকরের মত, তারা ইন্দ্রিয়ের বিনোদন এবং কামনা বাসনার কাদায় ডুবে গড়াগড়ি খায় এবং এরাই হচ্ছে শয়তানের বাস করার সবচেয়ে ভাল স্থান। ঠিক বাবিলের মত, যেখানে সব ধরনের মন্দ-আত্মা ও দুষ্ট আত্মা বাস করে এবং সেখানে প্রত্যেক অশুচি এবং ঘৃণ্য পাখির খাঁচা রয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ১৮:২), যা হতভাগ্য আত্মারা মন্দ-আত্মার আবাসস্থল। শূকরের পালের ভেতরে এই মন্দ-আত্মার বাহিনীর প্রবেশ করার ফলে যে ঘটনা ঘটল তা হচ্ছে, শূকরগুলো সব পাগল হয়ে গেল। তারা দৌড়ে গিয়ে তক্ষুণি সাগরে ঝাঁপ দিল এবং সেখানে তারা ডুবে মরল। এদের সবগুলোর সংখ্যা ছিল দুই হাজারের মত। যে লোকটির শরীর তারা দখলে নিয়েছিল সেই লোকটি শুধু নিজেকে কেটে ক্ষত-বিক্ষত করত; কারণ ঈশ্বর বলেছেন, “তাকে তোমার হাতে দিলাম, শুধু তার জীবন তুমি নিয়ে নিতে পারবে না।” কিন্তু এখানে আমাদের সামনে

এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, যদি সেই শয়তানকে বাধা দেওয়া না হত, তাহলে নিশ্চয়ই সেই হতভাগ্য লোকটিও নিজেকে সাগরে ডুবিয়ে মারত। দেখুন, আমরা ঈশ্বরের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কাছে কতটা দায়বদ্ধ এবং উত্তম স্বর্গদূতদের পরিচর্যার প্রতি আমরা কতটা ঋণী, কারণ তারা আমাদেরকে সকল প্রকার মন্দ ও মন্দ-আত্মা থেকে সুরক্ষা দান করেন।

জ. এই সমস্ত ঘটনার কথা খুব দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। যারা সেই শূকরগুলো চরাত, তারা হন্তদন্ত হয়ে সেগুলোর মনিবের কাছে গেল এবং কী কী ঘটেছে তার বর্ণনা দিল, পদ ১৪। এতে করে সমস্ত লোক সেখানে জড়ো হল।

১. যখন তারা দেখতে পেল কত আশ্চর্যভাবে সেই হতভাগ্য লোকটি সুস্থ হয়েছে, তখন তারা খ্রীষ্টকে খুব ভয় পেতে শুরু করল, পদ ১৫। তারা তাকে দেখেছিল একজন মন্দ-আত্মাগ্রস্ত মানুষ হিসেবে এবং তারা তাকে খুব ভাল ভাবেই চিনতো, কারণ বেশ কয়েকবারই তার সাথে তাদের দেখা হয়েছে এবং কিছু ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তাদেরকে হতে হয়েছে। অথচ সেই মন্দ-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তি এখন কাপড়-চোপড় পরে দিব্যি সুস্থ মনে বসে আছে। যখন শয়তান কারও ভেতর থেকে বের হয়ে যায়, তখন সে তার নিজের চেতনা ফিরে পায়। একইভাবে এই লোকটি এখন তার নিজ ব্যক্তিত্ব ফিরে পেয়েছিল। লক্ষ্য করুন, যারা শান্ত এবং নম্র, যারা বিবেচনা সহকারে নিয়মের ভেতরে আবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে, তাদের কাছে এটি মনে হতেই পারে যে, তাদের আত্মায় খ্রীষ্টের ক্ষমতা দ্বারা শয়তানের শক্তি চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। এই সব কিছু দেখে তারা অত্যন্ত ভীত হল। তারা ভয় পেল এবং তারা খ্রীষ্টের আশ্চর্য ক্ষমতা আছে বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল। আর মূলত এর কারণেই তারা তাঁকে আরও বেশি করে ভয় পেতে লাগল। কিন্তু:-

২. যখন তারা দেখল যে, তাদের শূকরগুলো মারা গেছে, তখন তারা খ্রীষ্টকে ঘৃণা করতে শুরু করল এবং তারা তখন তাঁর সঙ্গ লাভ করার বদলে তাঁর প্রস্থান কামনা করতে লাগল। তারা তাঁকে তাদের উপকূল ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগল, কারণ তারা ভাবতে লাগল যে, যিনি তাদের শূকরগুলো মেরে ফেলে তাদের এত বড় ক্ষতি করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই তাদের প্রতি কোন ধরনের মঙ্গল সাধন করতে পারবেন না। তারা তাদের শূকরগুলো হারিয়ে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিল, কারণ শূকরগুলো বেশ মোটা তাজা ছিল এবং সম্ভবত সেগুলো বাজারে বিক্রির জন্য উপযুক্ত হয়েছিল। এখন এই মন্দ-আত্মাগুলো তাদের কাজ সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারছিল, কারণ এমন আর কিছু নেই যার মাধ্যমে তারা পৃথিবীর মানুষের মাঝে দুঃখ তৈরি করতে পারে এবং এই মানুষদের পাপী আত্মাকে পার্থিব ভালবাসায় অন্ধ করে দিতে পারে। তারা আরও কিছু কষ্ট ও যন্ত্রণার আশঙ্কা করছিল, যদি খ্রীষ্ট তাদের সাথে অবস্থান করেন, অথচ যদি তারা তাদের পাপের জীবন পরিত্যাগ করে আসতো, তাহলে তিনি তাদের মাঝে সুখ ও শান্তির সঞ্চার ঘটাতেন। কিন্তু তারা তাদের ঘৃণ্য পাপময় জীবন ত্যাগ করার বদলে আরও বেশি করে তাতে জড়িয়ে পড়তে চাইল এবং তারা তাদের পরিত্রাণকর্তাকে ত্যাগ করলো। এভাবেই তারা সাধারণত কাজ করে, যাদের শিকড়ে শিকড়ে কামনা-বাসনা ছড়িয়ে আছে, তারা খ্রীষ্টের প্রতি কোন ধরনের আগ্রহ পোষণ করে না এবং তাঁর কাছ থেকে কোন কিছু আকাঙ্খাও করে না। তারা বরং এই বলে তর্ক করতে পারতো যে, "মন্দ-আত্মাদের উপর যার এমন শক্তিশালী ক্ষমতা রয়েছে, এমন ব্যক্তির বন্ধু হওয়াটা

আমাদের জন্য খুবই মঙ্গলজনক হবে। যদি মন্দ-আত্মারা আমাদের এই প্রদেশে ঘুরে বেড়াতে থাকে (পদ ১০), তাহলে আমাদের মাঝে তার অবস্থান করা ভাল, যিনি একাই এদের সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।" কিন্তু এই কথা বলার বদলে তারা চাইল যেন তিনি সেখান থেকে চলে যান। এভাবেই পার্থিব হৃদয় ঈশ্বরের বিচার সম্পর্কে অদ্ভুত সব ধারণা পোষণ করে, তারা সঠিক পথে চালিত হওয়ার বদলে তাঁর কাছ থেকে আরও বেশি দূরে সরে যায়। তিনি বলেছেন, "আমাকে অসন্তুষ্ট কোরো না; তাতে আমি তোমাদের অমঙ্গল করবো না" (যিরমিয় ২৫:৬)।

ঝ. হতভাগ্য মন্দ-আত্মাগ্রস্ত মানুষটিকে মন্দ-আত্মা থেকে মুক্ত করার পর তার আচরণ।

১. সে চাইল যেন সে খ্রীষ্টের সাথে সাথে যেতে পারে (পদ ১৮), সম্ভবত সে এই ভয় পাচ্ছিল যে, সেই মন্দ-আত্মাগুলো তাকে আবার না আক্রমণ করে। কিংবা হয়তো সে তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা পেয়ে চালিত হতে চাইছিল এবং যে লোকেরা পার্থিব ও হৃদয়হীন লোকেরা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের সাথে হয়তোবা সে আর থাকতে চায় নি বা তাদেরকে সে ভয় পাচ্ছিল। যারা মন্দ-আত্মা থেকে মুক্ত হয়, তারা খ্রীষ্টের সঙ্গ লাভ করার সুযোগ লাভ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে তাঁর সঙ্গ লাভ করার জন্য প্রচণ্ড তৃষ্ণা দেখা দেয়।

২. খ্রীষ্ট চান নি যে, সে তাঁর সঙ্গে যাক, কারণ এতে করে সেই এলাকা থেকে তাঁর আশ্চর্য কাজের একমাত্র চিহ্ন মুছে যাবে। তিনি চেয়েছিলেন লোকদের মাঝে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যে, তিনি দূর থেকেও মানুষের সাথে তাঁর সহভাগিতা এবং যোগাযোগ বজায় রাখতে পারেন। এর পাশাপাশি, তার সেখানে আরও অনেক কাজ করার ছিল। তাকে অবশ্যই বাড়িতে তার বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তাদেরকে গিয়ে বলতে হবে যে, প্রভু তার জন্য কি মহৎ কর্ম সাধন করেছেন, যে কাজ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট করেছেন; যাতে করে খ্রীষ্ট সম্মানিত হতে পারেন, তার প্রতিবেশীরা, বন্ধুরা ও আত্মীয়-স্বজনেরা যেন চমৎকৃত হয় এবং তারা যেন খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করার জন্য আগ্রহী হয়। তিনি চেয়েছিলেন যেন লোকদের মধ্যে খ্রীষ্টের ক্ষমতার চাইতে তাঁর দয়ার বিষয়টি আরও বেশি করে তাৎপর্য লাভ করে, কারণ এর মধ্যেই মূলত তাঁর গৌরব নিহিত রয়েছে। তার অবশ্যই তাদেরকে বলতে হবে যে, তাদের দুঃখ কষ্টের জন্য তাদের প্রতি প্রভুর কতটা সহানুভূতি রয়েছে।

৩. লোকটি আনন্দে পূর্ণ হয়ে সারা প্রদেশে তার প্রতি যে মঙ্গল সাধন করা হয়েছে তা বলে বেড়াতে লাগল এবং খ্রীষ্ট তার প্রতি যে সমস্ত দয়ার কাজ করেছেন তা ঘোষণা করতে লাগল, পদ ২০। খ্রীষ্টের প্রতি এবং আমাদের ভাইদের প্রতি এটি আমাদের দায় যে, যাতে করে আমরা আমাদের কথা এবং কাজের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশ করি এবং তাদের জন্য মঙ্গল সাধন করি। দেখুন এর প্রভাব কেমন ছিল: সকলে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই এ নিয়ে পরবর্তীতে আরও চিন্তা করল। অনেকেই আছে যারা খ্রীষ্টের কাজের বিস্মিত না হয়ে পারে না। কিন্তু এরপর আমরা বিস্মিত হই এটা দেখে যে, কী করে তারা এরপরে তাঁকে আর অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে না।

মার্ক ৫:২১-৩৪ পদ

গাদারীয়রা চেয়েছিল যেন খ্রীষ্ট তাদের দেশ ছেড়ে চলে যান, আর তিনিও তাদের ঝামেলা না বাড়াতে আর সেখানে অবস্থান করেন নি। বরং আমরা এখানে দেখতে পাই তিনি সাগরের তীর ধরে চলছেন, অর্থাৎ তিনি ফিরে এসেছেন। তিনি যর্দনের এ পারে চলে এসেছেন (পদ ২১) এবং অনেক লোক তাঁকে দেখার জন্য জড়ো হল। লক্ষ্য করুন, যদি কোন একটি স্থানে খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে অন্য আরেকটি স্থানে তাঁকে অবশ্যই গ্রহণ ও বরণ করে নেওয়া হয় এবং তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। একটি অবজ্ঞাকৃত সুসমাচার সমুদ্র অতিক্রম করে এবং যেখানে তা সবচেয়ে ভালভাবে আপ্যায়িত হবে সেখানেই তা যাবে। এখন খ্রীষ্ট সেই সমস্ত লোকদের মধ্যে রয়েছে যারা নিজেদেরকে তাঁর কাছে সমর্পিত করেছিল।

ক. এখানে এমন একজন ব্যক্তির উল্লেখ আমরা পাই, যিনি তার নিজ অসুস্থ সন্তানের জন্য সুস্থতা চাইতে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজ-ঘরের একজন শাসক, সমাজ-ঘরে উপাসনা পরিচালনাকারীদের একজন; কিংবা অনেকে মনে করেন যে, সে ছিল সমাজ-ঘরের আদালতের একজন বিচারক, যা প্রতিটি শহরেই একটি করে ছিল এবং এদের মোট সংখ্যা ছিল ২৩টি। মথি লিখিত সুসমাচারে তার নাম উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু এখানে তার নাম বলা হয়েছে আর তা হচ্ছে যাইরাস (*Jairus*) বা যায়ীর (*Jair*) (বিচার ১০:৩)। তিনি খ্রীষ্টের কাছে নিজের পরিচয় দান করেছিলেন। যদিও তিনি নিজে একজন শাসক ছিলেন, তথাপি তার মধ্যে অত্যন্ত নম্রতা এবং শ্রদ্ধাবোধ দেখা গিয়েছিল। যখন তিনি তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁকে এমন একজন মানুষ হিসেবে সম্মান দেখালেন, যিনি তাঁর চেহারার চাইতে অনেক বেশি সম্মানিত এবং অনেক বেশি পবিত্র ও মহান। তিনি তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং চেয়েছিলেন যেন তিনি তাকে শুধু দয়াই না করেন, সেই সাথে যেন তার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, কারণ তিনি জানতেন যে, তিনি যে দয়া ভিক্ষা করতে এসেছেন তা তিনি খ্রীষ্ট ছাড়া আর কারও কাছ থেকেই পাবেন না। তার যে সমস্যা ছিল তা হচ্ছে, তার একটি ছোট মেয়ে ছিল, যার বয়স প্রায় বারো বছর। সে তার পরিবারের মধ্যমণি ছিল, আর এখন সে মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট যদি একবার তার বাড়িতে আসেন এবং তার মেয়ের উপর তাঁর হাত রাখেন, তাহলে সে কবরের দুয়ার থেকেও ফিরে আসবে। প্রথমে যখন তিনি খ্রীষ্টের কাছে এসেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, সে মৃত্যুশয্যায় রয়েছে (মার্কও তাই বলছেন)। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের কাছে যে সংবাদ পাঠানো হল তাতে করে জানা গেল যে, মেয়েটি মারা গেছে (মথি এমনটি বলেছেন)। কিন্তু তখনও তিনি খ্রীষ্টের কাছ থেকে কোন আশ্চর্য কাজ ঘটার জন্য আকাঙ্খা করতে লাগলেন (লূক ৮:৪২-৪৯)। খ্রীষ্ট তাৎক্ষণিকভাবে যেতে সম্মত হলেন এবং তার সাথে গেলেন, পদ ২৪।

খ. এখানে আরেকজনকে আমরা দেখতে পাই, একজন অসুস্থ নারী, যে চুপিসারে এসে সুস্থ হওয়ার জন্য আকাঙ্খা করেছিল (যদি তাই বলা যায়) তার নিজের জন্য এবং সে তাৎক্ষণিকভাবে সুস্থ হয়েছিল। পথের মাঝে চলতে চলতেই সে সুস্থ হয়েছিল, যখন খ্রীষ্ট

যায়ীরের কন্যাকে সুস্থ করার জন্য তার বাড়িতে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর পেছনে পেছনে প্রচুর মানুষ ভিড় করে তাঁকে অনুসরণ করছিল। দেখুন, খ্রীষ্ট কতটা নিষ্ঠার সাথে তাঁর সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন এবং তথাপি তিনি সেই সময়ের একটি মূল্যবান মুহূর্তও হেলায় নষ্ট করতেন না। তিনি তাঁর অনেক আলোচনা, কথোপকথন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ পথের পাশে বসে বা পথ চলতে চলতে করেছেন। একইভাবে আমাদেরও সব সময়ই উত্তম কাজ করা উচিত, যখন আমরা ঘরে বসে থাকি, সে সময় এবং যখন আমরা পথ চলতে থাকি তখনও অবশ্যই আমাদের উত্তম কাজ করা উচিত (দ্বি.বি. ৬:৭)। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. এই হতভাগ্য মহিলাটির করুণ অবস্থা: তার রক্তস্রাবের রোগ ছিল, যা বারো বছর ধরে ক্রমাগতভাবে হয়ে আসছে। এতে করে কোন সন্দেহ নেই যে, সে অত্যন্ত দুর্বল থাকতো সব সময়। তার জীবনের সমস্ত সুখ ও শান্তি চলে গিয়েছিল এবং তার জীবন মৃত্যুর ঝুকির মধ্যেও ছিল বটে। সে সবচেয়ে ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছিল, যাতে করে সে ভাল হতে পারে। তারা তাকে যে সমস্ত ওষুধ এবং চিকিৎসা দিয়েছিল তা সে গ্রহণ করেছে এবং অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছে। তার কাছে যা কিছু ছিল তার সব কিছু দেওয়া জন্য সে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সে কোন উপকার পায় নি। তারপরও তার মনের মাঝে এই আশা ছিল যে, এক দিন নিশ্চয়ই সে সুস্থ হবে। কিন্তু এখন তার যা কিছু তার সবই সে ব্যয় করে ফেলেছে, তারপরও তার রোগ এতটুকুও আরোগ্য হয় নি। চিকিৎসকেরা তাকে নিরাময়ের অযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে। এখানে দেখুন:

(১) একজন মানুষের যদি দুরারোগ্য কোন ব্যাধি হয়, তারপরও তার অবশ্যই উচিত তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তার যা কিছু আছে তা ব্যয় করা; মহিলাটি তার সমস্ত সম্পদ চিকিৎসদের পেছনে ব্যয় করেছিল।

(২) সেই সমস্ত রোগীদের জন্য সেই চিকিৎসকেরাই সবচেয়ে বড় অসুখ, যারা তাদের রোগীদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তাদেরকে রোগ থেকে মুক্ত করার বদলে যন্ত্রণা দিয়ে থাকে।

(৩) যে সমস্ত রোগী ওষুধ সেবন করে ভাল বোধ করে না বা আরোগ্য লাভ করে না, তারা ক্রমাগতভাবে আরও খারাপের দিকে যায় এবং তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি পায়।

(৪) সাধারণত লোকেরা অসুখে পড়লে খ্রীষ্টের কাছে আসে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের সাহায্যকারীর কাছ থেকে সকল আশা পাওয়ার সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত তারা হয়ে পড়ে করুণ ও হতভাগ্য শরণার্থীর মত, যারা অপরের করুণায় বেঁচে থাক।

২. খ্রীষ্ট তাঁর নিজ শক্তিতে তাকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন, এই বিষয়ের উপরে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সে তার নিজের মনে মনে বলল, যদিও এখানে এমনটি দেখানো হয় নি যে, সে খ্রীষ্টের কোন্ কাজে বা কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, "যদি আমি তাঁর চাদরের প্রান্তভাগ স্পর্শ করতে পারি তাহলেই আমি সুস্থ হব, আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হব," পদ ২৮। সে বিশ্বাস করেছিল যে, খ্রীষ্ট তাকে সুস্থ করতে পারবেন, তবে একজন ভাববাদী হিসেবে নয়, বরং ঈশ্বরের কাছ থেকে সুস্থতা প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন মানুষ হিসেবে, ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে, তাঁর নিজের ভেতরে যে আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার গুণে। তার ঘটনাটি এমন ছিল যে, সে লজ্জায় প্রকাশ্যে তাঁকে সে কথা বলতে পারে নি, কারণ নিশ্চয়ই অন্যেরা এ কথা শুনে তাকে অবজ্ঞা করবে এবং তাকে ঘৃণা করবে। তাই সে গোপনে সুস্থ হওয়ার

ইচ্ছা পোষণ করেছিল এবং তার বিশ্বাস এই ঘটনায় তাকে সাহায্য করেছিল।

৩. এর দ্বারা যে অসাধারণ ফলাফল ঘটল: সে খ্রীষ্টের পেছনে অনুসরণ করে চলা মানুষের ভিড়ে ঢুকে পড়ল এবং সে সামনে গিয়ে খ্রীষ্টের চাদরের প্রান্তভাগ স্পর্শ করতে চাইল। সে চাদরটি স্পর্শ করার পর তাৎক্ষণিকভাবেই সে সুস্থ হয়ে গেল। সে উপলব্ধি করতে পারল যে, তার অসুখ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে, পদ ২৯। তার শরীর থেকে রক্তের যে ধারা ঝরছিল তা তখনি শুকিয়ে গেল এবং সে তার শরীরের সমস্ত স্থানে তাৎক্ষণিকভাবে সুস্থ বোধ করতে লাগল। সে তার জীবনেও কখনও এতটা সুস্থ বোধ করে নি, তাৎক্ষণিক ভাবেই সে সুস্থ হয়ে গেল। আপাত দৃষ্টিতে আমরা বুঝতে পারি যে, এই সুস্থতা লাভের ঘটনাটি আসলেই পুরোপুরিভাবে একটি আশ্চর্য কাজ; কারণ যারা প্রাকৃতিকভাবে এবং প্রাকৃতিক উপায়ে সুস্থ হয়, তারা ধীরে ধীরে সুস্থ হয় এবং তারা ক্রমান্বয়ে তাদের হারানো শক্তি ফিরে পায়, *পার স্যালটাম* (*Per saltum*)– এক মুহূর্তে নয়। কিন্তু ঈশ্বর যা করেন তা তাৎক্ষণিকভাবেই করেন এবং তাঁর কাজ অত্যন্ত যথোপযুক্ত। লক্ষ্য করুন, যাদেরকে খ্রীষ্ট পাপের রোগ থেকে মুক্ত করেন, এই রক্তস্রাবের মত করে, তারা নিজেদের ভেতরে এক সর্বময় পরিবর্তন অনুভব করে এবং আগের থেকে শতগুণে ভাল বোধ করে।

৪. খ্রীষ্টের গোপন রোগীর প্রতি তাঁর অনুসন্ধান এবং তিনি তাকে যে সাহস ও উৎসাহ দিলেন তাকে খুঁজে পাওয়ার পর: খ্রীষ্ট বুঝতে পারলেন যে, তাঁর ভেতর থেকে শক্তি নির্গত হয়েছে, তাঁর ভেতর থেকে আশ্চর্য কাজ করার শক্তি কিছুটা বের হয়ে গেছে, পদ ৩০। তিনি এটি কোন আত্মার প্রদত্ত সংবাদের মাধ্যমে জানেন নি, বরং তিনি তাঁর নিজ আত্মার শক্তিতে এবং অনুভূতি দিয়ে তা জানতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত শক্তির উৎস এবং তার গন্তব্য সম্পর্কে জানেন। তাঁর এই শক্তি যে কোন একটি উত্তম কাজ করার জন্য বিশেষ করে একজন অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার জন্য নির্গত হয়েছে তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁর এই রোগীকে দেখতে চেয়েছিলেন এবং তিনি অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং জিজ্ঞেস করেছিলেন, অত্যন্ত স্নেহের সাথে প্রশ্ন করেছিলেন, "কে আমার কাপড় স্পর্শ করল?" খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে কিছুটা উগ্রভাবে এবং অভদ্রভাবে তাঁকে কিছুটা উপহাস এবং ব্যঙ্গ করে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলেন (পদ ৩১): "আমাদের পেছনে হাজারো মানুষ রয়েছে, আর আপনি বলছেন কে আপনাকে স্পর্শ করল?" তাঁরা এমনভাবে কথাটি বললেন যেন খ্রীষ্টের প্রশ্নটি একেবারেই অবান্তর ছিল। খ্রীষ্ট সে সময় পিছনে ফিরে তাঁর পেছনে অনুসরণ করে আসা জনতার মধ্য দিয়ে হেঁটে চললেন এবং দেখতে লাগলেন কে তাঁকে স্পর্শ করেছিল। এমন নয় যে, যে তাঁকে স্পর্শ করেছে তাকে তিনি দোষারোপ করবেন, বরং তিনি অবশ্যই তার বিশ্বাসকে উৎসাহ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি আরও বেশি করে তাকে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তার নিজের কাজের মধ্য দিয়ে এই সুস্থতা দানের ঘটনাটিতে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর এই গোপন রোগীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সে তার এই কাজের জন্য অবশ্যই পুরস্কৃত হবে। তাঁকে জানানোর জন্য কাউকে প্রয়োজন ছিল না, কারণ সেই মহিলার উপরেই খ্রীষ্টের চোখ গিয়ে পড়েছিল। লক্ষ্য করুন, গোপন পাপের মত গোপন বিশ্বাসের কাজও খ্রীষ্টের কাছে অজানা থাকে না এবং এ সব কিছুই তাঁর দৃষ্টির আওতায় রয়েছে। যদি বিশ্বাসীরা এতটা কাছ থেকে খ্রীষ্টের ভেতরে থেকে শক্তি গ্রহণ করতে পারে বা স্বর্গীয় অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারে, তাহলে তিনি অবশ্যই খুশি হবেন। এই হতভাগ্য নারীটি এখানে নিজেকে প্রভু যীশু

খ্রীষ্টের সামনে প্রকাশ করল (পদ ৩৩)। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে খ্রীষ্টের সামনে এসে দাঁড়ালো, কারণ সে জানতো না যে, খ্রীষ্ট ব্যাপারটিকে কীভাবে দেখবেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের রোগীরা অনেক সময় ভয়ে কম্পমান হয়, যখন তাদের আনন্দ করার জন্য উপলক্ষ্য রয়েছে। সে নিশ্চয়ই সাহসিকতার সাথে খ্রীষ্টের সামনে এসে দাঁড়াতে পারতো, কারণ সে জানতো যে, তিনি তার ভেতরে কি কাজ করেছেন। তারপরও এ কথা জেনেও সে ভীত ও কম্পিত হল। এটি ছিল তার জন্য অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা, তবে তা ছিল এক আনন্দদায়ক বিস্ময়কর ঘটনা।

যাহোক, সে এসে খ্রীষ্টের সামনে উপুড় হয়ে পড়লো। লক্ষ্য করুন, যারা ভয়ে কম্পমান হয়ে এবং আতঙ্কিত হয়, তাদের জন্য খ্রীষ্টের পায়ের কাছে এসে উপুড় হয়ে পড়ার চাইতে ভাল আর কিছুই নেই। তাদের উচিত খ্রীষ্টের পায়ের কাছে পড়ে তাঁর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করা এবং নিজের সমস্ত আবেদন তাঁর কাছে পেশ করা। সেই মহিলা খ্রীষ্টকে সমস্ত সত্য খুলে বলল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের এবং আমাদের আত্মার মাঝে যে গোপন যোগাযোগ রয়েছে তা স্বীকার করার জন্য আমাদের মোটেও লজ্জা পাওয়া উচিত নয়। বরং যখন আমরা সেই আহ্বান পাব, তখন আমাদের উচিত তা বিবেচনা করা, তাঁর প্রশংসা করা এবং সেই সাথে অন্যদেরকেও একইভাবে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য প্রদান করতে উৎসহিত করা। সকলের কাছে আমাদের এ কথা বলা উচিত যে, তিনি আমাদের আত্মার জন্য কি করেছেন এবং আমাদেরকে তিনি কিভাবে অনুগ্রহ দান করেছেন। এই কথা চিন্তা করে আমাদের কাজ করা উচিত যে, কোন কিছুই খ্রীষ্টের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যায় না, আর সেই কারণে আমাদের অবশ্যই উচিত হবে সমস্ত কিছু তাঁর কাছে স্বীকার করা। দেখুন, তিনি সেই মহিলাকে কতটা উৎসাহব্যঞ্জক কথা বললেন (পদ ৫৪): "হে নারী, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করল।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট বিশ্বাসের উপরে সম্মান আরোপ করেছেন। কিন্তু দেখুন, পৃথিবীতে বিশ্বাসের দ্বারা যে কাজ করা হয় তা স্বর্গে গৌরবান্বিত ও প্রশংসিত হয়। খ্রীষ্ট বললেন, "তোমার রোগ সুস্থ হয়েছে।" লক্ষ্য করুন, আমাদের বিশ্বাস সমস্ত কিছুর পূর্ণতা সাধন করে এবং এটি ঈশ্বরের ক্ষমতা ও ওয়াদা সাধন করে। তিনি তখন বলে ওঠেন, "তাই ঘটুক, আমার প্রতি তাই ঘটুক।" ঈশ্বরের অনুগ্রহ সেই ওয়াদা পূর্ণ করে এবং তার প্রার্থনা শ্রবণ করে তা সম্পন্ন করে, "তাই হোক, তোমার প্রতি তাই ঘটুক।" আর সেই কারণেই তিনি এখানে বললেন, "শান্তিতে চলে যাও; তোমার প্রতি যে সুস্থতা দানের আশ্চর্য কাজ করা হল তা তোমার বিশ্বাসের কারণেই কার্যকরী হয়েছে, আর সেই কারণে তুমি এর স্বস্তি অর্জন করেছ।" লক্ষ্য করুন, যারা তাদের বিশ্বাসের কারণে আত্মিক রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তারা শান্তিতে চলে যেতে পারে।

মার্ক ৫:৩৫-৪৩ পদ

রোগ এবং মৃত্যু এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে প্রথম আদমের পাপ এবং অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে; কিন্তু দ্বিতীয় আদমের অনুগ্রহ এবং দয়ার কারণে এর উভয়ই পরাভূত করা হয়েছে। খ্রীষ্ট একটি অনিরাময়যোগ্য রোগের সুস্থতা দান করে এখন মৃত্যুর উপর জয় লাভ করতে চলেছেন, যেভাবে তিনি এই অধ্যায়ের শুরুতে এক ভয়ঙ্কর মন্দ-আত্মার বাহিনীর বিপক্ষে জয় লাভ করেছেন।

ক. যায়ীরের কাছে এই বিষাদময় সংবাদ এসে পৌঁছাল যে, তার কন্যা ইতোমধ্যে মারা গেছে এবং সেই কারণে খ্রীষ্ট যদি অন্য কোন চিকিৎসকের মতই হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর আর গিয়ে কোন লাভ নেই, কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে। যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ আশা আছে এবং সেখানে যে কোন নিরাময়ের জন্য সুযোগ আছে; কিন্তু জীবন যদি একবার চলে যায়, তাহলে তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। "কেন প্রভুকে আর শুধু শুধু কষ্ট দেবেন?" পদ ৩৫। সাধারণত এই ক্ষেত্রে যে ধারণাটি মাথায় চলে আসে তা হচ্ছে, "এটা নির্ধারিত হয়ে গেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে এবং আমি তা মেনে নিয়েছি; সদাপ্রভু দিয়েছিলেন এবং সদাপ্রভুই আবার তুলে নিয়ে গেছেন। যখন আমার সন্তানটি জীবিত ছিল তখন আমি চোখের জল ঝরিয়েছি এবং কেঁদেছি; কারণ তখন আমি বলেছি, আরও কেই না একমাত্র ঈশ্বরই আমার প্রতি সদয় হবেন এবং আমার সন্তান বেঁচে যাবে। কিন্তু এখন সে মারা গেছে, তাই কেন আর আমি কাঁদবো? আমি তা চাইলেও তা আর আমার কাছে ফিরে আসবে না।" এ ধরনের কথা বলেই আমাদের নিজেদেরকে সে সময় শান্ত করার প্রয়োজন, যাতে করে আমাদের আত্মা সে সময় সান্ত্বনা পায়। কিন্তু এই ঘটনাটি ছিল কিছুটা ব্যতিক্রমী; শিশুটির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই ঘটনা শেষ হয়ে যায় নি।

খ. খ্রীষ্ট সেই শোকসন্তপ্ত পিতাকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন এবং উৎসাহ দিলেন যে, সে খ্রীষ্টের কাছে যে আবেদন করেছে তা কোনমতেই বৃথা যাবে না। খ্রীষ্ট পথে যেতে যেতে নিজের অজান্তেই একজনকে সুস্থ করেছেন বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি এখন আর কাউকে সুস্থ করতে পারবেন না। "ভয় কোরো না, শুধু বিশ্বাস কর।" আমরা ধরে নিতে পারি যে, যায়ীর একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টকে তার বাড়িতে আর যেতে বলবেন কি বলবেন না। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য, তাঁর সান্ত্বনা প্রদানের জন্য এবং আমাদের পরিচর্যাকারী ও খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের জন্য ক্রমাগত প্রার্থনা করার জন্য এমন আর কোন উত্তম উপলক্ষ্য আসবে না, যখন কোন বাড়িতে রোগ-বালাই এবং মৃত্যুর আগমন ঘটে। খ্রীষ্ট সেই কারণে খুব দ্রুত এই বিষয়টি সম্পর্কে মনস্থির করলেন; "এই ভেবে ভয় পেও না যে, আমি শুধু শুধুই তোমার বাড়িতে যাচ্ছি। কেবল এ কথা বিশ্বাস কর যে, আমি যে কোন কিছুকে ভাল ঘটনায় রূপান্তর করতে পারি।" লক্ষ্য করুন:

১. আমাদের নিকট সম্পর্কের যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের মোটেও শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়, কিংবা তাদের ক্ষেত্রে আমাদের আর কোন আশা নেই ভেবে দুঃখ করাও উচিত নয়। দেখুন, রাহেলের ক্ষেত্রে কি কথা বলা হয়েছে, যে তার সন্তানদের শোকের কারণে কারোর সান্ত্বনাই মানছিল না, কারণ তাদের একজনও বেঁচে নেই। "তোমার কান্না বন্ধ কর এবং তোমার চোখ থেকে অশ্রু মুছে ফেল। কারণ সবশেষে তোমার জন্য আশা রয়েছে এবং তোমার সন্তান এক সময় না এক সময় আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে (যিরমিয় ৩১:১৬,১৭)। এই কারণে ভয় কোরো না, দুঃখ কোরো না।"

২. বিশ্বাস আমাদের অমোচনীয় দুঃখ এবং কষ্টের বিরুদ্ধে অন্যতম এক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা: তারা যেন নীরব থাকে, তারা যেন শুধুই বিশ্বাস করে। খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস বজায় রাখতে হবে। তাঁর উপরে নির্ভর করতে হবে এবং আমাদের জন্য যা সবচেয়ে মঙ্গল তা-ই তিনি করবেন। আমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখতে হবে এবং সে কারণে আমাদের মোটেও ভয় পাওয়া উচিত হবে না।

গ. তিনি বেছে নেওয়া কয়েকজন মানুষকে নিয়ে সেই মৃত সন্তানটিকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেখানে প্রবেশ করলেন। তিনি একটু আগে একজন হতভাগ্য মহিলাকে সুস্থ করার কারণে এখন তাঁর পেছনে আরও অনেক বেশি মানুষ তাঁকে অনুসরণ করছিল। তাই তিনি এখন সেই জনতাকে ফেলে সামনে এগোলেন এবং অন্য কাউকে আর তাঁকে অনুসরণ করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সাথে শুধুই তাঁর ঘনিষ্ঠ তিনজন শিষ্যকে নিলেন। এরা হলেন পিতর, যাকোব এবং যোহন, এই আশ্চর্য কাজে প্রত্যক্ষ্যদর্শী হওয়ার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক ব্যক্তি। কিন্তু ব্যাপারটা আবার এমন নয় যে, অনেক লোককে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন।

ঘ. তিনি মৃত মেয়েটিকে জীবন দিলেন। এখানে এই ঘটনার বর্ণনা মথি লিখিত সুসমাচারের মত করেই দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র এই বিষয়গুলো আমরা এখানে নতুন করে লক্ষ্য করতে পারি:

১. মেয়েটিকে সকলেই অত্যন্ত ভালবাসত, কারণ তার প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজন সকলেই অত্যন্ত উচ্চস্বরে কাঁদছিল এবং বিলাপ করছিল। বিশেষ করে যখন কোন ফুল পুরোপুরি ফোটার আগেই কলি অবস্থায় ঝরে যায়, তখন তা খুবই দুঃখের এবং শোকের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে আমাদেরও একই ধরনের শোক ও সন্তাপ কাজ করে।

২. এই বিষয়টি যে কোন তর্কের উর্ধ্বে ছিল যে, মেয়েটি আসলেই মারা গিয়েছিল। সেখানে যারা ছিল তারা খ্রীষ্টের কথা শুনে ব্যঙ্গ করে হেসেছিল, কারণ খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "মেয়েটি মারা যায় নি, ঘুমাচ্ছে।" যদিও কথাটির ভেতরে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, কিন্তু তারা সে সময় তা বুঝতে পারে নি।

৩. খ্রীষ্টকে সেই সব লোকদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর করা আশ্চর্য কাজ দেখার জন্য অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন, যারা ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং কাজ সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, কারণ তারা খ্রীষ্টের কথা বুঝতে পারে নি এবং তিনি যখন বলেছিলেন যে, মেয়েটি ঘুমাচ্ছে তখন তারা তাঁকে সেই কথার জন্য উপহাস করেছিল।

৪. তিনি তাঁর সাথে তাঁর আশ্চর্য কাজের সাক্ষী হওয়ার জন্য মেয়েটির বাবা-মাকে সাথে নিয়েছিলেন। তিনি তাদের সান্ত্বনার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন, যারা সত্যিকার অর্থেই শোককারী ছিলেন, কারণ তারা সে সময় নীরব ছিলেন।

৫. খ্রীষ্ট সেই শিশুটিকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন তাঁর একটি কথার শক্তিতে, যা এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সিরীয় ভাষায়, যে ভাষায় খ্রীষ্ট সেই সময়টিতে কথা বলেছিলেন, যাতে করে এই ঘটনার প্রতি আরও বেশি গুরুত্ব আরোপিত হয়: "*টালিথা কুমি (Talitha, cumi)*, হে কন্যা, আমি তোমাকে বলছি, ওঠো।" ড. লাইটফুট বলেছেন, এটি যিহূদীদের একটি প্রথা ছিল আর তা হচ্ছে, যখন তারা কোন একজন অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসা দিতে যেত, তখন তারা সেই রোগীকে বলত, "ওঠো, তোমার রোগ থেকে আরোগ্য লাভ কর;" এর অর্থ হচ্ছে, "আমরা আশা করি তুমি, খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।" শুধু তাই নয়, এখানে আরও গভীর অর্থ আছে,– মৃত মানুষের উঠে বসার কোন ক্ষমতা নেই, সেই কারণে এই কথার মধ্য দিয়েই মৃত মেয়েটি এই ক্ষমতা লাভ করেছিল, যাতে করে সেই আদেশ কার্যকরী হয়। "*ডা কুয়োড যুবেস, এট যুবে কুয়োড ভিস* (*Da quod jubes, et jube quod vis*)– তোমাকে যা দেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে তা দাও এবং তোমার যা ইচ্ছা রয়েছে সেই

আদেশ কর।” খ্রীষ্ট যখন আদেশ দিয়েছেন তখন তিনি নিজেই কাজ করেছেন এবং তিনি নিজেই এই আদেশ অনুসারে কাজ করে থাকেন। আর সেই কারণে তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই মেয়েটিকে জীবন দান করেছেন। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই আদেশ দিয়ে থাকেন এবং সে অনুসারে কাজ করে থাকেন। এভাবেই সুসমাচার তাদেরকে আহ্বান জানায়, যারা প্রকৃতিগতভাবে মৃত এবং তারা পাপের কারণে নরকে যাওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তিনি তাদেরকে তাঁর ক্ষমতায় আবারও জীবিত করে তুলতে পারেন, যেভাবে এই মেয়েটিকে এখানে মৃত্যু থেকে জীবন দেওয়া হল। তিনি মেয়েটিকে বললেন, “ওঠো, মৃত্যু থেকে জীবিত হও।” সেই কথা বিফলে গেল না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাটি পূর্ণ হল; “খ্রীষ্ট তোমাকে আলো দান করবেন” (ইফিষীয় ৫:১৪)। খ্রীষ্টের মুখের বাক্য ই আত্মিক জীবন দান করে, “আমি তোমাকে বলছি, জীবিত হও” (যিহিস্কেল ১৬:৬)।

৬. মেয়েটি তার জীবন ফিরে পাওয়ার সাথে সাথেই উঠে বসল এবং হেঁটে চলে বেড়াতে লাগল, পদ ৪২। আমাদের আত্মিক জীবন তখনই ফিরে আসে, যখন আমরা আমাদের ক্লেশ এবং অসাবধানতার বিছানা ছেড়ে উঠি এবং সে সময় আমরা হেঁটে ধর্মীয় জীবনে পদচারণ করি। আমরা তখন খ্রীষ্টের নামে এবং শক্তিতে হেঁটে চলে ফিরি। এমন কি যাদের বয়স বারো বছর, তারাও এমনটি আশা করতে পারে যে, তারা সেই সমস্ত মানুষের মত হেঁটে ফিরে বেড়াবে, যাদেরকে খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে জীবন দান করেছেন, নতুবা তাদের মনের অসারতা কোন দিনই দূর হবে না।

৭. যারা এই ঘটনা দেখলো এবং যারা এই ঘটনার কথা শুনল তার সকলে এই আশ্চর্য ঘটনার প্রতি তাদের মনকে নিবদ্ধ করল। তারা অত্যন্ত বিস্মিত হল এবং তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অত্যন্ত সমীহ করতে লাগল। তারা মহা বিস্ময়ে বিস্মিত হল। তারা এ কথা না বলে পারল না যে, তাঁর মধ্যে কোন বিশেষ ক্ষমতা কাজ করে এবং তারা আসলে জানে না যে, তিনি কোন শক্তিতে এই কাজ করছেন বা এর মধ্য দিয়ে তিনি কাকে প্রকাশ করছেন। তাদের এই বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে তাদের অবশ্যই জীবন্ত বিশ্বাসের পথে চালিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তারা বরং শুধুই বিস্মিত হল এবং অবাক হল।

৮. খ্রীষ্ট এই ঘটনার কথা গোপন রাখার ইচ্ছা পোষণ করলেন: তিনি কঠোরভাবে সবাইকে নিষেধ করলেন, যেন কোন মানুষ এ কথা না জানে। এই ঘটনার কথা খুব কম মানুষই সাক্ষী হিসেবে সামনা-সামনি দেখেছিল, কিন্তু এছাড়া তিনি আর কারো সামনে এই ঘটনার কথা বলেন নি। তিনি চান নি যে, আর কেউ এই ঘটনার কথা জানুক, কারণ তাঁর নিজের পুনরুত্থানই মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আর সেই কারণেই তিনি এ ধরনের অন্য সকল দৃষ্টান্ত বা আশ্চর্য কাজের ঘটনা চেপে রাখতে চেয়েছিলেন, যাতে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর পুনরুত্থানের ঘটনা যথাযোগ্য মর্যাদায় সকলের কাছে প্রকাশিত হয়। সেই সময় পর্যন্ত ঘটনাটিকে তিনি গোপন করে রাখতে বলেছিলেন।

৯. খ্রীষ্ট মেয়েটিকে কিছু খেতে দিতে বলেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, মেয়েটি শুধু যে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছিল তাই নয়, বরং তার স্বাস্থ্য অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে ভাল হয়ে গিয়েছিল। সে খাবারও খেতে চেয়েছিল, অর্থাৎ তার মুখে রুচি ফিরে এসেছিল। *এমন কি খ্রীষ্টের আবাসে নবজাত শিশুও দুধ*

খেতে চাইবে (১ পিতর ২:১,২)। এটি দেখার বিষয় যে, ঈশ্বর সর্বপ্রথম যখন মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন তখন তিনি তার জন্য খাবারের সংস্থান করেছিলেন এবং পৃথিবীতে তিনি যখন তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তখনও তিনি তাদেরকে খাবারের উৎস দান করেছিলেন (আদি ১:২৯)। তাই এখন যেহেতু তিনি মেয়েটিকে এক নতুন জীবন দিচ্ছেন, সেহেতু তিনি তার এই বিষয়েও খেয়াল রাখলেন যে, তাকে নিশ্চয়ই এখন কিছু খেতে দেওয়া উচিত; কারণ সে এখন জীবন ফিরে পেয়েছে। সে এখন থেকে বেঁচে থাকবে, কিন্তু তার অনন্ত জীবনের জন্য অবশ্যই খ্রীষ্টের প্রয়োজন রয়েছে, কারণ মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচবে না (মথি ৬:২৫)। যখন খ্রীষ্ট আত্মিক জীবন দান করেছিলেন, তিনি সেই জীবনকে অনন্ত কাল ধরে বেচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং পুষ্টি দান করেছিলেন, কারণ তিনি কখনোই তাঁর নিজের হাতে যাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন বা উদ্ধার করে এনেছেন, তাকে ভুলে যাবেন না।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৬

এই অধ্যায়ে আমাদের সামনে নানাবিধ ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যার সবই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে। এর সবই আমরা এর আগে মথি লিখিত সুসমাচারে দেখেছি, কিন্তু কিছু ভিন্ন পারিপার্শ্বিক ঘটনা এখানে আমাদের চোখে পড়ে, যা মথি উল্লেখ করেন নি। এখানে রয়েছে:-

ক. খ্রীষ্ট তাঁর নিজের জাতির লোকদের কাছে ঘৃণিত হন, কারণ তিনি তাদেরই একজন ছিলেন এবং তারা তাঁর উৎস সম্পর্কে জানতো বা তারা জানে বলে ভাবতো, পদ ১-৬।

খ. তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে মন্দ-আত্মা তাড়ানোর জন্য ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা দান করলেন, তাঁদের প্রতি এই দায়িত্ব এবং ক্ষমতা অর্পণের একটি বিবৃতি, পদ ৭-১৩।

গ. হেরোদ এবং অন্যান্যদের খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে বিস্ময়কর ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল তার বিবৃতি, এর উদ্ভব ঘটেছিল হেরোদের হাতে বাপ্তিস্মদাতা যোহন সাক্ষ্যমর হওয়ার পর, পদ ১৪-২৯।

ঘ. খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের একটি নির্জন স্থানে সময় কাটানো; জনতা তাঁর কথা শোনার জন্য তাঁর পেছনে পেছনে অনুসরণ করে যায় এবং খ্রীষ্ট পাঁচ হাজার লোককে পাঁচটি রুটি এবং দু'টি মাছ দিয়ে খাওয়ান, পদ ৩০-৪৪।

ঙ. খ্রীষ্ট সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁর শিষ্যদের কাছে যান এবং সমুদ্রের অপর পারে তিনি বহু মানুষকে সুস্থ করেন।

মার্ক ৬:১-৬ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. খ্রীষ্ট তাঁর নিজ প্রদেশে দেখা দেন, তবে এই স্থানটি যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই স্থান নয়, বরং তিনি যেখানে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন সেই স্থান; আর সেটি ছিল নাসরত; যেখানে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা বসবাস করতেন। তাদের মধ্যে গিয়ে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছিল (লূক ৪:২৯), তথাপি তিনি আবারও তাদের মাঝে এলেন। এতটাই বিস্ময়কর এই ঘটনা, কারণ তিনি নিজের সম্মানের দিকে না তাকিয়ে তাঁর শত্রুদের পরিত্রাণ দান করতে সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি যেখানেই গিয়েছেন, সেখানে বিপদের আশঙ্কা থাকলেও তাঁর শিষ্যরা তাঁর সাথে সাথে সেখানে গিয়েছেন (পদ ১); কারণ তাঁদের যা কিছু ছিল তার সবই তাঁরা ফেলে রেখে এসেছিলেন, যাতে করে তিনি যেখানেই যান তাঁরা সেখানেই তাঁকে অনুসরণ করতে পারেন।

খ. সেখানে তিনি সমাজ-ঘরে শিক্ষা দিলেন, সেই দিনটি ছিল বিশ্রামবার, পদ ২। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তাঁর কাছে অন্যান্য স্থানে যেভাবে মানুষের ঢল পড়ে যেত সেভাবে সে সময় মানুষ জড়ো হয় নি, কাজেই বিশ্রামবার ছাড়া অন্য কোন সময় তিনি শিক্ষা দেওয়ার মত এত মানুষকে এক সাথে পান নি; আর তাই তিনি সেখানে স্পষ্টভাবে

এবং গাম্ভীর্যের সাথে পবিত্র শাস্ত্র থেকে পাঠ করেছিলেন। ধর্মীয় সমাবেশে, বিশ্রামবারের দিনে খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসারে পবিত্র শাস্ত্র থেকে পাঠ করা উচিত। আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশনা লাভ করার মধ্য দিয়ে তাঁকে গৌরব প্রদান করি।

গ. তারা এ কথা স্বীকার না করে পারল না যে, তিনি এই কাজের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সম্মানিত হয়েছিলেন।

১. তিনি মহান জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সহকারে কথা বলছিলেন এবং এই জ্ঞান তাঁকে স্বর্গ থেকেই প্রদান করা হয়েছিল, কারণ তারা জানতো যে, তিনি কোন ধরনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নি।

২. তিনি আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি নিজ হাতে সেই সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, কারণ তিনি যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা তিনি আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তারা তাঁর সুসমাচারের দু'টি মহা স্বর্গীয় নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছিল– স্বর্গীয় জ্ঞান, যা এই সুসমাচার প্রদানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিল এবং স্বর্গীয় ক্ষমতা, যা এই সুসমাচার প্রতিষ্ঠা এবং এর প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিল। সেই সাথে যদি তারা এর বৈশিষ্ট্যগুলো এবং শর্তগুলোকে অস্বীকার করতে পারেন নি, তথাপি তারা এ থেকে কোন সমাধানেও যেতে পারেন নি।

ঘ. তারা খ্রীষ্টকে অবিশ্বাস করার জন্য ষড়যন্ত্র করল এবং লোকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে লাগল। তাঁর এত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, এই সমস্ত আশ্চর্য কাজ, এ সবের কোন মূল্যই থাকল না, কারণ তাঁর তেমন কোন শিক্ষাগত যোগতা ছিল না, তিনি কখনো কোথাও উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করেন নি, কিংবা তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েন নি, অথবা তিনি কোন ধর্ম-শিক্ষক বা শিক্ষকের পায়ের কাছে বসে শিক্ষা নেন নি (পদ ৩): "এ কি সেই কাঠমিস্ত্রির ছেলে নয়?" মথি লিখিত সুসমাচারে আমরা দেখতে পাই, তিনি একজন কাঠমিস্ত্রির সন্তান হিসেবে বড় হয়েছিলেন। তাঁর পালক পিতা যোষেফ এই কাজই পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে আমরা এটাও দেখতে পাই যে, যদিও তারা বলেছিল, "এ কি সেই কাঠমিস্ত্রির ছেলে নয়?" তথাপি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্ভবত নিজেকে সেই কাজেই নিয়োজিত করেছিলেন তাঁর পিতার সাথে। তিনি প্রকাশ্যে তাঁর শিক্ষা দান এবং প্রচার কাজে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত এই কাজই করেছেন, অন্ততপক্ষে মাঝে মাঝে অবশ্যই তিনি এই কাজ করেছেন।

১. এভাবেই তিনি নিজেকে নম্র করেছেন এবং নিজেকে নিচু করেছেন। তিনি নিজেকে এমন একজন মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যিনি একজন দাসের রূপ ধরে এই পৃথিবীতে এসেছেন এবং তিনি পরিচর্যাকারী হতেই এসেছেন। এভাবেই আমাদের ত্রাণকর্তা নিজেকে আমাদের জন্য এতটা নিচু করেছেন। তিনি চেয়েছেন যেন আমরা আমাদের নিচু অবস্থা থেকে উদ্ধার পাই।

২. তিনি এভাবে আমাদের কাছে শিক্ষা দিচ্ছেন কিভাবে অলসতা দূর করতে হয় সে সম্পর্কে এবং কি করে আমাদের নিজেদেরকে এই পৃথিবীতে কোন না কোন কাজে ব্যস্ত রাখতে হয় সে সম্পর্কে। আমাদেরকে অবশ্যই সব সময় কোন না কোন শ্রমে বা কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে এবং নিজেদেরকে অলস বসিয়ে রাখার চাইতে কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করা অনেক বেশি সম্মানজনক কাজ। যুবকদের জন্য অলস সময়

কাটানো এবং ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ানোর চাইতে অ বিশ্বাসজনক আর কিছুই নেই। যিহূদীদের এই বিষয়টির জন্য একটি সুন্দর নিয়ম ছিল, আর তা হচ্ছে– তাদের মধ্যে যে যুবক, তরুণ ও কিশোররা থাকত, তাদেরকে পণ্ডিতদের কাছে এবং ধর্ম-শিক্ষক বা ধর্ম শিক্ষদের কাছে পাঠানো হত, যেন তারা তাদের সাথে সাথে থেকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতে পারে। এছাড়া যারা ছোটবেলা থেকেই ধর্মচর্চায় নিজেদেরকে নিবেদিত করতে চাইত, তাদেরকে বিভিন্ন হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত, যেমন প্রেরিত পৌল একজন তাঁবু প্রস্তুতকারী ছিলেন, যাতে করে তারা বিভিন্ন ব্যবসায় বা কাজ করার মাধ্যমে তাদের অবসর সময় কাটাতে পারে এবং সেই সাথে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এতে করে অনেক সময় তাদের রুটি রোজগারের জন্যও সহায়ক হত।

৩. এভাবে তিনি সেই সমস্ত ঘৃণিত এবং অবহেলিত দিন মজুর, শ্রমিক এবং হস্তশিল্পীদের উৎসাহ দিয়েছেন, যারা তাদের নিত্য দিনের রোজগার দিয়ে তাদের সংসার চালাত, যদিও অনেক উচ্চ পদে আসীন ব্যক্তি খ্রীষ্টের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ক্রুর চোখে দেখেছেন।

তারা খ্রীষ্টের বিষয়ে আরেকটি ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছিল, আর তা হচ্ছে, "সে মরিয়মের সন্তান; তার মা এবং ভাইয়েরা তো এখন এখানেই আছে আমাদের সাথে; আমরা তার পরিবার এবং তার আত্মীয়-স্বজন সকলকেই চিনি।" আর সেই কারণেই তারা তাঁর শিক্ষা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল (পদ ২)। তথাপি তারা তাঁর ব্যক্তিত্ব দেখে কিছুটা সমীহ তাঁকে করেছিল বটে (পদ ৩) এবং তারা সেই কারণেই গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তারা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করল না, যদিও তা গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমরা এ কথা ভাবতে পারি যে, যদি তারা তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর পরিবারের সম্পর্কে সমস্ত কথা না জানতো, বরং তিনি যদি তাদের সামনে মেঘের ভেতর থেকে আবির্ভূত হতেন, তাঁর পিতা, মাতা এবং অন্য কোন পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কারো যদি কোন কিছু জানা না থাকত, তাহলে তারা কি তাঁকে সম্মান করতো? নিশ্চয়ই না, কারণ যিহূদিয়াতে, যেখানে তাঁর পরিবার এবং জন্ম পরিচয় সম্পর্কে কেউ কিছুই জানতো না, সেখানেও তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিতা এসেছিল (যোহন ৯:২৯): "এ কোথা থেকে আসল, তা জানি না।" অন্ধ ও গোঁড়া অবিশ্বাসের জন্য কখনোই কোন অজুহাতের অভাব হয় না।

ঙ. লক্ষ্য করুন, কিভাবে খ্রীষ্ট এই অপবাদের বিরুদ্ধে কথা বললেন:

১. তিনি অংশত তাঁর প্রতি করা এই অবিশ্বাস ক্ষমা করে দিলেন, যা তিনি প্রায়শই করে থাকেন, যদিও এর কোন যুক্তি ছিল না বা কোন ন্যায়সঙ্গত আচরণও তারা তাঁর সাথে করে নি (পদ ৪): *নিজের দেশ ও আত্মীয়-স্বজন এবং নিজের গৃহ ছাড়া আর কোথাও ভাববাদী অসম্মানিত হন না*। এই প্রথার ক্ষেত্রে হয়তো দু'একটি ব্যতিক্রম দেখা যেতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে পরিচর্যাকারী এবং ভাববাদীরা অপরিচিত স্থানে গিয়ে যতটা সম্মানিত ও গৃহীত হতেন, নিজেদের দেশে গিয়ে ও নিজেদের জাতির লোকদের মধ্যে গিয়ে তাঁরা মোটেও সে ধরনের অভ্যর্থনা পেতেন না। নিজেদের মধ্যে বসে জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব হয় না, কারণ সেখানে তাঁর জনপ্রিয়তার বদলে বরং ঈর্ষা এবং শত্রুতার জন্ম নেয়। মানুষ যার সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানে এবং যার পরিবার সম্পর্কেও অনেক ভালভাবে জানে, তার নেতৃত্বে চলতে একেবারেই অনিচ্ছুক হয়। এই কারণে সে সময় সেই পরিচর্যাকারী বা ভাববাদীর অন্য কোন স্থানে চলে যাওয়া এবং অন্য কোন স্থানে গিয়ে সেবা দান করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। খ্রীষ্টও তাই করেছিলেন,

তিনি অন্য স্থানে দিয়ে তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন।

২. তিনি তাদের মধ্যে কিছু ভাল কাজ করেছিলেন, তারা তাঁর প্রতি যে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তিনি তাদের জন্য মঙ্গল সাধন করেছিলেন। তিনি মন্দ এবং অকৃতজ্ঞদের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করেন। তিনি কয়েকজন অসুস্থ লোকের উপরে হাত রেখে তাদেরকে সুস্থ করলেন। লক্ষ্য করুন, যারা দয়ালু এবং যারা খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাদেরকে অবশ্যই উত্তম কাজ করে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট থাকতে হবে, যদিও তাদের কাজের প্রতি অন্যায্যভাবে নিন্দা ও তিরস্কার করা হবে।

৩. তথাপি তিনি সেখানে খুব বেশি আশ্চর্য কাজ করতে পারলেন না, অন্ততপক্ষে অনেক বেশি কাজ করতে পারলেন না, যা তিনি অন্য অনেক স্থানেই করেছেন, এর কারণ হচ্ছে লোকদের মধ্যে তার সম্পর্কে অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল, যেহেতু ধর্মীয় নেতারা লোকদের ভেতরে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা বলে তাদেরকে খেপিয়ে তুলেছিল, পদ ৫। এটি একটি বিস্ময়কর অভিব্যক্তি, কারণ অবিশ্বাস নিজেই সর্বশক্তিমত্তার হাত বেঁধে ফেলে। খ্রীষ্ট সেখানে আরও অনেক আশ্চর্য কাজ করতে পারতেন, যা তিনি অন্যান্য স্থানে করেছেন, কিন্তু তিনি তা পারলেন না, কারণ লোকেরা তাঁর কাছে আবেদন করতে পারতো না বা আসতো না, তারা তাঁর অনুগ্রহ চাইতে আসতো না। তিনি তাদের মধ্যে আশ্চর্য কাজ করতে পারতেন ঠিকই, কিন্তু তারা তাদের প্রতি সেই মঙ্গল কাজের পথ নিজেরাই রুদ্ধ করে রেখেছিল। লক্ষ্য করুন, অবিশ্বাস এবং খ্রীষ্টের প্রতি ঈর্ষার কারণে লোকেরা তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ গ্রহণ করলো না এবং তারা নিজেদের দরজায় খিল লাগিয়ে বসে থাকলো।

৪. তিনি তাদের অবিশ্বাস দেখে বিস্মিত হলেন, পদ ৬। আমরা দেখেছি কীভাবে খ্রীষ্ট অযিহূদীদের, অর্থাৎ তাঁর নিজ জাতি ব্যতিত অন্য জাতির লোকদের বিশ্বাস দেখে বিস্মিত হয়েছেন, যেমনটি হয়েছিল শতপতির ক্ষেত্রে (মথি ৮:১০) এবং সেই শমরীয় নারীর ক্ষেত্রে। আর এখন তিনি বিস্মিত হচ্ছেন সেই সমস্ত লোকদের অবিশ্বাস দেখে, যারা ছিল তাঁর নিজের জাতির লোক। লক্ষ্য করুন, যারা অনুগ্রহের মাধ্যম উপভোগ করে, তাদের মধ্যে যদি অবিশ্বাস দেখা যায়, তাহলে সেটাই সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

৫. তিনি ঘুরে ঘুরে সারা গ্রামে শিক্ষা দিতে লাগলেন। যদি আমরা যেখানে চাই সেখানে ভাল কাজ করতে না পারি, তাহলে আমাদের অন্য আর যে সমস্ত স্থানে করার সামর্থ আছে সেখানে গিয়ে সেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা উচিত এবং যদি আমরা সুযোগ পাই তাহলে অবশ্যই আমাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরেও খ্রীষ্টের এবং তাঁর আত্মার সেবা করা উচিত। অনেক সময় খ্রীষ্টের সুসমাচার সবচেয়ে ভালভাবে গৃহীত হয় গ্রামে, যেখানে অর্থ সম্পদের আধিক্য নেই, যশ, খ্যাতি, জনপ্রিয়তা ইত্যাদির আধিক্য নেই, যা জনবহুল শহরে ও নগরে রয়েছে।

মার্ক ৬:৭-১৩ পদ

এখানে আমরা দেখি:

ক. বারোজন শিষ্যকে প্রেরিত হিসেবে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল: তাঁদেরকে প্রচার করার

এবং আশ্চর্য কাজ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এখানে যা রয়েছে তা আমরা আরও বিস্তারিতভাবে এর আগে দেখেছি (মথি ১০ অধ্যায়)। মার্ক এখানে তাঁদের নাম উল্লেখ করেন নি, যেভাবে মথি করেছেন, কারণ তিনি এর আগেই তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, যখন তাঁদেরকে সর্বপ্রথম তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় (মার্ক ৩:১৬-১৯)। সেই সময় থেকেই তাঁরা সব সময় খ্রীষ্টের সাথে সাথে থাকতেন, তাঁর পায়ের কাছে বসে শিক্ষা নিতেন, তাঁর শিক্ষা শুনতেন এবং তাঁর করা আশ্চর্য কাজ দেখতেন। আর এখন তিনি তাদেরকে কাজে লাগাতে চাইছেন। তাঁরা এত দিন গ্রহণ করেছেন, যা তাদেরকে প্রদান করতে হবে। তাঁরা তা শিখেছেন যা তাঁদেরকে অন্যদের কাছে শিক্ষা দিতে হবে। আর সেই কারণে তিনি এখন তাঁদেরকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করতে শুরু করলেন। তাঁদের জ্ঞান অর্জনের জন্য সব সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই, বরং তাঁদেরকে সারা দেশের গ্রামে গ্রামে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে প্রচার করতে হবে, যাতে করে তাঁরা যে জ্ঞান লাভ করেছেন তার সদ্ব্যবহার তাঁরা করতে পারেন। যদিও তাঁদের যা হতে হবে তা এখনো তাঁরা ভালভাবে হতে পারেন নি, তার পরও তাঁদের বর্তমান সামর্থ এবং ক্ষমতা অনুসারে তাঁদেরকে অবশ্যই কাজে নেমে পড়তে হবে এবং এর আরও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট তাঁদেরকে দুইজন দুইজন করে প্রেরণ করলেন; মার্ক এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা যে কোন স্থানে দুই জন দুই জন করে গিয়েছেন, যাতে করে দুই জন সাক্ষীর মুখ থেকে নির্গত সাক্ষ্য সমস্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাতে করে তাঁরা যখন অপরিচিতদের মধ্যে যাবেন তখন তাঁরা একে অপরকে সঙ্গ দিতে পারেন, নিজেদের হাতকে শক্তিশালী করতে পারেন এবং তাঁদের হৃদয়কে আরও দৃঢ় করতে পারেন। তাঁরা যখন তাদের দলের থেকে আলাদ থাকবেন, তখন অবশ্যই তাঁদেরকে নিজেদের সহায় নিজেদেরই হতে হবে। প্রত্যেক সাধারণ যোদ্ধার সাথে তার সহযোদ্ধা থাকে। একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে, *দুইজন সব সময়ই একজনের চাইতে ভাল*। খ্রীষ্ট এভাবেই তাঁর শিষ্যদেরকে একে অপরের সঙ্গী হতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁদেরকে একে অপরের কাছ থেকে সাহায্য নিতে আদেশ দিয়েছেন।

২. তিনি তাঁদেরকে মন্দ-আত্মার উপরে ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদেরকে শয়তানের রাজ্যে আঘাত হানার শক্তি দিয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে ক্ষমতাহীন করার শক্তি দিয়েছিলেন। এটি ছিল মানুষের আত্মায় শয়তানের আধিপত্য ধ্বংস করে সেখানে সুসমাচারের বাক্য প্রবেশ করার একটি নমুনা। এভাবেই মন্দ-আত্মায় আক্রান্ত মানুষের ভেতর থেকে সমস্ত শয়তানী শক্তি ও মন্দ-আত্মা বের করে সেখানে পবিত্র আত্মার প্রবেশ ঘটানো হত। ড. লাইটফুট বলেছেন, তাঁরা অনেক অসুস্থ লোককেও সুস্থ করেছেন এবং তাঁরা অনেকের ভেতর থেকে মন্দ-আত্মা তাড়িয়েছেন পবিত্র আত্মার সাহায্যে। তাঁরা সেই বিষয়ই একমাত্র শিক্ষা দিয়েছেন, যা তাঁরা তাদের প্রভু খ্রীষ্টের মুখ থেকে শুনেছেন।

৩. তিনি তাঁদেরকে যাত্রার সময় সাথে করে কোন কিছু নিতে নিষেধ করেছিলেন, রুটিও না, ঝুলিও না, থলিতে পয়সাও না; যাতে করে তাঁরা যেখানেই যাবেন সেখানেই তাঁদেরকে দেখেই সকলে বলতে পারে যে, তাঁরা আসলে গরীব লোক, তাঁরা এই পার্থিব জগতের মানুষ নয় এবং এ কারণে তাঁরা অপর জগতের অনুগ্রহ দানের জন্য সকল

মানুষকে আহ্বান জানাবেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁদেরকে সাথে করে ঝুলি বা থলি কোন কিছু নিতেই বারণ করেছেন (লূক ২২:৩৬), এর অর্থ এই নয় যে, (ড. লাইটফুট এমনটিই মনে করেন), তিনি তাঁদের প্রতি যতটুকু যত্ন নিতেন এই মুহূর্তে তা কমে গিয়েছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাঁদেরকে সবচেয়ে খারাপ সময় এবং খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। তাঁরা প্রথম অভিযানেই যে ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারেন তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। মথি এবং লূক লিখিত সুসমাচারে বলা হয়েছে, তাঁদেরকে লাঠি নিতে নিষেধ করা হয়েছে, যা ছিল মূলত লড়াই করার বিশেষ লাঠি। কিন্তু এখানে মার্কের সুসমাচারে বলা হয়েছে তাঁরা যেন সাথে করে শুধুমাত্র যাত্রার জন্য একটি করে লাঠি ছাড়া আর কিছুই না নেয়, যা ছিল মূলত হাঁটার সুবিধার্থে ব্যবহৃত লাঠি, যা তীর্থযাত্রীরা ব্যবহার করতো। তাঁদেরকে সাথে করে জুতা নিতে নিষেধ করা হয়েছিল, শুধু স্যান্ডেল নিতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যা শুধুমাত্র তাদের পায়ের নিচের অংশকে আবৃত করে রাখতো, এর আরেক নাম স্লিপার বা চপ্পল। তাঁদেরকে অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের যে পোশাকটি প্রস্তুত রয়েছে সেই পোশাকটি পরেই যেতে হবে এবং তাঁদের সাথে করে দু'টি কোর্তা নিলে চলবে না, কারণ তাঁরা খুব বেশি সময় কোন স্থানে অবস্থান করবেন না। তাঁরা অবশ্যই শীতকালের আগেই ফিরে আসবেন এবং তাঁরা যেখানে যেখানে যাবেন এবং যাদের বাড়িতে গিয়ে প্রচার করবেন, তারাই আনন্দের সাথে তাঁদের যা যা প্রয়োজন তা-ই যুগিয়ে দেবেন।

৪. তিনি তাঁদেরকে এই নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যে শহরেই যান না কেন, সেই বাড়িটিকেই তাঁদের প্রধান কার্যালয় হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে, যে বাড়িটিতে তাঁরা সবচেয়ে প্রথমে উঠবেন (পদ ১০): "তোমরা যে কোন স্থানে যে গৃহে প্রবেশ করবে, সেই স্থান থেকে প্রস্থান করা পর্যন্ত সেই গৃহেই থেকো। যেহেতু তোমরা জানো যে, তোমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছ তাতে করে সকলেরই আন্তরিকতার সাথে তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা, সে কারণে প্রথমেই যে তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কোরো এবং এ কথা মাথায় রেখো যে, তারা তোমাদেরকে বোঝা বলে মনে করছে না।"

৫. যাদের কাছে তাঁরা এই সুসমাচার প্রচার করবেন, তাদের মধ্যে যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের প্রতি তিনি এক মহা ধ্বংসের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন (পদ ১১): "আর যদি কোন স্থানের লোকেরা তোমাদেরকে গ্রহণ না করে এবং তোমাদের কথাও না শুনে, তবে সেখান থেকে প্রস্থান করার সময় তাদের উদ্দেশে সাক্ষ্যের জন্য নিজ নিজ পায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেলো। সেখান থেকে চলে এসো, কারণ একজন তোমাদের কথা না শুনলে আরেকজন ঠিকই তা শুনবে। তারা এ কথা জানুক যে, তাদের কাছে জীবন লাভের জন্য দারুণ এক সুযোগ সামনে আনা হয়েছিল, এই ধুলা তার সাক্ষী দেবে। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা আর পুনরায় তা পাওয়ার আশা করতে পারে না। তাদেরকে তাদের নিজেদের ধুলা বহন করতে হবে, কারণ এখানেই তাদের ধ্বংস নিহিত আছে।" এই ধুলা কাজ করবে মিশরের সেই দশ আঘাতের ধুলার মত (যাত্রা ৯:৯), এটি তাদের বিরুদ্ধে মহামারীর মত করে কাজ করবে এবং তাদেরকে এই ধুলা সেই মহান শেষ বিচারের দিনে অভিযুক্ত করবে। তাদের অবস্থা সদোমের চাইতেও

অনেক বেশি অসহনীয় হবে, কারণ সদোমে প্রেরণ করা হয়েছিল স্বর্গদূতদেরকে এবং তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদেরকে অবিশ্বাস করেছে; সেই কারণে যারা খ্রীষ্টের সুসমাচার নিয়ে এসেছেন তাদেরকে এবং এই সুসমাচারকে যারা প্রত্যাখ্যান করবে তাদের জন্য সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিনাশ অপেক্ষা করছে।

খ. প্রেরিতদের দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান। যদিও তাঁরা তাঁদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁরা এর দ্বারা কোন পার্থিব সুযোগ সুবিধা আদায় করার চিন্তা করছিলেন না, তথাপি তাঁদের প্রভুর আদেশ মান্য করার জন্য এবং তাঁর শক্তির উপরে নির্ভর করার জন্য তাঁদেরকে যেতে হবে অব্রাহামের মত। তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনেই তাঁদেরকে যাত্রা করতে হবে। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তাঁরা যে বিষয়ে প্রচার করবেন: তাঁরা এমনভাবে প্রচার করবেন যেন লোকেরা অনুতাপ করে (পদ ১২)। তাদের অবশ্যই নিজেদের মন পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদের পুরনো জীবন থেকে ফিরে আসতে হবে, কারণ তাদেরকে বিবেচনা করতে হবে আসন্ন খ্রীষ্টের রাজ্যের কথা। লক্ষ্য করুন, সুসমাচার প্রচারকদের মহান উদ্দেশ্য এবং সুসমাচার প্রচারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষকে অনুতাপের পথে নিয়ে আসা, তাদেরকে একটি নতুন হৃদয় এবং একটি নতুন পথে নিয়ে আসা। তাঁরা লোকদেরকে কৌতূহলী করে তুলতে প্রচার করবেন না, বরং তাঁরা লোকদেরকে তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করতে বলবেন এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে বলবেন, যা তাদের অবশ্যই করতে হবে।

২. তাঁরা যে আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন: খ্রীষ্ট তাঁদেরকে মন্দ-আত্মা তাড়াবার জন্য ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যা মোটেও অকার্যকরী ছিল না, কিংবা তাঁরা শুধু শুধু এই ক্ষমতা লাভ করেন নি, বরং তাঁদেরকে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছিল, যাতে করে তাঁরা অনেক অনেক মন্দ-আত্মাকে তাড়াতে পারেন (পদ ১৩): আর তাঁরা অনেক মন্দ-আত্মা ছাড়ালেন ও অনেক অসুস্থ লোকের মাথায় তৈল দিয়ে তাদেরকে সুস্থ করলেন। অনেকে মনে করেন যে, এই তেল চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল, যা যিহূদীদের একটি প্রথা ছিল। কিন্তু আমি মনে করি যে, এটি ছিল চিকিৎসার একটি অত্যাশ্চর্য চিহ্ন, যা খ্রীষ্ট নিজেই স্থাপন করেছিলেন, যদিও তা এখানে উল্লেখ করা হয় নি। পরবর্তীতে এই প্রথা মণ্ডলীর প্রাচীনগণ ব্যবহার করতে শুরু করেন, যারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে লোকদেরকে সুস্থ করতে পারতেন (যাকোব ৫:১৪)। এটি এখানে সুস্পষ্ট এবং এ কথা হয়তোবা সত্যি যে, তেল দ্বারা অসুস্থ ব্যক্তিকে অভিষেক করার মধ্য দিয়ে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটানো হয়, যা খ্রীষ্টের নিজস্ব শক্তি এবং সে কারণে চিহ্নের মধ্য দিয়ে সেই সুস্থতার আগমন ঘটে।

মার্ক ৬:১৪-২৯ পদ

এখানে আমরা দেখি:

ক. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে লোকদের যে ধরনের ভুল ধারণা জন্মেছিল এবং তারা যেভাবে তাঁর প্রতি আক্রোশ দেখিয়েছিল, পদ ১৫। তাঁর নিজ দেশ ও জাতির লোকেরাই তাঁর সম্পর্কে মহান কোন বিষয়ে চিন্তা করতে পারছিল না, কারণ তারা জানতো যে, তিনি

অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছেন; কিন্তু অন্যরা যারা তাঁর বিরুদ্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করে নি, তারা প্রকৃত সত্য বিশ্বাস করে নি, আর সেটি হচ্ছে– তিনিই ঈশ্বরের পুত্র এবং সত্যিকারের খ্রীষ্ট। বরং তারা মনে করেছে এবং সকলের কাছে বলেছে, তিনি এলিয়, যার জন্য তারা অপেক্ষা করছিল; কিংবা তিনি একজন ভাববাদী, হয়তো পুরাতন নিয়মের একজন ভাববাদী আবারও জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং এই পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন; কিংবা তিনি নতুন একজন ভাববাদী, নতুন একজন ভাববাদীর উদয় ঘটেছে। তিনি পুরাতন নিয়মের সেই ভাববাদীদের মতই একজন ভাববাদী।

খ. তাঁর সম্পর্কে রাজা হেরোদ শুনতে পেলেন। তিনি তাঁর নাম এবং তাঁর খ্যাতি সম্পর্কে শুনতে পেলেন এবং তাঁর সম্পর্কে সব কথা শুনতে পেরে তিনি বললেন, "এ নিশ্চয়ই বাপ্তিস্মদাতা যোহন, পদ ১৪। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, ইনিই বাপ্তিস্মদাতা যোহন, আমি যার শিরোচ্ছেদ করেছিলাম, পদ ১৬। তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন। যদিও তিনি যখন আমাদের সাথে ছিলেন তখন কোন ধরনের আশ্চর্য কাজ করেন নি, তথাপি যেহেতু তিনি আরেক জগতে চলে গিয়েছেন, সেই কারণে তিনি এখন মহা ক্ষমতা এবং শক্তি নিয়ে এসেছেন এবং তিনি এখন সামনে সেই মহা ক্ষমতা প্রদর্শন করবেন।" লক্ষ্য করুন:

১. যেখানে অলস বিশ্বাস কাজ করে, সেখানেই একটি কল্পনাশক্তি কাজ করে। লোকেরা বলে থাকে, একজন ভাববাদী মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন। হেরোদ বলেছেন, বাপ্তিস্মদাতা যোহন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, একজন ভাববাদীর মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া এবং আশ্চর্য কাজ করা সকলের জন্যই আকাঙ্খী ছিল এবং মনে করা হত যে, এ কাজ মোটেও অসম্ভব বা অবিশ্বাসযোগ্য নয়। আর তাই এখন এ বিষয়টি সত্যি না হলেও সকলে তা সত্যি বলে ধরে নিয়েছিল। পরবর্তীতে যখন বিষয়টি খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে সত্যি বলে প্রমাণিত হল এবং এর বিষয়ে নিশ্ছিদ্র প্রমাণ সামনে আনা হল, তখন লোকেরা তা অস্বীকার করলো এবং তারা তা ব্যঙ্গ করে উড়িয়ে দিল। যারা একেবারেই ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যকে অস্বীকার করে, তারা সাধারণত সবচেয়ে বড় ভুল করে এবং কল্পনা তৈরি করে।

২. যারা ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিপক্ষে যুদ্ধ করে, তারা নিজেদেরকে পরাজিত হতে দেখবে, এমন কি যদি তারা মনে করে যে, তারা জিতে গেছে; তারপরও তারা তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে না, কারণ ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল অম্লান থাকে। যারা এই দেখে উল্লাস করে যে, তাদের সাক্ষী নিহত হয়েছে, তখন তারা আরও বেশি আতঙ্কিত হয়, যখন তারা দেখে যে, সেই সাক্ষীর পরবর্তী বহনকারী আবারও তিন চার দিন পর উদয় হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ১১:১০,১১)। অনুতাপবিহীন অপরিবর্তিত পাপী, যে যেহূর ছোরার নিচ থেকে পালিয়ে আসে, সে ইলিশায়ের হাতে মারা পড়বে।

৩. একটি দোষী বিবেকের জন্য কোন অভিযোগকারী বা বিচারকের প্রয়োজন হয় না, সে নিজের দোষের কারণে নিজের কাছেই অভিযুক্ত হয়। হেরোদ নিজেকে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যুর দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন, যা সম্ভবত তাঁকে কেউ অভিযুক্ত করতে সাহস করে নি, "আমি তাঁর শিরোচ্ছেদ করেছি।" এই বিষয়টির আতঙ্ক থেকেই তিনি এটা বিশ্বাস করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট আসলে বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। একজন ব্যক্তি যখন বিবেকের তাড়নায় জর্জরিত হয়, তখন সে ভূতে আক্রান্ত হওয়ার মত আতঙ্কে ভুগতে থাকে। এই কারণে যারা নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি বজায় রাখতে চায়,

তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের বিবেক কলুষতাহীন রাখতে হবে (প্রেরিত ২৪:১৬)।

৪. কারও ভেতরে দৃঢ় কোন ধারণার বিষয়ে আতঙ্ক থাকতে পারে, যদি সেখানে সত্যিকার কোন সত্যের অস্তিত্ব না থাকে। এই রাজা হেরোদ খ্রীষ্ট সম্পর্কে এই ধারণা করেছিলেন যে, তিনি আসলে বাপ্তিস্মদাতা যোহন। তাই পরবর্তীতে তিনি তাঁকে হত্যা করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন (লূক ৮:৩১)। তিনি তাঁকে বাগে পেয়ে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করেছিলেন (লূক ২৩:১১)। তাই তিনি কখনোই তাঁর এই দুষ্টতা থেকে সরে আসবেন না, যদিও কেউ তাঁর সামনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠে আসে তারপরও। এমন কি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের যদি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ান, তারপরও তিনি তাঁর মন পরিবর্তন করবেন না।

গ. হেরোদ কর্তৃক বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে হত্যা করার একটি বিবরণ, যা এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনটি মথি লিখিত সুসমাচারে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাই:

১. সেই মহা শ্রদ্ধা এবং মূল্য যা অনেক সময়ই হেরোদ বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে প্রদান করেছেন, যা শুধু এই সুসমাচার রচয়িতাই উল্লেখ করেছেন, পদ ২০। এখানে আমরা দেখি কত না মহান পন্থায় একজন ব্যক্তি মহিমা ও গৌরবের দিকে ধাবিত হন এবং খুব অল্প সময়ের ভেতরেই তার জীবন ধ্বংস করে ফেলা হয়।

(১) হেরোদ যোহনকে ভয় করতেন, কারণ তিনি জানতেন যে, যোহন একজন ন্যায়পরায়ণ মানুষ এবং তিনি একজন পবিত্র ব্যক্তি। এটি খুব সম্ভব যে, একজন শ্রদ্ধেয় ও পবিত্র ব্যক্তির জন্য আরেকজন মানুষের ভেতরে শ্রদ্ধাবোধ কাজ করতেই পারে এবং সেটা হতে পারে বিশেষ করে উত্তম পরিচর্যাকারীদের জন্য, হ্যাঁ এবং সেটির জন্য হেরোদকেও কিঞ্চিৎ ভাল বলে আখ্যায়িত করা যায়। কিন্তু তারপরও তিনি ধোয়া তুলসী পাতা নন, বরং একজন মন্দ ব্যক্তি। এখানে লক্ষ্য করুন:

[১] বাপ্তিস্মদাতা যোহন একজন উত্তম ব্যক্তি ছিলেন এবং সেই সাথে তিনি ছিলেন পবিত্র। একজন ব্যক্তিকে ভাল মানুষ হতে গেলে অবশ্যই তার ভেতরে ন্যায় ও পবিত্রতা এই উভয়ই থাকতে হবে– ঈশ্বরের প্রতি পবিত্রতা এবং মানুষের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা। যোহন এই পার্থিব জগতের কাছে মৃত ছিলেন এবং সেই কারণে তিনি ন্যায়পরায়ণতা এবং পবিত্রতার অন্তরঙ্গ সঙ্গী হতে পেরেছিলেন।

[২] হেরোদ এই বিষয়টি জানতেন। তিনি শুধু তাঁর সাধারণ খ্যাতির কারণেই এ কথা জানতেন না, বরং তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে এবং পরিচয় থেকে এ কথা জানতে পেরেছিলেন। যাদের ভেতরে ন্যায়পরায়ণতা এবং পবিত্রতার ছিটেফোঁটা রয়েছে, তারা অবশ্যই অন্য যাদের মাঝে এর পরিমাণ অনেক বেশি রয়েছে, তাদেরকে সম্মান প্রদান করে থাকেন।

[৩] হেরোদ তাঁকে ভয় পেতেন, তিনি তাঁকে সম্মান করতেন। পবিত্রতা এবং ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে খুব সাধারণ এবং অন্তরঙ্গ সঙ্গী এবং এমন অনেকেই আছে যারা নিজেরা মন্দ হলেও যাদের ভেতরে এই সদগুণ আছে তাদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে।

(২) তিনি তাঁকে লক্ষ্য করলেন, তিনি তাঁকে তাঁর শত্রুদের হাত থেকে সুরক্ষা দান করেছিলেন (এমনটাই অনেকে মনে করেন)। কিংবা তিনি হয়তো যোহনের মন

পরিবর্তনকারী প্রচারের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ করতেন। তিনি এটা লক্ষ্য করেছিলেন যে, যোহন অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য একজন ব্যক্তি এবং তিনি অন্যদের মুখ থেকেও যোহন সম্পর্কে শুনতে পেয়ে এটি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যোহন কী বলেছেন এবং কী করেছেন।

(৩) তিনি তাঁর প্রচার শুনেছিলেন। এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, যদি আমরা বিবেচনা করি যে, যোহনের বাহ্যিক পরিচ্ছদ কতটা সাধারণ বা নিম্ন ছিল সেদিক থেকে। খ্রীষ্ট যদি নিজে শেষ বিচারের দিনে আমাদের রাস্তায় রাস্তায় প্রচার করেন, তারপরও তা আমাদের জন্য যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টি করবে না (লূক ১৩:২৬)।

(৪) তিনি এমন অনেক কাজ করেছিলেন যা যোহন তাঁর প্রচারের সময় তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি কেবলমাত্র বাক্যের শ্রবণকারী ছিলেন না, বরং তিনি অংশত সেই অনুসারে কাজও করতেন। যোহন তাঁর প্রচারে হেরোদের কিছু কিছু পাপের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যা হেরোদ পরবর্তীতে ত্যাগ করেছিলেন এবং তিনি বেশ কিছু দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু এমন নয় যে, এতে করে বলা হবে আমরা অনেক কিছু করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আদেশের সবগুলো পালন না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারি না।

(৫) তিনি আনন্দের সাথে তাঁর কথা শুনতেন। তিনি আতঙ্ক নিয়ে তাঁর কথা শুনতেন না, যেভাবে ফিলীক্স প্রেরিত পৌলের কথা শুনতেন। বরং হেরোদ অত্যন্ত আনন্দের সাথে যোহনের কথা শুনতেন। এটি ছিল ক্ষণিকের আনন্দ, যা ভণ্ডরা সাধারণত লাভ করে থাকে যখন তারা ঈশ্বরের বাক্য শুনে থাকে। যিহিস্কেল তাঁর শ্রোতাদের কাছে ছিলেন এক মনোরম সঙ্গীতের মত (যিহিস্কেল ৩৩:৩২) এবং পাথুরে জমিও অত্যন্ত আনন্দের সাথে পবিত্র বাক্য গ্রহণ করেছিল (লূক ৮:১৩)।

২. হেরোদের প্রতি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সততার পরিচয়, যখন তিনি হেরোদকে তাঁর আপন ভাই ফিলিপের স্ত্রীকে বিয়ে করার অন্যায় সম্পর্কে বললেন, পদ ১৭। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সারা দেশের মানুষ তাঁকে এই লজ্জাজনক কাজ করার জন্য দোষারোপ করেছিল এবং তাঁকে এর জন্য তিরস্কার করেছিল। কিন্তু যোহন সরাসরি তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন এবং তাঁকে পরিষ্কারভাবে এই কথা বলেছিলেন, "আপনার পক্ষে নিজ ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করা আইনসঙ্গত নয়।" এটিই ছিল হেরোদের আসল অপরাধ ও পাপ, যা তিনি দূর করতে পারেন নি। বাপ্তিস্মদাতা যোহন তাঁকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার পরও হেরোদের ভেতর থেকে এই পাপ দূর হয় নি। আর সেই কারণেই যোহন বিশেষভাবে হেরোদকে এই পাপের কথাটি বলেছিলেন। যদিও তিনি একজন রাজা ছিলেন, তথাপি তিনি তাঁকে মেরে ফেলতে পারেন নি, যেমনটি ঘটেছিল এলিয় এবং আহাবের মধ্যে, যখন তিনি বলেছিলেন, "আপনি কি হত্যা করেন নি এবং পদ দখল করেন নি?" যদিও তাঁর বিষয়ে যোহনের আগ্রহ ছিল এবং তিনি নিশ্চয়ই এ কথা জানতেন যে, হেরোদের সাথে এ বিষয় নিয়ে কথা বললে তিনি হেরোদের চক্ষুশূল হয়ে যাবেন, তথাপি তিনি তাঁকে তিরস্কার করলেন; কারণ বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা বন্ধুর আঘাতস্বরূপ হয় (হিতোপদেশ ২৭:৬)। যদিও অনেক শূকর তাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবে এবং তাদের সামনে যে মুক্তা ছড়ানো হয়েছে তা পা দিয়ে পিষে ফেলবে, তথাপি সাধারণভাবে যিনি একজন মানুষকে তিরস্কার করেন (যদি তাঁর মধ্যে তিরস্কার করার মত কোন ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায়) তিনি নিশ্চয়ই পরবর্তীতে

অন্য কোন দোষ পেলে তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই তিরস্কার করবেন, কারণ তার জিহ্বা চাটুকারের জিহ্বা নয় (হিতোপদেশ ২৮:২৩)। যদিও হেরোদের বিরুদ্ধে কথা বলা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল এবং সেই অভিযোগের সাথে হেরোদিয়াকে যুক্ত করা আরও বেশি বিপজ্জনক ছিল, তথাপি যোহন তাঁর দায়িত্ব পালন না করে বসে থাকার বদলে বরং এই বিপদে নিজেকে জড়ালেন। লক্ষ্য করুন, যে সমস্ত পরিচর্যাকারীরা ঈশ্বরের কাজ করতে গিয়ে বিশ্বস্ত থাকেন, তাদের অবশ্যই মানুষের মুখোমুখি হতে ভয় পেলে চলবে না। আমরা যদি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চাই, তাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য কিছু না করি, তাহলে আমরা খ্রীষ্টের দাস হতে পারব না।

৩. এই কারণে হেরোদিয়া বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন (পদ ১৯)। আর হেরোদিয়া তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে খুন করতে চাচ্ছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয়ে উঠে নি, আর তাই তিনি যোহনকে কারাগারে প্রেরণ করলেন, পদ ১৭। হেরোদ যোহনকে সম্মান করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি হেরোদিয়ার কথায় তাঁকে গ্রেফতার করলেন। এমন অনেকেই রয়েছে, যারা ভাববাদীদের সম্মান করার ভান করে, কিন্তু সেটা শুধুমাত্র তাদের অনুকূল বা তাদের স্বার্থের বিরোধী নয় এমন বিষয়ের জন্য। সেই সাথে তারা ভাল শিক্ষার প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করে, যদি তা তাদের প্রিয় পাপগুলো করা থেকে বিরত হতে না বলে। কিন্তু একবার যদি তাদের দুর্বলতাগুলোকে আঘাত করা হয়, তখন তারা আর তা সহ্য করতে পারে না। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, যদি মানুষের মন্দ কাজের বিপক্ষে কথা বলে যারা তাদেরকে পৃথিবী ঘৃণা করে। এটি ভাল হবে যে, পাপীরা পরিচর্যাকারীদেরকে তাদের বিশ্বস্ততার জন্য নির্যাতন করছে, তারা তাদেরকে তাদের অবিশ্বস্ততার জন্য চির-কালীন অভিশাপ প্রদান করছে না।

৪. বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা কেটে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। আমি এ কথা ভাবতে বাধ্য হচ্ছি যে, হেরোদ নিজেই নিশ্চয়ই এই ষড়যন্ত্রের একজন হোতা ছিলেন। তাই যোহনকে হত্যা করার প্রস্তাব শুনে তাঁর ভেতরে যে অসন্তুষ্টি এবং বিস্ময় দেখা দিয়েছিল তা একেবারেই বানোয়াট এবং এই বিষয়গুলো তাঁর এবং হেরোদিয়ার ভেতরে আগে থেকেই পরিকল্পনা করা ছিল; কারণ বলা হয়েছে পরে এক সুবিধার দিন উপস্থিত হল (পদ ২১), যে দিনটি তাঁর উদ্দেশ্যের সাথে মানানসই ছিল।

(১) রাজা হেরোদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজ-দরবারে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং তাঁর বড় বড় রাজ-কর্মচারীদের, সেনাপতিদের এবং গালীলের প্রধান লোকদের জন্য একটি বিরাট ভোজ প্রস্তুত করা হয়েছিল।

(২) গণমান্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে মনোরঞ্জন করার জন্য হেরোদিয়ার কন্যাকে সামনে এসে নাচতে হয়েছিল এবং হেরোদ তার এই নাচে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই যারা তাঁর সাথে বসে ছিলেন, তারাও হেরোদের মত এই নাচে সন্তুষ্ট না হয়ে পারবেন না।

(৩) রাজা হেরোদ তাঁর মেয়ের কাছে এই নাচের পুরস্কার হিসেবে একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর তা হচ্ছে, সে যা চাইবে তাকে তাই দেওয়া হবে, এমন কি তার রাজ্যের অর্ধেক চাইলেও তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। যদি এই কথাটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা হত তাহলে নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র অনুসারে কাজ করা হত না, কারণ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা হেরোদের সমগ্র রাজ্যের চেয়েও মূল্যবান

ছিল। তিনি শপথ করে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, এই প্রতিজ্ঞা ব্যতিত আর অন্য কোন কিছুই করা হবে না, যা চাওয়া হবে, তাকে তাই দিতে হবে। রাজা সেই কন্যাকে বললেন, "তোমার যা ইচ্ছা হয়, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব।" আমি মনে করি হেরোদ জানতেন যে, তাঁর মেয়েটি কি চাইবে; আর সেই কারণেই তিনি এতটা মুক্তভাবে প্রতিজ্ঞা করতে পেরেছিলেন।

(৪) মেয়েটি তার মা হেরোদিয়ার কাছে পরামর্শ করে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা চাইল (পদ ২৪,২৫) এবং তা করতে কোন দেরি করা যাবে না, কোন সময় নষ্ট করা যাবে না, তাঁকে এখনই এই কাজ করতে হবে।

(৫) হেরোদ এই দাবী অনুমোদন করলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করা হল, যখন তাঁরা সকলে মিলে একসাথে বসে ছিলেন। আমরা অবশ্যই এ কথা মনে করতে পারি যে, হেরোদ যদি আগে থেকে এই ষড়যন্ত্র না করতেন তাহলে তিনি এত সহজে এই মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত দিতে পারতেন না। কিন্তু তিনি যোহনকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন:

[১] এই আদেশ দেওয়ার সময় তাঁকে খুবই বিস্মিত ও দুঃখিত দেখাল। কিন্তু তিনি যদি সত্যিই এই ইচ্ছার কারণে বিস্মিত হন এবং দুঃখ পেয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি শেষ পর্যন্ত এই আদেশ দিতেন না। তখন রাজা অতিশয় দুঃখিত হলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু এর সবই ছিল বানোয়াট এবং অভিনয়, তিনি আসলে যোহনকে তার পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার একটি সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। *কুই নেসিট ডিসিম্যুলারে, নেসিট রেগনারে* (*Qui nescit dis-simulare, nescit regnare*)– *যে ব্যক্তি শঠতার আশ্রয় নিতে পারে না, সে রাজ্য পরিচালনা করতে অক্ষম*। তথাপি তিনি এ কাজ করতে গিয়ে দুঃখ পেলেন। তিনি মহা অনুশোচনা এবং অনিচ্ছার ভাব সহকারে এই কাজ করতে বাধ্য হলেন, কারণ মানুষ এত সহজে পাপ করতে পারে না, তার বিবেক তাকে এত সহজে রেহাই দেয় না। এই দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত পাপপূর্ণ, তাই এর প্রতিক্রিয়াও নিশ্চয়ই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

[২] তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার ক্ষেত্রে বেশ সৎ বলেই প্রতিপন্ন হল। কিন্তু তাঁর মেয়ে যদি তাঁর কাছে তাঁর রাজ্যের এক-চতুর্থাংশও চাইত, তাহলেও নিশ্চয়ই তিনি কোন না কোনভাবে তাঁর এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তা কাটিয়ে নেওয়ার চিন্তা করতেন। প্রতিজ্ঞাটি খুব দ্রুত করা হয়েছিল এবং এই অন্যায্য কাজ করা থেকে কোন কিছুই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারতো না। পাপপূর্ণ প্রতিজ্ঞার জন্য অবশ্যই অনুশোচনা করতে হবে এবং এই ধরনের কাজ মোটেও করা উচিত নয়; কারণ অনুশোচনা তখনই করা হয় যখন কোন একটি কাজ করা হয়ে যায়, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরাও তা করে থাকেন। যখন সম্রাট থিওডোসিয়াস একটি প্রতিজ্ঞা করার জন্য দায়বদ্ধ হলেন, সে সময় তিনি এ কথা বলেন নি যে, "আমি প্রতিজ্ঞা করলাম;" বরং তিনি বলেছেন, "আমি কথা দিলাম।" তিনি প্রতিজ্ঞা করেন নি এই কারণে যে, হয়তো তাঁর এই প্রতিজ্ঞা কোন অন্যায্য কাজের জন্য করা হবে। আমরা যদি এটা ধরে নিই যে, হেরোদ যখন এই প্রতিজ্ঞাটি করেছিলেন তখন

তিনি এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, তাহলে এটি খুব সম্ভব যে, যারা এই কাজটি করতে চাইছিল তাদেরকে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সমর্থন দান করেছিলেন। তিনি তাদের জন্য কাজ করছিলেন যেন তিনি যাদের সাথে সেখানে বসে ছিলেন তাদের স্বার্থ রক্ষা হয়। তিনি তাদের সঙ্গ লাভের কারণে গর্বিত বোধ করছিলেন, আর তাই তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি কিছু একটা করে দেখাতে চাইছিলেন, আর তাই তিনি এই হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করলেন। এভাবেই রাজা এবং সম্রাট তাদের নিজেদের সম্মানের জন্য নিজেদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করেন, যাদেরকে তারা হাতে রাখতে চান। হেরোদের সামনে তখন বিভিন্ন সম্রাট, রাজা এবং শাসকেরা ছিলেন, তাই তিনি তাদের মনোরঞ্জেনের জন্য এই হত্যাকাণ্ডের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং এই নিষ্ঠুরতম ও অন্যায্য আদেশ জারি করেছিলেন। এভাবেই রাজা শৌল দোয়েগের হাতে ৮৫ জন পুরোহিতকে হত্যা করেছিলেন।

৫. এর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল:

(১) হেরোদের রাজসভার সকল দুষ্ট ব্যক্তি আনন্দে উল্লাস করে উঠেছিল, কারণ এই ভাববাদী তাদের সকলের বিরুদ্ধেই কথা বলেছিলেন এবং তারা সকলেই তাঁকে আপদ মনে করেছিল। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথাটি কেটে সেই মেয়েটিকে একটি উপহার হিসেবে দেওয়া হল এবং সে মাথাটি তার মাকে দিল, পদ ২৮।

(২) এরপর বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সকল শিষ্য ও অনুসারীরা অত্যন্ত দুঃখার্ত ও শোকগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। তারা যখন এই খবর শুনলেন, তখন তারা সকলে আসলেন এবং সেই অবহেলিত মৃতদেহটিকে নিয়ে গিয়ে কবর দিলেন– যেখানটা হেরোদ সহজেই খুঁজে পেতে পারেন। তিনি নিশ্চয়ই পরবর্তীতে কবরটি খুঁড়ে দেখেছিলেন, যখন তিনি এই ভেবে ভীত হয়েছিলেন যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন।

মার্ক ৬:৩০-৪৪ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই:

ক. খ্রীষ্ট তাঁর যে সমস্ত শিষ্যকে দূরে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা সকলে ফিরে এসেছেন (পদ ৭)। তিনি তাঁদেরকে প্রচার করতে এবং আশ্চর্য কাজ করতে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা কিছু দিনের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সেখানে তাঁরা বিভিন্ন মানুষের কাছে প্রচার করেছিলেন এবং তাঁদের মাঝে আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। যখন তাঁরা সফলতার সাথে তাঁদের দায়িত্ব সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁরা আবার তাঁদের প্রভুর কাছে ফিরে এলেন, যাতে করে তাঁরা তাঁদের কাজের সাফল্য নিয়ে পর্যালোচনা করতে পারেন, ফলাফল মিলিয়ে দেখতে পারেন এবং খ্রীষ্টের কাছে এসে তাঁদের কাজের প্রতিবেদন পেশ করতে পারেন, যিনি তাঁদের ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি তাঁদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা তা কতটুকু সাফল্যের সাথে পালন করতে পেরেছেন সেটাই তাঁরা তাঁকে দেখাতে চেয়েছিলেন। যেভাবে দাসদেরকে অতিথিদের কাছে নিমন্ত্রণ দিয়ে পাঠানো হয় এবং তাদের কাছ থেকে উত্তর নিয়ে আসা হয়, সেভাবেই তাঁরা বিভিন্ন স্থানে সুসমাচারের নিমন্ত্রণ দিয়ে এসেছেন এবং মানুষের কাছ থেকে উত্তর নিয়ে এসেছেন। তাঁরা এখন সেই প্রতিবেদন তাঁদের মনিবের

কাছে প্রকাশ করবেন। এখানে প্রেরিতেরাও সেই একই কাজ করেছেন, তাঁরা কী করেছেন, কী দেখেছেন ও শিখেছেন তা এখন তাঁদের প্রভুকে জানাবেন। পরিচর্যাকারীরা তাদের কাজের জন্য সব সময়ই দায়বদ্ধ। তারা যা কিছু করেন এবং যা কিছু তরা গ্রহণ করেন তার সব কিছুর জন্যই তারা খ্রীষ্টের নিকটে দায়বদ্ধ। এই কারণে তাদেরকে সব সময় নিজেদের আত্মার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এবং অন্যদের আত্মার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে, যাতে করে তারা তাদের আত্মার জন্য সঠিক হিসাব দিতে পারেন (ইব্রীয় ১৩:১৭)। তারা কোন কিছু না করুক বা কোন শিক্ষা না দিক, বরং তারা যা ইচ্ছা করে তা যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং তার কাছে যেন পুনরুক্তি করা হয়। বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের জন্য এটি একটি সান্ত্বনার বিষয় যে, যখন তারা খ্রীষ্টের কাছে তাদের শিক্ষা এবং জীবন-যাপন প্রণালীর জন্য আবেদন করবেন, তখন এই উভয়ই হয়তোবা মানুষের কাছে ভুল ব্যাখ্যা বহন করতে পারে। তিনি তাদেরকে তাঁর সাথে আন্তরিক হওয়ার সুযোগ দান করবেন এবং এই বিষয়টি তাদের সামনে তুলে ধরবেন, যাতে করে সমস্ত কিছু তাঁর সামনে প্রকাশ পায়। তাঁর সাথে যা কিছু করা হয়েছে তা যেন তিনি জানতে পারেন, তিনি যে সফলতা অর্জন করেছেন এবং যে সমস্ত বিষয়ে হতাশ হয়েছেন তা যেন তিনি জানতে পারেন।

খ. খ্রীষ্ট তাঁদের এই ব্যস্ত দিনগুলো কাটানোর শেষে যে ধরনের আন্তরিকতা এবং যত্ন সহকারে তাঁদের বিশ্রামের চিন্তা করলেন (পদ ৩১)। যেহেতু তাঁরা এই কথা দিন অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন এবং তাঁরা দম ফেলারও সময় পান নি, তাই তিনি তাঁদের কাছে বললেন, "তোমরা বিরলে এক নির্জন স্থানে এসে কিছু কাল বিশ্রাম কর।" আমরা এটি মনে করতে পারি যে, যোহনের শিষ্যরা খ্রীষ্টের কাছে তাঁদের প্রভুর মৃত্যুর দুঃখজনক সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। আবার সেই একই সময়ে তাঁর নিজ শিষ্যরাও তাঁর কাছে তাদের কাজের সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট মানুষের ভয় এবং দুঃখ একই সাথে মোচন করে থাকেন এবং উভয় ধরনের মানুষকেই তিনি বিশ্রাম দিয়ে থাকেন। যারা ক্লান্ত থাকে, তাদেরকেও তিনি বিশ্রাম দিয়ে থাকেন এবং যারা আতঙ্কিত হয় তাদেরকেও তিনি আশ্রয় দিয়ে থাকেন। কতটা দয়া এবং সহানুভূতি সহকারেই না খ্রীষ্ট তাঁদেরকে বললেন, "এসো এবং বিশ্রাম কর!" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের সবচেয়ে কর্মঠ সেবকও সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকতে পারেন না। তাদের দেহের জন্য অবশ্যই কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে, কিছুটা দম নেওয়ার সময় প্রয়োজন রয়েছে। আমরা বিরতিহীনভাবে ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারি না, সারা রাত এবং সরা দিন ধরে আমরা তাঁর সেবা করে যেতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা স্বর্গে যাই, যেখানে তাঁর প্রশংসা করা কখনো শেষ হবে না (প্রকাশিত বাক্য ৪:৮)। ঈশ্বর আমাদের দেহের গঠন জানেন, তাই তিনি আমাদেরকে দয়া করেন এবং একে যে শুধু বিশ্রামের সময় দেন তাই নয়, সেই সাথে এর মধ্যস্থিত আত্মাকেও বিশ্রাম দেন। যারা অধ্যবসায়ের সাথে এবং বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেন, যারা আনন্দের সাথে বিশ্রামের জন্য কাজ থেকে বিরত হতে পারেন এবং বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন প্রফুল্ল চিত্তে। "হে আমার লোকেরা এসো, তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, সেখানে তোমরা বিশ্রাম নাও।" পরিশ্রমী ব্যক্তির ঘুম সন্তুষ্টির বিষয়। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট তাঁদেরকে নির্জনে এসে বিশ্রাম নিতে বলেছেন। তাঁদের সাথে যদি বিশ্রাম নেওয়ার সময় কেউ থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা তাঁদের সাথে কথা বলবেন এবং অন্য কিছু

কাজ করবেন, তাই যদি তাঁদেরকে তাঁদের মঙ্গলের জন্য বিশ্রাম নিতেই হয়, তাহলে অবশ্যই তাঁদেরকে একাকী বিশ্রাম নিতে হবে।

২. তিনি তাঁদেরকে কোন মনোরম ও আরামদায়ক স্থানে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান নি, যেখানে অনেক চমৎকার দালান এবং চমৎকার বাগান রয়েছে। বরং তিনি তাঁদেরকে প্রান্তরে বা এ ধরনের কোন নির্জন স্থানে যেতে বলেছেন, যেখানে বসবাসের জন্য সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত নিম্ন মানের। সেখানে শুধুই প্রকৃতি রয়েছে এবং সেখানে অন্য কোন মানুষের হাতের তৈরি কোন উপকরণ নেই। তবে সেখানে শান্তিতে ও নীরবে বিশ্রাম নেওয়া যাবে। কিন্তু খ্রীষ্ট নিজে যে ধরনের পরিবেশে ছিলেন এটি তারই একটি নমুনা মাত্র। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তাঁর শিক্ষা দেওয়ার স্থান হচ্ছে একটি মাছ ধরার নৌকা এবং তাঁর বিশ্রাম নেওয়ার স্থান হচ্ছে একটি মরুভূমি।

৩. তিনি তাঁদেরকে কেবলমাত্র কিছু কালের জন্য বিশ্রাম নিতে বলেছেন। তাঁদের অবশ্যই দীর্ঘ সময়ের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার কথা চিন্তা করলে চলবে না। তাঁদের একটু বিশ্রাম নিয়ে দম নিতে হবে এবং এরপর আবারও কাজে যোগদান করতে হবে। ঈশ্বরের লোকদের জন্য কোন বিশ্রাম নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা স্বর্গে গিয়ে পৌঁছান।

৪. এর যে কারণ এখানে দেখানো হয়েছে, এর কারণ মূলত এই নয় যে, তাঁরা সার্বক্ষণিকভবে কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বরং এর কারণে হচ্ছে, তাঁরা এখন সার্বক্ষণিকভাবে ব্যস্ততার ভিতরে রয়েছেন; তাই তাঁদের কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে কাজ করা উচিত, যাতে করে তাঁরা আবারও পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করতে পারেন। যেহেতু অনেক লোক আসা যাওয়া করছিল, তাই তাঁদের আহার করবারও অবকাশ ছিল না। সব কিছুর জন্য সঠিক সময় থাকা প্রয়োজন এবং তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তাঁদের খাওয়ার যেমন সময় ছিল না, তেমনি তাঁদের বিশ্রাম নেওয়ার মত অবসরও ছিল না। তাঁদেরকে আরও অনেক মহান কজ করতে হবে, তাই সে সময় তাঁদের বিশ্রাম নেওয়ার মত সময় নাও থাকতে পারে। আর তাই এত লোক যদি যাওয়া আসা করতেই থাকে এবং তাঁরা বিশ্রাম নেওয়ার মত যদি কোন নিয়ম মেনে না চলেন তাহলে ছোট-খাটো কাজ করতে গিয়েও তাঁরা বেশ সমস্যায় পড়বেন।

৫. বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তাঁরা নৌকায় করে এক নির্জন স্থানে যাত্রা করলেন। তবে তাঁরা নৌকায় করে সাগরের অপর পারে গেলেন না, বরং তাঁরা এ পারেই কিছুটা দূরে বৈথসৈদায় গিয়ে পৌঁছালেন, পদ ৩২। স্থলপথে হেঁটে যাওয়ার চাইতে জল পথে নৌকায় করে যাওয়াটা অনেক কম পরিশ্রমের কাজ ছিল। তাঁরা গোপনে সেখানে গেলেন, যাতে করে তাঁরা নিজেরাই শুধু সেখানে সময় কাটাতে পারেন। মানুষের সাথে সবচেয়ে বেশি সময় কাটান এমন মানুষও মাঝে মাঝে একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই কিছু সময় কাটানোর জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন।

গ. যে সমস্ত লোকেরা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করছিল তাদের অপরিমেয় আগ্রহ। যখন খ্রীষ্ট এবং শিষ্যরা তাঁদের দেহকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য নির্জন কোন স্থানে যেতে চাইলেন, তখন এভাবে লোকদের তাঁদের কাছে এসে বিরক্ত করা একেবারেই উচিত হয় নি। তথাপি তাদেরকে এর জন্য দোষ দেওয়া হল না, কিংবা তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল না, বরং তাদেরকে স্বাগতই জানানো হল। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে, তাদের মধ্যে যদি সঠিক আচরণ দেখা নাও যায়, তথাপি তাদের আচরণকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে

দেখা হবে। এই আচরণেকে খ্রীষ্টের প্রতি আকাঙ্খা ও আগ্রহ হিসেবেই দেখা হবে। তারা নিজেরাই তাঁকে অনুসরণ করে সেখানে গিয়েছিল, তাদেরকে আহ্বান করা হয় নি। সেখানে কোন সময় নির্ধারণ করা হয় নি, কোন সাক্ষাতের সূচি নির্ণয় করা হয় নি, কিংবা ঘণ্টাও বাজানো হয় নি, তথাপি লোকেরা মেঘের মত করে উড়ে এসে খ্রীষ্টের চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল এবং জানালার উপরে যেমন করে কবুতরেরা জমা হয় তেমনি করে তারা জমায়েত হতে শুরু করল। তারা সমস্ত শহর ও গ্রাম থেকে তাঁকে অনুসরণ করে আসতে শুরু করল, তারা তাদের ঘর বাড়ি এবং দোকান বন্ধ করে, তালা মেরে রেখে চলে আসতে লাগল, শুধুমাত্র খ্রীষ্টের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য, অথচ তারা তাঁর কাছ থেকে কোন আহ্বান পায় নি। তারা হেঁটে তাঁর পিছে পিছে গেল, যদিও তিনি সমুদ্র দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই মনে করা হয় যে, তিনি হয়তো তাদের দৃষ্টিসীমা থেকে দ্রুত সরে যেতে চেয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন যেন তারা তাঁকে খুঁজে না পায়; কিন্তু তারপরও তারা তাঁকে খুঁজে পেল। তারা হেঁটে গেল, দৌড়ে গেল এবং তাড়াহুড়ো করে তাঁদের পিছে পিছে গেল, যাতে করে তারা শিষ্যদেরকে ধরতে পারে এবং তারা একসাথে যেন ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করতে পারে। শুধু তাই নয়, তারা তাঁকে অনুসরণও করল, যদিও সেটি ছিল একটি নির্জন স্থান, যেখানে কোন মানুষের চিহ্নও ছিল না এবং সেখানে কেউ বসবাসও করতো না। খ্রীষ্টের উপস্থিতিতে একটি মরুভূমি স্বর্গে পরিণত হতে পারে।

ঘ. খ্রীষ্ট তাদেরকে যেভাবে আপ্যায়ন করলেন (পদ ৩৪): যখন তিনি দেখলেন যে, অনেক লোক জড়ো হয়েছে, তখন তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন না। যদিও তাঁর অসন্তুষ্ট হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত ছিল, যেহেতু তিনি সে সময় নির্জনে একাকী সময় কাটাতে চাইছিলেন অন্য যে কোন মানুষের মতই। কিন্তু তাদের উপরে ক্ষুব্ধ না হয়ে তিনি বরং তাদের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালেন এবং তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করলেন, কারণ তারা এমন মেষ পালের মত ছিল, যাদের কোন পালক নেই। তার নিজেরাই সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং নিজেরাই নিজেদের যথাসাধ্য যত্ন নিচ্ছিল। কিন্তু তাদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা দান করার জন্য সেখানে কোন পরিচর্যাকারী বা পালক ছিল না। এমন কেউ ছিল না যে তাদেরকে উত্তম শিক্ষা দান করতে পারে। আর সেই কারণেই তাদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে তিনি শুধুমাত্র যে তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল তাদেরকে সুস্থ করলেন তাই নয়, যা মথি লিখিত সুসমাচারে উল্লেখ রয়েছে, বরং সেই সাথে তিনি তাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষাও দিলেন। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারি যে, সেই সমস্ত শিক্ষা অবশ্যই সত্য ছিল, তাদের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক ছিল এবং এটি শেখা তাদের জন্য উপযুক্ত ছিল।

ঙ. তিনি তাদের সকলের প্রতি যে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন: তাঁর সকল শ্রোতাদেরকে তিনি অত্যন্ত সদয়ভাবে তাঁর অতিথি হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে তিনি অত্যন্ত চমৎকার একটি ভোজের বন্দোবস্ত করে দিলেন। তাই এই ভোজটিকে নিঃসন্দেহে একটি আশ্চর্য কাজ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

১. শিষ্যরা এই কথা চিন্তা করলেন যে, তাদেরকে এখন বাড়িয়ে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। যখন দিন শেষ হয়ে এল এবং রাত শুরু হওয়ার সময় হল, তখন তাঁরা বললেন, "জায়গাটি নির্জন এবং অনেক সময় পার হয়ে গেছে; তাদেরকে দূরে পাঠিয়ে দিন যেন তারা রুটি কিনে খেতে পারে" (পদ ৩৫,৩৬)। শিষ্যরা খ্রীষ্টকে এমন পরামর্শই

দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা এমন দেখতে পাই না যে, সেই অসংখ্য মানুষ এই একটি চিন্তা পোষণ করেছিল কি না। তারা এ কথা বললো না যে, আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন (যদিও তারা নিজেরাও অসম্ভব ক্ষুধার্ত ছিল), কারণ তারা তাদের প্রয়োজনীয় খাবারের চাইতে খ্রীষ্টের মুখের কথাকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরে নিয়েছিল। তারা যখন তাঁর কথা শুনছিল তখন তারা নিজেদের কথা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু শিষ্যরা ধরে নিয়েছিলেন এখন যদি তাদের খাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলেই তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। লক্ষ্য করুন, ইচ্ছুক হৃদয় আরও বেশি করে এবং আরও বেশি সময়ের জন্য মঙ্গল ও উত্তমতাকে ধরে রাখতে চায়।

২. খ্রীষ্ট এই আদেশ দিলেন যে, তাদের সকলকেই যেন খেতে দেওয়া হয় (পদ ৩৭): "তোমরাই তাদেরকে খেতে দাও।" যদিও তাঁর এবং তাঁর শিষ্যদের পেছনে ভিড় করে অনুসরণ করার কারণে তাঁরা নিজেরা্ই খাওয়ার সময় পান নি (পদ ৩১), তথাপি তিনি নিজে এ কথা মেনে নিতে পারলেন না যে, এত লোককে তিনি পাঠিয়ে দেবেন এবং না খাইয়ে পাঠিয়ে দেবেন। বরং আমাদেরকে তিনি এ কথা শিক্ষা দিতে চাইলেন যে, যারা আমাদের সাথে রুক্ষ ব্যবহার করে, তাদের সাথে আমাদের অবশ্যই সদয় আচরণ করা উচিত। তাই তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে এই আদেশ দিলেন যেন তাঁরা নিজেরাই তাদেরকে খাবার খেতে দেন। খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁদের নিজেদের জন্য যে কয়েক টুকরো রুটি নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলো দিয়ে তিনি এবং তাঁর শিষ্যরা খুব সহজেই নিশ্চয়ই উদরপূর্তি করতে পারতেন। কিন্তু সেটা তাদের সকলে মিলে খাওয়ার জন্য তিনি দিয়ে দিতে বললেন। এভাবেই তিনি তাদের সকলকে আপ্যায়ন করতে চাইলেন। তারা সকলে খ্রীষ্টের বাক্যের আত্মিক খাদ্য গ্রহণের জন্য সেখানে এসেছিল। এরপর তিনি তাদের পার্থিব খাবারের প্রতি নজর দিলেন এবং তাদেরকে তিনি খাদ্য গ্রহণ করাতে চাইলেন। দায়িত্বের পথ হচ্ছে নিরাপত্তার পথ এবং সেই কারণে তাদেরকে অবশ্যই খাবার সরবরাহ করার প্রয়োজন ছিল। ঈশ্বর নিজে একাই বৃষ্টি দিয়ে সমস্ত নদী এবং নালা ভরাট করেন এবং এমন কি বাকার উপত্যকাতেও একটি কূপ তিনি ভরাট করে ফেলতে পারেন, কারণ যারা সিয়োনের পথে যাচ্ছে, তাদেরকে অবশ্যই শক্তি অর্জন করতে হবে (গীতসংহিতা ৮৪:৬,৭)। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, যা কখনো প্রলোভিত হয় না, কিন্তু যাকে দেরিতে বিশ্বাস করা হয়, তা কখনো ঈশ্বরের কোন বিশ্বস্ত দাসের ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রমাণিত হয় না, কিন্তু বরং অনেককে তা সময়োপযোগী এবং বিস্ময়কর দান দিয়ে সঞ্জীবিত করে। এই বিষয়টি অনেক সময় প্রভুর পর্বতে দেখা গেছে: *যিহোবা যিরি* (*Jehovah-jireh*), প্রভু অবশ্যই তাদেরকে যুগিয়ে দেবেন, যারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

৩. শিষ্যরা এই কাজের বিপক্ষে কথা বললেন এই বলে যে, এটি একেবারেই অসম্ভব: "আমরা কি নিজেরা যাব এবং গিয়ে দু'শো সিকির বেশি রুটি কিনে এনে তাদেরকে খেতে দেব?" এভাবেই যদিও তাঁদের ভেতরে দুর্বলতা ছিল তথাপি তাঁদের ভেতরে খ্রীষ্টের কাছ থেকে নির্দেশনা পাওয়ার ইচ্ছা ছিল, তাই তাঁরা তাঁদের নিজেদের চিন্তা অনুসারে দুশ্চিন্তা করতে লাগলেন এবং জটিলতায় ভুগতে শুরু করলেন। এটি ছিল একটি প্রশ্ন, আর তা হচ্ছে– তাঁদের কাছে আসলেই দু'শো সিকি ছিল কি না এবং তাঁরা আসলেই এত লোককে খাওয়াতে সমর্থ ছিলেন কি না। কিন্তু এভাহে মোশি ঈশ্বরের

কাছে অভিযোগ করেছিলেন (গণনা ১১:২২), "তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াবার জন্য কি মেষপাল ও গোপাল মারতে হবে?" খ্রীষ্ট তাঁদেরকে তাঁদের নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে অহেতুক দুশ্চিন্তার বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের প্রতি তাঁর চিন্তার উপরে আরও বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন।

৪. খ্রীষ্ট এই বিষয়টিকে সার্বজনীন সন্তুষ্টির মধ্য দিয়ে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁরা সাথে করে পাঁচটি রুটি এনেছিলেন, যাতে করে তাঁরা সমুদ্র যাত্রার সময় কিছু খেতে পারেন। আর সমুদ্র পথে আসার সময় তাঁরা দু'টি মাছ ধরেছিলেন, এই ছিল তাঁদের সম্বল। এইটুকু খাবার খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের জন্যই যথেষ্ট অপ্রতুল ছিল, আর এটুকুও এখন তাঁদের দিয়ে দিতে হবে। আমার অনেক সময় দেখেছি খ্রীষ্ট অন্য কোন ব্যক্তির টেবিলে অতিথি হিসবে আপ্যায়িত হচ্ছেন, কোন এক বন্ধুর সাথে খাবার খাচ্ছেন এবং অন্য কারও সাথে রাতের ভোজ গ্রহণ করছেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখি তিনি নিজেই এখন লোকদেরকে আপ্যায়ন ও পরিচর্যা করছেন, এর কারণে এই নয় যে, তাদেরকে তিনি ছাড়া এখন আর কেউ আপ্যায়ন করতে পারবে না। যদি তিনি ক্ষুধার্ত হতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাদেরকে তাঁর বলতে হত না। বরং এটি ছিল তাঁর নম্রতার একটি নিদর্শন যে, তিনি তাদের কাছে নিজেকে নম্র করতে পেরে এবং তাদেরকে আপ্যায়ন করার সুযোগ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, আবারও এও নয় যে, সেখানে তাঁর কোন আশ্চর্য কাজ করার ইচ্ছা ছিল যার কারণে তিনি সেখানে তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) আদেশটি ছিল খুব সাধারণ। সেখানে কোন বিরলতা ছিল না, কোন প্রভেদ ছিল না। যদিও খ্রীষ্ট চাইলে অবশ্যই তাদের সাথে নিজের টেবিল আলাদা করে সাজাতে পারতেন, কিন্তু তিনি আসলে আমাদেরকে এই শিক্ষা দিতে চাইছিলেন যে, আমাদের সামনে যে খবারই খাওয়ার জন্য আসুক না কেন আমরা যেন তা অত্যন্ত ভক্তি সহকারে এবং তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করি। আমাদের যদি প্রয়োজন অনেক বেশি থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের রুচি বা কৌতূহলের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। ঈশ্বর আমাদের প্রতি ভালবাসার কারণে আমাদেরকে ক্ষুধার জন্য মাংস খেতে দেন, কিন্তু যখন তিনি আমাদের প্রতি রাগান্বিত হন, তখন তিনি আমাদেরকে অভিলাষ পূরণ করার জন্য খাদ্য দিতে পারেন (গীতসংহিতা ৭৮:১৮)। তাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা চাওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন প্রভুকে ভয় করে; এর অর্থ হচ্ছে, তারা অবশ্যই খুব শীঘ্র খেতে পাবে, তাদেরকে পেট ভর্তি করে খেতে দেওয়া হবে। যদি খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যরা সামান্য খাবার খেয়েও সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, তাহলে আমরাও পারব।

(২) অভ্যাগতদেরকে সারি সারি করে বসিয়ে দেওয়া হল। তাদেরকে দলে দলে ঘাসের উপরে বসিয়ে দেওয়া হল (পদ ৩৯)। তারা একশো করে এবং পঞ্চাশ জন করে সারি বেঁধে বসে গেল (পদ ৪০), যাতে করে খ্রীষ্টের আদেশ অনুসারে সঠিকভাবে এবং খুব সহজে তাদের মাঝে খাবার বিতরণ করা সম্ভব হয়। আমাদের ঈশ্বর শৃঙ্খলার ঈশ্বর এবং তাঁর মধ্যে কোন দ্বিধা নেই। এভাবেই তিনি তাদের এমনভাবে যত্ন নিয়েছিলেন যে, তারা সেখানে যত জন ছিল তারা প্রত্যেকেই যথেষ্ট খেতে পারল এবং কাউকেই উপেক্ষা করা হল না, কারণ তাদের কাছে যথেষ্ট খাবার ছিল।

(৩) সেই খাবারের প্রতি আশীর্বাদ করা হয়েছিল: তিনি স্বর্গের দিকে তাকালেন এবং

আশীর্বাদ করলেন। খ্রীষ্ট তাঁর কোন একজন শিষ্যকে এই খাবারের জন্য আশীর্বাদ করতে আহ্বান জানান নি, বরং তিনি নিজেই তা করেছেন (পদ ৪১)। এই আশীর্বাদের গুণে সেই সামান্য খাবার আশ্চর্যজনকভাবে বহুগুণে বৃদ্ধি পেল এবং সেই রুটি ও মাছ উভয়েই বহু গুণে বৃদ্ধি পেল। যার কারণে সেখানে যারা ছিল তারা সকলেই খেতে পেল এবং তারা সকলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হল, যদিও তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার (পদ ৪২,৪৪)। এই আশ্চর্য কাজটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এবং এটি দেখায় যে, খ্রীষ্ট এই জগতে এসেছিলেন একজন মহান সুস্থতা দানকারী হওয়ার পাশাপাশি এবং মহান খাদ্য প্রদানকারী হিসেবে। তিনি শুধু পুনর্জীবিতই করেন না, সেই সাথে তিনি সংরক্ষণ করেন এবং বৃদ্ধি দান করেন, তিনি আমাদেরকে আত্মিক জীবনে ফলবান করেন। তাঁর মধ্য দিয়ে যারা তাঁর কাছে আসবে তারা বহুল পরিমাণে আত্মায় পরিপূর্ণ হবে। কেউই খ্রীষ্টের কাছে এসে শূন্য হাতে ফিরে যাবে না, বরং যারা তাঁর কাছে আসবে তারা পরিপূর্ণ হবে।

(৪) বাদ বাকি যে টুকরো খাবার পড়ে ছিল সেগুলোকে এক করা হল, যা দিয়ে বারোটি ঝুড়ি পূর্ণ হয়েছিল। যদিও খ্রীষ্ট আদেশ দিয়ে আরও অনেক রুটি তৈরি করতে পারতেন, কিন্তু এখনে তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, আমরা যেন ঈশ্বরের উত্তম সৃষ্টির কোন কিছুর অপচয় না করি। আমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই পৃথিবীতে এমন অনেকে আছে যাদের অনেক অভাব রয়েছে এবং আমরা না জানলেও আমাদের কাছে যে খাবার উদ্বৃত্ত থেকে যায় ও যা আমার বাইরে ছুড়ে ফেলে দিই, সেই উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়ে অনেকে পেট ভর্তি করে ও তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে।

মার্ক ৬:৪৫-৫৬ পদ

গল্পের এই অংশটি আমরা পাই মথি ১৪:২২ পদে। শুধুমাত্র পিতরের বিষয়ে সেখানে যে কথাটি লেখা রয়েছে তা এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা দেখি:

ক. সমাগত জনতার প্রস্থান; পরে খ্রীষ্ট তৎক্ষণাৎ শিষ্যদেরকে দৃঢ় করে বলে দিলেন, যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর অগ্রে অন্য পারে বৈৎসৈদার দিকে যান। তিনি তাঁদেরকে অনুসরণ করে কিছু সময় পরে আসছেন এ কথা বলেছিলেন। শিষ্যরা ভেবেছিলেন হয়তো তিনি স্থলপথেই হেঁটে তাঁদের কাছে এসে পৌঁছাবেন। যে সমস্ত লোকেরা সেখানে জড়ো হয়েছিল তাদেরকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বিদায় জানাতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন ছিল, তাই খ্রীষ্ট আরও কিছু সময় সেখানে থেকে যেতে চাইলেন। এখন যেহেতু তারা বেশ ভালভাবেই তাদের উদর পূর্তি করেছে, সেই কারণে তাদের আর সেখান থেকে তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমরা যত সময় এই পৃথিবীতে থাকবো, আমাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান থাকবে না এবং আমরা সার্বক্ষণিকভাবেও খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারব না। এই চিরস্থায়ী ভোজকে অন্য এক সময়ের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল।

খ. খ্রীষ্ট একটি পর্বতে উঠলেন, যাতে করে তিনি প্রার্থনা করতে পারেন। লক্ষ্য করুন:

১. তিনি প্রার্থনা করলেন: যদিও তাঁর উপরে এখন শিক্ষা দান এবং প্রচার করার জন্য অনেক কাজের চাপ ছিল, তার মধ্যেও তিনি প্রার্থনা করার জন্য সময় খুঁজে বের করলেন এবং তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রার্থনা করলেন। তিনি মাঝে মাঝে প্রার্থনা করতেন এবং যখন

তিনি প্রার্থনা করতেন তখন তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্যই তা করতেন। এটি আমাদের জন্য একটি নিশ্চয়তামূলক কাজ, যাতে করে আমরা যখন খ্রীষ্টের উপরে নির্ভরতা সৃষ্টি করব, তখন যেন আমরা তাঁর পিতা তাঁর উপরে যে দায়িত্ব রেখেছেন সেই দায়িত্বের উপর ভরসা রাখতে পারি।

২. তিনি একাকী প্রার্থনা করতে গেলেন: যদিও অন্যমনস্কতা বা ক্লান্তি এর কোন কিছুর কারণেই তাঁর বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, তথাপি তিনি আমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, যেন আমরা ঈশ্বরের প্রতি গোপনে বা অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্ক স্থাপনের ও যোগাযোগের জন্য সচেষ্ট হই। প্রতিটি উত্তম ব্যক্তি কখনোই ঈশ্বরের সাথে থাকলে আর আর একাকী থাকেন না।

গ. শিষ্যরা সমুদ্রে অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে পড়েছিলেন: বাতাস বিপরীত দিক থেকে বইছিল (পদ ৪৮), যার কারণে তাঁদের নৌকা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল এবং তাঁরা সামনে এগোতে পারছিলেন না। এটি ছিল সেই পরিশ্রমের একটি নমুনা, যা তাঁদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হত। তবে পরবর্তীতে তিনি তাঁদেরকে যে সুসমাচার প্রচার করার জন্য প্রেরণ করবেন সেখানে তাঁদেরকে এর চেয়ে আরও অনেক বেশি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে। তাঁদেরকে অবশ্যই সমুদ্রে চলার সময় বাতাসের গর্জন আশা করতে হবে, তাঁদেরকে অবশ্যই উচু ঢেউয়ের বিপরীতে নৌকা চালানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। একইভাবে সুসমাচার প্রচার করার কারণে তাঁদেরকে তাঁদের শত্রুদের হাতে নির্যাতিত হতে হবে। এখন তাঁদেরকে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁদেরকে সেই সমস্ত প্রতিকূলতার বিপক্ষে দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষা দিচ্ছেন। মণ্ডলী অনেক সময়ে সমুদ্রে ঝড়ের মাঝে টলমল করা নৌকার মত হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদেরকে অবশ্যই কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে হবে। সে সময় আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের কাছে এসে স্বস্তি পেতে হবে, তাঁকে ডাকতে হবে, যেন তিনি এসে আমাদের ধরেন, যিনি আমাদের প্রভু হয়ে আমাদের পাশে পাশে থাকেন।

ঘ. খ্রীষ্ট জলের উপর দিয়ে হেঁটে এসে তাঁদের কাছে সদয়তার সাথে দেখা দিলেন। তিনি সেই বাতাস বন্ধ করে দিতে পারতেন, যা তাঁদের নৌকাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, কিংবা তিনি কোন একজন স্বর্গদূতকে পাঠিয়ে দিয়ে ঢেউ থামিয়ে দিত পারতেন। কিন্তু খ্রীষ্টের একজন শিষ্যের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা যে, তাঁদের প্রভু যতটা সম্ভব স্নেহের সাথে ভালবাসা নিয়ে নিজেই তাঁদের কাছে এলেন এবং তাঁদের এই দুর্যোগের সময় তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

১. তিনি রাত শেষ হয়ে যাওয়ার আগে আসলেন না। যতক্ষণ না তিন ঘটিকা বাজলো এবং ভোর হতে চলল, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আসলেন না। লক্ষ্য করুন, যদি খ্রীষ্টের লোকদের কাছে আসার জন্য সময় বেশি লাগে, তার পরও অস্থির হওয়ার কিছুই নেই, কারণ শেষ পর্যন্ত তিনি অবশ্যই আসবেন। আর তাদের দুর্দশা যতই বেড়ে যাবে তাঁর আসার সম্ভাবনা ততই জোরদার হবে। যদিও পরিত্রাণ ও উদ্ধার পেতে অনেক দেরি হতে পারে, কিন্তু আমাদের অবশ্যই এর জন্য অপেক্ষা করা উচিত; কারণ শেষ পর্যন্ত তা ঠিকই কথা বলবে।

২. তিনি জলের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে তাঁদের কাছে এলেন। সমুদ্র সে সময় ঢেউয়ের তরঙ্গে উথাল পাথাল করছিল এবং তথাপি সেই ঢেউয়ের উপর দিয়ে খ্রীষ্ট হেঁটে হেঁটে এলেন। *যদি জলের স্রোত তাদের কণ্ঠস্বর ঢেকে দেয়, তথাপি সদাপ্রভু চিরকাল সর্বোচ্চ*

স্থানে সমাসীন (গীতসংহিতা ১১৩:৩,৪)। খ্রীষ্টের লোকদের কাছে তাঁর গৌরবময় এবং অনুগ্রহপূর্ণ উপস্থিতি থেকে কোন কিছুই তাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না, কারণ সেই সময় নির্দিষ্ট করে রাখা আছে। তিনি হয় তাদেরকে খুঁজে বের করবেন নতুবা কোন শক্তি প্রয়োগ করে তাঁদের কাছে পৌঁছে যাবেন, তা হচ্ছে পারে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঝড়-ঝঞ্ঝায় ভরা সমুদ্র, তারপরও তিনি তাদেরকে উদ্ধার করার ও পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য পৌঁছে যাবেন (গীতসংহিতা ৬২:৭,৮)।

৩. তিনি তাঁদের কাছে আসলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাঁদের দিকে মুখ করে সোজা হেঁটে আসছিলেন, যেন তিনি অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন এবং এরপর তিনি তাঁদেরকে পেছনে দেখতে না পেয়ে আবার ফিরে আসছিলেন। তিনি এই কাজটি করেছিলেন, যেন তাঁরা তাঁকে ডাকার কথা যে ভুলে গিয়েছিলেন তা মনে করতে পারেন। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব যখন ঈশ্বরের নিজের লোকদের জন্য প্রয়োগ করা হয়, সে সময় কখনো কখনো মনে হতে পারে যে, হয়তো তা তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে বা তিনি তাদের কথা ভুলে গেছে। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, হয়তো তিনি তাঁদের কথা ভুলে গেছেন, কিন্তু আমরা জানি যে, তিনি তাঁদের কাছেই যাচ্ছিলেন।

৪. শিষ্যরা খ্রীষ্টকে দেখে অত্যন্ত ভীত হলেন, কারণ সম্ভবত তাঁরা তাঁকে কোন আত্মা বা ভূত বলে মনে করেছিলেন: তাঁরা সকলে তাঁকে দেখলেন এবং তাঁরা অত্যন্ত ভীত হলেন (পদ ৫০)। তাঁরা মনে করলেন তিনি কোন মন্দ-আত্মা, বা মন্দ শক্তি, যা তাঁদেরকে বিনষ্ট করতে আসছে এবং এই ঝড় সৃষ্টি করেছে। অনেক সময় আমরা যখন আমাদের নিজেদেরকে ভৌতিক বিষয়ের সাথে জড়িয়ে ফেলি, সে সময় আমরা ভীত হই এবং আকাশ -কুসুম কল্পনা করতে থাকি, কারণ সেই জিনিসগুলো আমাদের নিজেদের কল্পনার সৃষ্টি।

৫. তিনি তাঁদেরকে সাহস দিলেন এবং তাঁদের ভয় ভেঙ্গে দিলেন, কারণ তিনি তাঁদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি খুব পরিচিত মানুষের মত করে তাঁদের সাথে কথা বললেন, "তোমাদের মঙ্গল হোক;" এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, "তোমরা ভয় পেয়ো না।" লক্ষ্য করুন:

(১) আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত খ্রীষ্টকে জানতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। "এই যে আমি, তোমার প্রভু, তোমার বন্ধু, আমিই তোমার পরিত্রাণকর্তা এবং উদ্ধারকর্তা। আমিই সে, যে এই দুর্দশাগ্রস্ত পৃথিবীতে এসেছে এবং এখন এই ঝঞ্ঝামুখর সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে এসেছে, শুধুমাত্র তোমাদের মাঝে থাকার জন্য, তোমাদের দেখাশোনা করার জন্য।"

(২) খ্রীষ্ট সম্পর্কে জ্ঞান, বিশেষ করে তিনিই যে খ্রীষ্ট, এই জ্ঞান এবং খ্রীষ্ট যে আমাদের কাছে আছেন, এই চেতনা যদি খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তাহলে আর তারা ঝড়ের মধ্যে ভীত না হয়ে বরং আনন্দিত হবেন এবং আর ভয় পাবেন না। যদি তাই হয়, তাহলে কেন তিনি এভাবে এলেন? যদি খ্রীষ্ট সব সময় তাদের সাথেই থাকতে চান, তাহলে তাদের মধ্যে সব সময়ই মঙ্গল উপস্থিত থাকবে, তাদের আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমাদের ভয় খুব শীঘ্রই কেটে যাবে, যদি আমাদের সকল ভুল মার্জনা করে দেওয়া হয়, বিশেষ করে খ্রীষ্টকে নিয়ে আমরা যে ভুলগুলো করে থাকি (আদি ২১:১৯; ২ রাজা ৬:১৫-১৭)। ঝড়োন্মুখ দিনে আমাদের মাঝে খ্রীষ্টের উপস্থিতি আমাদেরকে আনন্দিত ও চিন্তাহীন রাখার জন্য যথেষ্ট, যদিও মেঘ এবং

অন্ধকার আমাদের চারদিক ঘিরে আসতে পারে। তিনি বলেছেন, "আমিই তিনি।" তিনি তাঁদেরকে বলেন নি যে, তিনি আসলে কে (তাঁর সে কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না), কারণ তাঁরা তাঁর গলার স্বর জানতেন, যেভাবে মেষপাল তাদের পালকের গলার স্বর চিনতে পারে (যোহন ১০:৪)। কতটা তাৎক্ষণিক ভাবে সেই কনে আবারও বলল, "এই কণ্ঠ আমার প্রিয়তমের!" তিনি বলেছেন *ইগো এইমি* (*Ego eimi*)– *আমিই তিনি;* কিংবা *এ আমি*। এটি হচ্ছে ঈশ্বরের নাম, যখন তিনি ইস্রায়েলদের উদ্ধার করতে এসেছেন, তখন তিনি তাদের সামনে নিজের এই নাম প্রকাশ করেছেন (যাত্রা ৩:১৪)। এখন যেহেতু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এই ঝড়ের ভেতর থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন, তাই এটি এখন তাঁর নাম। যারা খ্রীষ্টের প্রতি বিরোধিতা করতে আসে তাদেরকে তিনি বলেন, "আমিই সে," আর তখন তারা আঘাত পেয়ে পড়ে যায় (যোহন ১৮:৬)। যারা তাঁর কাছে বিশ্বাস সহকারে আসে, তিনি তাদেরকে বলেন, "এই যে আমি।" তারা এই স্বীকৃতির কারণে আরও উজ্জীবিত হয় এবং আরও বেশি সান্ত্বনা পায়।

৬. তিনি নৌকার কাছে তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাঁদের কাছে গিয়ে নৌকায় পা রাখলেন এবং তাঁদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন। পুরো ব্যাপারটি তাঁর জন্য খুবই সহজ ছিল। তাঁদের সাথে শুধু তাঁদের প্রভুর থাকা প্রয়োজন, তাহলেই সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক যখন তিনি সেই জাহাজের ভেতরে এলেন, তখনই বাতাস থেমে গেল। এর আগে তাঁরা যে ঝড়ের মাঝে পড়েছিলেন, সেই ঝড়টি থামাতে তিনি ঘুম থেকে উঠেছিলেন, বাতাসকে ধমক দিয়েছিলেন এবং সমুদ্রকে বলেছিলেন, "থাম, শান্ত হও" (মার্ক ৪:৩৯)। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই যে, এ ধরনের আনুষ্ঠানিক কোন আদেশ এখন তিনি দেন নি, কেবলমাত্র তিনি নৌকার ওঠার পরপরই হঠাৎ করে বাতাস থেমে গিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সব সময়ই নিশ্চিত থাকেন যে, তাঁর কাজ সব সময়ই কার্যকরভাবে ঘটে থাকে, যদিও সব সময় তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটে না বা জাঁকজমকের সাথে ঘটে না, কিংবা তা সব সময় দেখে বোঝা যায় না। যদিও আমরা তাঁর কোন আদেশ তাঁর মুখ থেকে শুনতে পাই নি, তথাপি যেহেতু এভাবে বাতাস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা শান্ত পরিস্থিতি দেখতে পেয়েছি, তাই এটি বলা যায় যে, নিশ্চয়ই খ্রীষ্ট সেই নৌকায় উঠেছিলেন বলেই নিঃশব্দে তিনি ঝড়কে ধমক দিয়েছিলেন বা আদেশ দিয়েছিলেন এবং সেই ঝড় আমাদের অজান্তেই থেমে গিয়েছিল। যখন আমরা খ্রীষ্টের কাছে স্বর্গে যাব, বাতাস তৎক্ষণাৎ থেমে যাবে এবং সেই স্বর্গে কোন ঝড় থাকবে না।

৭. শিষ্যরা আরও বেশি বিস্মিত হয়েছিলেন এবং অবাক হয়েছিলেন এই আশ্চর্য কাজে। এর থেকে অন্য কোন কোন কাজে তাঁরা এত বেশি বিস্মিত হন নি। তাঁরা অনেক বেশি আশ্চর্য হয়েছিলেন, তাঁরা পুরোপুরি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন; কারণ এই ঘটনা তাঁদের কাছে একেবারে নতুন এবং অকল্পনীয় ছিল। যেন খ্রীষ্ট তাঁদের সামনে এর আগে কখনো এ ধরনের আশ্চর্য কাজ করেন নি এবং যেন তাঁরা এই কাজ আগে কখনো দেখেন নি বলে এখন বেশি অবাক হয়েছেন। তাঁরা ভাবেন নি যে, তিনি এখন এই কাজ করবেন তাঁদের মাঝে। তাঁরা খ্রীষ্টের ক্ষমতা সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করছিলেন এবং তাঁরা এই কথা ভুলে গিয়েছিলেন বা তাঁরা পুরোপুরিভাবে এ কথা বুঝতে পারেন নি যে, যীশু খ্রীষ্টই ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু কেন এত দ্বিধা ছিল তাঁদের মধ্যে? এর কারণ হচ্ছে তাঁরা রুটি ও মাছের আশ্চর্য

কাজটি বিবেচনা করেন নি। তাঁরা যদি এর যথাযথ মূল্য দিতেন, তাহলে তাঁরা এই আশ্চর্য কাজটিতে এত বেশি বিস্মিত হতেন না; কারণ রুটি ও মাছকে এত বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি করা তাঁর জন্য অনেক বড় একটি অনুগ্রহপূর্ণ আশ্চর্য কাজ ছিল, যা তাঁর জলের উপর দিয়ে হাঁটার মতই একটি বিরাট আশ্চর্য কাজ। তাঁরা বোকার মত অবাক হয়েছিলেন এবং চিন্তা না করেই বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের হৃদয় শক্ত করে রেখেছিলেন, নতুবা আর কিভাবে তাঁরা এটা চিন্তা করতে পারেন যে, খ্রীষ্ট ঝড়কে শান্ত করতে পারেন– এই ব্যাপারটা অত্যন্ত বিস্ময়ের? এর জন্য তাঁদের অবশ্যই খ্রীষ্টের আগের আশ্চর্য কাজগুলো সম্পর্কে বোঝা বা উপলব্ধি করা উচিত ছিল, যাতে করে তাঁরা এই বর্তমান আশ্চর্য কাজটি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা এখন এমন ভাব দেখাচ্ছেন বা চিন্তা করছেন যেন খ্রীষ্ট এর আগে কখনোই এমন কাজ তাঁদের সামনে করেন নি।

ঙ. যখন তাঁরা গিনেষরতে এলেন, যা অবস্থিত ছিল বৈথসৈদা এবং কফরনাহূমের মাঝখানে, তখন লোকেরা তাঁদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো। সেই স্থানের লোকেরা খ্রীষ্টকে চিনত (পদ ৫৪) এবং তারা জানতো যে, তিনি যেখানেই যান সেখানেই কত না আশ্চর্য কাজ ও আশ্চর্য কাজ করেন, তিনি একজন বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন চিকিৎসক। তারা এটাও জানতো যে, তিনি এক স্থানে খুব বেশি সময় থাকেন না। তাই তিনি যে দয়া করে তাদের মাঝে দেখা দিয়েছেন এই কারণে তারা এখন তাদের সর্বোচ্চ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাঁর সাথে সময় কাটাতে চাইল। তারা সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল এবং সবাইকে খ্রীষ্টের আগমনের খবর বলতে লাগল। সেই অঞ্চলের যে যেখানে ছিল তারা সেখান থেকে দৌড়ে খ্রীষ্টের কাছে আসতে লাগল। যারা অসুস্থ ছিল তারা সকলে তাদের বিছানাপত্র নিয়ে খ্রীষ্টের পিছে পিছে আসতে লাগল এবং যারা নিজেরা আসতে সমর্থ ছিল না তাদেরকে লোকেরা বয়ে নিয়ে আসতে লাগল। তারা যেহেতু সুস্থ হয়ে যাওয়ার আশা করছিল, তাই তাদের মধ্যে ঠাণ্ডা লাগার বা অসুস্থ হয়ে পড়ার ভয় ছিল না, পদ ৫৫। তিনি যেখানেই যান না কেন, সেখানেই লোকেরা তাকে রোগীদেরকে নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করেছে– শহরে, নগরে, গ্রামে এবং মফস্বলে। তারা তাদের অসুস্থ রোগীদেরকে রাস্তায় শুইয়ে দিয়েছে, যাতে করে খ্রীষ্ট যখন তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবেন তখন তারা তাঁর কাছে সুস্থ হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন, কিংবা তারা যেন পোশাকের একটি অংশ ছুঁতে পারে, যেখানে সেই রক্তস্রাবে ভোগা নারী খ্রীষ্টের চাদরের প্রান্ত ছুঁয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এই প্রক্রিয়াটি অনেকেই অনুসরণ করেছিল, কারণ হয়তো খ্রীষ্ট এত কম সময়ের ভেতরে এতজন মানুষের কাছে কাছে গিয়ে তাদের সুস্থ করতে পারবেন না বলে তারা ভেবেছিল। তাই যতজন এভাবে তাঁকে স্পর্শ করেছিল তারা সকলে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমরা এটা দেখি না যে, তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে খুব আকাঙ্খী ছিল, তারা আসলে কেবলমাত্র সুস্থ হতে চাইছিল। যদি পরিচর্যাকারীরা অসুস্থ লোকদেরকে শারীরিকভাবে সুস্থ করতে না পারতেন, তাহলে কি এত মানুষ তাদের কাছে এসে জড়ো হত? কিন্তু এটা আমাদের জন্য অতি দুঃখের বিষয় যে, বেশির ভাগ মানুষই তাদের আত্মার চাইতে তাদের শরীরের প্রতি আরও বেশি চিন্তিত।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৭

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো:

ক. খ্রীষ্ট ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীদের সাথে হাত না ধুয়ে খাবার খাওয়ার ব্যাপারে বিতর্ক করেন (পদ ১-১৩); তিনি লোকদেরকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন এবং পরবর্তীতে তাঁর শিষ্যদেরকে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলেন, পদ ১৪-২৩।

খ. তিনি সুর-ফৈনীকীর একজন স্ত্রীলোকের মেয়েকে সুস্থ করেন, যাকে মন্দ-আত্মায় ধরেছিল, পদ ২৪-৩০।

গ. খ্রীষ্ট একজন বধির ব্যক্তিকে সুস্থ করেন, যে কথাও বলতে পারতো না, পদ ৩১-৩৭।

মার্ক ৭:১-২৩ পদ

খ্রীষ্টের পৃথিবীতে আগমনের অন্যতম মহান একটি উদ্দেশ্য ছিল সেই সমস্ত আনুষ্ঠানিক আইন পরিমার্জন ও সংশোধন করা, যা ঈশ্বর বহু আগে স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি তা পূর্ণ করতে এসেছেন। তিনি এসেছিলেন যেন মানুষ ঈশ্বরের আইনের সাথে নিজেদের আইন ও রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে দূষণের সৃষ্টি করেছিল তা তিনি মুছে দিতে পারেন এবং তিনি লোকদেরকে তা থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন তাঁর শিষ্যরাও যেন এই পন্থা অনুসরণ করেন। এই কারণে তিনি এখানে সেই আইন ভঙ্গের অভিযোগে ফরীশীদের কাছে অভিযুক্ত হয়েছেন। এই ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকরা, যাদের সাথে তিনি তর্ক করেছিলেন, তারা যিরূশালেম থেকে গালীলে এসেছিল– এর দূরত্ব ছিল চার ক্রোশ বা একশো মাইল। তারা শুধুই আমাদের ত্রাণকর্তার সাথে বিতর্ক করার জন্য অত দূর থেকে এসেছিল, কারণ তারা ভেবেছিল এখানেই বোধহয় খ্রীষ্টের সবচেয়ে বেশি খ্যাতি এবং যশ ছড়িয়েছে। তারা যদি এই পরিমাণ দূর থেকে শুধু খ্রীষ্টকে শিক্ষা দিতে এসে থাকতো, তাহলে তা প্রশংসার দাবীদার বলে স্বীকার করা যেত। কিন্তু যেহেতু তারা শুধুই তাঁর বিরুদ্ধে বিবাদ করার জন্য এসেছিল, তাই তাদেরকে মোটেও এর জন্য প্রশংসা করা যায় না। তারা এসেছিল খ্রীষ্টের সুসমাচার কত দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে তা দেখার জন্য এবং তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্য। এটি ছিল তাদের অন্যতম মন্দতার পরিচায়ক। এটা দেখে মনে হতে পারে যে, যিরূশালেমে ফরীশী এবং ধর্ম-শিক্ষকরা শুধু যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল তাই নয়, তাদের অনেক ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তিও ছিল। তারা প্রদেশের শাসকদের উপরেও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতো, আর তাই তারা যে কোন সময় তাদের ইচ্ছামত যে কোন স্থানে গিয়ে যে কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করতে পারত এবং তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারত, যেভাবে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের উদয়ের পর তারা অনুসন্ধান চালিয়েছিল (যোহন ১:১৯)।

এখন এই অংশ থেকে আমরা দেখতে পাই:-

ক. প্রাচীনদের প্রথা কী ছিল: তাদের প্রথা অনুসারে সকলে খেতে বসার আগে হাত ধোয়ার

একটি রীতিতে অংশ নিত, এটি ছিল একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার রীতি এবং এখানে কোন ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। তথাপি এই বিষয়ে এত বেশি খেয়াল রাখা বা এত বেশি কঠোরতা পালনের কারণে অনেক সময় আত্মিক শুদ্ধতার চাইতে দেহের শুদ্ধতার দিকে বেশি লক্ষ্য রাখা হত, যা কেবলই এই পৃথিবীর। কিন্তু তারা এই রীতিটিকে সাধারণ পার্থিব রীতির ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখে নি। তারা এটিকে ধর্মীয় রীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং তাদের জীবন-যাত্রার সাথে এটিকে ওতোপ্রপোতভাবে জড়িয়ে নেয়। তারা লোকদেরকেও এই রীতি অনুসরণ করতে শিক্ষা দেয় এবং তারা তাদের ক্ষমতার বলে লোকদেরকে এই রীতি অনুসরণ করতে বাধ্য করে। এভাবেই এই রীতিটি প্রাচীনদের রীতি হিসেবে পরিগণিত হয়ে যায়। প্যাপিস্ট বা পোপের অনুসারীরা মণ্ডলী এবং ক্যাননের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এবং সর্বময়তা সম্পর্কে অনেক বেশি আগ্রহী হওয়ার ভান করে থাকেন। তারা সব সময় মণ্ডলী পরিচালনা পরিষদ এবং পুরোহিতদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলে থাকেন। কিন্তু আসলে তারা সব সময়ই তাদের নিজেদের বিত্ত, স্বার্থ এবং কর্তৃত্বের প্রতি অনেক বেশি মনযোগী থাকেন, যা তাদেরকে সব সময় চালিত করে; এমনটিই সে সময় ছিল ফরীশীদের মধ্যে।

আমরা এখানে ফরীশী এবং সকল যিহূদীদের রীতি-নীতির একটি পরিচয় দেখতে পাই, পদ ৩,৪।

১. তারা তাদের হাত ধুয়ে নিত। তারা হাত পরিষ্কার করতো– *পাইগমি (Pygme)*; সমালোচকেরা এই শব্দটির ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করে থাকেন, অনেকে এই শব্দটি দিয়ে তাদের হাত ধোয়ার প্রবণতা সম্পর্কে বলে থাকেন। অন্যেরা এটিকে সেই ঝক্কি ঝামেলার বিষয়ে বলে থাকেন, যা ফরীশীরা হাত ধুতে গিয়ে পোহায়। তারা খুব সাবধানতার সাথে তাদের হাত ধুতো, তারা হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুতো, এমনটিই অনেকে মনে করেন। তারা যখন হাত ধুতো তখন দুই হাত উঁচু করে ধরতো, যাতে দুই হাত বেয়ে জল কনুই দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।

২. তারা বিশেষ করে রুটি খাওয়ার আগে তাদের হাত পরিষ্কার করতো। এর অর্থ হচ্ছে যখন তারা পেট ভরে ভোজন করার জন্য বসতো, তখন তারা হাত ধুতো। এই কাজের জন্য তাদের একটি রীতি ছিল: তাদেরকে অবশ্যই যে রুটি খাওয়ার জন্য তারা প্রার্থনা করেছে সেই রুটি খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আসতে হত। যে কেউ সেই রুটি ভোজন করার আগে তা নিয়ে প্রার্থনা করতো এবং বলতো, "তুমি এই রুটিতে আশীর্বাদ কর," তাকে অবশ্যই আগে হাত ধুয়ে তারপর এই রুটি ধরে প্রার্থনা করতে হত এবং ভোজন করতে হত, নতুবা তাকে দোষী বা অশুচি বলে সাব্যস্ত করা হত।

৩. তারা যখন বাজারের ভেতর থেকে আসতো, তখন তারা হাত ধোয়ার জন্য এবং নিজেদেরকে পরিষ্কার করার জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতো। অনেকে মনে করে থাকেন যখন তারা বিচারের সভা থেকে আসতো। এখানে মূলত এমন স্থানের কথা বলা হয়েছে যেখানে সব ধরনের মানুষের যাতায়াত ছিল এবং সম্ভবত যেখানে যিহূদী বা অযিহূদী এবং অন্যান্য বিভিন্ন জাতির লোকদের মিশ্রণ এবং সামগম হত। তারা অনেক সময় হাত ধুয়ে শুচি হওয়ার পর কেউ তাদের কাছে আসতে চাইলে বলতো, "দাঁড়াও, আর কাছে এসো না, আমি তোমার চেয়ে পবিত্র" (যিশাইয় ৬৫:৫)। তারা বলতো, রব্বিদের নিয়ম হচ্ছে– তারা তাদের হাত সকালে খুব ভালভাবে পরিষ্কার করতো এবং সকালে সবার আগে এই কাজটিই করতো; এর অর্থ হচ্ছে, এটি তাদেরকে সারাটি দিন ভাল রাখবে। যদি তারা

কোন মানুষের সাথে সময় কাটাতো, তাহলে সেখান থেকে ফিরে এসে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত খেতে বসতো না, যতক্ষণ না তারা হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আসতো। এভাবেই প্রাচীনরা তাদের পবিত্রতার জন্য লোকদের মাঝে সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল এবং এভাবেই তারা তাদের বিবেকের উপরে কর্তৃত্ব বজায় রাখতো।

৪. তারা এই রীতির সাথে যোগ করেছিল কাপ, পাত্র এবং পিতলের তৈজসপত্র পরিষ্কার রাখার বিধানটি, যেগুলো অযিহূদীরা বা অপরিষ্কার লোকেরা স্পর্শ করে নোংরা করে দিয়েছে বলে ধারণা করতো। শুধু তাই নয়, তারা যে টেবিলে বসে খাবার খেত সেটিকেও তারা অত্যন্ত পরিষ্কার করে রাখতো। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে মোশির ব্যবস্থা অনুসারে ধোয়া ও পরিষ্কার করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তারা নিজেরা এর সাথে অনেক আইন ও রীতি-নীতি যুক্ত করেছে এবং ঈশ্বরের বিধানের চাইতে তাদের নিজেদের মন গড়া আইনের প্রতি তারা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

খ. খ্রীষ্টের শিষ্যদের অভ্যাস কেমন ছিল; তাঁরা সেই আইন সম্পর্কে জানতেন এবং এর সাধারণ প্রয়োগ সম্পর্কেও জানতেন। কিন্তু তাঁরা খুব ভাল করে এ কথাও জানতেন যে, তাঁরা এই আইনের দ্বারা আবদ্ধ নন। তাঁরা অযিহূদী এবং অশুচি ব্যক্তিদের সাথে বসে খাবার খেতেন, আধোয়া এবং অপরিষ্কার হাতেই তাঁরা খাবার খেতেন, পদ ২। অপরিষ্কার বা আধোয়া হাতে খাওয়াটাকে তারা বলত দূষিত হাতে খাওয়া। এভাবেই লোকেরা তাদের কুসংস্কার ধরে রাখতো সব কিছুর একটি মন্দ নাম প্রদান করার মাধ্যমে, যা তাদের নিজেদেরই বিরোধী ছিল। শিষ্যরা জানতেন (হয়তো তা সত্যি) যে, তাঁদের উপর ফরীশীদের চোখ রয়েছে এবং তারপরও তাঁরা তাদের প্রথা অনুসারে চলার জন্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না, বরং তাঁরা স্বাধীনভাবে অন্য যে কোন সময়ের মত করে আধোয়া হাতেই রুটি খেতে শুরু করলেন। এই কারণে এখানে ফরীশীদের ধার্মিকতা প্রকাশ পাচ্ছে, তবে কিছু সময় পরে এটি দেখা যাবে এবং তখন বোঝা যাবে যে, ফরীশী এবং ধর্ম-শিক্ষকদের চাইতে তাঁরা নিজেরা কতটা ধার্মিক (মথি ৫:২০)।

গ. এই ঘটনার কারণে ফরীশীরা যে বিষয়টিতে বিঘ্ন পেয়েছিল: তারা এখানে ত্রুটি খুঁজে পেল (পদ ২)। তারা খ্রীষ্টের শিষ্যদেরকে অধার্মিক বলে প্রতিপন্ন করলো এবং ভুল কথা বলা মানুষ বলে অভিহিত করলো, কিংবা তাঁদের উপর সমাজের দায়িত্বভার দেওয়া যায় না বলে তারা মনে করলো। তাঁরা আইন জারি করতে এবং উৎস পরিচালনা করতে অক্ষম বলে তাদের ধারণা হল, আর তাই তারা তাঁদেরকে বিদ্রোহী, ভণ্ড এবং সুবিধাবাদী বলে উল্লেখ করলো। তারা তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রভুর কাছে একটি অভিযোগ আনলো, কারণ তারা আশা করলো যে, তাঁদের প্রভু এই বিষয়টির প্রতি নজর দেবেন এবং তাঁদেরকে আইন মেনে চলতে আদেশ দেবেন; কারণ তারা তাদের নিজেদের প্রথা এবং আইনের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিল এবং তা সবাইকে মেনে চলতে বাধ্য করাতে তারা খুব পছন্দ করতো। তারা সরাসরি খ্রীষ্টের কাছে আবেদন করলো, কারণ তারা মনে করলো তিনি নিশ্চয়ই তাঁদেরকে ধমক দেবেন এবং তাঁর কর্তৃত্ব দিয়ে তিনি নিশ্চয়ই তাঁদেরকে এই আইন মেনে চলতে বলবেন। তারা এই কথা জিজ্ঞেস করে নি, "আমরা যা করি তা আপনার শিষ্যরা কেন করছে না?" যদিও এ কথাই তারা বোঝাতে চেয়েছিল, তারপরও তারা নিজেদেরকে এই কথার দায় থেকে বাঁচাতে ভান করে জিজ্ঞেস করলো। বরং তারা জিজ্ঞেস করলো, কেন তাঁরা প্রাচীনদের আইন অনুসারে চলছে না? পদ ৫। যে বিষয়টি থাকলে তাঁদেরকে

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনেক সহজ হয়ে যায় তা হচ্ছে, খ্রীষ্টের শিক্ষা গ্রহণ করলে, এতে করে সে হয়ে ওঠে সমস্ত শিক্ষক অপেক্ষা জ্ঞানবান, প্রাচীন লোক হতেও বুদ্ধিমান (গীতসংহিতা ১১৯:৯৯,১০০)।

ঘ. ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকদের প্রতি খ্রীষ্টের তিরস্কার, যেখানে আমরা দেখি:

১. তিনি ফরীশীদের সাথে এই আনুষ্ঠানিকতার বৈধতা নিয়ে কথা বলছেন। তাদেরকেই এই কথার জন্য সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত করা যায়, যারা এই নিয়ম সবচেয় কঠোরভাবে মেনে চলতো। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে বহু মানুষের কাছে এই কথা বলেন নি,যা লোকদেরকে তাঁর কাছে আহ্বান করা দেখে ধারণা করা যায়, পদ ১৪। নতুবা হয়তো তিনি লোকদের ভেতরে শাসকদের প্রতি অসন্তোষ ও বিদ্রোহের মনোভাব জাগিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু এই কথা যারা বলেছিল শুধু সেই লোকদেরকে সম্বোধন করেই তিনি তাঁর কথাগুলো বললেন; কারণ নিয়ম হচ্ছে, *সূম কুইকিউ* (*Suum cuique*)– *প্রত্যেকেই তার যথাযথ প্রাপ্য গ্রহণ করতে হবে*।

(১) তিনি তাদেরকে তাদের ভণ্ডামির জন্য তিরস্কার করেছিলেন, যা তারা ঈশ্বরকে সম্মান করার ভান করার মধ্য দিয়ে করতো, যখন তাদের আসলেই কোন ধর্মীয় বিধি বিধান পালন করার ইচ্ছা থাকতো না অথচ তারা তা করার ভান করতো (পদ ৬,৭): তারা আমাকে শুধু তাদের মুখ দিয়েই সম্মান করে, তারা মনে করে তারা যদি এই সমস্ত ঠুনকো কাজ করে, অযিহূদীদের কাছ থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে তাহলেই তারা ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব প্রকাশ করবে। কিন্তু আসলে তাদের হৃদয় ঈশ্বরের কাছ থেকে বহু দূরে রয়েছে এবং তা পরিচালিত হচ্ছে আর কিছুই নয়, শুধুই তাদের গোড়ামি এবং শঠতার দ্বারা। তাদেরকে মনে করা হত যে, তারা তাদের প্রভুর পবিত্র লোক, যখন তারা আসলেই তাদের চিন্তার দিক থেকে অন্যদের চেয়ে অনেক দূরে অবস্থান করতো। তারা সকল প্রকার ধর্মীয় আচার-আচরণ থেকে দূরে থাকত এবং তাদের হৃদয় ঈশ্বরের সাথে অবস্থিতি করতো না। আর তাই তারা যে ঈশ্বরের উপাসনা করতো তা একবারেই বৃথা যেত; কারণ তিনি এ ধরনের ভণ্ডামি এবং ত্রুটিপূর্ণ প্রার্থনা গ্রহণ করেন না, কিংবা তিনি এর দ্বারা মহিমান্বিতও হন না।

(২) খ্রীষ্ট তাদেরকে ধর্মের স্থানে প্রাচীনদের এবং শাসকদের নিয়ম নীতি এবং রীতি ও প্রথা প্রতিস্থাপন করার জন্য তিরস্কার করলেন: তারা তাদের শিক্ষা হিসেবে প্রাচীনদের রীতি-নীতি শেখাত। যখন তাদের অবশ্য লোকদেরকে ধর্মের মহান নিয়ম ও আইন-কানুন শেখানো উচিত ছিল, সে সময় তারা তাদের মণ্ডলীর ক্যানন অনুসারে লোকদেরকে চলার জন্য চাপ প্রয়োগ করা শুরু করলো এবং লোকদেরকে যিহূদী কি যিহূদী নয় এর ভিত্তিতে বিচার করতো। তারা যা করেছে বা কি করে নি, তার দিকে তারা কোন নজর রাখতো না। তারা ঈশ্বরের নিয়ম ও বিধান অনুসারে জীবন যাপন করছে কি না, সেদিকে তারা কোন নজর রাখতো না। এটি সত্য যে, মোশির আইন-কানুনে বিভিন্ন ধরনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা বলা হয়েছে (ইব্রীয় ৯:১০) কিন্তু এগুলোর প্রচলন করা হয়েছিল তাদের হৃদয়কে পার্থিব কামনা বাসনা এবং আকাঙ্খা থেকে দূর করার প্রতীক হিসেবে প্রকাশ করার জন্য, যা ঈশ্বর তাঁর সাথে আমাদের সংযোগ রক্ষার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর বদলে তারা বিশেষভাবে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার

দিকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিল এবং তারা তাদের খাবারের পাত্র এবং কাপ ধোয়ার প্রতি অনেক বেশি আগ্রহ ছিল। লক্ষ্য করুন, তিনি আরও বলছেন, *আরও অনেক কিছু করার আছে*, পদ ৮। লক্ষ্য করুন, কুসংস্কার এমন একটি বিষয় যার কোন শেষ নেই। যদিও তারা একটি মানব নির্মিত প্রথা সৃষ্টি করেছে, যা সাধারণভাবে কেবলমাত্র নির্দোষ এবং হাত ধোয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত, "তথাপি দেখ, আরও অনেক বিষয়ের জন্য দরজা খোলা আছে।"

(৩) তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের আদেশ পালন না করে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তিরস্কার করলেন এবং সেটাকে দেখেও না দেখার ভান করার জন্য ধমক দিলেন। তিনি তাদের শিক্ষা নিয়ে তর্ক করলেন না, কিংবা তাঁর শিষ্যরা তাদের প্রথা ভঙ্গ করছে বলে তারা যে অভিযোগ এনেছে তার বিরুদ্ধেও কোন কথা বললেন না, কারণ খ্রীষ্টের কথা বলার পর এই অভিযোগের কোন মূল্য থাকবে না, পদ ৮। লক্ষ্য করুন, এটি হচ্ছে ভুল ধারণার একটি প্রকাশ, আর তা হচ্ছে যারা অনেক সময় পার্থিব নিয়ম-নীতি অনুসরণ করার প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী থাকে, তাদের ধর্মের বিশেষ ও প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও বিধানগুলো পালন করতে অনেক সময়ই সামান্য ইচ্ছা থাকে এবং তারা সুযোগ পেলেই তা এড়িয়ে যেতে চায়। শুধু তাই নয়, তারা ঈশ্বরের আদেশকেও অমান্য করে ও বাতিল করে, পদ ৯। "এরূপে তোমাদের সমর্পিত পরম্পরাগত নিয়ম দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের বাক্য নিষ্ফল করছো; এমন কি আর এই প্রকার অনেক কাজ করে থাক," পদ ১৩। ঈশ্বরের নিয়ম ও বিধান শুধু যে ভুলে যাওয়া হয় তাই নয়, সেই সাথে এর স্থানে কিছু অবান্তর আইন প্রতিস্থাপন করা হয়, কিন্তু কার্যত তারা নিজেদের আইন স্থাপন করতে গিয়ে ঈশ্বরের আইন বাতিল করে দিচ্ছে। তাদেরকে এই ভরসায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, তারা এই আইনের সম্প্রসারণ এবং প্রয়োগ ঘটাবে, কিন্তু এই ক্ষমতাকে তারা ভুলভাবে ব্যবহার করেছে। তারা এর অপব্যবহার করেছে, এই আইন লঙ্ঘন করেছে এবং এর বাধা সকল ছিন্ন করেছে। তারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাক্যের মূল অর্থ নষ্ট করে দিয়েছে।

খ্রীষ্ট এখানে তাদেরকে এই বিশেষ এবং উপযুক্ত দৃষ্টান্তের কথা বললেন– ঈশ্বর সন্তানদেরকে বলেছেন তারা যেন তাদের পিতা-মাতাকে সম্মান করে, তিনি শুধু মোশির ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তা বলেন নি, বরং সেই সাথে তিনি প্রকৃতির আইনের মধ্য দিয়েও তা বলেছেন। যে তার পিতা কিংবা মাতার সাথে খারাপভাবে কথা বলবে কিংবা কর্কশ ও রূঢ় আচরণ করবে, সে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনবে, পদ ১০। এই কারণে এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, যদি সন্তানদের পিতা-মাতা বৃদ্ধ হয়ে যায়, অথর্ব হয়ে যায়, তাহলে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সাধ্যমত তাদের আরাম-আয়েশের জন্য ব্যবস্থা করা। যদি সেই সন্তানেরা তাদের পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়, তাহলে তারা মৃত্যুর যোগ্য হবে। কিন্তু প্রাচীনদের সকল ধরনের রীতি-নীতি খুঁজে দেখলে দেখা যাবে যে, একজন মানুষ অবশ্যই এই ধরনের বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত, পদ ১১। যদি তার পিতা-মাতা অভাবের মধ্যে পড়ে এবং সে তাদেরকে সাহায্য না করে, কিন্তু তার মধ্যে সাহায্য করার কোন চিন্তাও না থাকে, তাহলে সে বেদিতে গিয়ে উৎসর্গ দিক, মন্দিরে স্বর্ণ উপহার দিক, বেদির উপরে তা অর্পণ করুক এবং এ কথা বলে অনুশোচনা করুক যে, তার পিতা-মাতা তার দ্বারা সাহায্য পায় নি, এটাই তার জন্য যথেষ্ট। তারা ঈশ্বরের পবিত্র আইনের সাথে

নিজেদের ভণ্ডামিসুলভ রীতি মিশিয়ে কী চাতুরিপূর্ণ এক নিয়মই না তৈরি করেছে! ড. হ্যামন্ড বলেছেন, রব্বিদের একটি রীতি ছিল, যেটি অনুসারে কোন প্রতিজ্ঞা যদি করা হত, তাহলে বেদিতে উপহার ও উৎসর্গ দান করার মধ্য দিয়ে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা থেকে রেহাই পাওয়া যেত। সেই কারণে যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন প্রতিজ্ঞা করে যে, সে তা রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে এবং সে আদেশনামা ভঙ্গ করবে। ড. হুইটবাইও এমনটাই মনে করেন। এমনটাই ক্যাথলিক পোপরা সন্তানদের শিখিয়ে থাকেন, যাতে করে তারা মণ্ডলীতে দান করার মধ্য দিয়ে তাদের পিতা-মাতাকে সাহায্য করার ও প্রতিপালন করার দায় থেকে রেহাই পায় এবং তাদের ধর্মও পালন করা হয়। তিনি শেষে বলেছেন, “এমন অনেক কাজই তোমরা করে থাকো।” মানুষ কোথায় গিয়ে থামবে? ঈশ্বরের বিধানকে ভেঙ্গে নিজেদের মত করে আইন তৈরি করা মানুষ কখন বন্ধ করবে? এই ধরনের অবৈধ পরিবর্তনকারীরা প্রথমে ঈশ্বরের বিধানের সামান্য কিছু অংশ পরিবর্তন করতে শুরু করেছিল। এরপরে তারা তাঁর বিধানকে আমূল পাল্টে দিয়ে নিজেদের মত করে সাজাতে শুরু করে, যেন তারা প্রতিযোগিতা করছে। ভাববাদী যিশাইয় তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এ সব কিছুর ফলে ঈশ্বর তাঁর নিজের দিনে ভণ্ডদেরকে চরম শাস্তি দেবেন, এখানে ভণ্ড বলতে ফরীশী এবং ধর্ম-শিক্ষকরা প্রযোজ্য, পদ ৬। লক্ষ্য করুন, যখন আমরা বর্তমান সময়ের মন্দতা দেখি এবং এ সম্পর্কে অভিযোগ করি, তখন আমরা বিবেচনার সাথে এ সম্পর্কে খোঁজ করি না, যদি আমরা বলি যে, আগের দিনগুলো বর্তমান দিনের চেয়ে ভাল ছিল (উপদেশক ৭:১০)। সবচেয়ে মন্দ ও দুষ্ট ভণ্ড ব্যক্তি এবং মন্দ কর্ম সাধনকারীদের অবশ্যই পূর্বপুরুষ ছিল।

২. তিনি তাঁর লোকদেরকে সেই নীতি শিক্ষা দিয়েছেন, যে অনুসারে এই আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর বলা কথার এই অংশটি প্রকাশ্যে লোকদের সামনে বলার প্রয়োজন ছিল, কারণ এটি তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমের সাথে জড়িত এবং এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল যেন যারা প্রাচীনদের আইন অনুসারে এবং তাদের পন্থায় ভুল পথে চলে গেছে, তারা যেন তাদের মহা ভুল বুঝতে পারে। আর এই কারণে তিনি লোকদেরকে তাঁর কাছে ডাকলেন (পদ ১৪) এবং তাদের এ কথা শুনে বোঝার জন্য বললেন। লক্ষ্য করুন, সাধারণ লোকদের জন্য শুধু কথা শোনাই যথেষ্ট নয়, সেই সাথে তাদের অবশ্যই তা বুঝতেও হবে। যখন খ্রীষ্ট খাবার আগে হাত ধোয়ার সম্পর্কে কথা বলে ফরীশীদের কথায় পরাজিত করলেন, সে সময় তিনি এই রীতির মূল ধরে আঘাত করলেন সকলকে এ সম্পর্কে বললেন। লক্ষ্য করুন, মন্দ সংস্কার পরিবর্তন করার মধ্য দিয়েই মন্দ প্রথা দূর করা সম্ভব। এখন তিনি তাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছেন তা সেই মন্দ প্রথার সম্পর্কে, যা এখন তাদেরকে নিজেদেরকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে, পদ ১৫।

(১) আমরা যে খাবার খাই তা থেকে আমরা বিনষ্ট হই না, যদিও তা হাত না ধুয়ে খাওয়া হতে পারে; কিন্তু মানুষের ভেতর থেকে যা বের হয় তাই মানুষকে নষ্ট করে।

(২) আমাদের হৃদয়ের ভেতর থেকে যে মন্দ চিন্তা ও কথা বের হয় তাই আমাদেরকে দূষিত করে, তা আমাদেরকে বিনষ্ট করে দেয়। সে সময় মন এবং বিবেক দূষিত হয়ে পড়ে, পাপ স্থান করে নেয় এবং আমরা আমাদের ভেতর থেকে যা বের হয় তার কারণেই ঈশ্বরের চোখে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাই। আমাদের মন্দ চিন্তা, আগ্রহ, কথা এবং কাজ, এগুলোই আমাদেরকে দূষিত করে, শুধু এগুলোই। এই কারণে আমাদের

অবশ্যই নিজেদের হৃদয়কে মন্দতা থেকে পরিষ্কার রাখার জন্য সতর্ক হতে হবে।

৩. তিনি তাঁর শিষ্যদেকে নিভৃতে বসে লোকদের সামনে যে শিক্ষা দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা দান করলেন। তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন এই দৃষ্টান্ত সম্পর্কে, যখন তাঁরা তাঁকে একা পেয়েছিলেন (পদ ১৭)। তাঁদের কাছে সম্ভবত এই কথাটি দৃষ্টান্ত-কথার মত মনে হয়েছিল। এখন তাঁদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য খ্রীষ্ট কী বললেন তা দেখুন:

(১) তিনি তাঁদের মূর্খতার জন্য তিরস্কার করলেন, "তোমরা কেন বুঝতে পারো না? তোমরা কি এতই মুর্খ যে, যে সমস্ত লোকেরা এই কথা বোঝে না তোমরা তাদের মতই মূর্খ, এমন কি ফরীশীদের মতই মূর্খ তোমরা? তোমরা কি এতই মূর্খ?" তিনি এটা আশা করেন নি যে, তাঁরা সমস্ত কিছু বুঝতে পারবেন: "কিন্তু তোমরা কি এতটাই দুর্বল যে, তোমরা এই বিষয়টি বুঝতে পারছো না?"

(২) তিনি এই সত্যটি তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করে বললেন যে, তাঁদের অবশ্যই এই সত্যটি সংরক্ষণ করতে হবে এবং এটি তাঁদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, কারণ এই সত্যের মধ্যেই এর প্রমাণ রয়েছে। কিছু কিছু সত্য নিজেই নিজেকে প্রমাণ করে, যদি সেগুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং প্রয়োগ করা যায়। যদি আমরা ঈশ্বর এবং তাঁর বিধানের আত্মিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বুঝতে পারি এবং তাঁর কাছে কোনটি বিঘ্ন জনক মনে হয় এবং আমাদের সাথে তাঁর সংযোগ বিচ্যুত করে সেটি বুঝতে পারি, তাহলে আমরা খুব সহজেই তা বুঝতে পারবো এবং সে অনুসারে কাজ করতে পারব।

[১] আমরা যা খাই এবং যা পান করি তা আমাদেকে দূষিত করে না, তাই ধর্মের দিক থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার এ ধরনের কোন বাধ্য বাধকতার যৌক্তিকতা নেই। মানুষ যে খাবার মুখ দিয়ে গ্রহণ করে তা পাকস্থলীতে যায় এবং সেখানে তা বিভিন্ন ধরনের হজম প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যায় এবং প্রকৃতি প্রদত্ত বিভিন্ন অন্ত্র রস এই হজম প্রক্রিয়া সুচারু রূপে শেষ করে। এর মধ্য দিয়ে হজম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং সেই খাবার মানুষের দেহে পুষ্টি বিধান করে। পেটের ক্ষুধার জন্যই খাবার এবং খাবারের জন্যই পেট। কিন্তু এ সব কিছুরই বিনাশ রয়েছে।

[২] আমাদের হৃদয়ের ভেতর থেকে যা আসে, দূষিত হৃদয়ের ভেতর থেকে যা আসে, তাই আমাদেরকে দূষিত করে। আনুষ্ঠানিক আইনের কথা চিন্তা করলে বলা যায়, একজন মানুষের ভেতর থেকে যা আসে, সেটাই তাকে দূষিত করে তোলে (লেবীয় ১৫:২; দ্বি.বি. ২৩:১৬)। তাই একজন মানুষের মন থেকে যে কথা বা চিন্তা বের হয়, তা তাকে ঈশ্বরের সম্মুখে দূষিত করে এবং এর জন্য তার ধর্মীয়ভাবে শুচি হওয়ার প্রয়োজন হয় (পদ ২১)। মানুষের অন্তর থেকে যা বের হয়, আমাদের হৃদয় থেকে যা বের হয়, যা নিজের উত্তমতার কথা চিন্তা করে গর্বিত হয় এবং ভাবে যে, *আমিই শ্রেষ্ঠ*, সেটাই সেই মানুষকে কলুষিত করে, সেখানেই সকলের ভুলের আবাস। একটি দূষিত জলের ঝর্ণা থেকে দূষিত জলের স্রোতই উৎপন্ন হয়, তাই একটি মন্দ হৃদয় থেকে মন্দ চিন্তার উৎপত্তি হয়। মন্দ রুচি থেকে মন্দ বাসনার উৎপত্তি হয় এবং সকল প্রকাল মন্দ কাজ, চিন্তা ও কথা সেখান থেকে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন ব্যতিক্রমের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে, যা মথিতেও বলা হয়েছে; সেখানে আমরা একটি পেয়েছি, যা এখানে নেই, আর তা হচ্ছে মিথ্যে সাক্ষী। কিন্তু এখানে সাতটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা সেখানে

যা যা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর সাথে যোগ করতে হবে।

প্রথমত, শঠতা– এটি এখানে বহুবচন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে; *প্লিওনেক্সিআই* (*Pleonexiai*)– এই জগতের সম্পদ লাভ করার জন্য অন্যায্য আকাঙ্খা এবং ইন্দ্রিয়ের সুখ এবং তথাপি *আরও চাই*, *আরও চাই* বলে চিৎকার করা। যে হৃদয় শঠ ও ছল চিন্তাযুক্ত, সে সব সময় আরও চাই বলে চিৎকার করে (২ পিতর ২:১৪)।

দ্বিতীয়ত, দুষ্টতা– *পোনেরিয়াই* (*Poneriai*); খুন করার চিন্তা, ঘৃণা এবং মন্দ ইচ্ছার প্রকাশ, মন্দ কাজ করার আকাঙ্খা এবং কারও ক্ষতি করে আনন্দ লাভ করা।

তৃতীয়ত, ধোঁকা দেওয়া– এটি এমন একটি দুষ্টতা বা মন্দতা, যা লুকিয়ে ফেলা হয় এবং মানুষের অগোচরে করা হয়, অর্থাৎ এটি অনেক বেশি গোপনীয়তার সাথে এবং কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা হয়।

চতুর্থত, লম্পটতা– মূর্খতা এবং বোকার মত কথা বলা, জেনায় ভরা চোখ এবং সকল ইন্দ্রিয়ের কামনা বাসনা, যা প্রেরিতেরা কড়াভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন।

পঞ্চমত, মন্দ চোখ– শত্রুতার দৃষ্টি এবং শঠতার দৃষ্টি, অন্যদের সুখ দেখে ঈর্ষা করা বা তাদের ক্ষতি সাধন করার ইচ্ছা প্রকাশ করা (হিতোপদেশ ২৩:৬), কিংবা তাদের আনন্দে শোক করা বা তাদের সুখের কারণে দুঃখিত হওয়া।

ষষ্ঠ ত, গর্ব– *হাইপারিফেনিয়া* (*Hyperephania*); আমাদের নিজেদের চেয়ে অন্যদেরকে ছোট বলে মনে করা এবং অন্যদের দিকে অবজ্ঞা সহকারে তাকানো।

সপ্তমত, মূর্খতা– *এ্যাফ্রোসাইন* (*Aphrosyne*); বোকামি, অবিবেচকের মত কাজ করা। অনেকে মনে করেন এখানে বিশেষ করে মূর্খের মত গর্ব করা বুঝানো হয়েছে, যাকে প্রেরিত পিতর বলেছেন মূর্খতা (২ পিতর ১১:১,১৯), কারণ এখানে এটি গর্বের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আমি এখানে বরং এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করব কথা বলা এবং কাজ করার ক্ষেত্রে কর্কশ ব্যবহার হিসেবে, যা অনেক সময় অনেক বেশি মন্দতার জন্ম দেয়। মন্দ চিন্তাকে সর্বপ্রথমে রাখতে হবে, কারণ এটিই হচ্ছে আমাদের সকল প্রকার মন্দ কাজের উৎস। চিন্তাহীনতাকে আমি রাখবো সবার শেষে, কারণ এটি হচ্ছে সকল মন্দ কাজের প্রতি আমাদের প্রশ্রয়ের উৎস।

এই সব কিছু বলার শেষে তিনি উপসংহারে এসে বলেছেন (পদ ২৩):

১. এই সমস্ত বিষয় বের হয় মন্দ প্রকৃতির ও চরিত্রের মানুষের ভেতর থেকে, পার্থিব হৃদয় থেকে, অন্তরের ভেতরের মন্দ চিন্তা থেকে। যথার্থভাবেই এ কথা বলা যায় যে, এর ভেতরের অংশ অত্যন্ত মন্দতায় ভরপুর, তাই একে অবশ্যই উৎস থেকে নির্মূল করতে হবে।

২. এগুলো মানুষকে দূষিত করে, তাই এগুলো মানুষকে ঈশ্বরের সামনে এসে দাঁড়ানোর জন্য অযোগ্য করে তোলে, এগুলো মানুষের বিবেকের উপরে মরিচা তৈরি করে। যদি তা সনাক্ত করে নির্মূল করা না যায়, তাহলে তা খুব দ্রুত মানুষকে নতুন যিরূশালেম থেকে সরিয়ে নেবে এবং সে তার এই অশুচি অবস্থা থেকে আরও কোন দিনও বের হতে পারবে না।

মার্ক ৭:২৪-৩০ পদ

এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. কতটা নম্রতার সাথে খ্রীষ্ট নিজেকে গোপন করলেন। তিনি গালীলে উপস্থিত হওয়ার পর মানুষ যতটা চিৎকার ও হর্ষধ্বনি করে উঠেছিল, এর আগে গালীলের মানুষ কখনোই তেমনটি করে নি, আর সেই কারণে অবশ্য তিনি সেখানে উত্তম কাজ সাধন করতে অস্বীকার করলেন না। তথাপি তিনি যেহেতু মানুষের প্রশংসা ও এত জনপ্রিয়তার মাঝে অস্বস্তি বোধ করতেন, সেহেতু তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন এবং সোর এবং সীদোনের সীমান্তে চলে গেলেন, যেখানে তিনি খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না। আর সেখানে তিনি প্রবেশ করলেন, কিন্তু কোন সমাজ-ঘরে নয়, বা কোন সমাজ-গৃহে নয়, বরং একটি ব্যক্তিগত বাসগৃহে। সেখানে তাঁকে কেউ চেনে না বলেই আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল; কারণ তাঁর বিষয়ে আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তিনি হাহাকার করবেন না, কিংবা কাঁদবেনও না, তাঁর কণ্ঠস্বর রাস্তায় শোনা যাবে না। এমন নয় যে, তিনি সেখানে রাস্তায় রাস্তায় শিক্ষা দিতে এবং আশ্চর্য কাজ করতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন, বরং এই কাজ করতেই তিনি এসেছেন। লক্ষ্য করুন, কাজ করার সময় যেমন উপস্থিত হয়, তেমনি বিশ্রাম নেওয়ার সময়ের দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। কিংবা, তাঁকে চেনার কারও কথা নয়, কারণ তিনি সে সময় সোর এবং সীদোনের সীমান্তে অবস্থান করছিলেন, অযিহূদীদের মধ্যে, যাদের কাছে তিনি নিজেকে তেমন আগ্রহের সাথে প্রকাশ করবেন না, যেমন প্রকাশ করবেন যিহূদীদের কাছে, কারণ তিনি যিহূদীদের কাছেই মূলত মহিমান্বিত হওয়ার জন্য এসেছিলেন।

খ. কতটা মহানুভবতার সাথে তিনি নিজেকে প্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। যদিও তিনি সেই সমস্ত অঞ্চলে অলৌকিকভাবে কাউকে সুস্থ করার মানসে যান নি, তথাপি আমরা দেখতে পাই যে, তিনি সেখানে তাঁর দয়ার কিছুটা অংশ ছড়িয়ে দিতে এসেছিলেন। বিশেষ করে যে তাঁকে চিনতে পারবে এবং তাঁর কাছে আসবে, তাকেই তিনি তা দেবেন। তিনি লুকিয়ে থাকতে পারবেন না; কারণ একটি মোমবাতি কাঠার নিচে রাখা গেলেও সূর্যকে কখনো লুকিয়ে রাখা যায় না। খ্রীষ্ট সবখানে এতটাই পরিচিত ছিলেন যে, তিনি বেশি দিন কোথায় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন না, কোনখানেই নয়। তাঁকে যে আনন্দের তেল দ্বারা অভিষিক্ত করা হয়েছে, সেটি তাঁর সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং সেটি তিনি যে ঘরে থাকবেন, তা সুগন্ধে ভরিয়ে দেবে। যারা কেবলমাত্র তাঁর খ্যাতির কথা শুনেছে, তারা তাঁর সাথে কথা না বলে থাকতে পারবে না, বরং তারা খুব শীঘ্রই বলবে, "নিশ্চয়ই ইনিই যীশু খ্রীষ্ট।" এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. একজন দুর্দশাগ্রস্ত এবং হতভাগ্য মহিলা খ্রীষ্টের কাছে আবেদন জানালো। সে ছিল একজন অযিহূদী, একজন গ্রীক। ইস্রায়েলীয় অধ্যুষিত এলাকায় সে ছিল আক্ষরিক অর্থেই একজন বিদেশী, প্রতিজ্ঞাত দেশে একজন পরবাসী। সে ছিল একজন সুর-ফৈনিকীয় এবং সে যিহূদী ধর্মের রীতি-নীতির সাথে কোনভাবেই সংযুক্ত ছিল না। তার একটি মেয়ে ছিল, ছোট একটি মেয়ে, যাকে মন্দ-আত্মায় পেয়েছিল। ছোট শিশু ও সন্তানেরা যখন মন্দ-আত্মায় আক্রান্ত হয় তখন তা আমাদের জন্য কত না যন্ত্রণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়! সেই মহিলাটি খ্রীষ্টকে যেভাবে সম্বোধন করেছিল:

(১) অত্যন্ত নম্রতার সাথে সে খ্রীষ্টকে অনুরোধ করেছিল এবং একাগ্রতার সাথে বলেছিল। সে তাঁর কথা শুনেছিল, এই কারণেই সে আসলো এবং তাঁর পায়ের কাছে এসে উপুড় হয়ে পড়লো। লক্ষ্য করুন, যাদের খ্রীষ্টের কাছ থেকে দয়া ভিক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে, তাদের অবশ্যই নিজেদেরকে তাঁর চরণতলে সমর্পণ করতে হবে, নিজেদেরকে তাঁর সামনে নম্র করতে হবে এবং নিজেদের সকল কর্তৃত্ব তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হবে। যারা খ্রীষ্টের পায়ের কাছে এসে নত হয়েছে খ্রীষ্ট কখনোই তাদের কাউকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন নি। তাঁর পায়ের কাছে এসে উপুড় হয়ে পড়া, যা এক হতভাগ্য কম্পিত আত্মাই কেবলমাত্র করতে পারে, এটি অনেক বেশি নম্রতার পরিচয় দেয় এবং আন্তরিকতার পরিচয় দেয়, যা সাহসিকতার সাথে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরার চাইতে অনেক বেশি মহান।

(২) এটি ছিল খুবই নির্দিষ্ট আবেদন: সে খ্রীষ্টকে বলল যে, সে কী চায়। খ্রীষ্ট এভাবেই হতভাগ্য আবেদনকারীদেরকে তাঁর কাছে এসে মুক্তভাবে ও আন্তরিকভাবে কথা বলার জন্য সুযোগ দিয়েছেন। সে তাঁর কাছে চাইল যেন তিনি তার মেয়ের ভেতর থেকে মন্দ-আত্মাগুলো বের করে দেন, পদ ২৬। লক্ষ্য করুন, আমাদের সন্তানদের জন্য সবচেয়ে মহান যে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ আমরা চাইতে পারি তা হচ্ছে, তিনি যেন তাদের ভেতরে থেকে শয়তানের শক্তি দূরে সরিয়ে দেন, অর্থাৎ পাপের শক্তি। বিশেষ করে, যাতে করে তিনি যেন সমস্ত মন্দ-আত্মা তাড়িয়ে দেন, যাতে করে তা পবিত্র আত্মার আবাস স্থল হতে পারে এবং তিনি সেখানে বসবাস করতে পারেন।

২. খ্রীষ্ট যেভাবে এই আবেদনকে নিরুৎসাহিত করলেন (পদ ২৭): তিনি সেই মহিলাটিকে বললেন, “আগে সন্তানেরা পরিতৃপ্ত হোক; আগে যিহূদীরা সকল আশ্চর্য কাজের সুফল লাভ করুক, কারণ তাদের জন্যই এই আশ্চর্য কাজ সকল করা হচ্ছে, যারা এক বিশেষ পক্রিয়ায় ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে তাদের জন্য যা পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই যারা ঈশ্বরের পরিবারের নয় তাদের কাছে দেওয়া হবে না। যাদের এ সম্পর্কে সেই জ্ঞান নেই এবং এর সম্পর্কে আগ্রহ নেই, যা তাদের আছে এবং যারা তাদের সাথে তুলনা করলে কুকুর মাত্র, দুষ্ট এবং নিকৃষ্ট এবং যারা কুকুরের মতই যিহূদীদের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে এবং দাঁত খিচিয়ে তাকায়, তাদের দিকে ঘৃণা প্রকাশ করে, তাদের জন্য নিশ্চয়ই দুঃখই অপেক্ষা করছে। লক্ষ্য করুন, যখন খ্রীষ্ট জানেন যে, কোন হতভাগ্য ব্যক্তির বিশ্বাস অনেক দৃঢ় ও শক্ত, তখন তিনি কখনো কখনো তা পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করেন এবং তিনি তাদেরকে সমস্যায় ফেলে থাকেন। কিন্তু তার এই কথা, আগে সন্তানেরা পরিতৃপ্ত হোক, কথাটি এ বিষয় বোঝায় যে, অযিহূদীদের জন্য প্রচুর পরিমাণে দয়া রক্ষিত ছিল এবং তা খুব বেশি দূরে ছিল না; কারণ যিহূদীরা ইতোমধ্যে খ্রীষ্টের সুসমাচারকে অবজ্ঞা করতে ও প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টকে এই উপকূল থেকে বের করে দেওয়ার চিন্তায় ছিল। সন্তানেরা তাদের খাদ্য নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে পড়েছে, আর তাই এখন সেই খাদ্যের গুঁড়াগাড়া এবং উচ্ছিষ্ট অংশ অযিহূদীদের জন্য উৎসবের সমতুল্য মনে হবে। প্রেরিতেরা এই নীতি অনুসারে পথ চলেছেন, আগে সন্তানেরা পরিতৃপ্ত হোক, আগে যিহূদীদের কাছে প্রথমে প্রদান করা হবে। যদি তাদের পূর্ণ আত্মা থেকে এই মধুর খাদ্য উপচে পড়তে থাকে, “তখন দেখ, আমরা অযিহূদীদের কাছে যাব!”

৩. খ্রীষ্টের কথার জবাবে সেই মহিলাটি তাঁকে যে উত্তর দিল, যা খ্রীষ্ট তার কথার বিপক্ষে

বলেছিলেন এবং যেন এতে করে তার স্বার্থ অনুসারে কাজ হয়, পদ ২৮। সে বলল, "হ্যাঁ, প্রভু, আমি স্বীকার করছি যে, সন্তানদের খাবার কুকুরদের কাছে দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু রুটির গুঁড়াগাড়া তাদের খেতে দেওয়ার জন্য কখনো অস্বীকার করা হয় নি, বরং তা সব সময় তাদের জনই বরাদ্দ ছিল। তাদেরকে টেবিলের নিচে স্থান দেওয়া হত, যাতে করে তারা সেখান থেকে এই উচ্ছিষ্ট খাবার খেতে পারে। আমি কোন রুটি চাইতে আসি নি, কিংবা অন্য কোন খাবারও চাইতে আসি নি, আমি কেবল খাদ্যের অবশিষ্ট উচ্ছিষ্টাংশ চাইতে এসেছি। দয়া করে আমাকে তা গ্রহণ করার জন্য প্রত্যাখ্যান করবেন না।" এই কথা সে বলেছিল, তাঁর দয়ার অবমূল্যায়ন করে নয়, কিংবা তাদের নিজের প্রতি আলোকপাত করে নয়, বরং সে শুনেছিল যে, খ্রীষ্ট যিহূদীদের মাঝে প্রচুর আশ্চর্য কাজ এবং সুস্থতা দানের কাজ করেছেন, যার সাথে এই সামান্য একটি সুস্থতা দানের কাজ কেবলই উচ্ছিষ্ট অংশের তুল্য। অ-ইহদীরা খ্রীষ্টের কছে দলে দলে আসে নি, যেভাবে যিহূদীরা এসেছিল: "আমি একাই এসেছি।" সম্ভবত মহিলাটি শুনেছিল যে, খ্রীষ্ট একসাথে পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছিলেন এবং এরপরে যখন তিনি খাবারের গুঁড়াগাড়া সকল উচ্ছিষ্ট অংশ তুলে আনতে আদেশ দিয়েছিলেন, সেখানে কয়েকটি কুকুরের পক্ষে অনেক বেশি পরিমাণে উচ্ছিষ্ট খাবার জমা হয়েছিল।

৪. খ্রীষ্ট তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে যেভাবে তা অনুমোদন করলেন। সে কি আসলেই এতটা নম্র, এতটাই একাগ্রচিত্ত ছিল? "এই কথার জন্য, যাও তোমার নিজের পথে যাও, তাতে করে তুমি যা চাইতে এসেছ তা পেয়ে যাবে, তোমার মেয়ের ভেতর থেকে মন্দ-আত্মা চলে গেছে," পদ ২৯। এই বিষয়টি আমাদেরকে প্রার্থনা করতে এবং জেগে থাকতে উৎসাহিত করে, যাতে করে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রার্থনায় ব্রতী হতে পারি, যাতে করে আমরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারি; যে দর্শন আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে তা শেষ পর্যন্ত কথা বলবে এবং তা মিথ্যে প্রমাণিত হবে না। খ্রীষ্ট যখন বলেছেন সমাপ্ত হল, তখন তা অত্যন্ত কার্যকরীভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল, যেভাবে অন্যান্য সময়ে তিনি বলেছেন, তা পূর্ণ হোক; কারণ (পদ ৩০) সে তাঁর ঘরে এসেছিল। সে খ্রীষ্টের কথার উপর নির্ভর করে তাঁর কাছে এসেছিল, যাতে করে তার মেয়েটি সুস্থ হতে পারে। আর তাই সে দেখতে পেয়েছিল যে, তার মেয়ের ভেতর থেকে মন্দ-আত্মা পালিয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট অনেক দূর থেকেও মন্দ-আত্মাকে পরাজিত করতে পারেন। শয়তানী শক্তি যখন তাঁকে দেখতো তখনই শুধু যে তারা পালিয়ে যেত তা নয়, যা আমরা দেখতে পাই মার্ক ৩:১১ পদে; কিন্তু যখন তারা তাঁকে দেখতে পায় না, তখনও তারা পালিয়ে যেতে পারে, কারণ প্রভুর আত্মা আবদ্ধ থাকে না কিংবা ছিল না। সে তার মেয়েকে কোন ধরনের মারাত্মক অবস্থায় বা ক্ষতির সম্মুখীন অবস্থায় খুঁজে পায় নি, বরং তাকে শান্তভাবে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখেছিল। সে শান্তভাবে শুয়ে শুয়ে তার মায়ের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল, যাতে সে তার মায়ের সাথে আনন্দ করতে পারে, কারণ অবশেষে সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গেছে।

মার্ক ৭:৩১-৩৭ পদ

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট খুব কমই কোন একটি স্থানে বহু দিন অবস্থান করেছেন, কারণ তিনি জানতেন কোথায় তাঁর জন্য কাজ করার রয়েছে এবং তিনি সেখানে সেই কাজ করার জন্য নিয়োজিত থাকতেন। যখন তিনি একজন সূর-ফৈনিকীয় মহিলার মেয়েকে সুস্থ করলেন, তখন সেখানে তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেল, আর তাই তিনি সেই স্থান থেকে গালীল সাগরের উপকূলে চলে এলেন, যেখানে তাঁর সাধারণ আবাসস্থল ছিল। তথাপি তিনি সেখানে সরাসরি আসেন নি, বরং তিনি সীদোন হয়ে দিকাপলি অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে গালীল সাগরের কাছে আসলেন, যা যর্দনের অপর পারের সবচেয়ে কাছে অবস্থিত ছিল। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন মঙ্গল সাধন করার জন্য বের হতেন, তখন তিনি অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে যেতেন।

এখন এখানে আমরা একটি সুস্থতা দানের কাহিনী জানতে পারি, যা খ্রীষ্ট সাধন করেছিলেন, যা অন্য কোন সুসমাচার লেখক উল্লেখ করেন নি। এটি হচ্ছে বোবা এবং বধিরকে সুস্থ করার ঘটনা।

ক. লোকটির অবস্থা ছিল দুঃখজনক, পদ ৩২। সেখানে এমন কয়েকজন ছিল যারা খ্রীষ্টের কাছে একজন বধির ব্যক্তিকে নিয়ে আসলো, অনেকের মতে সে জন্ম থেকেই বধির ছিল, আর তাই সে নিশ্চয়ই বোবাও ছিল; অন্যরা মনে করেন যে, কোন দুর্ঘটনার বা দৈব ঘটনার কারণে সে বধির হয়েছিল, কিংবা হয়তো সে কানে কম শুনতো এবং তার কথা বলায় সমস্যা হত। সে ছিল *মোগিলালোস* (*Mogilalos*)। অনেকে মনে করেন যে, সে ছিল একেবারেই বোবা। অন্যরা মনে করেন সে কথা বলতে পারতো কিন্তু কথা বলতে তার প্রচণ্ড সমস্যা হত এবং সেই কারণে যারা তার কথা শুনতো তাদের পক্ষে সে কি বলছে তা উদ্ধার করতে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়তে হত। তার জিহ্বায় জড়তা ছিল, তাই সে কথা বলার বা আলোচনা চালানোর জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত ছিল এবং সে এর আনন্দ বা উপকরিতা থেকে একেবারেই বঞ্চিত ছিল। তার মাঝে অন্য মানুষের সাথে কথা বলার ব্যাপারে সন্তুষ্টি ছিল না, কিংবা সে তার নিজের মনের কথা বলতেও অপারগ ছিল। আমরা এখানে ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারি যে, তিনি আমাদেরকে শোনার শক্তি ও ইন্দ্রিয় দান করেছেন, বিশেষ করে আমরা ঈশ্বরের বাক্য শুনতে পারি বলে অবশ্যই আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। বিশেষ করে আমাদের এই জন্যও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য আমাদের মুখ ব্যবহার করতে পারি। এই বিষয়টিকে আমরা তাদের সাথে তুলনা করে দেখতে পারি, যে সমস্ত লোকেরা বোবা এবং বধির এবং তখন আমাদের অবশ্যই সে সমস্ত লোকদের প্রতি মহা দয়া ও সহানুভূতির সাথে আচরণ করা উচিত। যারা এই হতভাগ্য লোকটিকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে এসেছিল, তারা এটা দেখেছিল যে, তিনি যদি শুধু তাঁর হাত লোকটির উপরে রাখেন, যেভাবে ভাববাদীরা করতেন, যারা ঈশ্বরের কাছে আশীর্বাদ চাইতে আসতো, তাহলেই সে সুস্থ হয়ে যাবে। এমনটি বলা হয় নি যে, তারা চেয়েছিল তিনি তাকে সুস্থ করেন, বরং তারা চেয়েছিল যেন তিনি তার উপরে হাত রাখেন, যাতে করে তিনি তার বিষয়টি সম্পর্কে জানেন এবং তিনি যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলেই যেন তাঁর শক্তি লোকটির ভেতরে প্রবাহিত করেন।

খ. তার সুস্থতা প্রদান ছিল অতুলনীয় এবং এর কিছু কিছু প্রমাণ ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

১. খ্রীষ্ট তাকে লোকদের মধ্য থেকে বের করে নিয়ে এলেন, পদ ৩৩। সাধারণত এর আগে তিনি সমস্ত লোকদের সামনেই সুস্থতা দান করেছেন, কারণ তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, তারা সবচেয়ে মহা সাক্ষী এবং প্রমাণের বাহক হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু এখন তিনি এই আশ্চর্য কাজটি নিভৃতে সাধন করলেন, কারণ তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, তিনি সম্মান এবং খ্যাতি লাভের জন্য লালায়িত নন এবং তিনি আমাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যেন আমরা সব সময় যা আমাদেরকে গর্ব করার জন্য প্রলুব্ধ করে সে সব থেকে দূরে রাখি। আমরা যেন খ্রীষ্টের কাছ থেকে নম্র হতে শিখি এবং যেখানে কেউ দেখতে পায় না কিন্তু তাঁর চোখ ঠিকই থাকে সেখানেই যেন আমরা ভাল কাজ করি।

২. এই সুস্থতা দান করতে গিয়ে অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে তিনি আরও কার্যকরী পন্থায় কাজ করেছিলেন।

(১) তিনি তার কানের ভেতরে হাত দিলেন, ঠিক যেন তিনি সেখানে সিরিঞ্জ প্রবেশ করালেন এবং সেখানে যা তার কানকে বাধা দিয়ে রেখেছিল তা সরিয়ে আনলেন।

(২) তিনি তাঁর নিজ আঙ্গুলে থুতু লাগালেন এবং এরপর তা দিয়ে তার জিহ্বা স্পর্শ করলেন, যেন তিনি তার জিহ্বাকে নরম করলেন এবং যা দিয়ে তার জিহ্বা বাঁধা ছিল তা তিনি যেন অপসারণ করলেন। এমন নয় যে, তিনি এই কাজগুলো করেছিলেন বলেই সে সুস্থ হয়েছিল। বরং এগুলো ছিল তাঁর শক্তি প্রবাহিত হওয়ার এবং তাঁর আরোগ্যদায়ী সুস্থতা দানের চিহ্ন। তিনি লোকটিকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসে শক্তিশালী করতে চাইছিলেন যারা তাকে তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিল তাদের মাঝেও তিনি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেই সমস্ত কিছু প্রয়োগ করেছেন, তিনি তাঁর নিজ আঙ্গুল তার কানের ভেতরে প্রবেশ করিয়েছিলেন এবং তাঁর নিজ জিহ্বায় আঙ্গুল দিয়ে তার জিহ্বা স্পর্শ করেছিলেন; কারণ তিনি নিজেই সুস্থতা দান করতে পারেন।

৩. তিনি স্বর্গের দিকে তাকালেন, যাতে করে তিনি তাঁর পিতাকে তিনি যা করেছেন তার জন্য প্রশংসা জ্ঞাপন করতে পারেন; কারণ তিনি তাঁর প্রশংসা করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তাই করেছিলেন। একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তিনি ঈশ্বরের উপরে নির্ভরতা প্রকাশ করার বিষয়টি প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর উপরে চোখ রেখেছিলেন। এভাবেই তিনি এ কথা বোঝালেন যে, একটি স্বর্গীয় শক্তির দ্বারা তিনি এই কাজ করেছেন। এটি এমন একটি শক্তি তাঁর ছিল যা স্বর্গের সদাপ্রভুর কাছেই শুধু থাকে এবং সেখানে থেকেই তিনি তা পেয়েছেন, যার কারণে তিনি এই আশ্চর্য কাজ করতে পেরেছেন; কারণ শুনতে পাওয়া কান এবং দেখতে পাওয়া চোখ সদাপ্রভুই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এর উভয়ই পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি এখানে এটি নির্দেশ করেছেন যে, তাঁর রোগীকে তিনি দেখিয়েছেন, সে শুনতে না পারলেও সে যেন বুঝতে পারে যে, তিনি স্বর্গের দিকে তাকিয়ে তার রোগ মুক্তির জন্য সাহায্য কামনা করেছেন। মোশিকে জড়তা যুক্ত জিহ্বা দিয়ে স্বর্গের দিকে তাকাতে বলা হয়েছে (যাত্রা ৪:১১): "মানুষের মুখ কে সৃষ্টি করেছেন? কিংবা কে মানুষকে বোবা ও বধির করে থাকেন, কিংবা কে অন্ধ বা দেখতে পাওয়া মানুষ সৃষ্টি করে থাকেন? সে কি আমি, তোমাদের সদাপ্রভু নই?"

৪. তিনি স্বস্তি প্রকাশ করলেন, যেন তিনি তাঁর এই আশ্চর্য কাজ করতে গিয়ে কোন ধরনের বাধার সম্মুখীন হন নি, কিংবা তাঁকে তাঁর পিতার কাছ থেকে তাকে সুস্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি গ্রহণ করতে বেগে পেতে হয় নি। বরং এভাবে তিনি মানব জীবনের দুঃখ

দুদর্শার প্রতি তাঁর দয়ার মনোভাব প্রকাশ করলেন এবং পীড়িত মানুষের ভাগ্যাহত পরিস্থিতির প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। কারণ তিনি মানুষদেরকে তাদের অক্ষমতার প্রতি দয়া সহকারে স্পর্শ করতেন। সেইভাবে তিনি এই লোকটির প্রতি আশ্চর্য কাজ সাধন করে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন। এর কারণ এমন নয় যে, তিনি তার প্রতি এই আশ্চর্য কাজ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিংবা তিনি কোনভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বরং এর কারণ হচ্ছে তার সামনে অনেক ধরনের প্রলোভন উপস্থিত হবে, বিশেষ করে জিহ্বার প্রলোভন, যার কারণে সে নিজেকে স্থির রাখতে পারবে কি না সে বিষয়ে খ্রীষ্টের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তার ভেতরে আগে কথা বলার শক্তি ছিল না, কিন্তু খ্রীষ্ট এখন তার জিহ্বা মুক্ত করে দিয়েছেন, তাই তার জিহ্বার পাপ করার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে গেছে। এখন লোকটির উচিত হবে তার নিজের জিহ্বাকে নিজেই দমন করা, নতুবা তার জিহ্বাকে অনুগ্রহের লাগাম দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত (গীতসংহিতা ৩৯:১)।

৫. তিনি বললেন, *এপফাথা* (*Ephphatha*); এর অর্থ হচ্ছে, *খুলে যাক*। এটি এমন কিছু ছিল না যার সাথে জাদুবিদ্যা বা মন্ত্রতন্ত্রের তুলনা করতে হবে, সাধারণত যা জাদুকরেরা এবং ওঝারা ব্যবহার করে থাকতো, যারা সাধারণত মন্দ-আত্মা তাড়ানোর জন্য সুপরিচিত ছিল, যারা যারা বিড়বিড় ও ফিসফিস করে বকে (যিশাইয় ৮:১৯)। খ্রীষ্ট এমন একজন ব্যক্তি হয়ে কথা বলেছিলেন, যার সেই ক্ষমতা আছে। খ্রীষ্ট তাঁর নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই সুস্থতা দানের কার্যক্রম সফল করেছেন। "খুলে যাও," এর মাধ্যমে সুস্থতা দানের দুটি অংশই সুসম্পন্ন করা হয়েছে এবং এই কথার মধ্য দিয়ে শক্তি নির্গত হয়েছে: "তোমার কান খুলে যাক, তোমার জিহ্বা খুলে যাক, তুমি মুক্তভাবে শুনতে এবং বলতে সক্ষম হও এবং তোমার সকল জড়তা মুছে যাক।" এর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা ছিল অবিশ্বাস্য (পদ ৩৫)। সঙ্গে সঙ্গে তার কান খুলে গেল এবং তার জিহ্বার জড়তা মুছে গেল এবং তার সবই ছিল উত্তম। আর সে অবশ্যই সুখী, যে তার কান এবং জিহ্বা খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সামনে দয়াময় প্রভু যীশুকে দেখতে পেল, তার সাথে সে কথা বলতে পারলো।

এখন এই সুস্থতা দানের কাজটির বিষয়ে লক্ষ্য করুন:

(১) এটি ছিল এর একটি প্রমাণ যে, প্রভু যীশুই খ্রীষ্ট, সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট; কারণ এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, তাঁর ক্ষমতা ও শক্তিতে বধিরের কান খুলে যাবে, বোবার জিহ্বা খুলে যাবে এবং সে গান গাইবে (যিশাইয় ৩৫:৫,৬)।

(২) এটি ছিল মানুষের মনের মাঝে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রয়োগের একটি ফলাফল। হতভাগ্য পাপীদের প্রতি খ্রীষ্টের সুসমাচার এবং তাঁর অনুগ্রহের আদেশ হচ্ছে, *এপফাথা– খুলে যাক*। গ্রোশিয়াস এভাবে কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন যে, মনের ভেতরে অক্ষমতা দূর হয় খ্রীষ্টের আত্মার দ্বারা এবং শারীরিক অক্ষমতা দূর হয় তাঁর শক্তির বাক্য দ্বারা। তিনি হৃদয় উন্মুক্ত করেন, যেভাবে তিনি লিডিয়ার হৃদয় উন্মোচিত করেছিলেন, সেভাবেই এখন তিনি ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করার জন্য মানুষের কান উন্মুক্ত করলেন এবং ঈশ্বরের প্রশংসা দান করার জন্য ও প্রার্থনা করার জন্য তিনি তার মুখ ও জিহ্বা খুলে দিলেন।

৬. তিনি এই কথা একেবারেই গোপন রাখতে বললেন, কিন্তু তা সব স্থানে জানাজানি হয়ে গেল।

(১) এটি ছিল তাঁর নম্রতার একটি পরিচায়ক যে, তিনি তাদের কোন মানুষের কাছে এ কথা

বলতে নিষেধ করে দিলেন, পদ ৩৬। বেশির ভাগ মানুষই তাদের ভেতরের ভালো গুণগুলোর কথা প্রকাশ করতে চায় কিংবা অন্ততপক্ষে এটা চায় যেন অন্যরা সে বিষয়ে বলে। কিন্তু খ্রীষ্ট নিজে গর্বিত হওয়ার আশঙ্কায় থাকলেও তিনি জানতেন যে, মানুষের গর্ব আরও বেশি থাকে, তাই তিনি নিজেকে দমন করার জন্য নিজেকে দিয়ে আত্ম-অস্বীকারের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইলেন, বিশেষ করে প্রশংসা এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের দিক থেকে। আমাদের অবশ্যই আনন্দের সাথে মঙ্গলজনক কাজ করা উচিত, কিন্তু তা অবশ্যই কাউকে জানানোর প্রয়োজন নেই।

(২) এটি ছিল তাদের মহা উৎসাহের পরিচয়, কারণ যদিও তিনি তাদেরকে কারও কাছে কোন কিছু বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন, তারপরও তারা তা সকলের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল। তবে তারা সৎ ছিল এবং তারা কোন ঘটনা অতিরঞ্জিত না করে কিংবা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলে নি, তাই এটিকে তাদের অবাধ্যতার বদলে খ্রীষ্টের প্রতি অনুরক্ত থাকার একটি নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়, পদ ৩৬। কিন্তু যারা এ কথা শুনেছিল তারা অত্যন্ত বিস্মিত হল, *হাইপারপেরিসোস* (*Hyperperissos*)- স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি বিস্মিত হল; তারা এর দ্বারা প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত হল এবং এই কথা জনে জনে ছড়িয়ে গেল, সকলে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে লাগল। এটি ছিল একটি সাধারণ প্রচলিত কথা, তিনি এই সকল মঙ্গল কাজ সাধন করেছেন (পদ ৩৭)। যেখানে তাদের বাস ছিল, যারা তাঁকে ঘৃণা করতো এবং তাঁকে অত্যাচার করতে চাইত, তারা এখন তাঁর পক্ষে সাক্ষী হতে চাইল। এর কারণ শুধু এই নয় যে, তিনি কোন অমঙ্গল সাধন করেন নি বা মন্দ কাজ করেন নি, বরং তিনি অনেক মঙ্গল কাজ সাধন করেছেন এবং তিনি যা করেছেন তা অবশ্যই উত্তম। তিনি তা করেছেন নম্রতার সাথে, সংযমের সাথে এবং তিনি তাঁর কাজে অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল শুধুই সেবার মনোভাব, কোন অর্থেই তাঁর মধ্যে প্রতিপত্তির কোন মোহ ছিল না, যা তাঁর এই উত্তম কাজগুলোকে কলুষিত করে দিতে পারতো। তিনি বধিরকে শুনতে দিয়েছেন এবং বোবাকে বলতে দিয়েছেন; আর তা ছিল উত্তম; তা তাদের সকলের জন্যই উত্তম ছিল।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৮

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো:

ক. খ্রীষ্ট চার হাজার মানুষকে অলৌকিকভাবে সাতটি রুটি এবং সামান্য কয়েকটি মাছ দিয়ে খাওয়ান, পদ ১-৯।

খ. তিনি ফরীশীদেরকে স্বর্গ থেকে কোন চিহ্ন দেখাতে অস্বীকার করেন, পদ ১০-১৩।

গ. তিনি শিষ্যদেরকে ফরীশীদের এবং হেরোদীয়দের খামি থেকে দূরে থাকতে সাবধান করে দেন, পদ ১৪-২১।

ঘ. তিনি বৈথসৈদায় একজন অন্ধ ব্যক্তিকে দৃষ্টি প্রদান করেন, পদ ২২-২৬।

ঙ. তাঁর বিষয়ে পিতরের সাক্ষ্য, পদ ২৭-৩০।

চ. তিনি তাঁর নিজের আসন্ন যন্ত্রণা ও দুঃখভোগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেন (পদ ৩১ -৩৩) এবং তিনি তাদেরকে এ ধরনের দুঃখভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন, পদ ৩৪-৩৮।

মার্ক ৮:১-৯ পদ

আমরা এর আগে ঠিক এ ধরনেরই একটি আশ্চর্য কাজ দেখেছিলাম এবং তা এই সুসমাচারেই (মার্ক ৬:৩৫)। এই একই আশ্চর্য কাজ আমরা এর আগে দেখেছি (মথি ১৫:৩২) এবং এখানে প্রকৃত ঘটনার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না ঘটিয়েই সম্পূর্ণভাবে তা তুলে ধরা হয়েছে। তথাপি এখানে লক্ষ্য করুন:

১. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রচুর মানুষ অনুসরণ করছিল: সেই সময়ে আবার লোকের ভিড় হল (পদ ১); ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা তাঁকে দোষী হিসাবে অভিযুক্ত করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল এবং তাঁর কাছ থেকে লোকদের আগ্রহ সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল, তথাপি লোকেরা তাদের মন্দ প্ররোচণায় কান না দিয়ে আরও বেশি করে খ্রীষ্টের পিছে পিছে গিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল। তাঁকে যে সমস্ত সাধারণ মানুষ অনুসরণ করছিল, এদের মধ্যে ছিল আরও অনেক বেশি সততা, আর সেই কারণে তাদের মধ্যে ছিল প্রকৃত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যা তাদের নেতাদের মধ্যে ছিল না। সেই কারণে সেই নেতারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে কোন ভাল চিন্তা করতে পারতো না। আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে, যে সমস্ত লোকেরা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করেছিল, তারা আসলে বেশ নিম্নস্তরের জীবন যাত্রার মানুষ ছিল। এদের সাথেই খ্রীষ্ট কথা বলেছিলেন এবং তাদের মাঝে তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন; কারণ তিনি নিজেকে তাদের কাছে নম্র করেছিলেন এবং তিনি নিজেকে সম্মানের পাত্র হিসেবে উপস্থাপন করেন নি। এভাবেই তিনি সবচেয়ে নম্র ব্যক্তিকেও তাঁর কাছে জীবন এবং অনুগ্রহ গ্রহণ করার জন্য আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

২. যারা তাঁকে অনুসরণ করেছিল, তারা তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক সমস্যার ভেতরে পতিত হচ্ছিল। তারা তাঁর সাথে তিন দিন ধরে অবস্থান করছিল এবং তাদের কাছে খাওয়ার জন্য কিছুই ছিল না, এ এক অত্যন্ত কঠিন সেবার পরিচায়ক। কখনোই যেন

ফরীশীরা এ কথা বলতে না পারে যে, খ্রীষ্টের শিষ্যরা কখনো উপবাস রাখে না। সেখানে এমন অনেকে ছিল, যারা হয়তো বা বাড়ি থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসেছিল; কিন্তু এই সময়ের ভেতরে তার সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের এখন বাড়ি ফিরে যেতে হলেও অনেক পথ বাকি রয়েছে। তথাপি তারা খ্রীষ্টের সাথেই অবস্থান করছিল এবং তারা তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার বা তিনি যে কথা বলছিলেন সেই কথা না শুনেই চলে যাওয়ার কথা চিন্তাও করে নি। লক্ষ্য করুন, সত্যিকার উদ্দীপনা কাজের সকল কঠিন বাধা ও বিপত্তি দূর করে সহজ করে আনে। যাদের আত্মার খাদ্যের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাবার সামনে রয়েছে, তারা না খেয়ে থেকেও তাদের শরীরের ক্ষুধার জন্য তৃপ্ত থাকতে পারে। একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত ছিল পিউরিটানদের মধ্যে: *তাজা রটি এবং সুখবর সব সময়ই বেশি দামী*।

৩. যারা অভাবে রয়েছে এবং দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য যেহেতু খ্রীষ্টের সহানুভূতি রয়েছে, সেই কারণে যারা তাঁর কথা শোনার জন্য একটা আগ্রহী এবং অধ্যবসায়ী, তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি বিশেষ তাড়না অনুভব করেন। খ্রীষ্ট বললেন, "লোকদের জন্য আমার দয়া হচ্ছে।" যাদের দিকে গর্বিত ও উদ্ধত ফরীশীরা ঘৃণার ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাতো, তাদের দিকেই নম্র যীশু খ্রীষ্ট দয়া এবং স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। এভাবেই আমাদের সকল মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছেন তা হচ্ছে, "তারা আমার সাথে তিন দিন ধরে আছে এবং এখন তাদের কাছে খাওয়ার কিছুই নেই।" খ্রীষ্টের জন্য এবং তাঁকে ভালবাসার জন্য আমাদের যে ক্ষতির সম্মুখীনই হতে হোক না কেন, কিংবা যে দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়েই আমাদের যেতে হোক না কেন, তিনি অবশ্যই আমাদের প্রতি যত্ন নেবেন এবং আমাদের যে কোন একটি দিক থেকে পূর্ণ করে দেবেন। যারা প্রভুর খোঁজ করে, তারা আর কোন উত্তম বস্তুর খোঁজ করবে না (গীতসংহিতা ৩৪:১০)। লক্ষ্য করে দেখুন, কতটা সহানুভূতির সাথে খ্রীষ্ট তাঁদেরকে বললেন (পদ ৩), "যদি আমি এদেরকে অনাহারে গৃহে বিদায় করি, তবে এরা ক্ষুধার কারণে পথে মূর্চ্ছা পড়বে।" খ্রীষ্ট আমাদেরকে জানেন এবং তিনি আমাদের দেহের যত্ন নেন। তিনি তখনই আমাদের দেহের যত্ন নিয়ে থাকেন, যখন আমরা আমাদের দেহ দিয়ে তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করি, আর তখন অবশ্যই আমাদেরকে খাওয়ানো হবে। তিনি এ কথা বিবেচনা করেছেন যে, এদের মধ্যে কেউ কেউ দূর থেকে এসেছে এবং তাদেরকে বাড়ি ফিরে যেতে হলে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে। যখন আমরা বহু মানুষকে এক সাথে ঈশ্বরের বাক্য শোনরা জন্য একত্রিত হতে দেখি, তখন এটা আমাদের জন্য চিন্তা করা সন্তুষ্টিজনক যে, খ্রীষ্ট জানেন তারা সকলে কোথা থেকে এসেছে, যদিও তা আমরা জানি না। "আমি তোমার কাজ সম্পর্কে জানি এবং তুমি কোথায় থাক তাও জানি" (প্রকাশিত বাক্য ২:১২)। খ্রীষ্ট তাদেরকে কোন মতেই না খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারেন না, কারণ তাঁর কাছ থেকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেওয়া কখনোই তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়। তাই তাদেরকে অবশ্যই সঠিকভাবে তাঁর আপ্যায়ন করতে হবে।

৪. খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের সন্দেহকে কখনো কখনো খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও শক্তির প্রকাশকে আরও বেশি বড় করে দেখানোর জন্য তৈরি করা হয়। শিষ্যরা এ কথা কল্পনাও করতে পারেন নি যে, এই মরুভূমির প্রান্তরে এত লোককে কি করে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করা সম্ভব হবে, পদ ৪। এই কারণে সেখানে অবশ্যই কোন আশ্চর্য কাজ সাধন করার প্রয়োজন ছিল এবং খ্রীষ্টের শিষ্যরা যে কাজটিকে একেবারেই অসম্ভব বলে মনে করছিলেন, সেটি তাদের সামনে করে

দেখানো হল।

৫. এখন খ্রীষ্টের লোকদের দুঃখ কষ্ট থেকে উদ্ধার করার সময়, আর সেই সময়টি হচ্ছে তখনই, যখন তারা দুঃখ-কষ্টের এবং ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়; যখন তারা ক্ষুধায় মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল, তখন খ্রীষ্ট তাদের সামনে খাবার নিয়ে আসলেন। তিনি নিশ্চয়ই তাদেরকে রুটি খাওয়ার জন্য তাঁর পেছনে তাঁকে অনুসরণ করতে বলেন নি। তাই যখন তাদের কাছে আর একদমই খাবার ছিল না তখনই কেবল তিনি তাদেরকে খাবার খেতে দিলেন এবং এরপর তিনি তাদেরকে নিজের নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

৬. খ্রীষ্টের প্রদত্ত দান কখনোই নিঃশেষ করা যায় না। এরই প্রমাণ হিসেবে খ্রীষ্ট আবারও তাঁর আশ্চর্য কাজটি সাধন করলেন, কারণ তিনি দেখাতে চাইলেন যে, দয়া দেখানোর ও সাহায্য করার ক্ষেত্রেও তিনি এখনও আগের মতই আছেন এবং যে সমস্ত লোকেরা তাঁর কাছে আসে তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া নবায়ন করা হয়ে থাকে, যেভাবে আমাদের অভাব ও চাহিদা বার বার আমাদের কাছে ফিরে আসে। এর আগের আশ্চর্য কাজের ঘটনাটিতে খ্রীষ্টের কাছে যতগুলো রুটি ছিল তার সবই তিনি ব্যবহার করেছেন এবং তিনি তাঁর সকল অতিথিকেই খাইয়েছিলেন, যাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার এবং এখানে তিনি সেই একই কাজ করলেন। যদিও তিনি নিশ্চয়ই এই কথা বলেছিলেন, "যদি পাঁচটি রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানো যায়, তাহলে নিশ্চয়ই চারটি রুটি দিয়েই চার হাজার লোককে খাওয়ানো যাবে।" তিনি তবুও সাতটি রুটিই নিলেন এবং চার হাজার লোককে খাওয়ালেন; কারণ তিনি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিতে চাইলেন যে, আমাদের কাছে যা আছে তাই দিয়ে যেন আমরা আমাদের নিজেদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করি। আমাদের কাছে যে সমস্ত বস্তু রয়েছে সেগুলোকেই যেন আমরা সদ্ব্যবহার করি। এখানে আমরা দেখি, যেমনটি দেখেছিলাম মান্না সংগ্রহ করার বিষয়ে, যে বেশি কুড়িয়েছিল তা কাছে কিছুই ছিল না, আর যে অল্প কুড়িয়েছিল তার কোন অভাব ছিল না।

৭. আমাদের পিতার গৃহে, আমাদের প্রভুর গৃহে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য রয়েছে এবং তা প্রচুর মানুষকে দেওয়ার পরও থেকে যাবে। খ্রীষ্টের মধ্যে রয়েছে পূর্ণতা, যা তিনি তাঁর হাত দিয়ে সকলের কাছে দিতে চান, যাতে করে এটি গ্রহণ করার ম্যধ দিয়ে আমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হই (যোহন ১:১৬)। যারা খ্রীষ্টের উপরে নিজেদের জীবনের ভার অর্পণ করেছে, তাদের আর নিজেদের অভাবের কথা চিন্তা করে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই।

৮. যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে তাদের জন্য সেটি উত্তম, কারণ তারা একসাথে থাকতে পারবে। খ্রীষ্টের এই অনুসারীরা একটি দল বেঁধে এক সাথে পথ চলছিল। তারা চার হাজার মানুষ একত্রে অবস্থান করছিল এবং খ্রীষ্ট তাদের সকলকে খাইয়েছিলেন। খ্রীষ্টের মেষ হয়তো তার দল থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে এবং তাদের আগে আগে চলে যেতে পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে সে অবশ্যই খেতে পাবে।

মার্ক ৮:১০-২১

খ্রীষ্ট এখনো পথ চলছেন; এখন তিনি দলমনুথা পরিদর্শনে এসেছেন, যাতে করে ইস্রায়েলের কোন একটি প্রান্ত বলতে না পারে যে, তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করেন না বা

তিনি তাদেরকে দেখা দেন নি। তিনি সেখানে নৌকায় করে গেলেন (পদ ১০)। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি বাদানুবাদের সম্মুখীন হলেন এবং সেখানে কোন আশ্চর্য কাজ করবেন না, এই কথা চিন্তা করে তিনি আবার তাঁর নৌকায় উঠলেন (পদ ১৩) এবং সেখান থেকে অন্য পারে চলে এলেন। এই পদগুলোতে আমাদেরকে বলা হয়েছে:

ক. কিভাবে তিনি ফরীশীদের সন্তুষ্ট করতে অসম্মত হলেন, যারা তাঁকে স্বর্গ থেকে একটি চিহ্ন কাজ দেখাতে বলেছিল। তারা তাঁকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে এসেছিল; তারা তাঁর কাছে প্রশ্নের উত্তর জানতে আসে নি, বরং তারা তাঁকে প্রশ্ন করে অভিযুক্ত করতে এসেছিল। তারা কোন কিছু জানতে বা শিখতে তাঁর কাছে আসে নি, বরং প্রশ্ন করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করতে এসেছিল, যাতে করে তারা তাঁকে ফাঁদে ফেলতে পারে।

১. তারা তাঁকে স্বর্গ থেকে একটি চিহ্ন কাজ দেখাতে বলল, যেন তিনি পৃথিবীতে যে ধরনের চিহ্ন কাজ দেখিয়েছেন সে ধরনেরই একটি চিহ্ন তিনি এবার স্বর্গ থেকে নিয়ে আসতে পারেন, যা তাদের কাছে পরিচিত ছিল। এতে করে হয়তো বা তারা বোঝাতে চেয়েছিল যে, তাদের বিশ্বাস এই চিহ্ন কাজের কারণে আরও বেশি পোক্ত হবে এবং তাঁর আগের চিহ্ন কাজ ও আশ্চর্য কাজগুলো তত বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় স্বর্গ থেকে একটি চিহ্ন প্রেরিত হয়েছিল, সে সময় একটি কবুতরের আকৃতি নিয়ে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন এবং একটি কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল (মথি ৩:১৬,১৭)। এটি যথেষ্ট প্রকাশ্যে করা হয়েছিল এবং তারা যদি সে সময় বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম দেওয়ার সময় উপস্থিত থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা নিজেদের চোখেই তা দেখেছে। পরবর্তীতে যখন তিনি ক্রুশে পেরেক দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিলেন, তারা একটি নতুন চিহ্ন কাজ দেখাতে বলেছিল, "নিজেকে ক্রুশ থেকে মুক্ত কর, ওখান থেকে নেমে এসো এবং তখন আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো।" এভাবেই অন্ধ ও গোঁড়াদের সব সময়ই কোন না কোন যুক্তি থাকে, যা দিয়ে তারা তাদের অবিশ্বাসকে প্রমাণিত করে, যদিও তা শুনতে বেশ যুক্তিসঙ্গত শোনায়। তারা এই আশ্চর্য কাজটি দেখার জন্য দাবী করেছিল, তাঁকে প্ররোচণা দিচ্ছিল। তবে তারা এই আশা করছিল না যে, তিনি তাদেরকে এই আশ্চর্য কাজটি দেখাবেন এবং তারা সন্তুষ্ট হবে। বরং তারা এই আশা করছিল যে, তিনি নিশ্চয়ই এই আশ্চর্য কাজটি না করে তাদেরকে তিরস্কার করে কোন বেফাঁস কথা বলে ফেলবেন এবং তারা এই কথা ধরে তাঁকে শাসনকর্তার কাছে অভিযুক্ত করবে এবং তাদের মন্দ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবে।

২. তিনি তাদের এই দাবীকে উপেক্ষা করলেন: তখন তিনি আত্মায় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন এবং তাদেরকে এর জবাব দিলেন, পদ ১২। তিনি গর্জে উঠলেন (অনেকের মতে), কারণ তিনি তাদের হৃদয়ের কাঠিন্য লক্ষ্য করে দুঃখ পাচ্ছিলেন এবং তিনি এই ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলেন যে, তাঁর শিক্ষা দান এবং আশ্চর্য কাজ তাদের ভেতরে এতটা কম প্রভাব ফেলেছে। যারা বহু দিন ধরে অনুগ্রহের মাধ্যম, উপভোগ করে এসেছে, তারা যদি তারপরও তাদের মন্দতার মাঝে ডুবে থাকে, তাহলে তা খ্রীষ্টের জন্য অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। এই বিষয়টি তাঁকে পীড়া দেয় যে, পাপীরা এভাবে তাদের নিজেদের যুক্তিতেই স্থির থাকে এবং তারা তাদের দরজায় খিল লাগিয়ে রাখে।

(১) তিনি তাদেরকে এই দাবীর ভিত্তিতে তিরস্কার করলেন: "কেন এই প্রজন্মের লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে; এই কালের লোকেরা, এরা সুসমাচার গ্রহণ করার জন্য

একেবারেই অনুপযুক্ত এবং তারা এর সাথে আর কোন চিহ্ন দেখতে আগ্রহী কিন্তু তারা সুসমাচারের প্রতি আগ্রহী নয়। এই কালের লোকেরা খুব লোভীর মত করে প্রাচীনদের প্রথা এবং রীতি-নীতি গ্রহণ করে ও তা অনুসরণ করে যায়, কিন্তু তারা এর নিশ্চয়তার জন্য কোন ধরনের চিহ্ন দাবী করে না। এই কালের লোকেরা, যাদের কাছে রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এত স্মরণীয় এবং দয়াপূর্ণ চিহ্ন প্রদান করা হল, তারা কি না আবারও চিহ্ন দেখতে চায়? তাদের এই চিহ্ন দেখার এই বাসনা কত না অবান্তর!"

(২) তিনি তাদের দাবী অনুসারে জবাব দিতে অস্বীকার করলেন: "নিশ্চয়ই আমিই তোমাদেরকে বলছি, তোমরা কোন চিহ্ন দেখতে পাবে না, এমন কোন চিহ্নই দেখতে পাবে না, এই কালের লোকদের কাছে কোন চিহ্ন দেওয়া হবে না।" যখন ঈশ্বর বিশেষভাবে কোন বিশেষ ঘটনার কথা বলবেন, বিশেষত তাঁর সাধারণ পন্থার বাইরে কোন কিছুর ক্ষেত্রে, তখন তারা কোন চিহ্ন দেখার জন্য আগ্রহী হত, যেমন ছিলেন গিদিয়োন এবং আহস। কিন্তু যখন তিনি সাধারণভাবে সকলের কাছে এই কথা বলেছেন, যা আইন এবং সুসমাচারে রয়েছে, তখন তিনি তাদের সকলকে আলাদা করে নিজ নিজ প্রমাণ প্রেরণ করেছেন, যার মাধ্যমে তারা এটি বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, তাদের সামনে কী ঘটনা সংঘটিত হতে চলেছে। কেউ কি ঈশ্বরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিতে পারে? তিনি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তিনি তাদেরকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন, কারণ যদি তারা তাঁর কথায় বিশ্বাস না করে তাহলে তারা আর কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।

খ. কিভাবে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে ফরীশী এবং হেরোদের খামি থেকে সাবধান থাকতে বললেন। এখানে লক্ষ্য করুন:

১. এর সাবধানতা হিসেবে তিনি তাদেরকে কি বলেছিলেন (পদ ১৫): "আমরা কথা শোন, সাবধান হও, যাতে তোমরা ফরীশীদের খামির ফাঁদে না পড়। তোমরা প্রাচীনদের প্রথা ও রীতি-নীতি অনুসরণ কোরো না, যার প্রতি তারা অত্যন্ত বেশি অনুরক্ত। তোমরা গর্বিত হোয়ো না, ভণ্ডমি কোরো না এবং তাদের মত উচ্ছৃঙ্খল হোয়ো না।" মথি এখানে সদ্দূকীদের কথা যুক্ত করেছেন এবং মার্ক হেরোদের কথা যুক্ত করেছেন। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, হেরোদ এবং তাঁর সভাসদরা মূলত সদ্দূকী ছিলেন, যার অর্থ হচ্ছে তারা ছিলেন প্রত্যাদেশে অবিশ্বাসী কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তারা মূলত কোন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। আবার অনেকে এই কথা মনে করেন যে, ফরীশীরা স্বর্গে থেকে আশ্চর্য চিহ্নের জন্য দাবী করেছিল এবং হেরোদ খ্রীষ্ট কর্তৃক কোন আশ্চর্য কাজ দেখার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (লূক ২৩:৮)। তাঁর এভাবেই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা উচিত, যাতে করে বোঝানো যায় যে, এই দুজনের খামি একই ছিল। তারা যে সকল চিহ্ন কাজ দেখেছিল তাতে তারা সন্তুষ্ট হয় নি এবং এতে করে তারা নিজেদের মত করে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল। "এই খামির ফাদে নিজেদের ফেলো না" (খ্রীষ্ট বলেছেন), "তোমরা যে আশ্চর্য কাজ দেখেছ তাতেই সন্তুষ্ট থেকো, বিশ্বাস কোরো এবং অন্য আর কিছু দেখে ধাঁধায় পড়ে যেও না।"

২. কিভাবে তাঁরা এই সাবধানতার বিষয়টি বুঝতে ভুল করলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, এই বার সমুদ্র যাত্রা করার সময় তাঁরা সাথে করে রুটি আনতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের নৌকায় একটির বেশি রুটি অবশিষ্ট ছিল না, পদ ১৪। সে কারণে যখন খ্রীষ্ট

তাঁদেরকে ফরীশীদের খামি থেকে সাবধান থাকতে বললেন, তখন তাঁরা মনে করলেন যে, খ্রীষ্ট তাঁদেরকে নিষেধ করে বলছেন যেন তাঁরা ফরীশীদের কোন সাহায্য গ্রহণ না করেন, যখন তাঁরা সমুদ্রের অপর পারে এলেন, কারণ এর আগে তাঁদেরকে ফরীশীরা হাত ধোয়ার বিষয় নিয়ে অভিযুক্ত করেছিল। তাঁরা নিজেরা নিজেরা এই যুক্তি দাঁড় করালেন যে, এই সাবধানতার অর্থ কি হওয়া উচিত এবং তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছালেন যে, "যেহেতু আমাদের এখন কোন রুটি নেই, তাই তিনি এই কথা আমাদের বলেছেন। তিনি আসলে আমাদেরকে ভিন্ন জাতির মধ্যে সমুদ্রপথে যাত্রা করার সময় একটি মাত্র রুটি সাথে করে নেওয়ার কারণে তিরস্কার করছেন। এর মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে বলতে চাইছেন যে, আমরা যেন নিজেদের ব্যাপারে সতর্ক থাকি এবং আমাদের যা যা প্রয়োজন হবে তা যেন সব সময় সাথে রাখি।" তাঁরা এর যুক্তি দাঁড় করালেন, তাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করলেন। একজন বললেন, "এর দোষ তোমার;" এবং আরেকজন বললেন, "এই দায় তোমার, তোমার কারণেই আমরা এই যাত্রায় এত কম খাবার নিয়ে নৌকায় উঠেছি।" এভাবে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত ঘটাল।

৩. এই বিষয়টি নিয়ে কোন্দল তৈরি করার কারণে খ্রীষ্ট তাঁদেরকে ধমক দিলেন, কারণ তাঁরা তাঁর যোগান দানকারী শক্তির বিপক্ষে কথা বলছিলেন, অথচ একটু আগেই তাঁরা খ্রীষ্টের এই শক্তির প্রমাণ পেয়েছেন। তিনি কিছুটা উত্তপ্ত স্বরে তাঁদেরকে এর জন্য ধমক দিয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁদের অন্তর ও হৃদয় সম্পর্কে জানতেন এবং তিনি জানতেন তাঁদেরকে তিরস্কার করে অতপর খুব ভালভাবে বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন: "তোমরা কি এখনো এর অর্থ বুঝতে পারো নি? তোমাদের রুটি নেই বলে কেন তর্ক করছো? তোমরা কি এখনও কিছু জানতে পারছো না, বুঝতে পারছো না? এতগুলো দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনে স্থাপন করার পরও তোমরা বুঝতে পারছো না? তোমাদের অন্তঃকরণ কি কঠিন হয়ে রয়েছে, যার কারণে তোমরা এই বিষয়ে উপলব্ধি করতে পারছো না? কিংবা তোমাদের প্রভুর পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে পারছো না? চোখ থাকতে কি দেখতে পাও না যে, তোমাদের সামনে কোনটি সরল করে রাখা হয়েছে? কান থাকতে কি শুনতে পাও না যে, তোমাদেরকে এর আগে কি কথা বলা হয়েছে? তোমরা কত না আশ্চর্য রকমের বোকা এবং মূর্খ! তোমাদের কি মনেও পড়ে না যে, এর আগের দিন তোমাদের সামনে কোন আশ্চর্য কাজ করা হয়েছে, যখন আমরা পাঁচটি রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার মানুষকে খাইয়েছিলাম এবং সাতটি রুটি দিয়ে চার হাজার মানুষকে খাইয়েছিলাম? তোমাদেরকে কি মনে পড়ে না যে, খাবারে উচ্ছিষ্ট গুঁড়াগাড়া অংশ দিয়ে কতগুলো ঝুড়ি পূর্ণ হয়েছিল?" হ্যাঁ, তাঁদের মনে আছে এবং তাঁরা বলতে পারেন যে, পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ার পর বারোটি ঝুড়ি পূর্ণ হয়েছিল এবং চার হাজার লোককে খাওয়ানোর পর সাতটি ঝুড়ি পূর্ণ হয়েছিল। "তাহলে কেন," তিনি বললেন, "তোমরা কি এখনও বুঝতে পারছো না? আমি যদি পাঁচটি রুটিকে পাঁচ হাজার এবং সাতটি রুটিকে চার হাজার রুটিতে রূপান্তরিত করতে পারি, তাহলে একটি রুটিকে কি আমি বহু পরিমাণে রূপান্তরিত করতে পারবো না?" তাঁরা হয়তোবা এই বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ করছিলেন যে, একটি রুটি দিয়ে হয়তোবা কিছু করা যাবে না, যদি তাঁর শ্রোতাদেরকে তাঁর তৃতীয়বারের মত আপ্যায়ন করার ইচ্ছা থাকে। এটি খুবই দর্শনীয় একটি বিষয় যে, তাঁরা ঈশ্বরের মত করে চিন্তা করেন না, কারণ ঈশ্বরের সামান্য পরিমাণ সম্পদ দিয়ে বিশাল পরিমাণ মানুষের জন্য যোগান দিতে পারেন এবং

তিনি পাঁচটি রুটি দিয়ে যেমন পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছেন তেমনি একটি রুটি দিয়েও পাঁচ হাজার মানুষকে খাওয়াতে পারবেন। সে কারণে এটি তাঁদের পক্ষে মনে রাখা উত্তম ছিল যে, শুধু যে সেই খাবার পর্যাপ্ত হয়েছিল তাই নয়, সেই সাথে তা উচ্ছিষ্ট বা বাড়তিও থেকে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই সুসমাচারের উদ্দেশ্য সেখানে কী ছিল তা শিশুরাও বুঝতে পারবে। সেই কারণে শিষ্যরা খ্রীষ্টের পরিকল্পনা বুঝতে না পারায় তাঁদের তিনি যে ধমক দিয়েছিলেন তা অবশ্যই ন্যায্য ছিল, আর সেই কারণেই তাঁরা তা শিখতে পেরেছিলেন। লক্ষ্য করুন:

(১) ঈশ্বরের জন্য দায়িত্ব পালন করার সময় আমরা তাঁর মঙ্গলময়তা সম্পর্কে যা জানতে পারি, তা আমাদেরকে অনেক বেশি দায়বদ্ধ করে যদি আমরা তাঁকে অবিশ্বাস করি, যা পরবর্তীতে যীশু খ্রীষ্টের প্রতিও অবিশ্বাসের জন্ম দেয়।

(২) আমাদের প্রতি ঈশ্বরের সত্যিকার ইচ্ছা এবং অনুগ্রহ সম্পর্কে আমরা যখন বুঝতে পারি না, তখন তা আমাদেরকে সে সমস্ত কিছু মনে রাখতেও বাধা দেয়।

(৩) সে সময় আমরা আমাদের বর্তমান বিষয়ের চিন্তা এবং অবিশ্বাসের কারণে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, ফলে আমরা বুঝতে পারি না এবং মনে করতে পারি না যে, আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা এবং মঙ্গলময়তা সম্পর্কে কী জানি এবং আমরা কী দেখেছি। এটি আমাদের জন্য বুঝতে অন্যতম একটি সহায়ক হবে যে, আগের দিনগুলো কেমন ছিল এবং আমরা যদি তা বুঝতে না পারি তাহলে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না।

(৪) এভাবে যখন আমরা ঈশ্বরের কাজগুলো ভুলে যাই এবং তাঁকে অবিশ্বাস করি, তখন আমাদের অবশ্যই নিজেদেরকে এর জন্য তীব্রভাবে তিরস্কার করা উচিত, যেভাবে খ্রীষ্ট এখানে তাঁর শিষ্যদেরকে তিরস্কার করেছেন এবং ধমক দিয়েছেন: "আমার কথা কি তোমরা বুঝতে পারো না? তোমাদের হৃদয় কি এতই কঠিন?"

মার্ক ৮:২২-২৬ পদ

এই সুস্থতা দানের ঘটনাটি কেবলমাত্র মার্ক লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এই ঘটনায় বিশেষ একটি বিবৃতি রয়েছে।

ক. এখানে আমরা দেখি একজন অন্ধ লোককে তার বন্ধুরা খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসলো, যেন তিনি তাকে স্পর্শ করেন, পদ ২২। এখানে আমরা তাদের এই বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারি যে, যারা লোকটিকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে এসেছিল তাদের ভেতরে একটুকু সন্দেহ ছিল না যে, খ্রীষ্ট তাকে একবার মাত্র স্পর্শ করলেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু রোগী নিজে এর জন্য কোন ধরনের আগ্রহ দেখালো না, কিংবা সে এই আশা ব্যক্ত করলো না যে, তিনি যেন তাকে সুস্থ করেন। যারা আত্মিকভাবে অন্ধ থাকে, তারা নিজেরা কখনোই প্রার্থনা করে না, নিজেদের জন্যও করে না, তবুও তারা তাদের বন্ধুদের এবং আত্মীয়দের ও আপনজনদের জন্য প্রার্থনা করে, যাতে করে খ্রীষ্ট সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে স্পর্শ করেন।

খ. এখানে আমরা দেখি খ্রীষ্ট অন্ধ লোকটিকে নিয়ে চললেন, পদ ২৩। তিনি তার বন্ধুদেরকে লোকটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আহ্বান করেন নি, যা তাঁর অসাধারণ অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে; বরং তিনি নিজেই তার হাত ধরলেন এবং তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে

চললেন। তিনি আমাদেরকে ইয়োবের মত হওয়ার জন্য শিক্ষা দিলেন, যাতে আমরা অন্ধদের কাছে চক্ষু স্বরূপ হতে পারি (ইয়োব ২৯:১৫)। এর আগে এই হতভাগ্য অন্ধ লোকটি কখনোই এ ধরনের মহান একজন পথ প্রদর্শককে পায় নি। তিনি তাকে শহরের বাইরে নিয়ে গেলেন। তিনি এখানে কেবলমাত্র গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য এই কাজটি করলেন, কারণ তিনি তাকে নিশ্চয়ই একটি বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে পারতেন, কোন ভেতরের ঘরে নিয়ে যেতে পারতেন এবং সেখানেই তাকে সুস্থ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি বৈৎসৈদাকে এই আশ্চর্য কাজের দ্বারা মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন, আগে যেখানে তিনি কাজ করার সুযোগ পেতে ব্যর্থ হয়েছেন (মথি ১১:২১)। এ কথা বলা হত যে, এই নগরী তার দেয়ালের ভেতরে কোন ধরনের আশ্চর্য কাজ গ্রহণ করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। সম্ভবত খ্রীষ্ট এই লোকটিকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন যেন তিনি আরও প্রশস্ত এবং খোলা জায়গা পেতে পারেন এবং এর মধ্য দিয়ে যেন তিনি তার দৃষ্টি পরীক্ষা করতে পারেন, যা হয়তো বদ্ধ রাস্তায় সম্ভব হত না।

গ. এখানে আমরা দেখি কিভাবে অন্ধ লোকটি সুস্থ হল এই মহান চিকিৎসকের দ্বারা, যিনি সুসমাচার প্রচার ও শিক্ষা দান করার মধ্য দিয়ে এই জগতের অন্ধত্ব দূর করতে এসেছেন (লূক ৪:১৮) এবং তিনি যা শিক্ষা দিচ্ছেন তা প্রদান করতে এসেছেন। এই সুস্থতা দানের কাজে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে:-

১. খ্রীষ্ট একটি চিহ্ন ব্যবহার করলেন। তিনি লোকটির চোখে থুতু দিলেন। অনেকে বলেন তিনি চোখের ভেতরে থুতু দিলেন এবং তাঁর হাত তার চোখের উপরে রাখলেন। তিনি শুধুমাত্র কথা বলেই এই সুস্থতা দানের কাজটি করতে পারতেন, যেভাবে তিনি অন্যান্যদের ক্ষেত্রে করেছেন, কিন্তু এভাবে তিনি তার বিশ্বাসকে জাগরিত করতে পেরে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, যা এত দিন মৃতপ্রায় ছিল এবং দুর্বল ছিল। তিনি তাকে তার অবিশ্বাস থেকে উঠে আসার জন্য সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। থুতু দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে সেই চোখের মলমের কথা, যার দ্বারা খ্রীষ্ট আত্মিকভাবে অন্ধ ব্যক্তিদের চোখকে সুস্থ করবেন (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৮)।

২. সুস্থতা প্রদানের কাজটি করা হয়েছিল পর্যায়ক্রমিকভাবে, যা খ্রীষ্টের অন্যান্য কোন আশ্চর্য কাজের মতই নয়। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সে এখন দেখতে পাচ্ছে কি না, পদ ২৩। তিনি তাকে বলতে বললেন যে, তার দৃষ্টি এখন কি অবস্থায় রয়েছে, যাতে করে সে নিজে এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়। এরপর সে চোখ তুলে তাকাল এবং সে তার দৃষ্টি সামান্য পরিমাণে ফিরে এসেছে বলে আবিষ্কার করলো, কারণ সে চোখ খুলে আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছিল এবং সে বলল, "আমি দেখছি মানুষেরা গাছের মত হেঁটে বেড়াচ্ছে।" সে মানুষকে গাছ থেকে আলাদা করতে পারছিল না, নতুবা সে নিশ্চয়ই বলতো না যে, তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার দৃষ্টি অস্বচ্ছ ছিল বা সে অস্পষ্ট করে দেখছিল এবং সবকিছু তার কাছে খুব উল্টোপাল্টা লাগছিল, কারণ তার কাছে মানুষকে দেখতে মনে হচ্ছিল গাছের মত, কিন্তু সে আলাদা করে তা নির্ণয় করতে পারছিল না (ইয়োব ৪:১৬)।

৩. খুব দ্রুত এই কাজ সম্পন্ন করা হল। খ্রীষ্ট কখনোই তাঁর কাজ অর্ধেক ফেলে রাখেন নি, কিংবা তিনি যেহেতু বলতে পারেন সমাপ্ত হোক, তারপরও তিনি কখনো তা ফেলে রাখেন নি। তিনি আবারও তাঁর হাত লোকটির চোখের উপরে রাখলেন এবং তার চোখের বাকি অন্ধকারটুকু সরিয়ে নিলেন। এরপর তিনি তাকে আবারও তাকাতে আহ্বান করলেন এবং

সে তখন সব মানুষকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেল, পদ ২৫। এখানে খ্রীষ্ট এই পন্থা অবলম্বন করলেন:-

(১) যেহেতু তিনি নিজেকে কোন একটি প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ রাখতে পারেন না। বরং অবশ্যই তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে এটি প্রকাশ করা উচিত যে, তিনি যা করেন তা করার স্বাধীনতা তাঁর আছে, তাই তিনি এখানে এই কাজটি করলেন। তিনি এই সুস্থতা দানের কাজটি কোন চিন্তা না করেই করেছেন, আমি তাই মনে করি। তিনি তা রাস্তায় বসে করেছেন, কারণ তিনি তা উপযুক্ত মনে করেছেন বলেই সেখানে বসে তা করেছেন। ঈশ্বরের দূরদর্শিতা ভিন্ন কোন পন্থায় এই একই ফলাফল লাভ করে, যাতে করে মানুষ অমোচনীয় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তার সকল গতিবিধিতে অংশগ্রহণ করে।

(২) যেহেতু তার বিশ্বাস অনুসারে তার ধৈর্য থাকার কথা ছিল, তথাপি সম্ভবত এই লোকটির বিশ্বাস প্রথমে অত্যন্ত দুর্বল ছিল, তবে পরবর্তীতে তা অনেক শক্তিশালী হয়েছিল। সেই কারণে এই পদ্ধতিতে তাকে সুস্থ করা হয়েছিল। এমন নয় যে, খ্রীষ্ট সব সময় এই রীতি অনুসারে সুস্থতা দানের কাজ করেছেন, বরং এভাবে তিনি মাঝে মাঝে তাদেরকে তিরস্কার প্রদান করেছেন, যারা তাঁকে সন্দেহ করে।

(৩) এভাবে খ্রীষ্ট দেখালেন যে, কিভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় তিনি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা সুস্থ করেন, যারা প্রকৃতিগত দিক থেকে আত্মিকভাবে অন্ধ। প্রথমে তাদের জ্ঞান দ্বিধান্বিত থাকে, তারা মানুষকে গাছের মত হেঁটে যেতে দেখে; কিন্তু সকালের আলোর মত এটি আরো বেশি করে দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তখন তারা সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পায় (হিতোপদেশ ৪:১৮)। আমরা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে পারি যে, আমরা যদি সেই সব জিনিসের দিকে তাকাতে যাই, যেগুলোর জন্য বিশ্বাস এবং প্রমাণই একমাত্র সারবস্তু। যদি এর মধ্য থেকে আমরা আরও বেশি অনুগ্রহ দেখতে পাই, তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে, আমরা আরও বেশি করে অনুগ্রহ লাভ করতে পারবো, কারণ যীশু খ্রীষ্ট তাদের জন্য উপযুক্ত, যারা পবিত্রীকৃত হয়েছেন।

ঘ. খ্রীষ্ট লোকটিকে সুস্থ হওয়ার পর যে নির্দেশনা দিলেন, যাতে করে সে এই কথা বৈথৈসদা শহরের কাউকে না বলে, কিংবা তিনি তাকে সেই শহরে প্রবেশ করতেও নিষেধ করে দিলেন। সম্ভবত তারা ভাবছিল যে, সে আবার সেখানে ফিরে আসবে, যারা খ্রীষ্টকে সেই শহর থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা খ্রীষ্টের অসংখ্য আশ্চর্য কাজ দেখেও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় নি এবং তাঁর প্রতি কৌতূহলী হয়ে তাঁকে অনুসরণ করে নি। সে যখন সুস্থ হবে তখন তার দৃষ্টি দেখে কেউ যেন চমৎকৃত না হয়। যারা খ্রীষ্টের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে নি এবং তাঁকে তাদের শহরে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল, তাদের কোন অধিকার নেই এই আশ্চর্য কাজটি দেখার। খ্রীষ্ট লোকটিকে এই কথা অন্য কাউকে বলে দিতে নিষেধ করেন নি, কিন্তু তিনি তাকে নিষেধ করেছেন যেন সে এই শহরের কাউকে সেই কথা না বলে। খ্রীষ্ট তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ নিবারণ করেছেন এবং খ্রীষ্ট তাদেরকে এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে যে সুযোগ দান করেছিলেন তার মূল্য আসলে কতখানি হওয়া উচিত ছিল তাদের কাছে, কিন্তু তারা তা জানতে পারবে না। বৈথসৈদা তার দর্শনের দিনে জানবে না যে, তাঁর কাছে কী শান্তির বিষয় নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তা এখন তার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রাখা হল। তারা তা দেখতে চায় নি এবং সে কারণেই তারা আর কখনো তা দেখবে না।

মার্ক ৮:২৭-৩৮ পদ

আমরা এখানে দেখি খ্রীষ্ট বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে ও প্রক্রিয়ায় এবং নানা ধরনের লোকের ও জনতার সামনে সাক্ষী রেখে তাঁর বিভিন্ন শিক্ষা দান করেছেন এবং বিভিন্ন আশ্চর্য ও আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন। এখন আমরা কিছুটা বিরতি নেব এবং আমরা অবশ্যই বিবেচনা করবো যে, এই সকল কিছুর অর্থ কী ছিল: খ্রীষ্ট যে সকল আশ্চর্য কাজ করেছেন তা কারও কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করে দেওয়া, অথচ এখন তা এই পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তা এখন পৃথিবীর সর্ব স্তরের মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমাদের কাছে এবং সর্ব সময়ের সকল প্রজন্মের হাতে তা পৌঁছে যাচ্ছে। আমরা এই বিষয়টিকে কীভাবে মূল্যায়ন করবো? এই বিষয়গুলোর সাক্ষ্য প্রমাণ কি কেবলমাত্র আমাদেরকে আমোদিত করার জন্য কিংবা খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের ঘটনাগুলোকে আরও বেশি জমকালো করার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? না, নিশ্চয়ই এই ঘটনার কথা লেখা হয়েছে যাতে করে আমরা এ কথা বিশ্বাস করতে পারি যে, যীশু খ্রীষ্টই ঈশ্বরের পুত্র (যোহন ২০:৩১)। এখানে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করবে যে, খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজের উপরে কতটুকু আলোকপাত করা প্রয়োজন ছিল এবং তার সঠিক প্রয়োগ কি হওয়া উচিত। তিনটি বিষয় এখানে আমাদের শেখানো হচ্ছে যা আমাদের প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজের মর্মার্থ প্রকাশ করবে।

ক. তাঁর আশ্চর্য কাজগুলো এ কথা প্রকাশ করে যে, তিনিই প্রকৃত খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র এবং এই পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা। তিনি এই কাজগুলো করেছেন সাক্ষী রেখে। তাঁর শিষ্যরা যারা তাঁর সমস্ত কাজের সাক্ষী ছিলেন, তাঁরা এখানে তাঁর সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে বলছেন; যা আমাদের জন্য এই সন্তুষ্টি হিসেবে কাজ করে যে, আমরা যেন এ থেকে আমাদের করণীয় খুঁজে বের করতে পারি।

১. খ্রীষ্ট তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন যে, তাঁর সম্পর্কে লোকদের ভেতরে কি ধরনের আবেগ অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া কাজ করে: "লোকেরা কি বলে, আমি কে?" পদ ২৭। লক্ষ্য করুন, যদি আমাদের জন্য মানুষের কাছে বিচারিত হওয়া তেমন কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু তথাপি কোন কোন সময় লোকেরা আমাদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে তা জানা আমাদের জন বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ এই নয় যে, যেন আমরা আমাদের নিজেদের গৌরবের জন্য খোঁজ করতে পারি, বরং এর কারণ হচ্ছে, যেন আমরা আমাদের ভুলগুলো সম্পর্কে জানতে পারি। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এর কারণ এই নয় যে, তাঁর এই কথা জানতে হবে। বরং তিনি চেয়েছিলেন যেন তাঁর শিষ্যরা নিজেরাই বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করেন এবং একে অপরকে এ সম্পর্কে জানান।

২. তাঁরা তাঁকে যে বিবৃতি দান করলেন, তা ছিল খুব সাধারণভাবে বেশির ভাগ লোক তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তা। যদিও তাঁরা সত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, তার পরও তাঁরা তাঁর সকল আশ্চর্য কাজ দেখে বুঝতে পারছিলেন যে, তিনি কোন একজন বিশেষ মানুষ ছিলেন, যাকে অদৃশ্য জগত থেকে প্রেরণ করা হয়েছে এবং তাঁর সাথে রয়েছে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ। এটি খুব সম্ভব যে, তাঁরা তাঁকে খ্রীষ্ট হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন, কারণ

তাঁদের শিক্ষকেরা যদি তাঁদেরকে এ কথা শিখিয়ে না থাকে যে, প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট বাহ্যিক জাঁকজমক ও গৌরব মহিমা সহকারে এসে উপস্থিত হবেন, তাহলে খ্রীষ্ট তাঁর যথাযথ প্রতিরূপেই উপস্থিত হয়েছেন; ফরীশীরা এর প্রেক্ষিতে যাই বলে থাকুক না কেন, যাদেরকে খ্রীষ্ট তাঁর শিক্ষা এবং আত্মিকতার মধ্য দিয়ে তিরস্কার করেছেন। এই পৃথিবীর কেউই বলতে পারবে না যে তিনি নিজেকে খ্রীষ্ট বলার মধ্য দিয়ে ঠগবাজি করছেন। তবে অনেকে এ কথা বলেছে যে, তিনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন; আবার অনেকে এ কথা বলেছে যে, তিনি ভাববাদী এলিয়; আবার অন্যান্যরা বলেছে যে, তিনি ভাববাদীদের মধ্যে কেউ একজন, পদ ২৮। তবে সকলেই এ বিষয়ে একমত ছিল যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত একজন।

৩. তাঁরা তাঁদের নিজেদের বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রকাশ করলেন যে, তাঁর প্রতি তাঁদের অপরিমেয় সন্তুষ্টি রয়েছে এবং এই কারণেই তাঁরা সমস্ত কিছু ত্যাগ করে তাঁর পশ্চাদগামী হয়েছেন। এই কারণে বেশ কিছু দিন যাবৎ পরীক্ষা নেওয়ার পরও তাঁদের মধ্যে কোন অনুশোচনা নেই বা সেই লক্ষণও নেই। "কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?" এই প্রশ্নের জন্য তাঁদের জবাব একেবারেই প্রস্তুত ছিল, "আপনি খ্রীষ্ট, সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট, যাঁকে আমাদের জন্য দান করার কথা ছিল এবং যাঁকে বহু দিন আকাঙ্খা করা হচ্ছিল," পদ ২৯। একজন সত্যিকার খ্রীষ্টান বিশ্বাসী হতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই অনুসারে সঠিকভাবে কাজ করতে হবে। আমাদেরকে এ কথার প্রতি নিশ্চয়তা দান করার জন্যই তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর সকল কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এই বিষয়টি তাঁরা জানতেন এবং এক সময় না এক সময় তা ঠিক প্রকাশিত হবে এবং যথাযথভাবে পালন করা হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ের জন্য একে অবশ্যই গোপন করে রাখতে হবে (পদ ৩০), যতক্ষণ পর্যন্ত না এর প্রমাণ ও সাক্ষ্য স্থাপন করা সম্পন্ন না হয়। তারা এটি সম্পন্ন করার জন্য পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত ছিলেন, কারণ তাঁদের মাঝে পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটেছিল। "অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত কুল নিশ্চয় জ্ঞাত হোক যে, যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে, ঈশ্বর সেই যীশুকেই প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়ই করেছেন" (প্রেরিত ২:৩৬)।

খ. খ্রীষ্টের এই সকল আশ্চর্য কাজ ক্রুশের সকল বিঘ্ন তুলে নিয়েছে এবং আমাদেরকে এ কথা নিশ্চিত করে বলেছে যে, খ্রীষ্ট এই ঘটনায় বিজিত নন, বরং বিজয়ী পরিগণিত হয়েছেন। এখন যেহেতু শিষ্যরা এ কথা বিশ্বাস করেছেন যে, যীশুই হলেন খ্রীষ্ট, সেহেতু তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর দুঃখভোগের সাক্ষ্য বহন করতে পারবেন, যা খ্রীষ্ট এখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানোর মধ্য দিয়ে সূচনা করলেন, পদ ৩১।

১. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এ কথা শেখালেন যে, তাঁকে অবশ্যই নানা ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে। যদিও তাঁরা খ্রীষ্টকে পার্থিব রাজা মনে করে যে ভ্রান্তিতে ছিলেন তা থেকে উঠে এসেছেন, কিন্তু তথাপি এখন তাঁরা তাঁদের প্রভুকে খ্রীষ্ট বলে গ্রহণ করলেও, তাঁর বর্তমান নিচু অবস্থান তাঁদের মাঝে বিঘ্নের সৃষ্টি করতে পারে। তারপরও তাঁদেরকে এই বিশ্বাস ধরে রাখতে হবে। তাঁদেরকে এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যে, খ্রীষ্ট খুব শীঘ্রই তাঁর বাহ্যিক জাঁকজমক এবং প্রভাব প্রতিপত্তি সহকারে আবির্ভূত হবেন এবং ইস্রায়েলের রাজ্য পুনরুদ্ধার করবেন; আর সেই কারণে এই ভুলটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য খ্রীষ্ট এখানে তাঁদেরকে একটি বিপরীত ধারণা প্রদান করলেন যে, তাঁকে অবশ্যই প্রাচীনদের

কাছে, মহাপুরোহিতের কাছে এবং ধর্ম-শিক্ষকদের কাছে অগ্রাহ্যকৃত ও প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, যারা আশা করেছিল যে, তিনি বাহ্যিক রাজা হিসেবে আবির্ভূত হবেন। আর তাই তাঁকে মুকুট পরিধান করানোর বদলে তারা তাঁকে হত্যা করবে, তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করবে। তিন দিন পর তিনি অবশ্যই মৃত্যু থেকে এক স্বর্গীয় জীবন লাভ করে জীবিত হয়ে উঠবেন এবং তিনি আর এই জগতের থাকবেন না। এই কথাটি তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন (পদ ৩২), *পারেসিয়া* (*Parresia*)। তিনি তা অত্যন্ত সরলভাবে এবং আন্তরিকভাবে বলেছিলেন, তিনি তা কোন প্রকার দৃষ্টান্ত বা রূপক কথার আবরণে তা বলেন নি। শিষ্যদের এই কথা খুব সহজেই বুঝতে পারার কথা, যদি তাঁরা অনেক বেশি দোষের নিচে না থাকেন। কিংবা এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তিনি আনন্দের সাথে এবং যে কোন প্রকার ভয় ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে এই কথা বলেছিলেন এবং তিনি তাঁদেরকে এ কথা শোনাতে চেয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কথা বলেছিলেন, যেভাবে একজন মানুষ শুধু এ কথাই জানে না যে, তাঁকে দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করতে হবে, সেই সাথে জানে যে, তাঁর এই দুর্দশা অচিরেই কেটে যাবে এবং তিনি তাঁর নিজ কাজের দ্বারা এ থেকে উদ্ধার পাবেন।

২. পিতর এর বিরোধিতা করলেন: এই কথা তিনি স্পষ্টরূপেই বললেন। পিতর তাঁকে কাছে নিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। এখানে পিতর অবাধ্যতার চেয়ে ভালবাসার প্রকাশ ঘটালেন বেশি পরিমাণে। তিনি খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুরক্ষার প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল কম। পিতর তাঁকে কাছে নিলেন– *প্রোসলাবোমনোস অটোন* (*Proslabomenos auton*)। তিনি খ্রীষ্টকে কাছে টেনে নিলেন, যেন তিনি তাঁকে থামাতে চাইছিলেন এবং তাঁকে বাধা দিতে চাইছিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর বাহুতে জড়িয়ে নিলেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন (এমনটাই অনেকে মনে করে থাকেন); কারণ তিনি তাঁর প্রভু যীশু খ্রীষ্টর এমন দুঃখ ভোগ করার কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। কিংবা তিনি তাঁকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে তিরস্কার করার জন্য। এখানে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার কথা বোঝানো হয় নি, বরং এখানে মহান এক ভালবাসার ও স্নেহের কথা বোঝানো হয়েছে। যাকে ভালবাসা যায়, তার প্রতিই কেবল এমন চিন্তা করতে ও সতর্ক হতে দেখা যায়, যে ভালবাসা মৃত্যুর মত বা তার চেয়েও শক্তিশালী। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর সাথে অনেক বেশি আন্তরিক হতে সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু পিতর তাঁদের মধ্যে একমাত্র এই সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার করেছিলেন।

৩. খ্রীষ্ট তাঁকে তাঁর বিরোধিতার জন্য ভর্ৎসনা করেছিলেন (পদ ৩৩): কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে তাঁর শিষ্যদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে পিতরকে অনুযোগ করলেন। তিনি এমনভাবে তাঁর দিকে ফিরলেন, যেভাবে কেউ বিরোধিতা করলে আমরা তাঁর দিকে তাকাই, যাতে করে তিনি দেখতে পারেন যে, অন্যদের মধ্যে এই একই চিন্তা কাজ করছে কি না। তিনি শেষ পর্যন্ত পিতরের দিকে তাকালেন, অর্থাৎ তাঁরা সকলে যদি এই ধারণা পোষণ করতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁদের সকলকে তিরস্কার করতেন, যেটা তিনি এখন পিতরকে করছেন। তিনি বললেন, "আমার সম্মুখ থেকে দূর হও, শয়তান।" পিতর কখনোই ভাবেন নি যে, তিনি খ্রীষ্টের প্রতি যে ভালবাসা এবং স্নেহ সহকারে কথা বলেছিলেন এবং তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, তার প্রেক্ষিতে তাঁকে এমন কড়া এবং অত্যন্ত ভর্ৎসনামূলক তিরস্কার ও ধমক শুনতে হবে। কিন্তু তাঁর অবশ্যই ভালবাসার চাইতে বিশ্বাসের প্রতি বেশি পরিমাণে নির্ভর করা উচিত ছিল। লক্ষ্য করুন, আমরা যা বলি এবং যা করি, সেখানে যে

সমস্ত ভ্রান্তিই থাকুক না কেন, খ্রীষ্ট তা লক্ষ্য করে থাকেন, যার সম্পর্কে আমরা নিজেরাও সতর্ক নই। আমরা জানিও না যে, আমরা কি ধরনের আত্মার বা চেতনার মানুষ, কিন্তু খ্রীষ্ট তার সবই জানেন।

(১) পিতর এমন একজন মানুষের মত করে কথা বলেছিলেন, যেন তিনি সঠিকভাবে খ্রীষ্টের কথা বুঝতে পারেন নি, কিংবা তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনাও করেন নি। প্রতি দিন তাঁর সামনে যখন খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও শক্তির দৃষ্টান্ত ও নমুনা উপস্থাপিত হয়েছে তা তিনি দেখতে পেয়েছেন এবং তখনই তাঁর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন ছিল যে, নিশ্চয়ই তিনি কোন মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ছাড়া এমন গুরুতরভাবে কষ্টভোগ করার জন্য প্রস্তুত হতেন না। সবচেয়ে মারাত্মক শত্রুও কখনো তাঁকে রোগ কিংবা মৃত্যু দ্বারা বাঁধতে পারবে না, যাকে বাতাস এবং জলের স্রোত এবং শয়তান নিজে মেনে চলতে এবং তাঁর কথা শুনতে বাধ্য। যখন তিনি খ্রীষ্টের মাঝে প্রতি দিনই এত বেশি পরিমাণে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার উদাহরণ দেখেছেন, তখনই তাঁর অবশ্যই এ কথা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, নিশ্চয়ই খ্রীষ্ট কোন সাধারণ বা অহেতুক কারণে নয়, বরং স্বেচ্ছায় বিশেষ এবং মহান কোন কারণেই দুঃখভোগ ও মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন, আর তখন তিনি নিশ্চয়ই তাঁর বিরোধিতা করতেন না, বরং তাঁর সকল পরিকল্পনা ও কাজে তাঁকে সমর্থন করতেন। তিনি তাঁর মৃত্যুকে দেখেছিলেন সাক্ষ্যমর হওয়া হিসেবে, ঠিক যেভাবে ভাববাদীরা সাক্ষ্যমর হতেন, যা খুব সহজেই প্রতিহত করা যেতে পারে বলে তিনি ভেবেছিলেন। হয়তোবা খ্রীষ্টকে বাড়তি সুরক্ষা প্রদান করে কিংবা মহাপুরোহিতদেরকে উসকে না দিয়ে এই কাজ করা যেতে পারে; কিন্তু তিনি এ কথা জানতেন না যে, এই সমস্ত কাজ এবং ঘটনা ঘটা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, শয়তানের ধ্বংস এবং মানুষের পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন ছিল। পরিত্রাণের পথ প্রদর্শককে অবশ্যই কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে খাঁটি ও উপযুক্ত হতে হবে এবং তাঁকে অবশ্যই অনেক মানুষের কাছে মহিমা ও গৌরব বয়ে নিয়ে আসতে হবে। লক্ষ্য করুন, মানুষের জ্ঞান যথার্থই মূর্খতার পরিচায়ক, যখন তা স্বর্গীয় পরিকল্পনাকে বিচার করা শুরু করে। খ্রীষ্টের ক্রুশ, ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞানের সবচেয়ে বড় উদাহরণ, এটি অনেকের কাছে বিঘ্ন দানকারী বিরাট এক পাথররূপে পরিগণিত হয়েছিল এবং অন্যদের কাছে তা হয়ে উঠেছিল বোকামি।

(২) পিতর এমন ভাব নিয়ে কথা বলেছিলেন, যেন তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি, কিংবা তিনি সঠিকভাবে খ্রীষ্টের রাজ্যের প্রকৃতি বিবেচনা করেন নি। তিনি একে পার্থিব এবং মানবীয় বলে বিবেচনা করেছিলেন, যেখানে তা একেবারেই আত্মিক এবং স্বর্গীয় প্রকৃতি বিশিষ্ট। কেননা যারা পাপ-স্বভাবের বশে আছে, তারা পৃথিবীর বিষয় ভাবে; কিন্তু যারা পবিত্র আত্মার বশে আছে, তারা আত্মিক বিষয় ভাবে (রোমীয় ৮:৫)। পিতর সম্ভবত নিম্নতর পৃথিবী সম্পর্কে আরও বেশি করে চিন্তা করছিলেন এবং তিনি হয়তোবা এই পৃথিবীর জীবন সম্পর্কেই শুধু চিন্তা করছিলেন। তিনি উচ্চতর বিশ্ব এবং আসন্ন অনন্ত জীবন সম্পর্কে একেবারেই ভাবছিলেন না। ঈশ্বরের বিষয় সম্পর্কে ভাব-ার চাইতে মানবীয় বিষয় সম্পর্কে ভাবা, ঈশ্বরের বিষয়, রাজ্য এবং মহিমা সম্পর্কে ভাবার চাইতে আমাদের নিজেদের কৃতিত্ব, সাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে ভাবা

অনেক বড় একটি পাপ এবং এটি হচ্ছে সকল পাপের মূল। এটি খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায়। এটি মানুষের যন্ত্রণার সময়ে উদ্ভূত হবে, প্রলোভনের সময়ে জেগে উঠবে, যখন মানুষের মাঝে এই সকল বিষয় অনেক বেশি দেখা দেবে এবং তারা বিপদে পতিত হবে। *নন স্যাপিস* (*Non sapis*)- তুমি জ্ঞানী নও (এমনটাই পাঠ করা উচিত) ঈশ্বরের বিষয়াদির ক্ষেত্রে, বরং তুমি মানবীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানী। আমাদের অবশ্যই এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত যে, আমাদের জ্ঞানের দিক থেকে কোন প্রজন্মের মত নিজেদেররেক দেখানো উচিত (লূক ১৬:৮)। আমাদের মাঝে সমস্যা সৃষ্টি করার প্রবণতা দেখা যেতে পারে, কিন্তু আমাদের অবশ্যই আমাদের দায়িত্বকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং এর জন্য যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা উচিত (২ করিন্থীয় ১:১২) এবং তা না হলে শেষ সময়ে আমরা মূর্খ বলে পরিগণিত হব।

গ. খ্রীষ্টের এই সকল আশ্চর্য কাজ আমাদের সকলকে তাঁকে অনুসরণ করতে শিক্ষা দেয়, তা তাঁর জন্য আমাদেরকে যে মূল্যই দিতে হোক না কেন, শুধুমাত্র এগুলো যে তাঁর অভিযাত্রার নিশ্চয়তা স্বরূপ তাই নয়, বরং সেই সাথে এগুলো তাঁর পরিকল্পনার বাস্তবায়নও বটে এবং তিনি যে অনুগ্রহ প্রদান করতে এসেছেন সেই অনুগ্রহের নমুনা। পরিষ্কারভাবে এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তিনি তাঁর আত্মার দ্বারা আমাদের মধ্যে যারা অন্ধ, বধির, খোড়া, কুষ্ঠ রোগী, পীড়িত এবং মন্দ-আত্মাগ্রস্ত আত্মা রয়েছে, তাদেরকে সুস্থ করতে এসেছেন। যারা নিজেদেরকে তাঁর সামনে এনে উপস্থাপন করবে তাদেরকে তিনি সকল প্রকার শারীরিক ও আত্মিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করবেন। এমন অনেকবারই দেখা গেছে যে, খ্রীষ্টের কাছে বহু সংখ্যক মানুষ শুধুমাত্র সুস্থতা লাভ করার জন্য এসে হাজির হয়েছে, এর দ্বারা আমরা এ কথা বিশ্বাস করতে পারি যে, তিনি একজন মহান চিকিৎসক ছিলেন। তাই আমরা তাঁর রোগী হতে পারি এবং নিজেকে তাঁর অধীনে সমর্পণ করতে পারি। এখানে তিনি আমাদেরকে এ কথা বলছেন যে, কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা তাঁর কাছে আসতে পারি। তিনি লোকদেরকে তাঁর কাছে ডাকছেন যেন তারা সকলে তাঁর কাছে আসে। তিনি তাদেরকে আহ্বান করেছিলেন, যারা সেই সময় একটু দূরে ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তাঁর কথা শুনছিল, যখন খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে কথা বলছিলেন। এই বিষয়টি নিয়েই আমাদেরকে এখানে বলা হয়েছে এবং বিবেচনা করতে বলা হয়েছে যে, তারা খ্রীষ্টের কাছে তাদের আত্মাকে সুস্থ করার জন্য চেয়েছিল কি না।

১. তাদের অবশ্যই তাদের শরীরের স্বস্তির জন্য অতিরিক্ত আগ্রহী হওয়ার উচিত হবে না; কারণ (পদ ৩৪): "যে কেউ আমার কাছে আত্মিক সুস্থতা লাভ করার জন্য আসবে, যেভাবে লোকেরা শরীরের সুস্থতার জন্য আসে, তাকে অবশ্যই আগে নিজেকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং তাকে অবশ্যই একটি আত্মসংযমী, অনুতাপকারী এবং এই জগতের লোভ লালসা থেকে মুক্ত জীবন যাপন করতে হবে।" তাকে কোন মতেই তার নিজের চিকিৎসক হিসেবে ভাবলে চলবে না, বরং তাকে নিজের উপর থেকে সকল প্রকার আত্মবিশ্বাস দূর করতে হবে এবং তার নিজ ধার্মিকতা এবং শক্তিকে তুচ্ছ করতে হবে। তাকে অবশ্যই নিজের ক্রুশ নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে, তাকে অবশ্যই ক্রুশবিদ্ধ যীশু খ্রীষ্টের কাঠামোতে নিজেকে আবদ্ধ করতে হবে এবং নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর মত করে যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য নিজেকে সঁপে দিতে হবে। এভাবেই খ্রীষ্টের রোগীদেরকে

অবশ্যই তাঁর কাছে আসতে হবে, তাঁর সাথে কথা বলতে হবে, তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা লাভ করতে হবে এবং প্রয়োজনে তিরস্কার গ্রহণ করতে হবে, যেভাবে যারা তাঁকে অনুসরণ করে তারা গ্রহণ করে। সর্বোপরি তাদেরকে অবশ্যই সব সময় তাঁর খোঁজ করতে হবে।

২. তাদেরকে কোন মতেই কোন ব্যাপারেই উৎকণ্ঠিত হলে চলবে না, সেটা হতে পারে দেহগত জীবনের ক্ষেত্রে, যখন তারা খ্রীষ্টকে বাদ না দিয়ে আর সেই জীবনে চলতে পারে না, পদ ৩৫। আমরা কি খ্রীষ্টের কাজ এবং কথার মধ্য দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে আগ্রহী? আমরা যেন বসি এবং এর মূল্য বিবেচনা করি, যাতে করে আমরা বিবেচনা করতে পারি যে, আমরা খ্রীষ্টকে পাওয়ার জন্য কী কী সুযোগ সুবিধা সামনে পাচ্ছি এবং কী কী সুযোগ গ্রহণ করছি, আমরা খ্রীষ্ট এবং তাঁর সুসমাচারে স্বার্থে আমাদের নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে প্রস্তুত আছি কি না। যখন শয়তান তাঁর কাছ থেকে তাঁর দাস এবং শিষ্যদেরকে সরিয়ে দেয়, তখন সে এর সবচেয়ে খারাপ দিকটি লুকিয়ে রাখে এবং আমাদের কাছ থেকে গোপন করে রাখে। সে কেবল এর আনন্দের এবং মজার দিকটা সম্পর্কে বলে, কিন্তু সে এ কথা বলে না যে, আমাদেরকে এর জন্য কতটা কষ্ট সহ্য করতে হবে: "নিশ্চয়ই তোমরা মরবে না।" কিন্তু খ্রীষ্টের হয়ে কাজ করতে গেলে আমাদের সামনে কি ধরনের দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা আসতে পারে তা তিনি নিজে আমাদেরকে বলে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন আমাদেরকে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতে হবে, হয়তো আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুবরণও করতে পারে। তিনি আমাদেরকে এর জন্য নিরুৎসাহিত করছেন, যেন আমরা সব কিছু জেনে শুনে তবেই তাঁকে অনুসরণ করতে আসি; কারণ তাঁর সেবা কাজ করতে গেলে স্বস্তি ও সুখ লাভ করার আগে আমাদেরকে এতটা কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে যে, আমরা অনেক আগেই সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারি। তাই আমাদেরকে অবশ্যই এর বিপরীতে আরেকটিকে বিবেচনা করতে হবে। সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়:-

(১) আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের জীবন হারানোর ভয় করলে চলবে না, কারণ এই জীবন আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে খ্রীষ্টের উদ্দেশে উৎসর্গ করার জন্যই (পদ ৩৫): যে কেউ তার এই পার্থিব জীবন রক্ষা করার জন্য খ্রীষ্টকে অস্বীকার করবে, তাঁর কাছে আসতে প্রত্যাখ্যান করবে, খ্রীষ্টের সেবা কাজে নিয়োজিত হয়ে তাঁর পক্ষে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানাবে এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে, সে তার এই জীবন হারাবে। সে তার এই পার্থিব জীবন হারাবে, সে তার সকল সুখ এবং শান্তি হারিয়ে ফেলবে, সে তার আত্মিক জীবনের মূল এবং উৎস হারিয়ে ফেলবে এবং তার অনন্ত জীবনের সকল আশাও হারিয়ে যাবে। এভাবেই সে নিজের সবচেয়ে খারাপ পরিণতি ডেকে নিয়ে আসবে। কিন্তু যে তার এই পার্থিব জীবন হারাবে, সে সত্যিকার অর্থেই তা ফিরে পাবে। সে নিজের ইচ্ছা থেকে এই জীবনকে হারাবে, সে তা জয় করে নেবে, সে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে নিজের এই জীবন ত্যাগ করলেও আত্মিক জীবনকে, অনন্ত জীবনকে সে গ্রহণ করে নিল এবং একটি জীবন হারানোর মধ্য দিয়ে সে আরেকেটি উত্তম জীবনে প্রবেশ করলো। এটিকে কোন এক ধরনের অনুদান বা প্রতিদান হিসেবে দেখা হয়। যারা এভাবে নিজেদের দেশের বা শাসনকর্তাদের জন্য জীবন দান করেন, তাদের স্মৃতিকে ধরে রাখা হয় এবং তাদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করা হয়। কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদেরকে যে ক্ষতিপূরণ দেবেন তা হচ্ছে, তিনি আমাদেরকে এক অনন্ত জীবন দান করবেন, যদি আমরা তার জন্য এই পার্থিব

জীবন ত্যাগ করি।

(২) আমাদের ভেতরে অবশ্যই আমাদের আত্মিক জীবন হারানোর ভয় থাকতে হবে; হ্যাঁ, যদিও এর দ্বারা এই সমুদয় জগত লাভ করতে পারি (পদ ৩৬,৩৭): বস্তুত মানুষ যদি সমুদয় পৃথিবী লাভ করে এবং এর সকল প্রকার সম্পদ, অর্থ, যশ, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ করে, অথচ যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে তার আপন প্রাণ খোয়ায়, তবে তার কি লাভ হবে? বিশপ হুপার যে দিন সাক্ষ্যমর হন তার ঠিক আগের রাতে তিনি এই উক্তিটি করেন: "এটাই সত্যি কথা– জীবন সুমিষ্ট এবং মৃত্যু তিক্ত, কিন্তু অনন্ত মৃত্যু আরও তিক্ত এবং অনন্ত জীবন আরও সুমিষ্ট।" স্বর্গে খ্রীষ্টের সাথে যে সুখের সময় কাটানোর সুযোগ আমাদের আছে, তা খ্রীষ্টের জন্য আমাদের এই পার্থিব জীবন হারানোর চাইতে অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। সে কারণে এই জগতে পাপের মাধ্যমে আমরা যত সম্পদই অর্জন করি না কেন, তা আমাদের আত্মাকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারবে না।

মানুষ যা এই পৃথিবীতে করে তা হচ্ছে, তারা তাদের নিজেদের জীবনকে রক্ষা করে এবং এই জগতের সমস্ত সম্পদ লাভ করতে চায়, তিনি আমাদেরকে বলছেন (পদ ৩৮) এর সবচেয়ে খারাপ প্রভাব কি হতে পারে তাদের উপরে: "কেননা যে কেউ এই কালের জেনাকারী ও পাপী লোকদের মধ্যে আমাকে ও আমার বাক্য কে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে, তবে মনুষ্যপুত্র যখন পবিত্র স্বর্গদূতদের সঙ্গে আপন পিতার প্রতাপে আসবেন তখন তিনি তাকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করবেন।" এ ধরনের একটি কথাই আমরা এর আগে দেখেছি মথি ১০:৩৩ পদে। কিন্তু এখানে তা আরও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্টের জন্য এই পৃথিবীতে পরিশ্রম করার কারণে কি কি ধরনের সমস্যায় পড়তে হতে পারে। খ্রীষ্টের জন্য কাজ করতে গেলে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়, যা এই জেনাকারী এবং পাপপূর্ণ প্রজন্মের মাঝে অত্যন্ত স্বাভাবিক; কারণ রূপক অর্থে এই প্রজন্ম বা এই জাতির লোকেরা বেশ্যার মত ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে গেছে এবং তারা এই পৃথিবীর মত্ততা এবং মাংসিক কামন-বাসনায় নিজেদেরকে সপে দিয়েছে, তারা এর দুষ্টতায় শয়ন করছে। এর কোন কোন সময়, কোন কোন স্থান এবং কোন কোন জাতি অনেক বেশি পাপগ্রস্ত। এই ধরনের লোকেরা খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে থাকে এবং তারাই তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে।

[২] এমন অনেকে রয়েছে, যারা এ কথা অস্বীকার করতে পারে না যে, খ্রীষ্টের কাজ করা অত্যন্ত ধার্মিকতার কাজ, এর দ্বারা লজ্জিত হয়, কারণ তারা সমাজের ও মানুষের ভ্রুকুটি সহ্য করতে পারে না এবং এ কারণে তারা খ্রীষ্টের কারণে তাদের নিজেদের লজ্জা হোক তা চায় না এবং তারা মানুষের চক্ষুশূল হতে চায় না ।

[৩] এমন একটি দিন আসছে, যখন খ্রীষ্টের কারণে কাজ করাই সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয় পন্থা হয়ে দাঁড়াবে এবং সে সময় মনুষ্যপুত্র পবিত্র স্বর্গদূতদের সাথে তাঁর পিতার সকল গৌরব ও মহিমা নিয়ে হাজির হবেন এবং তিনি সে সময় হবেন সত্যিকারের *সকিনা* (*Shechinah*), তাঁর পিতার গৌরব ও মহিমা এবং তিনি হবেন স্বর্গদূতদের নেতা।

[৪] যারা খ্রীষ্টের কারণে এই পৃথিবীতে লজ্জিত হবে, যেখানে তিনি নির্যাতিত হয়েছেন,

তিনিও তাদের প্রতি সেই জগতে লজ্জিত হবেন, যে জগতে তিনি চিরকাল গৌরবান্বিত হবেন। তারা তখন তাঁর সাথে সাথে মহিমা ও গৌরব ভোগ করবে না, কারণ তারা এখন তাঁর সাথে তাঁর যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য সম্মত নয়।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ৯

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো:

ক. পর্বতের উপরে যীশু খ্রীষ্টের রূপান্তর, পদ ১-১৩।

খ. এক শিশুর ভেতর থেকে খ্রীষ্ট কর্তৃক মন্দ-আত্মা তাড়ানো, যা তাঁর শিষ্যরা করতে পারেন নি, পদ ১৪-২৯।

গ. তাঁর নিজ যন্ত্রণা ভোগ এবং মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, পদ ৩০-৩২।

ঘ. কে মহান, এই বিষয়ে খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে তর্ক করতে বাধা দিলেন (পদ ৩৩-৩৭) এবং খ্রীষ্ট যোহনকে তিরস্কার করলেন, কারণ একজন ব্যক্তি খ্রীষ্টের নামে লোকদেরকে সুস্থ করছিল, অথচ সে খ্রীষ্টের শিষ্যদের একজন ছিল না, এর জন্য যোহন তাকে ধমক দিয়েছিলেন, পদ ৩৮-৪১।

ঙ. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে তাঁর রাজ্যের ক্ষুদ্রতমের প্রতি বিঘ্ন জন্মানোর ব্যাপারে আলোচনা করলেন (পদ ৪২) এবং তিনি আমাদের নিজেদের ভেতরে যে সমস্ত বিষয় বিঘ্ন জন্মায় সেগুলোর বিষয়ে কথা বললেন, যা আমাদেরকে পাপ করতে প্ররোচিত করে (পদ ৪৩-৫০)। এর বেশিরভাগ অংশই আমরা এর আগে পড়েছি, মথি ১৭ অধ্যায় এবং ১৮ অধ্যায়।

মার্ক ৯:১-১৩ পদ

এখানে আমরা দেখি:-

ক. খ্রীষ্টের রাজ্য খুব কাছে এসে গেছে, এ বিষয়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী, পদ ১। এই বিষয়ে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, আর তা হচ্ছে:-

১. ঈশ্বরের রাজ্য এসে উপস্থিত হবে এবং তা এমনভাবে আসবে যা আমরা চোখে দেখতে পাব: এই পৃথিবীতে যিহূদী রাজনীতির সমূহ ধ্বংস সাধিত হওয়ার পরই কেবল খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপিত হবে, যা খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এটি হবে মানুষের মাঝে ঈশ্বরের রাজ্য পুনস্থাপন করার কাজ, যা যিহূদী এবং অযিহূদী উভয়ের অন্যায্য এবং অনৈতিক কাজের কারণে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল।

২. এটি ফিরে আসবে ক্ষমতা নিয়ে, যা তার নিজ পথ বের করে নেবে এবং তার সমস্ত প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে দেবে। এটি শক্তি নিয়ে আসবে, যখন খ্রীষ্টকে অন্যায়ভাবে ক্রুশে বিদ্ধ করার জন্য যিহূদীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং যখন অযিহূদী পৃথিবীর সকল মূর্তি পূজা জয় করা হবে।

৩. এখনকার অনেকে বেঁচে থাকতেই এই রাজ্য এসে উপস্থিত হবে। এখানে এমন অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে, যারা সেই দিন পর্যন্ত মৃত্যুর স্বাদ পাবে না, যত দিন পর্যন্ত না তারা সেই রাজ্য দেখে। এই একই কথা আমরা দেখি মথি ২৪:৩৪ পদে: *এই কালের লোকদের লোপ হবে না, যে পর্যন্ত না এ সব সিদ্ধ হয়*। যারা এখন এখানে খ্রীষ্টের সাথে

দাঁড়িয়ে আছে, তারা তা দেখতে পাবে, একই সময়ে যারা ঈশ্বরের রাজ্যকে উপেক্ষা করেছে এবং তাঁর প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করেছে, তারা তা কখনোই দেখতে পাবে না।

খ. খ্রীষ্টের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সেই রাজ্যের নমুনা প্রদর্শন, খ্রীষ্ট এই ভবিষ্যদ্বাণী করার ছয় দিন পর এই ঘটনাটি ঘটেছিল। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর যন্ত্রণা ভোগ এবং মৃত্যু সম্পর্কে আভাষ দেওয়া শুরু করেছিলেন। সেই বিষয়ে তাঁদের সমস্ত বিঘ্ন তিনি তুলে নিতে চাইছিলেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর গৌরব ও মহিমার নিদর্শন দেখাতে চাইছিলেন। তিনি তাঁদেরকে দেখাতে চাইছিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় এই যন্ত্রণা ও দুঃখ ভোগ করতে চলেছেন এবং তিনি চাইছিলেন যেন তাঁর নিজ ব্যক্তিত্বের গুণাবলী এবং গৌরব তাঁর শিষ্যদের মাঝে তিনি স্থাপন করতে পারেন। তিনি তাঁদের মাঝে থেকে ক্রুশের সকল বিঘ্ন দূর করতে চাইছিলেন।

১. এই ঘটনাটি ঘটেছিল একটি উঁচু পর্বতের চূড়ায়, যে ধরনের একটি পর্বতের চূড়ায় মোশির সাথে ঈশ্বর কথা বলেছিলেন, আর সেটি ছিল সিনাই পর্বত। আর মোশি যে পর্বত থেকে কেনান দেশটি দেখেছিলেন তা ছিল পিস্‌গা পর্বত। ইতিহাস আমাদের বলে যে, তাবোর পর্বতের উপরে খ্রীষ্ট রূপান্তরিত হয়েছিলেন। এবং যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পরিপূর্ণ হয়েছে, কারণ সেখানে বলা হয়েছে, "তাবোর ও হর্মোণ তোমার নামে আনন্দধ্বনি করে" (গীতসংহিতা ৮৯:১২)। ড. লাইটফুট এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন যে, এই ঘটনার ঠিক পূর্ববর্তী ঘটনাটিতে আমরা খ্রীষ্টকে দেখে থাকি কৈসরিয়া-ফিলিপীর উপকূলে, যা তাবোর পর্বত থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। তাই তিনি এটা মনে করেন যে, পর্বতটি হয়তো আসলে তাবোর পর্বত ছিল না, বরং যোসেফাস যেমন বলেছেন, তেমনি কৈসরিয়ার কাছে অবস্থিত কোন একটি উঁচু পর্বত ছিল।

২. খ্রীষ্টের রূপান্তরের ঘটনাটির সাক্ষী ছিলেন পিতর, যাকোব এবং যোহন। এই তিন জন ছিলেন সেই তিন ব্যক্তি, যারা সমস্ত বিশ্বে সাক্ষ্য বহন করবেন যে, তাঁরা মোশি এবং এলিয়কে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখেছেন এবং স্বর্গ থেকে একটি বাণী শুনতে পেয়েছেন, তাঁরা এই সমস্ত কিছুর জন্য সাক্ষী হবেন। খ্রীষ্ট তাঁর সাথে সমস্ত শিষ্যকে নেন নি, কারণ এই সমস্ত কিছু অত্যন্ত গোপনে রাখা প্রয়োজন ছিল। এমন অনেক বিশেষ অনুগ্রহ ছিল তা শুধুই শিষ্যদেরকে প্রদান করা হয়েছে, সমস্ত জগতের কাছে দেওয়া হয় নি। একইভাবে অনেক সাক্ষ্য শুধুই শিষ্যদের কাছে দেওয়া হয়েছে, অন্য কারও কাছে নয়। সকল ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিই খ্রীষ্টের খুবই নিকট ও আপন, কিন্তু অনেকেই তাঁর কোলের কাছে অবস্থান করে। যাকোব ছিলেন সর্বপ্রথম শিষ্য যিনি খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন এবং যোহন তাঁদের সকলের মৃত্যুর পরও আরও অনেক দিন বেঁচে ছিলেন, যাতে করে তিনি এই সকল গৌরব ও মহিমার সাক্ষী হতে পারেন। তিনি সাক্ষ্য বহন করেছিলেন (যোহন ১:১৪); আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি এবং পিতরও তাই দেখেছিলেন (২ পিতর ১:১৬-১৮)।

৩. এই রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য: তিনি তাঁর শিষ্যদের সামনে রূপান্তরিত হয়েছিলেন; তিনি সাধারণত যে রূপে তাঁদের সামনে সব সময় চলাফেরা করতেন তার চাইতে ভিন্ন রূপ নিয়ে তিনি তাঁদের সামনে এসে হাজির হয়েছিলেন। এই পরিবর্তন ছিল দৈব, কারণ তাঁর সকল বৈশিষ্ট্যই অক্ষুন্ন ছিল, কেবলমাত্র তাঁর বাহ্যিক রূপ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল এবং এটি ছিল একটি আশ্চর্য কাজ। তবে যদি তাঁর ভেতর ও বাহিরের সমস্ত উপাদান পরিবর্তিত হয়ে

যেত, তাহলে এটাকে আশ্চর্য কাজ বলে গণ্য করা যেত না, কারণ খ্রীষ্ট এ ধরনের কাজ কখনো করবেন না। দেখুন, মানব দেহে কতটা পরিবর্তন সাধিত হতে পারে, যখন ঈশ্বর সেই দেহের উপরে মহিমা ও গৌরব আরোপ করতে চান। এভাবেই তিনি ঈশ্বরভক্তগণের দেহকে মহিমান্বিত করবেন, যখন তিনি তাদেরকে মৃত্যু থেকে জীবিত করবেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের সামনে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। সম্ভবত এই পরিবর্তন ছিল পর্যায়ক্রমিক। তিনি মহিমান্বিত থেকে আরও বেশি মহিমান্বিত হচ্ছিলেন। সেই কারণে তাঁর সামনে যে তিন জন শিষ্য ছিলেন, তাঁরা খ্রীষ্টের গৌরব এবং মহিমার সবচেয়ে স্পষ্ট এবং সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট চাক্ষুষ প্রমাণ তাঁদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে, এই উজ্জ্বল ব্যক্তিটি এবং মহিমান্বিত ব্যক্তিটি তাঁদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া আর কেউ নন এবং এখানে ভ্রান্তির কোন বিষয় নেই। যোহন এই ঘটনাটির কথা তুলে ধরেছিলেন (১ যোহন ১:১), যখন তিনি জীবনের সেই বাক্যের সম্পর্কে বলেছিলেন, যা তিনি তাঁরা নিজ চোখে দেখেছেন এবং স্পর্শ করেছেন। তাঁর শরীর উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সুতরাং খুব সম্ভবত তিনি উজ্জ্বল সাদা রং ধারণ করেছিলেন এবং সম্ভবত তাঁর শরীরের ভেতর থেকে আলো বের হচ্ছিল।

৪. মোশি এবং এলিয় মহিমা ও গৌরবের সাথে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন (পদ ৪)। তাঁরা তাঁর সাথে কথা বলতে এসেছিলেন, তাঁকে কোন বিষয়ে শিক্ষা দান করতে আসেন নি, বরং তাঁর কাজের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতেই এসেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছিলেন; এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, গৌরবান্বিত ঈশ্বরভক্তগণের মধ্যে নিয়মিত কথোপকথন এবং আলোচনা হয়, তাঁদের মধ্যে কথা বলার নিজস্ব ধরন রয়েছে, যা আমরা বুঝতে পারি না। মোশি এবং এলিয়ের জীবন ধারণের সময় কালের ব্যবধান অনেক বেশি, কিন্তু এই ব্যবধান স্বর্গে কোন ধরনের বাধার সৃষ্টি করে না, কারণ সেখানে যে প্রথমে এসেছে সে সবার শেষে প্রবেশ করবে এবং যে সবার শেষে এসেছে সবার প্রথমে প্রবেশ করবে। এর দ্বারাই বোঝানো হয়েছে যে, খ্রীষ্টতে সবাই এক।

৫. এই দৃশ্য দেখে শিষ্যরা সকলে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েছিলেন এবং তাঁদের আলোচনা শুনে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, যা পিতর তাঁর অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন অন্য সকলের মুখ স্বরূপ হয়ে। তিনি বলেছিলেন, “প্রভু, ভালো হয়েছে যে, আমরা এখানে আছি,” পদ ৫। যদিও খ্রীষ্ট রূপান্তরিত হয়েছিলেন এবং মোশি এবং এলিয়ের সাথে কথা বলছিলেন, তথাপি তিনি পিতরকে তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ দিলেন এবং তিনি তাঁদের সাথে সব সময় যেমন আন্তরিক ছিলেন এখনও তেমনি আন্তরিকতা প্রদর্শন করলেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন উচ্চীকৃত হবেন এবং মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত অবস্থানে থাকবেন, তখনও তিনি তাঁর লোকদেরকে ভুলে যাবেন না এবং তাঁদের উপর থেকে তাঁর দয়ার চিহ্ন সরিয়ে নেবেন না। এমন অনেকেই আছে, যারা উঁচু পদে গেলে এবং মহিমা ও সম্মান অর্জন করলে তাদের বন্ধুদের কথা ভুলে যায় এবং তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। কিন্তু এমন কি মহিমান্বিত যীশু খ্রীষ্টের সত্যিকার শিষ্যরা এবং বিশ্বাসীরা সাহসিকতার সাথে এবং স্বাধীনতা নিয়ে খ্রীষ্টের সাথে কথা বলতে পারেন। এমন কি এই স্বর্গীয় আলোচনার মাঝেও পিতরের কথা বলার সুযোগ ছিল। তিনি বলেছিলেন, “প্রভু, ভালো হয়েছে যে, আমরা এখানে আছি। আমরা এই মুহূর্তে এখানে থাকায় ভালোই হয়েছে। আমরা আমাদের জন্য তাঁবু তৈরি করবো; এটাই আমাদের জন্য বিশ্রামের স্থান

হবে।” লক্ষ্য করুন, মহান আত্মার অধিকারী ব্যক্তিগণ খ্রীষ্টের সাথে সংযোগ রক্ষা করাকে অনেক বেশি উত্তম বলে মনে করে থাকেন। তাঁর সাথে পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হওয়া তাদের জন্য অতি উত্তম বিষয়, যদিও সেখানে অনেক ঠাণ্ডা এবং সেটা নির্জন স্থান। এই পৃথিবী থেকে একেবারে আলাদা হয়ে খ্রীষ্টের সাথে একাকী সময় কাটানো অনেক ভালো। যদি রূপান্তরিত খ্রীষ্ট এবং মোশি ও এলিয়ের সাথে পর্বতের উপর সময় কাটানো উত্তম হয়, তাহলে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত খ্রীষ্টের সাথে স্বর্গে সকল ঈশ্বরভক্তগণের সাথে সময় কাটানো কত না উত্তম হবে!

কিন্তু এখানে লক্ষ্য করুন, পিতর সেখানে বসে ভুলে গিয়েছিলেন যে, ঠিক সে সময় খ্রীষ্টের উপস্থিতিতে তাঁদের কী জানার প্রয়োজন ছিল এবং মানুষের মাঝে প্রেরিতগণের কী প্রয়োজন হয়ে থাকে। ঠিক এই সময়ে অন্যান্য শিষ্যরা খুব আগ্রহের সাথে কাছে তাঁদের বসে আলাপ করতে চাইছিলেন, পদ ১৪। লক্ষ্য করুন, আমাদের সাথে যখন উত্তম থাকে, তখন আমাদের অন্য সব কিছুর চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত এবং আমরা যে অনুগ্রহ আমাদের সামনে পেয়েছি তার প্রতি যথাযথভাবে আমাদের মনযোগ দান করতে হবে। পিতরের দুর্বলতা ছিল এই যে, তিনি মানুষের সাথে কথা বলার এবং তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করার আগেই স্বর্গীয় আলোচনায় অংশ নিতে চেয়েছিলেন। প্রেরিত প্রৌল পর্বতের উপরে গিয়ে মহিমান্বিত হওয়ার চাইতে এই মাংসিক দেহে জীবিত থাকতে চেয়েছেন (যদিও প্রথমটিই সবচেয়ে ভাল পছন্দ হওয়া উচিত), যখন তিনি মণ্ডলীর জন্য এটাকে সবচেয়ে উত্তম হিসেবে দেখেছেন (ফিলিপীয় ১:২৪,২৫)। পিতর নির্দিষ্টভাবে মোশি, এলিয় এবং খ্রীষ্টের জন্য মোট তিনটি তাঁবু বানানোর কথা বলেছিলেন, যা খুব একটা সঙ্গতিপূর্ণ ধারণা ছিল না; কারণ আইন-কানুন, ঈশ্বরের বাক্য এবং সুসমাচারের মধ্যে এমন এক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে যে, এদেরকে একই তাঁবুতে রাখা উচিত। তারা একত্রে মিলে মিশে বাস করবে। কিন্তু তাঁর কথা যতই অমার্জিত হোক না কেন, তাঁকে ক্ষমা করা গিয়েছে, কারণ শিষ্যরা সকলে অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন এবং বিশেষ করে পিতর এতটাই ভয় পেয়েছিলেন যে, তিনি কি বলছেন তা বুঝতে পারছিলেন না (পদ ৬); কিংবা তাঁর কোথায় কথা শেষ করা উচিত তাও বুঝতে পারছিলেন না।

৬. স্বর্গ থেকে যে বাণী নেমে এসেছিল, তা ছিল খ্রীষ্টের মধ্যস্থতাকারী ভূমিকার প্রতি একটি সত্যায়ন, পদ ৭। পরে একখানি মেঘ উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে ঢেকে ফেললো এবং তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল। পিতর সে সময় খ্রীষ্ট এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্য তাঁবু তৈরি করার কথা বলছিলেন। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে তিনি কথা বলছিলেন, তখনই তিনি দেখলেন যে, তাঁর আর এই ধরনের কোন পরিকল্পনা করার প্রয়োজন নেই; এই মেঘটি সেই তাঁবুর পরিবর্তে ছায়া হয়ে তাঁদেরকে ঢেকে দিয়েছে (যিশাইয় ৪:৫)। তিনি যখন তাঁবু সম্পর্কে কথা বলছিলেন, ঠিক সেই সময় ঈশ্বর নিজেই তাঁর হাত দিয়ে মেঘের একটি আবরণ তৈরি করে দিয়েছিলেন। এখন এই মেঘ থেকে (যা ছিল পিতরের শোনা মহান গৌরব বা মহিমার স্বর) এই কথা শোনা গেল, “এ আমার প্রিয় পুত্র, এর কথা শোন।” ঈশ্বর তাঁকে স্বীকৃতি দিলেন এবং তাঁকে গ্রহণ করলেন, তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র হিসেবে। আমরা তাঁকে আমাদের মাঝে গ্রহণ করার জন্য তৈরি; সেজন্য আমাদেরকে অবশ্যই তাঁকে স্বীকার করতে হবে এবং আমাদের একমাত্র পরিত্রাণকর্তা হিসেবে, প্রিয় মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হবে। আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলার জন্য সমর্পণ করতে হবে।

৭. এই দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল এই কণ্ঠ স্বরটিকে পরিচিত করে তোলা, যখন তা প্রদান করা হবে (পদ ৮): পরে হঠাৎ তাঁরা চারদিকে দৃষ্টিপাত করে আর কাউকেও দেখতে পেলেন না। যেখানে মোশি এবং এলিয় দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে আর কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল না। তাঁরা সকলেই চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা সেখানে আর কাউকে দেখতে পেলেন না। মোশি এবং এলিয় চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে শুধুই যীশু খ্রীষ্ট দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মাঝে। তিনি আর রূপান্তরিত অবস্থায় ছিলেন না, বরং তাঁর নিজ চেহারা ধারণ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট কখনোই তাঁর আত্মা ত্যাগ করেন নি, যখন সাধারণ আনন্দ এবং সান্ত্বনা থেকে তিনি দূরে সরে যান। যদিও অনেক বেশি সংবেদনশীল এবং কর্কশভাবে খ্রীষ্টের শিষ্যদের সাথে আচরণ করা হবে, কিন্তু খ্রীষ্ট সব সময় তাঁর শিষ্যদের সাথে সাথে থাকবেন। এমন কি পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত তিনি থাকবেন এবং এই কারণে একমাত্র তাঁর উপরেই আমরা নির্ভর করতে পারি। আমরা এ কারণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব যে, তিনি আমাদের জন প্রতিদিনকার খাবার যুগিয়ে দিচ্ছেন এবং তিনি চান আমরা যেন তাঁর সাথে সব সময় স্বর্গে বসে ভোজন করতে পারি।

৮. এখানে আমরা খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যকার কথোপকথন দেখতে পাই, বিশেষ করে যখন তাঁরা পর্বতে এসেছিলেন।

(১) তিনি তাঁদেরকে এই বিষয়টি গোপন রাখতে বলেছিলেন, যত দিন পর্যন্ত না তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠেন, যা তাঁর এই স্বর্গীয় উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হবে, পদ ৯। এর পাশাপাশি তিনি যেহেতু এখন নিজেকে নিচু করেছেন, তাই তিনি এখন প্রকাশ্যে তাঁর মহিমা ও গৌরবের কথা প্রকাশ করবেন না, কারণ তাহলে তা তাঁর বর্তমান অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না এবং তাঁকে জনসমক্ষে সে ধরনের মহিমাপূর্ণ রূপ ধারণ করে থাকতে হবে। শিষ্যদের এই নীরবতা উপভোগ করার মধ্য দিয়ে আমরা এ কথা বুঝতে পারি যে, তাঁরা নিশ্চয়ই এই স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের কারণে ফুলে ফেঁপে ওঠেন নি। এটি হচ্ছে একজন মানুষের যোগ্যতা যে, সে নিজের গুণের কারণে তার নিজের উন্নতির কথা চেপে রাখতে পারে এবং নিজেকে এর গর্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে।

(২) শিষ্যরা এই কথার অর্থ বুঝতে পারেন নি যে, মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া কী হতে পারে। তাঁরা খ্রীষ্টের আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে কোন ধরনের আশঙ্কা পোষণ করেন নি (লূক ১৮:৩৪) এবং সেই কারণে তাঁরা এ কথা চিন্তা করছিলেন যে, তিনি যে উত্থানের কথা বলছিলেন তা কী হতে পারে। তা আসলে তাঁর বর্তমান অবস্থা থেকে উত্থানের কথাই বলা হয়েছিল এবং তাঁর বর্তমান নম্রতা এবং নিচু অবস্থা থেকে তাঁর আপন মহিমায় ও গৌরবে উত্থিত হওয়ার কথাই বলা হয়েছিল। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে এখানে আরেকটি বিষয় তাঁদেরকে বিব্রত করেছিল (পদ ১১): ধর্ম-শিক্ষকরা কেন বলেন যে, পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খ্রীষ্টকে মহিমাতে পূর্ণ হতে হলে অবশ্যই প্রথমে এলিয়কে আসতে হবে? অথচ এলিয় চলে গেছেন এবং মোশিও চলে গেছেন। এখন যে বিষয়টি এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে তা হচ্ছে, ধর্ম-শিক্ষকরা লোকদেরকে শিখিয়েছিল ব্যক্তি এলিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে, যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এলিয়ের আত্মা এবং ক্ষমতার আবির্ভাবের। লক্ষ্য করুন, সুসমাচারের সত্য সম্পর্কে ভুল বোঝা আমাদের সকলের জন্য অন্যতম একটি বড় সমস্যা।

(৩) খ্রীষ্ট তাঁদেরকে এলিয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে একটি চিহ্ন দিয়েছিলেন (পদ ১২, ১৩): "এটি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, এলিয় অবশ্যই আসবেন। তিনি সব কিছুকে পুনর্জীবিত করবেন এবং সেগুলোকে সঠিক অবস্থানে বসাবেন। যদিও তোমরা তা বুঝতে না, তথাপি এটাও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, মনুষ্যপুত্রকে অবশ্যই অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে এবং তাঁকে অবশ্যই মানুষের কাছ থেকে অবিশ্বাস এবং তিরস্কার সহ্য করতে হবে এবং মানুষ তাঁকে ঘৃণা করবে। যদিও ধর্ম-শিক্ষকরা তোমাদেরকে সেই কথা বলবে না, কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রে এই কথা লেখা আছে এবং তোমাদের মোটেও এ কথায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এলিয়ের ক্ষেত্রে, আমি তোমাদেরকে বলছি যে, তিনি এসেছেন এবং তোমরা তা সঠিকভাবে বিবেচনা কর নি। কিন্তু যদি করতে তাহলে তোমরা বুঝতে পারতে যে, আমি কি বোঝাতে চাইছি তোমাদেরকে, তাহলে আর তোমরা তাঁর দিকে ততটা মনযোগ দিতে না।" তাঁরা এই একইভাবে অযথাই বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রতি অতিরিক্ত মনযোগ দিয়েছিলেন। প্রাচীন কালের অনেকে, বিশেষ করে পোপীয় যুগের লেখকেরা মনে করতেন যে, এলিয় বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাধ্যমে পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করার বদলে নিশ্চয়ই নিজেই খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় নেমে আসবেন, যেমনটা তারা আশা করে থাকে। সেই সময় তাঁর পাশে থাকবেন হনোক, যেখানে যোহনের বদলে আরও ভালভাবে মালাখি ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পাবে। তবে এটি একটি ভিত্তিহীন কল্পনা। সত্যিকারের এলিয় এবং সেই সাথে সত্যিকার প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট আসবেন এবং আমরা তাঁদের ছাড়া অন্য কারও খোঁজ করব না। এই কথাগুলোতে তাঁর সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে, সেখানে তারা যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করেছে তাঁর সেই সমস্ত কাজের বিষয়ে লেখা নেই (যা পরে সংযুক্ত করা হয়েছে), বরং কেবলমাত্র তাঁর আগমনের কথা বলা হয়েছে। তিনি আসবেন এবং তা পূর্ণ হয়েছে, ঠিক যেভাবে তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছিল সেভাবেই।

মার্ক ৯:১৪-২৯ পদ

এখানে আমরা একটি শিশুর ভেতর থেকে খ্রীষ্টের দ্বারা মন্দ-আত্মা তাড়ানোর ঘটনা দেখতে পাই, যা আরও বিশদভাবে এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মথি ১৭:১৪ অধ্যায়েও এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কাছে ফিরে গেলেন এবং তিনি তাঁদের মাঝে কিছু জটিলতা দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর মহিমার পোশাক খুলে ফেলে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে এলেন এবং তিনি দেখতে এলেন যে, তাঁদের মধ্যে কী নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। উর্ধ্বে খ্রীষ্টের মহিমা তাঁকে নিচে মণ্ডলীর সম্পর্কে চিন্তা করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে নি, যা তিনি অত্যন্ত নম্রতা সহকারে এবং নিজেকে নিচু করে পরিদর্শন করেছেন, পদ ১৪। তিনি ঠিক সময়েই সেখানে এসেছিলেন, যখন সেখানে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একটি অস্বস্তিকর এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্ম-শিক্ষকরা, যারা খ্রীষ্টের এবং তাঁর শিষ্যদের উভয়ের শত্রু, তারা তাঁর বিরুদ্ধে সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। একটি শিশু যাকে মন্দ-আত্মায় ধরেছিল, তাকে তাঁদের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তাঁরা মন্দ-আত্মাটিকে তাড়াতে

পারেন নি। এই কারণে ধর্ম-শিক্ষকরা তাঁদেরকে ভৎর্সনা করেছিলেন এবং এই ভর্ৎসনা তাঁদের প্রভুকেও পরোক্ষভাবে করা হয়েছিল। তারা এমনভাবে উল্লাস করছিল যেন আজকের দিনটি তাদেরই বিজয়ের দিন। তিনি এসে দেখলেন ধর্ম-শিক্ষকরা তাঁর শিষ্যদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে এবং তাদের কথা বহু সংখ্যক জনতা শুনছে, যাদের মধ্যে অনেকেই এই বাদানুবাদ শুনে অবাক হচ্ছিল। এভাবেই মোশি পর্বত থেকে নেমে এসেছিলেন এবং তিনি ইস্রায়েলীয়দের শিবিরে চরম বিশৃঙ্খলা দেখতে পেয়েছিলেন। খ্রীষ্টের আগমনকে তাঁর শিষ্যরা নিশ্চয়ই সুস্বাগতম জানিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্ম-শিক্ষকরা তাঁকে অবশ্য স্বাগত জানায় নি। তবে মানুষের কাছে এর বিষয়ে বিশেষ করে একটি জিনিস বেশ আশ্চর্যজনক মনে হয়েছিল, যারা এ কথা বলতে প্রস্তুত ছিল যে, "এ কি সেই খ্রীষ্ট, যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি?" কিন্তু যখন তারা খ্রীষ্টকে পর্বত থেকে নেমে আসতে দেখল, তখন তারা খুবই বিস্মিত হল; অনেকে এই কথা বলেন, *kai exephobethesan*– *তারা ভীত হয়েছিল*। তারা তাঁর কাছে দৌড়ে যেতে লাগল; অনেকে এই কথা বলেন, *Prostrechontes* ev *Proschairontes*– *তারা তাঁকে মঙ্গলবাদ জানাল*। তারা তাঁকে স্বাগত জানাতে কিংবা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর কাছে গেল। এ কথা সহজেই বোঝা যায় বা সহজেই এর স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করা যায় যে, কেন তারা তাঁকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছিল। কিন্তু কেন তারা এতটা বিস্মিত হয়েছিল এবং অবাক হয়েছিল, যখন তারা তাঁকে দেখতে পেল? কারণ সম্ভবত তাঁর বাহ্যিক রূপের মাঝে কোন ধরনের ব্যতিক্রমী কিছু ছিল বা কোন কিছুর ব্যত্যয় ঘটেছিল। একইভাবে মোশি যখন পর্বত থেকে নেমে এসেছিলেন তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল, যা লোকদেরকে ভীত করে তুলেছিল এবং তাঁর কাছে টেনে নিয়ে এসেছিল (যাত্রা ৩৪:৩০)। তাই সম্ভবত খ্রীষ্টের চেহারাতেও তেমন কিছু একটা ঘটেছিল, অন্ততপক্ষে এমন কিছু তাঁর বাহ্যিক রূপের মাঝে ছিল যা ছিল জমকালো, যা লোকদের চোখে বেশ অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছল, যা লোকদেরকে অবাক করে দিয়েছিল।

খ. যে বিষয়টি নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিষয়টি তাঁরা তাঁর সামনে উপস্থাপন করলেন। তিনি ধর্ম-শিক্ষকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, যাদেরকে তিনি এমন হিসেবে চিনতেন যে, তারা সব সময় তাঁর শিষ্যদের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন এবং তারা সব সময় কারণে অকারণে তাঁদেরকে খোঁটা দিয়ে এবং তিরস্কার করে কথা বলেন, "এদের সঙ্গে তোমরা কোন্ বিষয়ে বাদানুবাদ করছো? কী নিয়ে আবার তোমাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হল?" ধর্ম-শিক্ষকরা এর কোন উত্তর দিলেন না, কারণ তারা খ্রীষ্টের উপস্থিতিতে বিব্রত বোধ করছিলেন। কিন্তু শিষ্যরা অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করছিলেন এবং এখন তাঁরা সব কিছু ফেলে রেখে খ্রীষ্টের প্রতি মনযোগ দিলেন। কিন্তু শিশুটির পিতা বিষয়টি খ্রীষ্টের সামনে প্রকাশ করলেন, পদ ১৭,১৮।

১. তার পুত্রটিকে একটি বোবা-আত্মায় পেয়েছে। সে প্রায়ই মৃগী রোগীদের মত করে পড়ে যায় এবং সে বোবা হয়ে থাকে। তার পরিস্থিতি আসলেই অনেক করুণ, কারণ যেখানে আত্মাটি তাকে পায় সেখানেই ধরে তাকে মুচড়ে ফেলে এবং তাকে ধরে এমন ভয়ানক সব কাজ করে, যেন মনে হয় তাকে ধরে এখুনি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। সবচেয়ে খারাপ বিষয়টি হচ্ছে, যারা তার কাছে সে সময় থাকত তাদের জন্য ভয়ঙ্কর বিষয়– সে সময় তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হয় এবং সে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে, যেন সে প্রচণ্ড

যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করছে। যদিও তা সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়, কিন্তু এর ফলে সে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, সে মরার মত পড়ে থাকে, যেন সে একটি কঙ্কাল। তার সমস্ত দেহ যেন শুকিয়ে যায়, এমনটিই প্রকাশ করা হয়েছে (গীতসংহিতা ১০২:৩-৫)। একজন স্নেহময় পিতার জন্য এই বিষয়টি একটি সার্বক্ষণিক বেদনার বিষয় ছিল।

২. শিষ্যরা তাঁকে কোন ধরনের সান্ত্বনা বা স্বস্তি দিতে পারেন নি; "আমি চেয়েছিলাম যেন তারা আমাদের পুত্রের ভেতর থেকে মন্দ-আত্মাটি বের করে দেন, যেভাবে তাঁরা এর আগে করেছেন এবং তাঁরা নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবে ইচ্ছা নিয়ে তা করবেন, কিন্তু তাঁরা তা করতে পারলেন না। আর সেই কারণেই আপনি এর চাইতে আর ভাল সময়ে আসতে পারতেন না। প্রভু, আমি আমার ছেলেটিকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।"

গ. তিনি তাঁদের সকলকে যে ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন (পদ ১৯): "হে অবিশ্বাসী বংশ, আমি কত কাল তোমাদের কাছে থাকব? কত কাল তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করবো?" ড. হ্যামন্ড মনে করেন এই কথাগুলো শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, কারণ তিনি তাঁদেরকে যে ক্ষমতা দিয়েছিলেন তা তাঁরা কাজে লাগাতে না পারেন নি, যেহেতু তাঁরা সেই মন্দ-আত্মা তাড়াতে চেষ্টা করার আগে উপবাস রাখেন নি এবং প্রার্থনা করেন নি, যেভাবে তিনি তাঁদেরকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। কিন্তু ড. হুইটবাই মনে করেন এখানে ধর্ম-শিক্ষকদের উদ্দেশে ভর্ৎসনা করা হয়েছে, যারা শিষ্যদের হতাশার কারণে নিজেদের বড় ও গৌরবান্বিত মনে করছিল এবং ভাবছিল এই ঘটনা ধরে তারা তাঁদেরকে পর্যুদস্ত করবে। তিনি তাদেরকে বলেছেন অবিশ্বস্ত জাতি এবং তিনি এমনভাবে কথা বলেছেন যেন তাদের সাথে থাকার কারণে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং তিনি তাদেরকে আর সহ্য করতে পারছেন না। আমরা কখনো তাঁকে এই অভিযোগ করতে শুনি নি যে, "আর কত দিন আমি এমন নিচু স্তরে থাকব এবং এভাবে কষ্ট ভোগ করবো?" বরং তিনি বলেছেন, "আর কতকাল আমি এমন অবিশ্বস্ত মানুষের মাঝে বাস করবো এবং এদের কারণে কষ্ট ভোগ করবো?"

ঘ. ছেলেটি আসলে যে ধরনের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে ছিল, যাকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল: তার পিতা তাঁর সামনে তার ছেলেকে উপস্থাপন করলেন ও তার পরিস্থিতি দেখালেন। যখন ছেলেটি খ্রীষ্টকে দেখল, সে তখন মূর্ছা গেল। তাঁকে দেখামাত্র সেই আত্মা তাকে অতিশয় মুচড়ে ধরলো। সে ভূমিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল আর মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে লাগল (এমনটাই ড. হ্যামন্ড মনে করেন); যেন শয়তান খ্রীষ্টের বিরোধিতা করল এবং চাইল যে, তিনিও যেন তার প্রতি কঠোর অবস্থান নেন এবং যাতে করে শয়তানকে ছেলেটির ভেতর থেকে চলে যেতে শক্তি প্রয়োগ করেন। ছেলেটি মাটিতে পড়ে গেল এবং মুখ দিয়ে ফেনা বের করতে লাগল। আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে, খ্রীষ্টকে দেখে মন্দ-আত্মাটি আরও বেশি খেপে গিয়েছিল এবং সে আরও বেশি করে রাগ দেখাচ্ছিল, কারণ সে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছিল যে, সে আর মাত্র অল্প কিছুক্ষণ এই ছেলেটির দেহ তার দখলে রাখতে পারবে (প্রকাশিত বাক্য ৭:১২)। খ্রীষ্ট জিজ্ঞেস করলেন, "কতদিন হল তার এই রকম হয়েছে?" আমাদের কাছে এটা মনে হচ্ছে যে, এই রোগ ছেলেটির অনেক দিন ধরেই, সে যখন শিশু ছিল তখন থেকেই তার উপরে এই মন্দ-আত্মা ভর করছে (পদ ২১)। এটি তার অবস্থাকে আরও সঙ্গিন করে তুলেছিল এবং তার আরোগ্য লাভের পথকে আরও দুর্গম করে দিয়েছিল। আমরা সকলেই প্রকৃতিগতভাবে অবাধ্যতার সন্তান। এভাবেই মন্দ-আত্মা কাজ করে থাকে এবং আমাদের শৈশব থেকেই তা আমাদের মাঝে কাজ করে;

কারণ একজন শিশুর হৃদয় বোকামি ও মূর্খতা দিয়ে মোড়া থাকে এবং একমাত্র খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও মহিমা ছাড়া আর কিছুতেই এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যায় না।

ঙ. ছেলেটির পিতা তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য খ্রীষ্টকে চাপাচাপি করতে লাগল (পদ ২২): "সেই আত্মা একে বিনাশ করার জন্য অনেক বার আগুনে ও অনেক বার জলে ফেলে দিয়েছে।" লক্ষ্য করুন, শয়তান সেই সমস্ত মানুষের ধ্বংস সাধনের লক্ষ্যে কাজ করে, যাদেরকে সে পরিচালনা করে ও কাজ করায় এবং কাকে সে ক্ষতি করতে পারে তার খোঁজ করে। "কিন্তু আপনি যদি কিছু করতে পারেন, তবে আমাদের প্রতি দয়া করে উপকার করুন।" সেই কুষ্ঠ রোগী খ্রীষ্টের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু সে তাঁর ইচ্ছার প্রতি "যদি" বলেছিল (মথি ৮:২): "যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহলেই আপনি পারবেন।" এই হতভাগ্য লোকটি নিজেকে খ্রীষ্টের মঙ্গল ইচ্ছার অধীনে সমর্পণ করেছিল, কিন্তু সে খ্রীষ্টের ক্ষমতার প্রশ্নে একটি যদি যুক্ত করেছিল, কারণ তাঁর শিষ্যরা, যারা সাধারণত তাঁর নামে মন্দ-আত্মা তাড়িয়ে থাকেন, তাঁরা এই কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এভাবেই খ্রীষ্ট তাঁর সম্মানের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছিলেন তাঁর শিষ্যদের বোকামির জন্য।

চ. খ্রীষ্ট তার এই আর্তির বিপরীতে যে জবাব দিয়েছিলেন (পদ ২৩): "যদি পারেন! যে বিশ্বাস করে, তার পক্ষে সকলই সম্ভব।" এখানে লক্ষ্য করুন:

১. তিনি কৌশলে লোকটির বিশ্বাস পরীক্ষা করলেন। ভুক্তভোগী লোকটি পুরো ব্যাপারটি খ্রীষ্টের ক্ষমতার কাছে উপস্থাপন করেছিলেন, "যদি আপনি কিছু করতে পারেন।" তিনি শিষ্যদের ক্ষমতার দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্ট কথাটিকে ঘুরিয়ে সেই লোকটিরই বিশ্বাসের দুর্বলতার প্রতি নির্দেশ করলেন এবং তিনি তাকে তার হতাশার জন্য তিরস্কার করলেন: "যদি পারেন!"

২. তিনি অনুগ্রহের সাথে তাকে তার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করলেন: "সব কিছুই সম্ভব এবং সব কিছুই করা যায়, যদি ঈশ্বরের সর্বময় ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস থাকে, যে ক্ষমতা সব কিছু করতে পারে। এই ঘটনা ঘটবে ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা এবং এটি ঘটবে যারা ঈশ্বরের ওয়াদায় বিশ্বাস করবে তাদের ক্ষেত্রে, যা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হবে।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের সাথে কথা বলতে গেলে, আমাদের বিশ্বাসের উপরে অনেক কিছুই নির্ভর করবে এবং তাঁর ওয়াদার উপরে নির্ভর করবে। "তুমি কি বিশ্বাস করতে পার না? তুমি কি বিশ্বাস করতে ভয় পাও? তুমি কি তোমার সমস্ত কিছু খ্রীষ্টের হাতে সঁপে দিতে চাও? তুমি কি খ্রীষ্টের কাছ থেকে তোমার সমস্ত আত্মিক দান গ্রহণ করতে চাও এবং তাঁর প্রতি তোমার সেবা প্রদান করতে চাও? তুমি কি তোমার হৃদয়ে এর জন্য আহ্বান অনুভব কর না? যদি তাই হয়, তাহলে এটা মোটেও অসম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু তুমি একজন মহা পাপী, তাই তোমাকে পুনরায় পবিত্রীকৃত হতে হবে। যদিও তুমি অনেক নীচ এবং মূল্যহীন, কিন্তু তারপরও তুমি স্বর্গে যেতে পার। যদি তুমি বিশ্বাস করতে পার, তাহলে তোমার হৃদয় নিশ্চয়ই নম্র হবে, তোমার সকল আত্মিক রোগ ও অসুস্থতা আরোগ্য লাভ করবে। আর যদিও তুমি দুর্বল, কিন্তু তুমি হয়তো বা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে টিকে থাকতে পারবে।"

ছ. এখানে সেই হতভাগ্য লোকটি তার বিশ্বাসের যে পরিচয় দিল (পদ ২৪): অমনি সেই বালকের পিতা চেঁচিয়ে অশ্রুপাতপূর্বক বলে উঠলো, "প্রভু, আমি বিশ্বাস করেছি; আমি আপনার ক্ষমতা এবং আপনার দয়ার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি। আমার বিশ্বাসের

অভাবের কারণে নিশ্চয়ই আমার ছেলের সুস্থতা থেমে থাকবে না। প্রভু, আমি বিশ্বাস করেছি।" সে তার এই স্বীকারোক্তির সাথে একটি আবেদন জুড়ে দিয়েছিল, যেন সে খ্রীষ্টকে আরও ভালভাবে বিশ্বাস করাতে পারে যে, সে খ্রীষ্টের আরোগ্যদানকারী শক্তি এবং ইচ্ছার উপরে সত্যিকার অর্থেই বিশ্বাস করেছে: "আমার মধ্যে যে অবিশ্বাস রয়েছে তা দূর করে দিন।" লক্ষ্য করুন:

১. এমন কি যারা অনুগ্রহের দ্বারা বলে যে, "প্রভু আমি বিশ্বাস করেছি," তাদেরও নিজেদের অবিশ্বাসের জন্য অভিযোগ করা প্রয়োজন আছে। তারা যতটা স্বতস্ফূর্ততার সাথে খ্রীষ্টের কথায় এবং কাজের উপরে নির্ভর করার কথা ততটা নির্ভর করতে পারে না, তাই তাদের পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

২. যারা নিজেদের অবিশ্বাসের জন্য অভিযোগ করে, তাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের দিকে তাকাতে হবে, যেন তিনি তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাদের সমস্ত অবিশ্বাস দূর করে দেন। "আমার অবিশ্বাস দূর করতে সাহায্য করুন, আমাকে এর জন্য ক্ষমা করুন, আমাকে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে শক্তি দিন। আমাকে সাহায্য করুন যেন আমি আপনার অনুগ্রহে বিশ্বাসে শক্তিশালী হতে পারি, যে শক্তি দিয়ে আমি আমার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারবো।"

জ. ছেলেটির সুস্থতা এবং তার ভেতরে যে মন্দ-আত্মা ছিল, তার উপরে বিজয় লাভ। খ্রীষ্ট দেখলেন যে, লোকেরা এক সঙ্গে দৌড়ে আসছে, কারণ খ্রীষ্ট এই আশ্চর্য কাজটি কীভাবে করেন তা তারা দেখতে চাইছিল। তিনি আর তাদেরকে অপেক্ষায় রাখতে চাইলেন না, তাই তিনি সেই অশুচি আত্মাকে ধমক দিয়ে বললেন, "হে বধির বোবা আত্মা, আমিই তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হও, আর কখনও এর মধ্যে প্রবেশ করো না।" এখানে লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্ট সেই মন্দ-আত্মাকে কী আদেশ দিয়েছিলেন: "হে বধির বোবা আত্মা, যে এই হতভাগ্য ছেলেটিকে বধির ও বোবা বানিয়ে রেখেছ, তুমি এখন নিজেই এর কারণে নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছ এবং তুমি এর বিপক্ষে কিছুই করতে পারবে না। এর ভেতর থেকে এক্ষুণি বেরিয়ে এসো এবং আর কখনো এর মাঝে প্রবেশ কোরো না। তাকে তার এই অচেতন অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনো এবং শুধু তাই নয়, তাকে আরও কখনো অচেতন কোরো না।" লক্ষ্য করুন, যাকে খ্রীষ্ট সুস্থ করেন, তাকে তিনি কার্যকরভাবেই সুস্থ করেন। শয়তান একবার যার ভেতর থেকে বের হয়ে যায়, তার ভেতরে আবার প্রবেশ করতে পারে; কিন্তু খ্রীষ্ট যখন তাকে বের করে দেন, তখন সে আর কোন দিন সেই ব্যক্তির মাঝে প্রবেশ করতে পারে না, খ্রীষ্ট তাকে আর তার ভেতরে প্রবেশ করতে দেন না।

২. কিভাবে সেই মন্দ-আত্মা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো: সে আরও বেশি খেপে গেল এবং সে চিৎকার করে তাকে মুচড়ে ধরলো, দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এরপর সে ছেলেটির ভেতর থেকে বের হয়ে গেল এবং তাকে এমনভাবে ফেলে রেখে গেল, দেখে মনে হচ্ছিল যেন ছেলেটি মারা গেছে। মন্দ-আত্মা তার দখলে থাকা কাউকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় এমনই আঘাত হেনে থাকে। তথাপি খ্রীষ্টের এতটাই ক্ষমতা যে, তাঁর কারণে মন্দ-আত্মাটি ছেলেটিকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তাকে মেরে ফেলার বা তার অনেক ক্ষতি করার ইচ্ছা থাকলেও তাকে সে কিছুই করতে পারে নি। অনেকেই বললো, ছেলেটি মারা গেছে। এভাবেই যখন একটি মন্দ-আত্মা কাউকে ছেড়ে চলে যায়, তখন সেই প্রতিক্রিয়া দেখে অনেকের কাছেই তাৎক্ষণিকভাবে তা খুব ভয়ঙ্কর দৃশ্য বলে

মনে হতে পারে, কিন্তু এতে করে দীর্ঘস্থায়ী যে যন্ত্রণার ও কষ্টের সম্ভাবনা ছিল তা একেবাারেই কেটে যায়।
৩. কিভাবে ছেলেটিকে একদম যথার্থভাবে সুস্থ করে তোলা হল (পদ ২৭): যীশু তার হস্ত ধরে তাকে তুললে সে উঠলো। সে নিজেকে উঠালো, সে মাথা উঁচু করে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো এবং সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল।
ঝ. শিষ্যরা কেন মন্দ-আত্মা তাড়াতে পারলেন না, এ বিষয়ে খ্রীষ্ট যে কথা তাঁদেরকে বললেন। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে খ্রীষ্টকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কেন তাঁরা মন্দ আত্মাটকে তাড়াতে পারলেন না, কারণ তাঁরা চাচ্ছিলেন যেন তাঁরা তাঁদের যে সকল ত্রুটি আছে তা কাটিয়ে উঠতে পারেন এবং তাঁরা যেন প্রকাশ্যে মানুষের সামনে অপমানিত না হন। তিনি তাঁদেরকে বললেন (পদ ২৯): "প্রার্থন ছাড়া আর কিছুতেই এই জাতি বের হয় না।" আর যে ধরনের পার্থক্যই থাকুক না কেন, তা এই দুই ধরনের জাতির ভেতরে দেখা যায় না, কিন্তু এই মন্দ-আত্মাটি ছেলেটিকে তার শিশুকাল থেকেই ধরে রেখেছে। সে তার বিষয়ে নিজের আগ্রহকে শক্তিশালী করেছে এবং তার এই বাসস্থানকে সে পাকাপোক্ত করেছে। যখন আমাদের ভেতরে মন্দ অভ্যাস বহু দিনের ব্যবহারের ফলে একেবারে গেঁথে যায়, তখন দুরারোগ্য ব্যাধির মত তা দূর করার বা তা থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুবই কম। শিষ্যদের এ কথা চিন্তা করা উচিত নয় যে, তাঁরা সব সময় খুব সহজে কাজ করতে পারবেন। কিছু কিছু সেবার কাজ করতে তাঁদেরকে আরও বেশি কষ্ট সহ্য করতে হবে, কিন্তু খ্রীষ্ট তা এক কথাতেই করতে পারেন, যা তাঁদেরকে প্রার্থনা এবং উপবাস রাখার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে।

মার্ক ৯:৩০-৪০ পদ

এখানে আমরা দেখি:
ক. খ্রীষ্ট তাঁর নিজ আসন্ন দুঃখভোগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। তিনি সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে গালীলে ভ্রমণ করলেন এবং তিনি চাইলেন যেন কেউ তা জানতে না পায় (পদ ৩০); কারণ তিনি তাদের মাঝে অনেক আশ্চর্য এবং উত্তম কাজ করেছেন, কিন্তু তার সবই বৃথা গেছে। তাই তাদের আর তাঁর কাছে আসার এবং উপকার নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর কষ্ট ভোগের সময় খুব কাছে চলে এসেছিল এবং সেই কারণে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সময় কাটাতে চাইছিলেন। তিনি শুধুমাত্র তাঁর শিষ্যদের সাথে কথা বলতে চাইছিলেন, যাতে করে তিনি তাঁদেরকে আসন্ন বিচারের জন্য প্রস্তুত করতে পারেন, পদ ৩১। তিনি তাঁদেরকে বলেছিলেন, ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ এবং পরিকল্পনা সাপেক্ষেই মনুষ্যপুত্রকে মানুষের হস্তে তুলে দেওয়া হবে (পদ ৩১) এবং তারা তাঁকে হত্যা করবে। তাঁকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং তারা তাঁকে যন্ত্রণা দেবে, এতে অবাক হওয়ার মত কিছু নেই। কিন্তু সেই মানুষেরা, যাদের ভেতরে বিবেক এবং যুক্তিবোধ ছিল এবং যাদের ভেতরে ভালবাসা থাকার কথা ছিল, তারাই এভাবে মনুষ্যপুত্রের প্রতি ঘৃণার মনোভাব প্রদর্শন করলো, যিনি তাদেরকে উদ্ধার করতে এসেছেন, পরিত্রাণ দিতে এসেছেন, এই বিষয়টি আসলেই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু এখনও এই বিষয়টি

আসলেই দেখার মত যে, যখন খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে কথা বলেছেন, তখন তিনি সাথে সাথে অবশ্যই তাঁর পুনরুত্থানের কথাও বলেছেন, যা তাঁর মৃত্যুর দুঃখকে মুছে দেয় এবং তাঁর শিষ্যদের ভেতর থেকে সমস্ত দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু তাঁরা সেই কথা বুঝতে পারলেন না, পদ ৩২। খ্রীষ্টের কথাগুলো ছিল যথেষ্ট পরিষ্কার, কিন্তু তাঁরা সেই বিষয়গুলো বুঝতে পারলেন না। আর এই কারণে ধরে নেওয়া যায় যে, সেখানে এমন কোন নিগূঢ় অর্থ ছিল যা তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন নি এবং তা তাঁরা জিজ্ঞেস করতেও ভয় পাচ্ছিলেন। তবে তা এ কারণে নয় যে, তাঁর কাছে সহজে এ সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলা যেত না, কিংবা তিনি সহজে এ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে চাইতেন না। বরং এই কারণে যে, তাঁরা হয় সত্য জানতে ভীত ছিলেন, নতুবা তাঁরা এই ভয় পাচ্ছিলেন যে, তাঁরা এই কথা জানতে গেলে তাঁদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে। এমন অনেকেই অজ্ঞ থেকে যায়, যারা জিজ্ঞেস করতে লজ্জিত থাকে।

খ. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের তিরস্কার করেন, কারণ তাঁরা নিজেদেরকে বড় করে দেখেছিলেন। যখন তিনি কফরনাহূমে এলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর শিষ্যদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁরা পথে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন, পদ ৩৩। তিনি খুব ভাল করেই জানতেন যে, তাঁরা কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের মুখ থেকে সে বিষয়ে শুনতে চাইছিলেন এবং তিনি চাইছিলেন যেন তাঁরা তাঁদের বোকামি এবং ভুলগুলো নিজেরাই বুঝতে পারেন। লক্ষ্য করুন:

১. আমাদের সকলকে অবশ্যই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে আমাদের সকল প্রকার কাজের জন্য হিসাব দিতে প্রস্তুত থাকা উচিত, বিশেষ করে যখন আমরা পরীক্ষামূলক বা যাচাইয়ের কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাব।

২. আমাদেরকে অবশ্যই বিশেষভাবে আমাদের নিজেদের ভেতরে যে কথোপকথন হয় বা আলোচনা হয়, সে বিষয়ে হিসাব দিতে হবে; কারণ আমাদের কথা দিয়েই আমাদেরকে বিচার করা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে।

৩. আমরা পথে যেতে যেতে যেমন কথা বলি, তেমনি আমাদের তর্ক-বিতর্কের সময়েও আমরা যা বলি সে জন্য আমাদেরকে ডাকা হবে এবং আমাদেরকে অবশ্যই সে কারণে হিসাব দিতে হবে।

৪. যে কোন প্রকার আলোচনার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টকে অবশ্যই তাঁর শিষ্যদের সাথে শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রধান স্থান নিয়ে কথা বলার কারণে হিসাব নেবেন: এখানে শিষ্যদের বিতর্কের বিষয় ছিল এটাই, তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, পদ ৩৪। খ্রীষ্টের রাজ্যের প্রদান দুটি আইন, তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর দৃষ্টান্তের নির্দেশনা, এ সব কিছুর জন্য এমন বিরোধী আর কিছুই হতে পারে না, যদি মানুষ নম্রতা এবং ভালবাসা প্রকাশ করার বদলে এই জগতে শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে কথা বলে এবং সে বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে। এই মন্দ চিন্তাকে তিনি সব সময়ই তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করে এসেছেন, কারণ এর উৎপত্তি হয় তাঁর রাজ্য সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকার কারণে, যখন মনে করা হয় যে, এই রাজ্য আসলে এই জগতের এবং যখন প্রত্যক্ষভাবে সম্মান এবং প্রতিপত্তি অর্জন করার চিন্তা থেকে এই কথা বলা হয়। পবিত্রতাকে কলুষিত করা, তাঁর সুসমসাচারকে ভুলুণ্ঠিত করা, এ সবই ঘটবে বলে তিনি দেখেছিলেন, যা মণ্ডলীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে।

এখন লক্ষ্য করুন:

(১) তাঁরা এই ভুল ঢেকে দেওয়ার ইচ্ছায় ছিলেন (পদ ৩৪); তাঁরা চুপ করে রইলেন। যেভাবে তাঁরা প্রশ্ন করেন নি (পদ ৩২), যেহেতু তাঁরা তাঁদের নিজেদের অজ্ঞতার জন্য লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কায় ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁরা এখানে উত্তর দিলেন না, কারণ তাঁরা তাঁদের নিজেদের গর্ব ও ঔদ্ধত্যের জন্য লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কায় ছিলেন।

(২) তিনি তাঁদের মধ্যে এই ভুলটি দেখিয়ে দিতে চাইলেন এবং তাঁদের মধ্যে সঠিক মনোভাব নিয়ে আসতে চাইলেন। আর সেই কারণে তিনি বসলেন, যাতে করে তিনি তাঁদের সাথে এই নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারেন। তিনি আরো কয়েক জন শিষ্যকে ডাকলেন এবং তাঁদেরকে বললেন:

[১] সম্মান এবং ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্খা এবং লক্ষ্য, যা তাঁরা খ্রীষ্টের রাজ্যের প্রতি তাঁদের আকাঙ্খা বিপরীতে সামনে এনেছিলেন এবং মনযোগ দিয়েছিলেন, তা তাঁদেরকে সঠিক পছন্দ নির্বাচন করা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কেউ যদি প্রথম হতে ইচ্ছা করে, তবে সে সকলের শেষে থাকবে ও সকলের পরিচারক হবে। যে নিজেকে বড় করবে, তাকে সবচেয়ে ছোট করা হবে এবং মানুষের গর্বই তাকে নিচু করে।

[২] খ্রীষ্টের অধীনে থাকার চাইতে আর অন্য কোন ধরনের পছন্দ আমাদের সামনে আসতে পারে না, কিন্তু আমাদের সামনে অনেক ধরনের সুযোগই আসবে, যাতে করে আমরা পরিশ্রম করে তা অর্জন করে নিতে পারি। যদি কোন মানুষ প্রথম হওয়ার চেষ্টা করে, যখন সে তা হয়ে যাবে, তখন তাকে আরও অনেক বেশি ব্যস্ত থাকতে হবে এবং অন্যদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। যে কেউ বিশপের পদ পেতে চায়, তাকে অবশ্যই আগে ভাল ভাল কাজ করে দেখাতে হবে, যেমনটি পৌল করেছিলেন, আরও বেশি করে পরিশ্রমের কাজ করা এবং নিজেকে সকলের দাসে পরিণত করা।

[৩] যারা সবচেয়ে নম্র এবং আত্মত্যাগী, তারা সবচেয়ে ভালভাবে খ্রীষ্টকে উপস্থাপন করেন এবং তারা তাঁর সবচেয়ে আপন ও স্নেহের পাত্র বলে বিবেচিত হবেন। তিনি এই বিষয়টি তাঁদেরকে একটি চিহ্নের মধ্য দিয়ে শিখিয়েছেন। তিনি একটি শিশুকে কাছে ডেকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন, যার মধ্যে কোন ধরনের গর্ব কিংবা উচ্চাকাঙ্খা ছিল না। তাকে কোলে করে তিনি তাঁদেরকে বললেন, "তোমরা দেখ, যে কেউ আমার নামে এর মত কোন শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, আর যে কেউ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, তাঁকেই গ্রহণ করে। যারা সেই শিশুর মত নম্র, মৃদুভাষী, সরলমনা, তাদেরকেই আমি আমার বলে গ্রহণ করবো। আমি প্রত্যেককে এর মত মানসিকতার অধিকারী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করছি। যা কিছু তাদের জন্য করা হবে তা আমার জন্যই করা হয়েছে বলে আমি ধরে নেব এবং আমার পিতাও তাই মনে করবেন, কারণ যে কেউ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকেই গ্রহণ করে। এই বিষয়টি তার হিসাবে লেখা হয়ে থাকবে এবং তাকে এর সুদসহ ফেরত দেওয়া হবে।"

গ. তিনি তাঁদেরকে নিজেদের বিরুদ্ধে বিপক্ষতা করার জন্য তিরস্কার করলেন; যখন তাঁরা

এ নিয়ে তর্ক করছিলেন যে, কে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । সে সময় তাঁরা এ নিয়েও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, কে তাঁদের স্বপক্ষ, কে তাঁদের বিপক্ষ এবং কে তাঁদের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে পারে। লক্ষ্য করুন:

১. যোহন খ্রীষ্টকে যে ঘটনার কথা বললেন, একজন ব্যক্তি খ্রীষ্টের নামে মন্দ-আত্মা তাড়াচ্ছিল, কিন্তু তাঁরা তাকে বাধা দিয়েছিলেন, কারণ সে তাঁদের সমাজের কেউ নয়। যদিও তাঁরা তাঁদের নিজেদের কাজের ব্যর্থতার কারণে লজ্জিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের এই ক্ষমতার চর্চা করার কারণে গর্বিত ছিলেন এবং চাইছিলেন যে তাঁদের প্রভু তাঁদেরকে এর কারণে প্রশংসা করেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, তিনি তাঁদেরকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার আকাঙ্খা করার জন্য দোষারোপ করবেন না, যেহেতু তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা দিয়ে এই পবিত্র দলটির সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করছেন। যোহন বললেন, "প্রভু, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার নামে মন্দ-আত্মা ছাড়াতে দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করছিলাম, কারণ সে আমাদের অনুসরণ করে না," পদ ৩৮।

(১) এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, যে লোকটি খ্রীষ্টের স্বীকৃত শিষ্য নয় কিংবা তার কোন অনুসারীও নও, সে কি করে খ্রীষ্টের নাম ব্যবহার করে মন্দ-আত্মা তাড়ানোর মত ক্ষমতা অর্জন করলো? এটি খ্রীষ্টের আহ্বানকৃত শিষ্যদের কাছে খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিল (যোহন ৬:৭)। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, তিনি ছিলেন বাপ্তিস্মদাতা যোহনের একজন শিষ্য, যিনি খ্রীষ্টের নাম ব্যবহার করে আশ্চর্য কাজ করতেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, খ্রীষ্ট এই মুহূর্তে হাতের নাগালেই আছেন, বা তিনি ইতোমধ্যে এসে পড়েছেন, কিংবা যীশুই ছিলেন খ্রীষ্ট। আবার এও হতে পারে যে, তিনি যীশুকেই খ্রীষ্ট ভেবে নিয়ে তাঁর নামে মন্দ-আত্মা তাড়াচ্ছিলেন, অর্থাৎ তিনি যীশুকেই খ্রীষ্ট হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন, যেভাবে অনেকেই তাঁর অনুসারী হয়েছিলেন। আর তাহলে কেন তিনি সেই ক্ষমতা লাভ করবেন না, যা খ্রীষ্টের কাছ থেকে আসে, যাঁর আত্মা বাতাসের মত সকল স্থানে বয়ে চলে, তাঁর ক্ষমতায় কি প্রেরিত বা শিষ্য হিসেবে আহ্বান না পেয়ে কেউ আশ্চর্য কাজ করতে পারে না? হয়তো তার মত এমন আরও অনেকেই ছিল, যারা খ্রীষ্টের নামে আশ্চর্য কাজ করতো। খ্রীষ্টের অনুগ্রহ কেবলমাত্র দৃশ্যমান মণ্ডলীর জন্য সীমাবদ্ধ নয়।

(২) এটি খুবই বিস্ময়কর ছিল যে, যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের নামে মন্দ-আত্মা তাড়ায়, সে শিষ্যদের সাথে কেন যোগ দেয় নি এবং তাঁদের সাথে থেকে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে নি, অথচ সে আলাদা থেকে শিষ্যরা যা কিছু করেছেন তাই করে গেছে। আমি জানি না তাকে এই কাজ থেকে বাধা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখার কি প্রয়োজন ছিল, যদি না সে সব কিছু ছেড়ে তাঁদেরকে অনুসরণ করতে রাজি না হয়; কিন্তু এটা মোটেও কোন উত্তম নীতি নয়। বিষয়টি ভাল দেখায় নি এবং এই কারণে খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাকে খ্রীষ্টের নামে এই সকল কাজ করতে নিষেধ করেছিল, যদি না সে তাদের মত খ্রীষ্টের অনুসারী না হয়। এই ঘটনাটি ছিল এলদদ এবং মেদদের প্রতি ইউসিয়ার পদক্ষেপের মত, যা শিবিরের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যেন তারা অন্যান্যদের সাথে আবাস তাঁবুর দরজায় উপস্থিত না হয়; "আমার মনিব মোশি তাদেরকে নিষেধ করেছেন (গণনা ১১:২৮); তাদের বাধা দিয়েছেন, তাদেরকে নীরব করে দিয়েছেন, কারণ এটি ছিল বিভেদের কারণ।" আমরা এমনটাই ভাবতে ভালবাসি যে, *তারা*

খ্রীষ্টকে একেবারেই অনুসরণ করে না, যারা আমাদের সাথে থেকে তাকে অনুসরণ করে না এবং তারা ভাল কোন কিছুই করে না, যারা আমরা যা করি তা করে না। কিন্তু আমাদের প্রভু জানেন কে কে তাঁর নিজের, যদিও তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই উদাহরণ আমাদেরকে একটি প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে শেখায়, যাতে করে আমরা মণ্ডলীর ঐক্য রক্ষা করতে গিয়ে এমন কিছুর বিরোধিতা করে না বসি যা আসলে মণ্ডলীর বৃদ্ধিকল্পে উত্তম এবং এর উত্তরণের স্বার্থে কাজ করে।

২. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে এই কাজের জন্য যেভাবে তিরস্কার করলেন (পদ ৩৯); যীশু বললেন, "তাকে বারণ করো না, কারণ এমন কেউ নেই, যে আমার নামে কুদরতি-কাজ করে কেউ ফিরে আমার নিন্দা করতে পারে।" ঠিক যেভাবে মোশি যিহোশূয়কে বাধা দিয়েছিলেন, "আমার স্বার্থের প্রতি কেন তুমি বিরোধিতা করছো?" লক্ষ্য করুন, যা ভাল এবং যে ভাল কাজ করে, তাকে অবশ্যই বাধা দেওয়া উচিত নয়, যদিও হয়তো বা সেই কাজ করার ক্ষেত্রে তার ভেতরে সামান্য ত্রুটি বা অনিয়ম থাকতে পারে। মন্দ-আত্মা তাড়ানো, শয়তানের রাজ্য ধ্বংসকল্পে কাজ করা, এর জন্য খ্রীষ্টের নাম ব্যবহার করা এবং তাঁকে ঈশ্বর নিকট হতে প্রেরিত বলে গণ্য করা, তাঁকে অনুগ্রহের ঝর্ণা বলে স্বীকার করে নেওয়া, তাঁর নামে পাপের ক্ষমা চাওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়া, তাঁর নামে সুসমাচার প্রচার করা– এ সবই অত্যন্ত উত্তম কাজ, যা করা থেকে কাউকেই বাধা দিয়ে রাখা উচিত নয়; অন্ততপক্ষে শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে, তারা আমাদের সাথে থেকে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে না। যদি খ্রীষ্টের কথা প্রচার করাই মূল কাজ হয়, তাহলে পৌল তা অবশ্যই করবেন এবং আনন্দের সাথেই করবেন, যদিও তিনি এর কারণে আরও শ্রেষ্ঠ তর হয়েছিলেন, (ফিলিপীয় ১:১৮)। খ্রীষ্ট আমাদের কাছে এ বিষয়ে দু'টি যুক্তি উত্থাপন করেছেন যে, কেন তাদের আমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়:

(১) কারণ আমরা এটা মনে করতে পারি না যে, যে ব্যক্তি আশ্চর্য কাজ করার সময় খ্রীষ্টের নাম ব্যবহার করে, সে তাঁর নাম ব্যবহার করে ধর্মদ্রোহিতা করবে, যেভাবে ধর্ম-শিক্ষকরা এবং ফরীশীরা করেছিল। সেখানে অবশ্যই এমন আরও অনেক লোকেরা ছিল যারা খ্রীষ্টের নামে মন্দ-আত্মা তাড়াতো এবং তথাপি অন্যান্য দিক থেকে বলতে গেলে তারা ছিল মন্দ কর্মকারী। কিন্তু তথাপি তারা খ্রীষ্টের নামে কখনোই খারাপ কিছু বলে নি।

(২) যেহেতু তারা রীতি-নীতি এবং তাদের জীবন-যাপন প্রণালীর দিক থেকে আলাদা হলেও উভয়েই শয়তানের রাজ্যের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের নামের অধীনে থেকে কাজ করে চলেছে, সেই কারণে তাদেরকে একই পক্ষের মানুষ হিসেবে দেখতে হবে, এখানে ব্যতিক্রমের বা পার্থক্যের কিছুই নেই। যে আমাদের বিরুদ্ধে নয়, সে অবশ্যই আমাদের একজন। খ্রীষ্ট এবং বেলসবূবকে নিয়ে যে মহা বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, সেখানে এ কথা বলা হয়েছিল যে, "যে আমার সাথে নয়, সে আমার বিপক্ষ" (মথি ১২:৩০)। যে খ্রীষ্টকে স্বীকৃতি জানাবে না, সে শয়তানকে গ্রহণ করে। কিন্তু যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে, তাদের উভয়েই শয়তানের রাজ্যের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের নামের অধীনে থেকে কাজ করে চলেছে। সেই কারণে তাদেরকে একই পক্ষের মানুষ হিসেবে দেখতে হবে, এখানে ব্যতিক্রমের বা পার্থক্যের কিছুই নেই। কিন্তু যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে, তাদের এবং অন্যান্যদের পরিস্থিতি এক নয়। যারা তাঁকে অনুসরণ করে, যদিও তারা

আমাদের সাথে নেই, আমাদের তথাপি এ কথা মনে রাখতে হবে যে, যারা আমাদের থেকে আলাদা, তারা সব সময় আমাদের বিপক্ষ নয় এবং তারা আমাদের একটি অংশও হতে পারে। আমাদেরকে অবশ্যই তাদের কাছ থেকে উপযোগিতা পাওয়ার জন্য কোন ধরনের বাধা সৃষ্টি করলে চলবে না।

মার্ক ৯:৪১-৫০ পদ

এখানে আমরা দেখি:

ক. খ্রীষ্ট তাদের সকলের জন্য একটি পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন, যারা যে কোন দিক থেকে তাঁর শিষ্যদের প্রতি দয়ালু (পদ ৪১): "যে কেউ তোমাদেরকে এক পেয়ালা জল পান করতে দেয়, যখন সত্যিই তোমাদের তা প্রয়োজন এবং তা তোমাদের জন্য সজীবকারক হবে, যেহেতু তোমরা খ্রীষ্টের অনুসারী এবং তাঁর পরিবারের একজন, সে কখনো তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না।" লক্ষ্য করুন:

১. খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের জন্য এটি সম্মান এবং সুখের বিষয় যে, তারা খ্রীষ্টের অধীনে থাকে। তারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত করেছে এবং তিনি তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তারা তাঁর পরিবারের স্মারক চিহ্ন ধারণ করেছে এবং তাঁর পরিবারের একজন সদস্য বলে স্বীকৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা আরও বেশি সম্পর্কযুক্ত হয়েছে, কারণ তারা তাঁর সাথে স্বশরীরে অবস্থান করছেন।

২. যারা খ্রীষ্টের নিজের, তারা অনেক সময় এক পেয়ালা ঠাণ্ডা জল পান করলেই অনেক তৃপ্ত এবং উপকৃত হন।

৩. খ্রীষ্টের কারণে যারা এই পৃথিবীতে হতভাগ্য জীবন যাপন করেন, তাদের উপকৃত করা অন্যতম একটি মহৎ কাজ এবং এর ফলে তাদের নামে ভাল কাজের হিসাব লেখা হবে। তিনি তা গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

৪. খ্রীষ্টের জন্য যারা দরিদ্র জীবন যাপন করে তাদের জন্য যে সকল দয়ার কাজ করা হবে, তা শুধু তাদের জন্যই করতে হবে, কারণ তারা এর যথাযোগ্য দাবীদার। এর মাধ্যমেই তাদের দয়াকে পবিত্রীকৃত করা হবে এবং একে ঈশ্বরের সামনে মূল্যবান হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

৫. যারা খ্রীষ্টের রাজ্যের স্বার্থে কাজ করে থাকেন, তাদেরকে বাধা না দেওয়ার এবং তাদেরকে নিরুৎসাহিত না করার জন্য এটি আমাদের একটি বড় কারণ, যদিও তারা সব সময় আমাদের চিন্তা এবং পন্থা অনুসারে কাজ নাও করতে পারে। এখানে কথাটি এই কারণে বলা হয়েছে যে, আমরা যেন তাদের কারণে বিঘ্ন না পাই, যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ না করেও তার নামে মন্দ-আত্মা ছাড়ায়; কারণ (ড. হ্যামন্ড এমনটিই মনে করেন) "তোমরা, আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গীরা এবং শিষ্যরা যে ধরনের কার্যকরভাবে কাজ কর, তেমন কাজই যে শুধু আমি গ্রহণ করি তা নয়, বরং সেই সাথে আমি সর্বনিম্ন স্তরের বিশ্বাস এবং খ্রীষ্টান কর্মকাণ্ডকেও অনুমোদন দিয়ে থাকি। আমি মানুষের মধ্যকার সবচেয়ে দয়ার মনোভাব আগে দেখে থাকি এবং তা গ্রহণ করে থাকি। তাই যে কেউ আমার কোন একজন শিষ্যকে এক পেয়ালা জল পান করতে দেয়, সেও আমার একজন শিষ্যের মতই কাজ করে। তাই সে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে এবং পুরস্কৃত হবে।" যদি খ্রীষ্ট মনে করেন আমাদের প্রতি দয়া

করা তাঁর প্রতি দয়া করার সামিল, তাহলে আমরা অবশ্যই তাদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পারি এবং আমরা নিজেরাও অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে পারি, কারণ তা খ্রীষ্টের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করা হল বলে বিবেচিত হবে; যদিও আমাদের চেয়ে তাদের পথ ভিন্ন হতে পারে।

খ. তিনি তাঁদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন, যারা তাঁর ক্ষুদ্রতমদের প্রতি বিঘ্ন প্রদান করে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে পাপে প্ররোচিত করে কিংবা তাকে সমস্যায় ফেলে, পদ ৪২। যে কেউ একজন সত্যিকার খ্রীষ্টান বিশ্বাসীকে কষ্ট দেবে, সে যদিও সবচেয়ে দুর্বল বিশ্বাসী হতে পারে, তথাপি তাকে যদি ঈশ্বরের পথের দিকে আসতে বাধা দেওয়া হয়, কিংবা এই পথে যাওয়ার ব্যাপারে যে অগ্রগতি সে অর্জন করেছে সেখানে নিরুৎসাহিত করে কিংবা বাধা প্রদান করা হয়, যদি তাকে ভাল কাজ করা থেকে বাধা প্রদান করা হয় এবং তাকে পাপ করতে বাধ্য করা হয় কিংবা প্ররোচিত করা হয়, তাহলে বরং তার গলায় পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া অনেক ভাল। তার পাপ হবে এতটাই ভয়ানক এবং তার মৃত্যু ও তার আত্মার ধ্বংস তার শরীরের মৃত্যু এবং ধ্বংসের চেয়ে আরও অনেক বেশি মারাত্মক হবে (মথি ১৮:৬)।

গ. তিনি তাঁর সকল অনুসারীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যেন তারা তাদের নিজেদের আত্মার দিকে মনযোগ দেয়। সেবার কাজ নিজের ঘর থেকেই শুরু করতে হয়। যদি আমরা নিজেরা এমন কিছু না করি যা তাদেরকে ভাল কাজ করতে বাধা দেয় কিংবা তাদেরকে পাপ করতে প্ররোচিত করে, যদি আমরা সব সময় এমন কিছু থেকে বিরত থাকি যা আমাদের আমাদের দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দেয় কিংবা আমাদেরকে পাপের পথে নিয়ে যায়, তাহলে তা আমাদেরকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত, যদিও তা আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রিয় কোন কাজ হতে পারে। এই বিষয়টি আমরা মথি লিখিত সুসমাচারে দু'বার পেয়েছি (মথি ৫:২৯,৩০; ১৮:৮,৯)। এখানে এ কথার উপরে অনেক ব্যাপকভাবে এবং গুরুত্ব সহকারে জোর দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এর জন্য আমাদের আরও আন্তরিকভাবে মনযোগ দেওয়া উচিত, যা আমাদের আরও বেশি পালন করা উচিত। লক্ষ্য করে দেখুন:

১. এখানে রূপক অর্থে আমাদের সামনে উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে। আমাদের নিজেদের হাত, কিংবা চোখ, কিংবা পা, কিংবা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি আমাদের প্রতি বিঘ্ন জন্মায়, অর্থাৎ আমাদের চোখ কিংবা হাতের কারণে যদি আমাদের ভেতরে কোন ধরনের উত্তম কাজ করার জন্য বিরোধিতা বা বাধার সৃষ্টি হয়, কিংব যদি আমাদের এই সমস্ত অঙ্গ আমাদেরকে কোন ধরনের পাপ করার জন্য প্ররোচিত করে, কিংবা এর উপলক্ষ্য তৈরিতে সাহায্য করে। হয়তোবা আমরা এমন কিছু আমাদের কাছে রাখতে পারবো না যা আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হয়, কিন্তু এটি আমাদের জন্য ছোরার মত এবং বাধা দানকারী পাথরের মত। হয়তোবা আমাদেরকে এর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে, কিংবা হয়তো আমাদের খ্রীষ্ট এবং তাঁর বিবেচনার কাছ থেকে এর জন্য দূরে সরে যেতে হতে পারে।

২. এই সকল ক্ষেত্রে যা যা করণীয় সে বিষয়ে বলা হয়েছে: "তোমার চোখ তুলে ফেল, তোমার হাত এবং পা কেটে ফেল, তোমাদের প্রিয়তম কামনা বাসনাকে মাটি চাপা দাও, তাকে হত্যা কর, বিনষ্ট কর, একে আর প্রশ্রয় দিও না। যে সমস্ত পার্থিব বিষয়কে

অপরিহার্য ও আদরণীয় বলে মনে হয় সেগুলোকে বর্জনীয় বলে মনে করে দূরে ফেলে দাও। সকল প্রকার প্রলোভন থেকে দূরে সরে থাক, যদিও তা অত্যন্ত মনোরম এবং আকর্ষণীয় বলে মনে হতে পারে।" এর অনেক বেশি প্রয়োজনীয়তা আছে যে, শরীরের যে কোন অংশ যদি পচন ধরে, তা অবশ্যই পুরো শরীরকে পচনের হাত থেকে বাঁচাতে কেটে ফেলতে হয়। *Immedicabile vulnus ense recidendum est, ne pars sincera trahatur* – যে অংশটি মারাত্মকভাবে আহত তাকে অবশ্যই কেটে বাদ দিতে হবে, যাতে করে অন্যান্য ভাল অংশগুলো বিনষ্ট না হয় যায়। আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদেরকে কষ্ট দিতে হবে, যাতে করে আমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করে না ফেলি; নিজেকে অবশ্যই অস্বীকার করতে হবে, আত্ম সংযমী হতে হবে, যাতে করে তা বিনষ্ট না হয়।

৩. এই কাজের প্রয়োজনীয়তা: মাংসকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে, যাতে করে আমরা জীবনে প্রবেশ করতে পারি (পদ ৪৩,৪৫), ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি (পদ ৪৭)। যদিও পাপ ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে আমরা বর্তমানের জন্য আমাদের নিজেদেরকে যদি আমরা দ্বিধাগ্রস্ত এবং আঘাতপ্রাপ্ত বলে মনে করি, এটি হয়তো বা আমাদের উপরে শক্তি খাটানোর মত মনে হতে পারে এবং আমাদের মাঝে কিছু কিছু বিষয়ে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে, তথাপি এটাই আমাদের জীবনে জন্য। সকল মানুষের যা আছে, তা তারা তাদের অনন্ত জীবনের জন্য দান করে দেবে। এই দ্বিধা এবং প্রতিবন্ধকতা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চিহ্ন, সেই রাজ্যে আমাদেরকে এই সমস্ত আঘাতের জন্য সম্মানের সাথে ভূষিত করা হবে।

৪. এই কাজ না করার ঝুঁকি। এই বিষয়ে যে কথাটি সবার আগে চলে আসে তা হচ্ছে, আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের পাপ মেরে ফেলতে হবে, নতুবা আমাদের পাপের জন্য অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। যদি আমরা এই দলীলাকে আমাদের খুব ঘনিষ্ট করে রাখি, তাহলে এটি আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। যদি আমরা পাপের দ্বারা শাসিত হই, তাহলে আমরা কখনোই তাকে ধ্বংস করতে পারবো না। যদি আমরা আমাদের দুই হাত, দুই পা এবং দুই চোখই আমাদের সাথে রাখতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের এগুলোকে নিয়েই নরকে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের ত্রাণকর্তা অনেক সময়ই আমাদের উপরে দয়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন, যেন আমরা নরকের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে পারি, যা আমরা পাপ করতে করতে আমাদের মাঝে তৈরি করি। এখানে সেই ভয়ঙ্কর নরকের ভয়াবহতার এবং আতঙ্কের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে তিন বার কথাগুলো পুনরুক্তি করা হয়েছে, *যেখানে পোকারা কখনো মরে না এবং আগুন কখনো নেভে না!* এই কথাগুলো নেওয়া হয়েছে ইশা ৬৬:২৪ পদ থেকে।

(১) পাপীদের নিজেদের বিবেক এবং অনুতাপকারী চেতনা হচ্ছে এই পোকারা, যা কখনো মরে না। মৃতদেহে যেমন পোকারা লেগে থেকে তা কুরে কুরে খায়, তেমনি এই পোকারাও বিনষ্ট আত্মার সাথে লেগে থাকে এবং তাকে যন্ত্রণা দিতে থাকে এবং তা কখনোই তাকে ছেড়ে চলে যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষ না হয়। মনে রাখতে হবে, পুত্রই এই পোকাদের রাজত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং কতটা ভয়ঙ্কর ভাবে এই কথাটি তাকে দংশন করবে তাও নির্ধারণ করা আছে (হিতোপদেশ ৫:১২,১৩): "হায়, আমি উপদেশ ঘৃণা করেছি, আমার অন্তর তিরস্কার তুচ্ছ করেছে;

আমি নিজের গুরুদের কথা শুনি নি, নিজের শিক্ষকদের বাক্যে কর্ণপাত করি নি!" যে আত্মা এই পোকার খাদ্য, তা কখনো মরবে না এবং সেই পোকা এই আত্মার উপরে ভর করেই বেঁচে থাকবে আর সেই কারণে তাদের কেউই কখনো মরবে না। ঘৃণ্য পাপীরা অনন্তকাল ধরে দোষীকৃত থাকবে এবং তাদেরকে চিরকাল শাস্তি ভোগ করে যেতে হবে। তারা সব সময়ই তাদের নিজেদের ভুলে কারণে মাশুল গুনে যাবে, যা এখন তারা যে বিষয়ের প্রতি বেশি আসক্ত, সেই বিষয়ের কারণে আরও বেশি মারাত্মক হবে। এই এই আসক্তি তাদেরকে সাপের মত দংশন করবে এবং ভীমরুলের মত হুল ফোটাবে।

(২) ঈশ্বরের ক্রোধ দোষী এবং দূষিত বিবেকের উপরে সব সময় চেপে বসে থাকবে। এটি এমন এক আগুন যা কখনো নিভবে না; কারণ এটি জীবন্ত ঈশ্বরের, অনন্ত ঈশ্বরের ক্রোধ, যার কাছ থেকেই সমস্ত ভয়ঙ্কর বিষয় নির্গত হয়। অনুগ্রহের আত্মা কখনোই এই বিনষ্ট পাপীদের উপরে আর কাজ করতে পারে না এবং সেই কারণে এই প্রকৃতি গত ধ্বংসের পথে যে এগিয়ে যাচ্ছে তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাকে আর কখনো শোধন করা যায় না। সেখানে খ্রীষ্ট যদি তাদের পক্ষে মধ্যস্থতা করেন তার পরও কোন কিছুতেই কাজ হবে না এবং কোন কিছুই এই আগুনের তীব্রতা বা স্থায়িত্ব কমাতে পারবে না। ড. হুইটবাই দেখিয়েছেন যে, যন্ত্রণাময় নরকের অনন্তকালীনতা সম্পর্কে যে শুধু খ্রীষ্টান মণ্ডলী বিশ্বাস করতো তাই নয়, সেই সাথে যিহূদী সমাজ-ঘরগুলোতেও এ সম্পর্কে প্রচার করা হত। যোসেফাস বলেছেন, ফরীশীরা এ কথা প্রচার করতো যে, দুষ্ট ও মন্দ আত্মাদেরকে অনন্তকালীন শাস্তির প্রক্রিয়ায় আনা হবে এবং তাদেরকে অনন্তকাল ধরে কারাগারে আটক করে রাখা হবে। ফিলো বলেছেন, পাপীদের শাস্তি হচ্ছে মুমূর্ষু অবস্থায় চিরকাল বেঁচে থাকা এবং তারা সব সময় যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করবে, এর কোন শেষ নেই।

শেষের দু'টি পদ কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী এবং এর অর্থ আগের কথাগুলোর সাথে তেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়: "বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অগ্নিরূপ লবণে লবণাক্ত করা যাবে, তাই তোমাদের মধ্যেও এই লবণ থাকতে হবে।"

[১] মোশির আইন দ্বারা এই বিধান স্থাপন করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক উৎসর্গের জন্য অবশ্যই লবণ ব্যবহার করতে হবে, তবে তা সংরক্ষণ করে রাখার জন্য নয় (কারণ তা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করা হত), বরং এই কারণে যে, তা ঈশ্বরের টেবিলে উপস্থাপন করা হত এবং কোন খাবারই লবণ ছাড়া খাওয়া যায় না। এটি ছিল বিশেষ করে শস্য উৎসর্গের প্রয়োজনীয় উপকরণ (লেবীয় ২:১৩)।

[২] মানুষের প্রকৃতিগত অভ্যাস হচ্ছে পাপ করা, যাকে বলা হয়ে থাকে মাংসিক অভ্যাস (আদি ৬:৩; গীত ৭৮:৩৯), কোন না কোনভাবে তাকে অবশ্যই লবণাক্ত হতে হবে, যাতে করে তাকে উৎসর্গের বা উৎসর্গের জন্য ঈশ্বরের সামনে উপস্থাপন করা যায়। মাছ লবণাক্ত করার অর্থ হচ্ছে (আমি মনে করি অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রেও) একে পরিশোধিত করা।

[৩] আমাদের প্রধান বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের জীবন্ত সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করা (রোমীয় ১২:১) এবং আমাদের গ্রহণযোগ্যতার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে লবণ দ্বারা লবণাক্ত হতে হবে। আমাদের দূষিত চেতনাকে

অবশ্যই পরিশোধন করতে হবে এবং দূষণমুক্ত করতে হবে, যাতে করে আমরা পরিত্রাণকর্তার দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে পারি এবং অনুগ্রহ গ্রহণ করতে পারি। এভাবেই বলা হয়েছে যে, অযিহূদীদের উৎসর্গ বা উৎসর্গ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। যদি তা পবিত্র আত্মার দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়, যেভাবে উৎসর্গ লবণ দ্বারা গ্রহণযোগ্য করে নেওয়া হত (রোমীয় ১৫:১৬)।

[৪] যাদের কাছে অনুগ্রহের লবণ রয়েছে, তাদেরকে অবশ্যই এটি উপস্থাপন করতে হবে যে, তাদের কাছে তা রয়েছে, যা হচ্ছে তাদের হৃদয়ে অনুগ্রহের জীবন্ত নীতি, যা সকল প্রকার মন্দ চিন্তা ও ইচ্ছার বিপরীতে কাজ করবে এবং আত্মার ভেতরে যা কিছুর শোধিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং যা কিছু ঈশ্বরের কাছে বিঘ্নজনক, তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। আমাদের কথা অবশ্যই সব সময় লবণ দ্বারা পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে, যাতে করে আমাদের মুখ দিয়ে কোন সময় কোন ধরনের মন্দ বা দূষিত কথা বা উক্তি বের না হয়, বরং আমরা যেন লবণযুক্ত সঠিক ও উপযুক্ত কথা বলতে পারি সব সময়।

[৫] যেহেতু এই মহান লবণ আমাদের নিজেদের বিবেককে সকল প্রকার বিঘ্ন থেকে দূরে রাখে, তাই আমাদের অবশ্যই এই বিষয়ে সকলের কাছে বলতে হবে, যাতে করে আমরা খ্রীষ্টের কোন ক্ষুদ্রতমের মধ্যে একজনের প্রতিও বিঘ্ন না জন্মাই, বরং যেন আমরা একে অপরের প্রতি শান্তি বজায় রাখতে পারি।

[৬] আমাদের অবশ্যই শুধু এই অনুগ্রহের লবণ গ্রহণ করলেই চলবে না, বরং সেই সাথে আমাদেরকে অবশ্যই সব সময় এর পরিত্রাণ এবং উদ্ধারের কারণে শুচি থাকতে হবে; কারণ যদি এই লবণের স্বাদ চলে যায়, যদি একজন খ্রীষ্টান বিশ্বাসী তার খ্রীষ্টানত্ব থেকে দূরে সরে যায়, যদি সে এর মধ্যকার উদ্ধারকারী বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে সরে যায় এবং যদি সে আর এর ক্ষমতা কিংবা প্রভাবের অধীনে না থাকে, তাহলে আর কী তাকে উদ্ধার করতে পারে, কিংবা আর কোন বস্তু তাকে স্বাদ যুক্ত করতে পারে? (মথি ৫:১৩)।

[৭] যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের জীবন্ত সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করবে না, তাদেরকে তাঁর বিচারে চিরকালের জন্য মৃত হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হবে এবং যেহেতু তারা তাঁকে সম্মান প্রদান করে নি, সেই কারণে তিনিও তাদেরকে সেই প্রতিজ্ঞাত সম্মান প্রদান করবেন না। তাদেরকে স্বর্গীয় লবণের অনুগ্রহ দ্বারা লবণাক্ত করা হবে না, তাদেরকে স্বাদ যুক্ত করা হবে না, তাদেরকে তাদের মন্দ কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হবে এবং তাদেরকে আর কোন দায়িত্ব প্রদান করা হবে না। তাদের মাঝে সেই প্রয়োজনীয় উপাদান নেই, যার কারণে তাদেরকে পবিত্র ও স্বীকৃত বলে গণ্য করা যাবে। তাদের মধ্যে এমন কিছু দূষিত উপদান রয়েছে যার কারণে তারা মোটেও ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাদের যা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে, সেই দূষিত অংশগুলোকে বাদ দেওয়া, যেমন হাত কেটে ফেলা বা চোখ তুলে ফেলা, আর তারা তা করেনি বলেই এখন তাদেরকে নরকে অনন্ত আগুনে পুড়তে হবে। সেই আগুনের কয়লা তাদের উপরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে (যিহিস্কেল ১০:২), যেভাবে মাংসের উপরে লবণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের উপরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে গন্ধক (ইয়োব ১৮:১৫), যেভাবে সদোমের উপরে আগুন এবং গন্ধকের বৃষ্টি ঝরেছিল। তারা

যে ভোগ-লালসার সাথে সেখানে জীবন ধারণ করছিল, তা এখন তাদেরকেই কুরে কুরে খাবে, যেভাবে তা আগুনে পুড়তে থাকবে (যাকোব ৫:৩)। এখন মাংসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে তা কোনমতেই পরবর্তীতে যে ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে তার সাথে তুলনীয় নয়, কারণ তখন লবণ দেওয়ার পরিবর্তে পোড়ানো হবে। যেহেতু তিনি বলেছেন যে, নরকের আগুন কখনোই নিভবে না, সেহেতু এটি নিশ্চয়ই ধরে নেওয়া যায় যে, যদিও কোন জ্বালানী চিরকাল টিকে থাকে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং শক্তিতে এই আগুনের জ্বালানী চিরকাল টিকে থাকবে; কারণ যাদেরকে নরকের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, তারা দেখবে যে, নরকের আগুনের মাঝে যে শুধু লবণাক্ত করার ক্ষমতা আছে তাই নয়, সেই সাথে এর সংরক্ষণ করার ক্ষমতাও আছে। ঈশ্বরের ক্ষমতায় একে সব সময়কার জন্য চিরস্থায় করে রাখা হবে। লবণের চুক্তি হচ্ছে চিরস্থায়ী এবং পরম্পরাগত চুক্তি। লোটের স্ত্রী তার দোষে লবণের স্তম্ভে পরিণত হয়েছিল, যা তাকে চিরকালীন এবং ভাস্কর্যে পরিণত করেছিল। এখন যেহেতু এই ধ্বংস তাদের প্রতি নিশ্চিতভাবে ঘটবে, যারা তাদের মাংসিক দেহকে সকল ভোগ লালসা এবং কামনা বাসনা সহকারে ক্রুশবিদ্ধ করবে না, আমরা তাদের বিষয়ে এ কথা জেনে রাখতে পারি যে, মহান ঈশ্বর অবশ্যই তাদের পরিণতি ভয়ঙ্কর বলে স্থির করে রেখেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ১০

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো:

ক. খ্রীষ্ট ফরীশীদের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে কথা বলেন, পদ ১-১২।

খ. তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান, যাদেরকে তাঁর কাছে আশীর্বাদ করার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল, পদ ১৩-১৬।

গ. তিনি একজন ধনী লোককে পরীক্ষা করেন, যে জিজ্ঞেস করেছিল স্বর্গে যেতে হলে তাকে কি কি কাজ করতে হবে, পদ ১৭-২২।

ঘ. তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ধনীদের দুর্দশার কথা বলেন (পদ ২৩-২৭) এবং তার কারণে যে কেউ দরিদ্র অবস্থা ধারণ করবে তার সুযোগের কথা বলেন, পদ ২৮-৩১।

ঙ. তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর আসন্ন যন্ত্রণাভোগ এবং মৃত্যুর কথা বারবার বলেন, পদ ৩২-৩৪।

চ. তিনি যাকোব এবং যোহনকে তাঁর সাথে রাজত্ব করার বদলে তাঁর সাথে কষ্ট ভোগ করা জন্য চিন্তা করতে বলেন, পদ ১৫-৪৫।

ছ. বরতীময়কে সুস্থকরণ, যে ছিল একজন হতভাগ্য অন্ধ মানুষ, পদ ৪৬-৫২। এই অধ্যায়ের সকল ঘটনাই আমরা এর আগে পেয়েছি, মথি ১৯ এবং ২০ অধ্যায়।

মার্ক ১০:১-১২ পদ

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট একজন পরিভ্রমণকারী শিক্ষক ছিলেন, তিনি কখনোই এক স্থানে বেশি দিনের জন্য অবস্থান করেন নি, কারণ সমগ্র কেনান দেশটিই ছিল তাঁর শিক্ষা দানের স্থান বা প্রচারের স্থান, আর সেই কারণে তিনি এর প্রতিটি স্থান ভ্রমণ করতে চেয়েছেন এবং যারা এর দূরতম প্রান্তে থাকে, তাদের কাছে তাঁর সুসমাচার শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। এখানে আমরা তাঁকে দেখি যিহূদার সমুদ্র উপকূলে, অর্থাৎ যর্দনের অপর পারে, পূর্ব তীরে। কিছুদিন আগেই তিনি এখান থেকে কাছেই সোর এবং সীদোনের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থান করছিলেন। এভাবেই তিনি উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মত করে তাঁর কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতেন, যার কাছ থেকে আলো নির্গত হয় এবং তা কারও কাছ থেকে লুকানো যায় না। এখন এখানে আমরা তাঁকে দেখি:

ক. তাঁর কাছে আবার লোক সমাগত হতে লাগল, পদ ১। যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই জনতার ভিড় তাঁর পিছে পিছে যেত; তারা আবার ফিরে আসতো, যেভাবে দেশের অন্যান্য স্থানে তারা করেছে এবং তিনি যখন যেখানে যেতেন সেখানেই তাদের মাঝে প্রচার করতেন। বলা হয়েছে, তিনি নিজের রীতি অনুসারে আবার তাদেরকে উপদেশ দিলেন। লক্ষ্য করুন, প্রচার করা ছিল খ্রীষ্টের সার্বক্ষণিক কাজ। তিনি এই কাজেই সবচেয়ে

ভাল অভ্যস্ত ছিলেন এবং যখনই তিনি যেখানে আসতেন, তিনি সেখানেই যেতেন যেখানে আগে যান নি। মথি লিখিত সুসমাচারে বলা হয়েছে, তিনি তাদেরকে সুস্থ করলেন। এখানে বলা হয়েছে, তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন। তার সুস্থতা দানের মধ্য দিয়ে তাঁর সুসমাচারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হত এবং এর প্রতি সুপারিশ করা হত এবং তাঁর সুসমাচার তাঁর সুস্থতা দানের কাজকে ব্যাখ্যা করতো এবং এর প্রতিরূপ ফুটিয়ে তুলতো। তিনি আবারও তাদেরকে শিক্ষা দিলেন। লক্ষ্য করুন, এমন কি যাদেরকে একবার খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন, তাদেরকেও তাঁর আবারও শিক্ষা দেবার প্রয়োজন আছে। খ্রীষ্টান শিক্ষা এতটাই ব্যাপক যে, আমাদের প্রত্যেকবারই তা থেকে নতুন কোন না কোন কিছু শেখার আছে; আর আমরা এতটাই ভুলোমনা যে, আমরা যা একবার শিখেছি তা আমাদেরকে আবারও মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

খ. আমরা তাকে ফরীশীদের সাথে তর্ক করতে দেখি, যারা তাঁর আত্মিক ক্ষমতার বিস্তার দেখে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল এবং তারা তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্য এবং এর বিরোধিতা করার জন্য সব চেষ্টা করেছিল; তারা তাঁকে বিপথে পরিচালনা করতে চেয়েছিল, তাঁকে জটিলতায় ফেলতে চেয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে লোকদের মনে বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল।

এখানে আমরা দেখবো:

১. ফরীশীরা বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে খ্রীষ্টকে একটি প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটায় (পদ ২): "স্ত্রী পরিত্যাগ করা কি পুরুষের পক্ষে উচিত?" এটি ছিল অতন্ত ভাল একটি প্রশ্ন, যদি তা ভালভাবে উত্থাপন করা হত এবং নম্রভাবে এ বিষয়ে ঈশ্বরের মতামত কী তা জানার জন্য আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হত। কিন্তু তারা তাঁকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রশ্নটি করেছিল। তারা তাঁর বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের সুযোগ খুঁজছিল এবং তারা তাঁকে বিচারে অভিযুক্ত করতে চাইছিল, যা নির্ভর করবে তিনি এই প্রশ্নটির ইতিবাচক না কি নেতিবাচক উত্তর দেন তার উপরে। পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই সব সময় নিজেদের রক্ষাকারী হতে হবে, বিশেষ করে যখন তারা মানুষকে শিক্ষা প্রদান করবেন, কারণ সে সময় তাদের উপরে আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

২. খ্রীষ্ট তাদেরকে একটি প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে তাদের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিলেন (পদ ৩): "মোশি তোমাদেরকে কী আদেশ দিয়েছেন?" তিনি তাদেরকে এই প্রশ্ন করলেন, যাতে করে তিনি তাদের কাছে মোশির আইনের প্রতি তাঁর নিজের শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করতে পারেন এবং তিনি যাতে করে তাদের ত্রুটি দেখাতে পারেন যে, তিনি তা ধ্বংস করতে আসেন নি। তিনি তাদের ভেতরে মোশির রচনাসমূহের প্রতি সার্বজনীন ও নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তুলতে চাইলেন এবং একটির সাথে অন্যটির তুলনা করে দেখাতে চাইলেন।

৩. তারা মোশির আইনে যা পেয়েছে সে সম্পর্কে তিনি তাদেরকে পরিষ্কার ধারণা দিলেন, বিশেষ করে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে, পদ ৪। খ্রীষ্ট জিজ্ঞেস করলেন, "মোশির আইনে তোমাদেকে কি আদেশ দেওয়া হয়েছে?" তারা এটি স্বীকার করলো যে, ত্যাগপত্র লিখে আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করার অনুমতি মোশি দিয়েছেন (দ্বি.বি. ২৪:১)। "যদি তুমি তা কর, তাহলে তোমাকে অবশ্যই তা কাগজে লিখতে হবে এবং তা নিজ হাতে তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং এভাবেই তুমি তাকে ত্যাগ করতে পারবে এবং এরপর তুমি আর তাকে

কখনো গ্রহণ করতে পারবে না।"

৪. খ্রীষ্ট তাদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে যে উত্তর দিয়েছিলেন, যাতে তিনি তাঁর নিজ শিক্ষাকে পূর্ববর্তী আইনের স্থলে স্থাপন করতে পারেন (মথি ৫:৩২): "যে কেউ ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে আপন স্ত্রীকে ত্যাগ দিয়ে, সে তাকে ব্যভিচারিণী করে। যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে, সেও ব্যভিচার করে।" এই কথাটিকে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করার জন্যই তিনি বললেন:

(১) কেন মোশি তাঁর আইনে বিবাহ বিচ্ছেদকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং কেন তাদের এই অনুমতির অন্যথা করা উচিত নয়; কারণ এটি ছিল তাদের হৃদয়ের কাঠিন্য (পদ ৫), যাতে করে তাদেরকে যদি বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া না হয় সেক্ষেত্রে তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে হত্যা না করে। যদিও এই কারণে তাদের ইচ্ছামত স্ত্রীদেরকে ত্যাগ করা আইনসঙ্গত নয়, তথাপি সে সময় তাদের হৃদয় অত্যন্ত কঠিন ছিল বলেই এই আইন স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

(২) মোশি তাঁর আইনে যে বিবাহের বিধান প্রদান করেছেন, সেখানে একজন পুরুষকে বিবাহ বিচ্ছেদের বিপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করতে বলা হয়েছে, যাতে করে এর যথেচ্ছাচার রোধ করা সম্ভব হয়। তাই এখানে যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হচ্ছে, মোশি কী আদেশ দিয়েছিলেন? (পদ ৩)। এর অবশ্যই যে উত্তরটি দেওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছে, "যদিও সাময়িকভাবে তিনি যিহূদীদেরকে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন, তথাপি চিরকালের বিধান হিসেবে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদম এবং হবার সকল সন্তানকে নিষেধ করেছেন এবং এই বিষয়টি সকলের মাথায় রাখা উচিত।" মোশি আমাদেরকে বলেছেন:

[১] ঈশ্বর পুরুষ এবং নারী করে সৃষ্টি করেছেন, একজন পুরুষ এবং একজন নারী; যাতে করে আর কেউ কোন সঙ্গী গ্রহণ না করে, যা তিনি তাঁর সকল মানব সন্তানদের ক্ষেত্রে দেখতে চেয়েছেন, যেন তারা আর কোন সঙ্গী গ্রহণ না করে।

[২] যখন এই পুরুষ এবং নারী ঈশ্বরের বিধান অনুসারে একটি পবিত্র বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একত্রে মিলিত হত, তখন আইন অনুসারে পুরুষকে অবশ্যই তার পিতা-মাতাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সাথে একাঙ্গ হতে হত (পদ ৭); যা তাদের সম্পর্কের ঘনিষ্টতাকেই শুধু বোঝায় না, সেই সাথে এর সাথে আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও বোঝায়। সে তার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে তার সাথে একাঙ্গ হবে এবং তারা আর কখনো পৃথক হবে না।

[৩] এই সম্পর্কের ফলাফল হচ্ছে, যদিও তারা দুই জন, তথাপি তারা এক হবে এবং তারা একাঙ্গ হবে, পদ ৮। তাদের এই ঐক্য হচ্ছে সম্ভাব্য সবচেয়ে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বা ঐক্যের চিহ্ন। ড. হ্যামন্ড এ প্রসঙ্গে বলেন, "এটি এমন এক পবিত্র সম্পর্ক, যা লঙ্ঘন করা যায় না এবং উচিতও নয়।"

[৪] ঈশ্বর নিজেই তাদেরকে এক করে দিয়েছেন। তিনি শুধু একজন সৃষ্টিকর্তা হিসেবে নয়, সেই সাথে আমাদের জন্য সান্ত্বনাদাতা হিসেবেও তিনি কাজ করছেন, যাতে করে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা তিনি দান করতে পারেন। বিয়ে মানুষের আবিষ্কৃত কোন প্রথা নয়, বরং এটি পুরোপুরি স্বর্গীয় একটি বিধান, তাই এটি যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। সবচেয়ে বড় বিষয়

হল, এটি খ্রীষ্টের এবং তাঁর মণ্ডলীর মধ্যকার রহস্যময় ঐক্য ও স্বর্গীয় সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

এখন এই সমস্ত কিছু থেকে আমরা এটি ধারণা করে নিতে পারি যে, পুরুষের কখনোই তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ ঘটানো উচিত নয়, যাদেরকে ঈশ্বর এক করে দিয়েছেন। ঈশ্বর নিজে যে বন্ধন অটুট করে দিয়েছেন, তা যেন আর ছিন্ন করা না হয়। যারা তাদের স্ত্রীদেরকে কোন ভুলের কারণে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেয়, তারা এ কথা চিন্তা করে না যে, তাদের সামনে কি অপেক্ষা করছে, বিশেষ করে যেহেতু ঈশ্বর এ ধরনের আচরণ একেবারেই বরদাস্ত করেন না (যিশাইয় ৫০:১; ইয়ার ৩:১)।

৫. এই বিষয়টি নিয়ে খ্রীষ্ট নিভৃতে তাঁর শিষ্যদের সাথে আলোচনা করেন, পদ ১০-১২। এটি ছিল তাঁদের জন্য এক ধরনের সুযোগ যে, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে খ্রীষ্টের সাথে এ বিষয়ে নিয়ে কথা বলার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁরা শুধু যে খ্রীষ্টের সাথে সুসমাচারের রহস্য নিয়ে আলোচনা করতেন তাই নয়, সেই সাথে তাঁরা নৈতিক দায়িত্ব নিয়েও কথা বলতেন, যাতে করে তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান হয়। এখানে আর কোন ব্যক্তিগত আলাপ-চারিতার কথা উল্লেখ করা হয় নি, অর্থাৎ এ বিষয়ে খ্রীষ্ট আর কোন বিধান দিয়েছিলেন কি না সে বিষয়ে বলা হয় নি। একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে রেখে আরেকজনকে বিয়ে করলে সে ব্যভিচারের দায়ে দণ্ডিত হবে। এতে করে সে তার যে স্ত্রীকে তাগ করলো, তাকে সে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত করলো। এতে করে তার প্রতি অন্যায্য আচরণ করলো, অর্থাৎ সে তাকে খারাপ পথে নিয়ে গেল, তাকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে গেল এবং অন্য আরেক জনকে বিয়ে করলো, এতে করে সে তার প্রতি তার নিজ চুক্তির বরখেলাপ করলো, পদ ১১। তিনি বলেছেন, যদি কোন নারী তার স্বামীকে ছেড়ে রেখে চলে যায় এবং অন্যকে বিয়ে করে, তাহলে সেও ব্যভিচার করে (পদ ১২)। সে যদি বলে যে, সে তার স্বামীর সম্মতিতেই তা করেছে তার পরও কোন মতেই তা গ্রহণযোগ্য হবে না। জ্ঞান এবং অনুগ্রহ, পবিত্রতা এবং ভালবাসা হৃদয়ের মাঝে রাজত্ব করে এবং এগুলো আমাদের মনকে পার্থিব সকল চিন্তা ভাবনার যোয়ালি থেকে মুক্ত রাখে।

মার্ক ১০:১৩-১৬ পদ

এই ঘটনাটিকে দেখা হয় ছোট শিশুদের প্রতি দয়ার ও ভালবাসার চিহ্ন হিসেবে এবং এটি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাঝে উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায়। এই ঘটনা আমাদেরকে এভাবে উৎসাহিত করে যে, আমরা যেন আমাদের ছোট সন্তানদেরকে শুধু খ্রীষ্টের কাছে উপস্থাপন করি তাই নয়, সেই সাথে বড় হলেও তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসি, যারা তাদের নিজেদের দুর্বলতা এবং শিশুসুলভ কাজ সম্পর্কে অবগত। সেই সাথে যেন তাদের সামনে তাদের সকল অযোগ্যতা, দুর্বলতা এবং অকর্মণ্যতা প্রকাশ পায়। এখানে আমরা দেখি:

ক. খ্রীষ্টের কাছে ছোট শিশুদের নিয়ে আসা হল, পদ ১৩। তাদের পিতা-মাতা অথবা যারা তাদেরকে লালন পালন করতো, তারা তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে এলো, যাতে করে তিনি তাদের মাথায় হাত রেখে তাদেরকে আশীর্বাদ করেন। এখানে এমনটি দেখা যায় নি যে, তাদের কোন ধরনের শারীরিক সুস্থতা লাভের প্রয়োজন ছিল, কিংবা এমন নয় যে, তারা

ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম ছিল; কিন্তু এখানে দেখা যায় যে:

১. তারা তাদের সন্তানদের আত্মিকভাবে বৃদ্ধি দান করার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ছিল, যা সন্তানদের জন্য পিতা মাতার সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়; কারণ এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাদের মধ্যে এই আত্মিক দান ও গুণ প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হবে যদি খ্রীষ্ট তাদের মাথায় হাত রেখে তাদেরকে আশীর্বাদ করেন।

২. তারা এ কথা বিশ্বাস করেছিল যে, খ্রীষ্ট তাদেরকে আশীর্বাদ করলে তাদের আত্মার মঙ্গল হবে। আর সেই কারণে তারা তাদের সন্তানকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে এসেছিল, যেন তিনি তাদেরকে স্পর্শ করেন, কারণ তারা জানতো যে, তিনি তাদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারবেন, যেখানে পৌঁছে তাদের পিতা-মাতারা তাদের জন্য কিছুই করতে পারবে না বা বলতে পারবে না। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসতে পারি, যিনি এখন স্বর্গে রয়েছেন, কারণ সেখান থেকেই তিনি তাঁর আশীর্বাদ তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। সেই কারণে আমাদেরকে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বস্ত থাকতে হবে এবং তাঁর অনুগ্রহের প্রতি আকাঙ্খা করতে হবে। তিনি সব সময় আমাদের জন্য এবং আমাদের সন্তানদের জন্য যে ধরনের প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন সেই প্রতিজ্ঞার প্রতি আমরা যদি বিশ্বাস রাখি এবং বিশ্বস্ত থাকি, তাহলে অবশ্যই তিনি তাঁর আত্মা আমাদের সন্তানদের প্রতি ঢেলে দেবেন এবং আমাদের বংশধরদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন (যিশাইয় ৬৪:৩)।

খ. খ্রীষ্টের শিষ্যরা লোকদেরকে তাদের সন্তানদের খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসার ব্যাপারে যেভাবে নিরুৎসাহিত করলেন: তাঁরা শিশুদের নিয়ে আসার জন্য লোকদেরকে ধমক দিতে লাগলেন; যেন তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, এ ব্যাপারে তাঁদের প্রভু কি চান, যেভাবে তিনি একটু আগেই তাঁদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন তাঁর রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম যে তার প্রতিও কোন ধরনের বিঘ্ন না জন্মান।

গ. খ্রীষ্ট সেই লোকদেরকে উৎসাহ দিলেন যারা শিশুদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিল।

১. যে শিষ্যরা শিশুদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন তাঁদের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন: যখন তিনি তা দেখলেন, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন, পদ ১৪। "তোমরা কী ভেবেছ? তোমরা কি আমাকে ভাল কাজ করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে? তোমরা কি এই জেগে ওঠা জাতিকে দমিয়ে রাখবে বলে ভেবেছ, এই মেষপালকে তাড়িয়ে দেবে ভেবেছ?" খ্রীষ্ট তাঁর নিজ শিষ্যদের উপরে অত্যন্ত রাগ করেন, যদি তাঁরা কখনো কাউকে তাঁর কাছে আসতে বাধা দেন, কিংবা তাঁর সন্তানদেরকে তাঁর কাছে আসতে বাধা দেন।

২. তিনি তাঁদেরকে আদেশ দিলেন যেন তাঁরা সেই শিশুদেরকে বাধা না দেন, যারা তাঁর কাছে আসতে চায়। তিনি তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন এবং তাদেরকে কোনভাবেই বাধা না দিতে বললেন। তিনি তাদেরকে দ্রুত তাঁর কাছে আসতে বললেন, যত দ্রুত তারা পারে: "আমার কাছে এসো, যাতে করে তারা আমার কাছে জীবনের উপচয় পায় এবং আমার কাছ থেকে শিক্ষা ও নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন আমার অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে হোশান্না গাইবে, তখন তাদেরকে স্বাগত জানানো হবে।"

৩. তিনি তাদেরকে তাঁর মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কারণ তারা যিহূদী মণ্ডলীর সদস্য ছিল। তিনি মানুষের মাঝে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন এবং তিনি এই সুযোগে এ কথা ঘোষণা করলেন যে, সেই রাজ্যে ছোট শিশুদেরকে এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত

করা হবে এবং তাদেরকে সমস্ত সুযোগ সুবিধার অধীনে আনা হবে। শুধু তাই নয়, ঈশ্বরের স্বর্গীয় রাজ্য এমনই হবে: তাদেরকে অবশ্যই তাঁর কাছে নিতে হবে, যখন তারা ছোট শিশু থাকবে, যাতে করে তাদের পরবর্তী জীবনের জন্য সুরক্ষিত রাখা যায়, যাতে করে তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে সাক্ষ্য বহন করতে পারে।

৪. ছোট শিশুদের মত মন এবং হৃদয় যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তাদের সকলকেই প্রভু যীশু গ্রহণ করে নেবেন এবং আশীর্বাদ করবেন। আমাদেরকে অবশ্যই ছোট শিশুদের মত করে ঈশ্বরের রাজ্যকে গ্রহণ করতে হবে (পদ ১৫)। এর অর্থ হচ্ছে, আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের কার্যকর অনুসারী হতে হবে এবং তাঁর অনুগ্রহের প্রতি আসক্ত হতে হবে, যেভাবে শিশুরা তাদের বাবা মা, তত্ত্বাবধানকারী এবং শিক্ষকদের প্রতি আসক্ত হয়। আমাদের অবশ্যই শিশুর মত অনুসন্ধিৎসু হতে হবে, আমাদেরকে অবশ্যই শিশুর মত করে সব কিছু শিখতে হবে (যে সময়টা আসলেই শেখার সময়) এবং শেখার সময় আমাদেরকে অবশ্যই এ কথা বিশ্বাস করতে হবে; *Oportet discentem credere– একজন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে*। একটি শিশুর মন হচ্ছে সাদা কাগজের মত (*Tabula rasa– একদমই শূন্য*), আপনি এর উপরে যা খুশি তাই লিখতে পারেন। তাই আমাদের মনে অবশ্যই স্বর্গীয় অনুগ্রহ যুক্ত কলম দিয়ে লেখা উচিত। শিশুরা পরিচালনার অধীনে থাকে; আমাদেরও তেমন থাকা উচিত। "প্রভু, তুমি আমাকে কি করতে বল?" আমাদেরকে অবশ্যই সেইভাবে ঈশ্বরের স্বর্গীয় রাজ্যকে গ্রহণ করতে হবে, যেভাবে শমূয়েল গ্রহণ করেছিলেন, "বলুন, প্রভু, আপনার দাস শুনছে।" ছোট শিশুরা তাদের বাবা মায়ের জ্ঞান প্রজ্ঞা এবং যত্নের উপরে নির্ভর করে এবং তাদেরকে বাহুতে করে বহন করা হয়। তাদেরকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের যা যা প্রয়োজন তা তাদেরকে দেওয়া হয়। আর এভাবেই আমরা ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ করতে পারি। যীশু খ্রীষ্টের কাছে আমাদেরকে নিজেদেরকে নম্রভাবে উপস্থাপন করতে হবে, তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হবে এবং খুব সহজে তাঁর উপরে নির্ভর করতে হবে, শক্তি ও বুদ্ধি উভয়ের জন্যই, শিক্ষার জন্য, প্রজ্ঞার জন্য ও পছন্দের জন্য।

৫. তিনি সেই শিশুদেরকে গ্রহণ করলেন এবং তারা যা চেয়েছিল তাদেরকে তা দিলেন (পদ ১৬): তিনি তাদেরকে কোলে নিলেন, যা তাদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালবাসাকে নির্দেশ করে। তিনি তাদের উপরে হস্তার্পণ করে আশীর্বাদ করলেন, যা তারা চেয়েছিল। তিনি তাদেরকে অনুগ্রহ প্রদান করলেন। দেখুন, কিভাবে তিনি এই পিতা-মাতাদের চাওয়াকে পূর্ণ করলেন। তারা চেয়েছিল যেন তিনি শুধু তাদেরকে স্পর্শ করেন, কিন্তু তিনি তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু করলেন।

(১) তিনি তাদেরকে কোলে নিলেন। এখন পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পরিপূর্ণ হয়েছে (যিশাইয় ৪০:১১): *তিনি মেষপালকের মত আপন পাল চরাবেন, তিনি শাবকদেরকে বাহুতে সংগ্রহ করবেন এবং কোলে করে বহন করবেন*। সময় পূর্ণ হয়েছে, যখন খ্রীষ্ট নিজেকে বৃদ্ধ শিমোনের কোলে তুলে দিয়েছেন (লূক ২:২৮)। এখন তিনি নিজেই শিশুদেরকে কোলে তুলে নিয়েছেন। তিনি এই ভার বহনের জন্য অভিযোগ করেন নি, যেভাবে মোশি করেছিলেন, যখন তাঁকে ইস্রায়েল জাতিকে বহন করে টেনে নিয়ে চলার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল, যেহেতু তারা ছিল এক খিটখিটে স্বভাবের জাতি, যেন এক বুকের দুধ খাওয়া শিশুকে এক পিতা বহন করে চলেছে (গণনা

১১:১২); কিন্তু খ্রীষ্ট এর জন্য সন্তুষ্ট ছিলেন। যদি আমরা সঠিক উপায়ে আমাদের সন্তানদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসি, তাহলে তিনি তাদেরকে গ্রহণ করবেন; শুধু তাঁর ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের বাহুতেই নয়, সেই সাথে তাঁর দয়া এবং অনুগ্রহের বাহুতেও গ্রহণ করা হবে (যিহিস্কেল ১৬:৮); সেখানে রয়েছে সেই চিরকালীন স্নেহময় কোল।

(২) তিনি তাদের উপরে হস্তার্পণ করলেন, এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে তিনি তাঁর আত্মা তাদের মাঝে ঢেলে দিলেন (কারণ এটি হচ্ছে প্রভুর হাত) এবং তিনি তাদেরকে তাঁর সাথে যুক্ত করলেন।

(৩) তিনি যে আত্মিক আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন সেই আত্মিক আশীর্বাদ তিনি তাদেরকে দান করলেন। আমাদের সন্তানেরা সুখী হয়, যদি মধ্যস্থতাকারীর কাছ থেকে তাদের জন্য যে বরাদ্দ অংশ রয়েছে তা গ্রহণ করে। এটি সত্যি যে, আমরা এ কথা পড়ি না যে, তিনি শিশুদেরকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত বাপ্তিস্মকে মণ্ডলীতে প্রবেশের জন্য সম্পূর্ণভাবে রীতি হিসেবে স্থাপন করা হয় নি, কিন্তু তিনি তাদের দৃশ্যমান মণ্ডলীর সদস্য পদকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আরেকটি চিহ্নের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন, যা এখন বাপ্তিস্মের মাধ্যমে সকল মণ্ডলীতেই পালন করা হয়। তা হচ্ছে হস্তার্পণ এবং এটি হচ্ছে প্রতিজ্ঞার চিহ্ন, যা আমাদের প্রতি এবং আমাদের সন্তানদের প্রতি বর্তায়।

মার্ক ১০:১৭-৩১ পদ

ক. এখানে আমরা এক যুবকের সাথে খ্রীষ্টের আশাপ্রদ এক সাক্ষাতের কথা জানতে পারি; যাকে বলা হয়েছে একজন যুবক (মথি ১৯:২০,২২), একজন নেতা (লূক ১৮:১৮) এবং সর্বোপরি তাকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এখানে কিছু কিছু ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা আমরা মথি লিখিত সুসমাচারে পাই না, যা খ্রীষ্টের প্রতি তার এই সম্বোধনকে অনেক বেশি প্রশংসিত করেছে।

১. সে দৌড়াতে দৌড়াতে খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল, যা তার নম্রতাকে প্রকাশ করে। সে একজন শাসক হিসেবে তার গাম্ভীর্য এবং মর্যাদাকে সরিয়ে রেখেছিল, যখন সে খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল। এভাবেই সে তার একাগ্রতা এবং ধৈর্য প্রকাশ করেছিল। সে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এসেছিল এবং সে চাইছিল যেন সে খ্রীষ্টের সাথে কথা বলতে পারে। সে এখন তার মহান ভাববাদীর সাথে কথা বলার জন্য একটি সুযোগ লাভ করেছে, যা তাকে অবশ্যই শান্তি দান করবে এবং সে এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় নি।

২. সে খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল যখন তিনি পথ দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছিলেন তাঁর শিষ্যদের সাথে। সে রাতের বেলায় তাঁর সাথে কথা বলার চিন্তা করে নি, যা নীকদীম করেছিলেন। যদিও সে নিজেও নীকদীমের মতই একজন শাসক ছিল, তথাপি যখনই সে খ্রীষ্টকে কাছে পেয়েছে তখনই সে তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ লুফে নিয়েছে এবং সে লজ্জিত হয় নি।

৩. সে খ্রীষ্টের কাছে এসে হাঁটু পেতে বসেছিল। এর দ্বারা সে খ্রীষ্টের প্রতি তার প্রচণ্ড শ্রদ্ধা এবং সম্মানের চিহ্ন প্রকাশ করেছে; কারণ তিনি এমন একজন শিক্ষক, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছেন এবং তার মনের একান্ত বাসনা ছিল তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ

করার। সে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সামনে হাঁটু পেতে বসেছিল, যেভাবে কোন ব্যক্তি কারও কাছে তার নিজ বাধ্যতা এবং আনুগত্য প্রকাশ করে। সে খ্রীষ্টের সামনে হাঁটু পেতেছিল, যেভাবে একজন ব্যক্তি তার আত্মাকে সমর্পণ করে।

৪. খ্রীষ্টের প্রতি তার সম্বোধন ছিল আন্তরিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ; "হে সৎ ওস্তাদ, অনন্ত জীবনের অধিকারী হবার জন্য আমি কী করবো?" অনন্ত জীবন ছিল খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রধান শিক্ষা; যদিও সে সময় সদ্দূকীরা, খ্রীষ্টের বিরোধীরা এই মত অগ্রাহ্য করতো। সে জিজ্ঞেস করেছিল যে, সে যদি চির জীবনের জন্য সুখী হতে চায় তাহলে তাকে কী কাজ করতে হবে। বেশিরভাগ মানুষই এই পৃথিবীতে ভাল অবস্থানে থাকার জন্য কি করতে হবে সে বিষয়ে জানতে চায় (গীতসংহিতা ৪:৬), যে কোন মঙ্গল। সে এই পৃথিবীতে যে ধরনের মঙ্গলময়তা অর্জন করতে পারে তার জন্য খ্রীষ্টের কাছে আবেদন করেছিল, যাতে করে সে পরবর্তী পৃথিবীতেও সুখ ভোগ করতে পারে। কে আমাদের জন্য মঙ্গলময়তা বয়ে নিয়ে আসেন? তা নয়, বরং "কে আমাদের জন্য মঙ্গল সাধন করেন?" সে তার দায়িত্ব পালনের পন্থা অনুসারে তার জন্য মঙ্গল অর্জন করতে চেয়েছিল; *Summum bonum*– সর্বোচ্চ মঙ্গল, যা রাজা শলোমন অর্জন করতে চেয়েছিলেন, যা ছিল মনুষ্য সন্তানদের জন্য উত্তম (উপদেশক ২:৩)। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

(১) এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন নিহিত আছে; যা অনন্তকালীনতা সম্পর্কিত এবং সে বিষয়ে তার নিজ চিন্তা সম্পর্কে। লক্ষ্য করুন, মানুষের মাঝে তখনই কিছু আশার উৎপত্তি হয়, যখন তারা প্রকৃত শান্তির খোঁজ করে, যা তারা স্বর্গে গিয়ে লাভ করতে পারবে।

(২) এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সঠিক একজন মানুষের কাছে, যিনি পুরোপুরি সঠিকভাবে এর উত্তর দিতে পারবেন, কারণ তিনিই সেই শান্তি লাভ করার একমাত্র পথ, সেই সত্য এবং সেই জীবন, জীবনের সত্যিকার পথ, অনন্ত জীবনের পথ। তিনি স্বর্গ থেকে একমাত্র এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নেমে এসেছেন। প্রথমে তিনি আমাদের জন্য উন্মুক্ত করতে এসেছেন এবং এরপর আমাদের প্রতি উন্মুক্ত করতে এসেছেন। প্রথমে তিনি তৈরি করতে এসেছেন এবং এরপর তা জানাতে এসেছেন, আর তা হচ্ছে স্বর্গের পথ। লক্ষ্য করুন, যারা জানতে পারবে যে, তাদের পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কি করতে হবে, তাদের উচিত হবে নিজেদেরকে খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করা এবং তাঁর খোঁজ করা। খ্রীষ্টান ধর্মের অত্যন্ত বিস্ময়কর দিক হচ্ছে অনন্ত জীবন প্রদর্শন করা এবং এর পথ দেখিয়ে দেওয়া।

(৩) এর প্রস্তাবনা করা হয়েছিল ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে। আমরা এই একই প্রশ্ন একজন ধর্ম-শিক্ষককে করতে দেখি, যে খ্রীষ্টের সামনে এসে হাঁটু পেতে বসে নি, দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করেছিল (লূক ১০:২৫)। তার উদ্দেশ্য ছিল মন্দ, কারণ সে খ্রীষ্টের সাথে বিবাদ করতে চেয়েছিল। সে খ্রীষ্টকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল: "প্রভু, আমি কী করবো?" এই কথাগুলো মোটেও ভাল চিন্তা নিয়ে বলা হয় নি, তাই খ্রীষ্ট সেটাকে গ্রাহ্য করেন নি।

৫. খ্রীষ্ট এই যুবকটির সম্বোধনকে উৎসাহিত করলেন:

(১) তিনি তার বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিলেন, পদ ১৮। সে খ্রীষ্টকে *সৎ গুরু* বলে সম্বোধন করেছিল। খ্রীষ্ট তার কথার এই অর্থ করতে পারেন যে, সে তাঁকে ঈশ্বরের সমপর্যায়ের

বলে অভিহিত করেছে, যেহেতু সৎ আর কেউ নেই একমাত্র ঈশ্বর ব্যতিত, যিনি একজনই এবং তাঁর নাম অবিসংবাদিত (সখরিয় ১৪:৯)। ঈশ্বর শব্দের ইংরেজি প্রতি-রূপ *গড* (*God*) নিশ্চয়ই উত্তম (*good*) শব্দটিকেই প্রতিফলিত করে। এই কারণেই যিহূদীরা ঈশ্বরকে তাঁর ক্ষমতা অনুসারে নামাঙ্কিত করেছিল *এলোহিম* (*Elohim*)– শক্তিশালী ঈশ্বর; তেমনি করে তাঁর মঙ্গলময়তার জন্য *উত্তম ঈশ্বর*।

(২) তিনি তাঁর কার্যপন্থাকে নির্দেশনা দান করলেন (পদ ১৯): "আদেশ সকল পালন কর; তুমি ভাল করেই জানো সেগুলো কী কী।" তিনি ছয়টি আদেশের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যা তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন দ্বিতীয় ছক থেকে, যা প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে। তিনি এর ক্রম পরিবর্তন করেছিলেন, তিনি সপ্তম আদেশটিকে ষষ্ঠ আদেশের আগে নিয়ে এসেছিলেন, কারণ তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে, ব্যভিচার কোনমতেই খুন করার চেয়ে কম পাপপূর্ণ অপরাধ নয়। এখানে পঞ্চম আদেশটি সবার শেষে আনা হয়েছে, যাতে করে তা বিশেষভাবে মনে রাখা হয় এবং পালন করা হয়, যাতে করে অন্য সবগুলো আমরা পালন করার জন্য মনে রাখতে পারি। দশম আদেশের স্থানে "প্রতিবেশীর কোন জিনিসের প্রতি লোভ কোরো না"– এই কথার বদলে আমাদের ত্রাণকর্তা এখানে বলেছেন, প্রচঞ্চনা কোরো না। *Me apostereses*– বলেছেন ড. হ্যামন্ড; "তোমরা নিজেদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থেকো এবং অন্য মানুষের জিনিস নিয়ে তা বৃদ্ধি করার চেষ্টা কোরো না।" এটি বিচার ও আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, আর তা হচ্ছে আমরা যেন অন্যায়ভাবে বা অন্যের ক্ষতি করে আমাদের নিজেদের ভাল করার চেষ্টা না করি বা নিজেদেরকে সম্পদশালী করার চেষ্টা না করি।

৬. যুবকটি স্বর্গের জন্য একজন উপযুক্ত প্রার্থী ছিল, কারণ সে স্বর্গীয় আদেশের একটিরও গুরুতর লঙ্ঘন করে নি। এভাবে সে বেশ কিছু দিক থেকে সমর্থ ও যোগ্য ছিল (পদ ২০): "প্রভু, বাল্যকাল থেকে এসব পালন করে আসছি।" সে নিজে তা ভাবতো এবং তার প্রতিবেশীরাও তাই ভাবত। লক্ষ্য করুন, স্বর্গীয় আদেশ এবং আইনের ব্যাপ্তি এবং আত্মিক প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষকে এ কথা ভাবতে প্ররোচিত করে যে, তারা যে অবস্থানে আছে তার চাইতেও তারা আসলে অনেক ভাল অবস্থানে আছে। প্রেরিত পৌল ব্যবস্থা ছাড়া জীবিত ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি তা আত্মিক দৃষ্টিতে দেখলেন তখন তিনি দেখলেন তিনি নিজে রক্ত-মাংসের অধীন (রোমীয় ৭:৯,১৪)। তবে তিনি পাপ হতে দূরে রয়েছেন এমনটি বলতে হলে তাঁকে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু যদিও আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কিছুই জানি না, তবু এতে আমরা নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছি না (১ করিন্থীয় ৪:৪)।

৭. খ্রীষ্ট যুবকটির প্রতি দয়া পরবশ হলেন: যীশু তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে মহব্বতে পূর্ণ হলেন, পদ ২১। তিনি এই দেখে সন্তুষ্ট হলে যে, সে অত্যন্ত সৎভাবে এবং কোন প্রকার অন্যায় না করে জীবন ধারণ করেছে। তিনি এই কারণে সন্তুষ্ট ছিলেন যে, সে কী করে আরও সৎ থাকা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট ছিল। খ্রীষ্ট বিশেষ করে যুবকদেরকে এবং ধনী যুবকদেরকে দেখতে ভালবাসেন, যারা তাঁর কাছে এসে আগ্রহভরে স্বর্গে যাওয়ার পথ সম্পর্কে জানতে চায়।

খ. এখানে আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে এই যুবকটির দুঃখজনক বিদায় দেখতে পাই।

১. খ্রীষ্ট তাকে একটি পরীক্ষামূলক আদেশ দিলেন, যার মাধ্যমে বোঝা যাবে যে, সে সত্যিই আন্তরিকভাবে অনন্ত জীবনের জন্য লক্ষ্য স্থির করেছে কি না এবং এর প্রতি নিজেকে চালিত করবে কি না। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে, সে মনে প্রাণে তাই চায়। আর যদি তাই হয়, তাহলে সে লক্ষ্যেই তার কাজ করা উচিত। কিন্তু তার হৃদয় কি আসলেই সেই ইচ্ছা পোষণ করে? তাকে পরশ পাথরের কাছে নিয়ে আসা হোক।

(১) সে কি তার সকল ধন সম্পদ পরিত্যাগ করে যীশু খ্রীষ্টের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য তার মনকে সায় দিতে পারবে? তার অনেক জমিজমা এবং সম্পদ রয়েছে এবং এখন, খ্রীষ্টান মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠার শুরুতেই, প্রয়োজনের খাতিরে যাদের জমিজমা আছে তা বিক্রি করে দিতে হবে এবং সমস্ত অর্থ প্রেরিতদের চরণে সমর্পণ করতে হবে; কি করে সে এই কথা মেনে নেবে? (প্রেরিত ৪:৩৪,৩৫)। সে যেহেতু খ্রীষ্টান বিশ্বাসী হয়েছে, তাই কিছু দিন পর তার উপরে অত্যাচার এবং নির্যাতন শুরু হবে, আর তখন নিশ্চয়ই তাকে তার সমস্ত জমি ও সম্পদ বিক্রি করে দিতে বাধ্য করা হবে বা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে; তখন কি সে তা পছন্দ করবে? তাকে এখনই সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনাটি জানতে দেওয়া হোক; যদি সে এই শর্তগুলো মেনে আসতে না পারে তাহলে সে এখনই থেমে যাক। "যা তোমার কাছে বেশি পরিমাণে আছে তা বিক্রি করে দাও এবং তোমার জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন তা ক্রয় কর।" সম্ভবত তার কোন পরিবার ছিল না যাকে তার ভরণ পোষণ করতে হত। তাহলে সে যেন দরিদ্রদের পিতা হয় এবং তাদেরকে তার উত্তরাধিকারী করে। প্রত্যেক মানুষকে তার সামর্থ্য অনুসারে অবশ্যই দরিদ্রদের সাহায্য করা উচিত এবং সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যখন সুযোগ আসবে, তখন অবশ্যই তাদেরকে এই কাজ করার জন্য সচেষ্ট থাকা উচিত। পার্থিব সম্পদ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র এই জগতে আমরা যে স্থানে আছি সেই স্থানে থেকে আমাদের সকল ব্যয় বহন করার জন্য নয়; সেই সাথে বরং আমাদের জন্য তালন্ত হিসেবে, যাতে করে তা আমাদের মহান প্রভুর মহিমা ও গৌরবের জন্য এই জগতে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং কাজে লাগাতে পারি, যিনি এর জন্য আদেশ দিয়েছেন; যাতে করে দরিদ্ররাও সব সময় আমাদের সাথে তার গ্রহীতা হতে পারে।

(২) সে যদি খ্রীষ্টের একজন শিষ্য হতে চায়, তার জন্য তাকে যে ধরনের মূল্য প্রদান করতে হবে, তার জন্য কি সে তার মনে সায় পেয়েছে এবং সে কি স্বর্গে পুরস্কার পাওয়ার জন্য নিশ্চিত? সে খ্রীষ্টকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য তাকে আরও কী কী কাজ করতে হবে। খ্রীষ্ট তাকে এ বিষয়ে বললেন, সে যদি এর জন্য দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং চড়া মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে, তাহলেই সে তা লাভ করতে সক্ষম হবে। সে কি সত্যিই বিশ্বাস করে যে, স্বর্গে তার জন্য পর্যাপ্ত ধন সঞ্চিত আছে, যার জন্য সে এখন এই জগতে তার সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করতে পারে, কিংবা হারাতে পারে, বা বিলিয়ে দিতে পারে, শুধু খ্রীষ্টের জন্য? সে কি খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে কাজ করতে পারবে? সে কি তার ভবিষ্যৎ মুকুটের জন্য খ্রীষ্টের যা কিছু প্রাপ্য সেই সম্মান তাঁকে দিতে পারবে এবং তার বর্তমান ক্রুশ বহন করতে পারবে?

২. এই কথা শুনে সে প্রস্থান করলো (পদ ২২): এই কথায় সে বিষণ্ন হল; সে দুঃখিত হয়েছিল এই কারণে যে, সে যত সহজে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা যাবে বলে মনে করেছিল,

তত সহজে সে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে পারছিল না। সে খুব সহজে অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারবে না এবং সেই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হতে পারবে না। তাকে এর জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে। কিন্তু যেহেতু সে শিষ্য পদ অর্জন করার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন তা করতে পারবে না, তাই সে আর সেই আশা করতে পারলো নাঃ সে দুঃখিত হয়ে চলে গেল। এখানে এই সম্পর্কিত সত্য কথাটি বলা হয়েছে (মথি ৬:২৪): "তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসী করতে পার না।" কিন্তু সে তার ধন-সম্পত্তিকে খ্রীষ্টের চাইতে বড় করে দেখেছিল, যেভাবে এ আগে বেশিরভাগ লোক খ্রীষ্টের চাইতে এই পৃথিবীকে বড় করে দেখেছিল। সে তার মনের মাঝে যে ইচ্ছা ছিল তা পূর্ণ করার জন্যই এসেছিল। তথাপি সে চলে গেল এবং তা পরিত্যাগ করল, কারণ সে তার নিজের মূল্যের বিনিময়ে তা গ্রহণ করতে চাইল না। যে বিষয়টি এই যুবকটির জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছিল তা হচ্ছে, তার প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছিল। আর এভাবেই বোকা লোকের ধন-সম্পদ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয় এবং যারা ধন-সম্পত্তির মধ্য দিয়ে দিন কাটায়। তারা ঈশ্বরকে এই কথা বলতে প্ররোচিত হয়, "আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও;" কিংবা তাদের হৃদয়কে তারা বলে, "ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সর।"

গ. এখানে আমরা শিষ্যদের সাথে খ্রীষ্টের কথোপকথন দেখতে পাই। আমরা অনেক সময় এই কথা বলতে যা এই ইচ্ছা প্রকাশ করতে প্রলোভিত হই যে, খ্রীষ্ট হয়তো আরও কোমলভাবে তাঁকে অনুসরণ করা সম্পর্কে সেই কথাটি বলতে পারতেন, যা এই যুবকটিকে ভীত করে তুলেছিল। তিনি নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা প্রদান করার মধ্য দিয়ে এই কথার মাঝে যে কাঠিন্য আছে তা তুলে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি জানেন সকল মানুষের হৃদয়ের মাঝে কি আছে। তিনি তাকে তাঁর অনুসারী হওয়ার জন্য জোর করতে পারেন না বা সুপারিশ করতে পারেন না, কারণ সে ছিল একজন ধনী ব্যক্তি এবং একজন শাসক। কিন্তু সে যদি চলে যেতে চায় তাহলে সে চলে যাক। খ্রীষ্ট কোন সময় কোন মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে থাকতে বাধ্য করবেন না। আর সেই কারণে আমরা এটা দেখি না যে, খ্রীষ্ট তাকে পেছনে ফিরে ডেকেছিলেন, বরং তিনি এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর শিষ্যদেরকে দু'টি বিষয় শিক্ষা দিয়েছিলেন।

১. তাদের পরিত্রাণ লাভের সমস্যা হবে, যাদের এই জগতে প্রচুর ধন সম্পত্তি আছে; কারণ এমন লোক অল্প কয়েকজনই আছে, যারা এই ধন-সম্পদের মায়া ত্যাগ করতে পারে, যাতে করে তা খ্রীষ্টের জন্য ত্যাগ করা সম্ভব হয় কিংবা উত্তম কাজের জন্য বিলিয়ে দেওয়া যায়।

(১) এখানে খ্রীষ্ট এই কথা যুক্ত করেছেন; তিনি তাঁর শিষ্যদের দিকে তাকালেন, কারণ তিনি যা কিছু বললেন, তার জন্য তাঁদের মনযোগ আকর্ষণ করতে চাইলেন, যাতে করে এ মাধ্যমে তাঁরা সঠিকভাবে ঘটনাটি বিচার করতে পারেন এবং তাঁদের নিজেদের ভুলগুলো সম্পর্কে বুঝতে পারেন এই পার্থিব সম্পদ সম্পর্কে, যা তাঁরা অনেক সময়ই বেশি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে থাকেন। যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর! পদ ২৩। তাদের সামনে অনেক ধরনের সমস্যা আসবে, যা তাদেরকে উৎরে যেতে হবে, যা দরিদ্র মানুষের সামনে কখনোই আসবে না। তিনি নিজেই তা তাঁদের সামনে ব্যাখ্যা করে বললেন (পদ ২৪), যেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বৎসগণ, অর্থাৎ সন্তান বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ এভাবেই

তাঁদেরকে সম্বোধন করে শিক্ষা দান করা প্রয়োজন। তিনি তাঁদেরকে সে ধরনের বিষয় সম্পর্কেই অবহিত করতে চান, যে সম্পর্কে তাঁদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন, এই বিষয়টি হচ্ছে তার চাইতেও মূল্যবান কিছু, যার জন্য এই যুবকটি খ্রীষ্ট এবং অনন্ত জীবনের আশা ফেলে রেখে চলে গেল। আর সেই কারণেই তিনি এখানে বলছেন, "বৎসগণ, যারা ধনে নির্ভর করে, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে কেমন দুষ্কর!" এখানে তিনি তাদেরকে এই কথা বলছেন যে, তাদের ধনসম্পত্তি থাকাটা কোন আশঙ্কার বিষয় নয় কিন্তু তারা যখন এই ধন সম্পত্তির উপর নির্ভর করে, তখনই তা হয়ে যায় আশঙ্কার বিষয়। তারা ধন সম্পদের কাছে নিরাপত্তা, নির্দেশনা এবং সুখ শান্তি লাভ করতে চায়, যা কখনোই উচিত নয়, বরং এই সমস্ত কিছু চাওয়া উচিত একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে, "তুমিই আমার একমাত্র আশা" (ইয়োব ৩১:২৪)। তারা এই পৃথিবীর সম্পদের উপরে এতটাই গুরুত্ব আরোপ করে এবং মূল্য প্রদান করে যে, যার কারণে তারা খুব সহজেই খ্রীষ্ট এবং তাঁর অনুগ্রহের প্রতি আর ততটা গুরুত্ব প্রদান করে না। যাদের অনেক বেশি ধন সম্পদ রয়েছে, কিন্তু সে সবে বিশ্বাস করে না, তারা সে সবের অসারতা দেখতে পায়। যখন তারা সে সবের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের সুখ রচনা করতে চায়, তখনই তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু তাদের খুব অল্পই প্রয়োজন হবে, যদি তারা খুব অল্প আকাঙ্খা করে এবং তারা সেই অল্প সম্পদেই সন্তুষ্ট থাকে, এটি তাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসে। তিনি এই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, পদ ২৫: "যারা ধনে নির্ভর করে, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে কেমন দুষ্কর! ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সুচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ।" এখানে এই কথার অর্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ অনেকে এই বিষয়টিকে আক্ষরিক অর্থে বিচার করে।

[১] অনেকে মনে করেন যে, যিরূশালেমে নিশ্চয়ই কোন সরু দরজা বা ফটক আছে, যা সাধারণত সুচের ছিদ্র নামে পরিচিত, বিশেষত এর সরু আকৃতির কারণে, যার ভেতর দিয়ে কোন উট যেতে পারে না, যদি না তার পিঠ থেকে মালপত্র সরিয়ে ফেলা হয় এবং হাঁটু গেড়ে বসানো না হয়, বিশেষ করে উটের ক্ষেত্রে (আদি ২৪:১১)। সে কারণে একজন ধনী মানুষ কখনোই স্বর্গে যেতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এই পার্থিব সম্পদের বোঝা তার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে এবং নম্রভাবে ধর্মীয় আচার আচরণ ও বিধি-বিধান পালন না করে; এবং তখনই কেবল সে সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

[২] অন্যরা মনে করেন যে, যে শব্দটিকে আমরা উট হিসেবে অনুবাদ করি, সেটি দিয়ে আসলে কোন ধরনের দড়ির কথা বুঝানো হয়েছে, যা আসলে কখনই সুচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করানো সম্ভব নয়, তথাপি এই ধারণাটির স্বপক্ষেও যুক্তি রয়েছে। একজন ধনী ব্যক্তিকে যদি একজন দরিদ্র ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে দড়ির কাছে এক গাছি সুতার মতই তুলনা করা হবে। এই দড়ি সুতার চেয়ে মজবুত ঠিকই, কিন্তু তা সুতার মত নমনীয় নয় এবং তা কোন মতেই সুচের ছিদ্র দিয়ে যেতে পারবে না, যদি না এর প্যাঁচ খুলে ফেলে সুতায় পরিণত করা না হয়। সেইভাবে ধনী ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই তাদের ধন-সম্পদের কাছ থেকে দূরে সরে আসতে হবে এবং তাহলেই তাদের জন্য কিছু আশা সঞ্চিত

থাকলেও থাকতে পারে, কারণ তাহলে সে সুতায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর এক এক করে নিশ্চয়ই সুচের ছিদ্র দিয়ে যেতে পারবে। নতুবা সে কোন ধরনের মঙ্গল সাধন করতে পারেব না, শুধুই পৃথিবীতে নোঙ্গর গেড়ে বসে থাকবে।

(২) এই সত্যটি শিষ্যদের জন্য খুবই বিস্ময়কর ছিল: তাঁর কথায় শিষ্যরা আশ্চর্য হলেন, পদ ২৪। তখন তাঁরা অতিশয় আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তবে কে পরিত্রাণ পেতে পারে?" তারা জানতেন যে, যিহূদী শিক্ষকদের মূল স্পর্শকাতর বিষয়টি কী ছিল, যারা এ কথা নিশ্চিত করে বলতেন যে, ঈশ্বরের আত্মা ধনী ব্যক্তিদের অন্তরে বাস করেন। শুধু তাই নয়, তারা এ কথা মনে করতো যে, পার্থিব সম্পদের জন্য নানা ধরনের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে পুরাতন নিয়মে। তারা এ কথা ভাবতে পছন্দ করতো যে, সকল ধনী বা স্বচ্ছল ব্যক্তির জীবনেই অনুগ্রহ বর্ষিত হবে এবং যারা ধনী তাদের ভাল কাজ করার আরও বেশি সুযোগ আছে। সে কারণে তারা নিশ্চয়ই এই কথা শুনে বিস্মিত হবে যে, স্বর্গে প্রবেশ করা ধনী ব্যক্তিদের জন্য দুষ্কর।

(৩) খ্রীষ্ট তাঁদেরকে এর প্রেক্ষিতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতার কথ বলার মধ্য দিয়ে শান্ত করলেন, যাতে করে তাঁরা এ কথা বুঝতে পারেন যে, ঈশ্বরের ক্ষমতার মধ্য দিয়ে ধনী ব্যক্তিরা তাদের পরিত্রাণের পথে যে সমস্ত বাধা বিপত্তি থাকে তা কাটিয়ে উঠতে পারে (পদ ২৭)। তিনি তাঁদের দিকে তাকালেন, যাতে করে তিনি তাঁদের মনযোগ আকর্ষণ করতে পারেন এবং বললেন, "এটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বরের পক্ষে সকলই সম্ভব। ধনী ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের যোগ্যতার গুণে এই সকল বাধা পার হতে পারবে না, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে তারা তা করতে সক্ষম হবে, কারণ তাঁর দ্বারা সব কিছুই সম্ভব।" যদি কেউ স্বর্গে যেতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই সমস্ত পিছু টান ছেড়ে সমস্ত গৌরব ও মহিমা ঈশ্বরকে প্রদান করে আসতে হবে।

২. এই জগতে যাদের সামান্য সম্পদ আছে, তাদের পরিত্রাণের মহত্ব এবং তা খ্রীষ্টের জন্য ছেড়ে দেওয়া। এটি তিনি বলেছিলেন পিতরের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে এবং তাঁর অন্যান্য শিষ্যদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেও তিনি এই কথা বলেছিলেন: "দেখুন," পিতর বললেন, "আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করে আপনার পশ্চাদগামী হয়েছি," পদ ২৮। "তোমরা খুবই ভাল কাজ করেছ," খ্রীষ্ট বললেন, "এবং শেষ দিনে গিয়ে এটা প্রমাণ হবে যে, তোমরা নিজেদের ভালর জন্যই কাজ করেছ। তোমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেওয়া হবে এবং তোমাদের মধ্যে যারা সামান্য অংশ আমার জন্য ত্যাগ করেছ, তারা এর শত গুণ ফেরত পাবে। কিন্তু যাদের প্রচুর পরিমাণে ধন-সম্পদ আছে, এমন কি তা যদি এই ধনী যুবকটির যে পরিমাণ সম্পদ আছে সেই পরিমাণও হয়, তারপরও তারা খ্রীষ্টের জন্য এই সম্পদ ত্যাগ করতে পারবে না। তাই তারা সেই অনন্ত জীবনের যোগ্য হবে না।"

(১) এই ক্ষতি অপূরণীয়। তিনি নির্দিষ্ট করে বলেছেন:

[১] পার্থিব সম্পদ: এখানে ঘর-বাড়ির কথা প্রথমে বলা হয়েছে এবং জমি-জমার কথা শেষে বলা হয়েছে: যদি কোন ব্যক্তি তার বাড়ি ত্যাগ করে, যা তার বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং যদি সে তার জমি-জমা ত্যাগ করে, যা ব্যবহৃত হয় তার ভরণ-পোষণের জন্য, তাহলে অবশ্যই সে ভিক্ষুক বলে গণ্য হবে এবং তাকে সকলে ধরে সমাজচ্যুত করবে। এটি ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের কষ্টভোগের একটি রীতি ছিল। তারা ঘর-বাড়ি এবং জমি

-জমাকে বিদায় জানাতেন, যদিও তা অত্যন্ত আদরণীয় এবং আকাঙ্খিত ছিল এবং তারা তা পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তারা এই সব কিছু ত্যাগ করেন কারণ তাদের জন্য স্বর্গে একটি বাড়ি রয়েছে এবং তারা ঈশ্বরভক্তগণের আলোতে বসবাস করার জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন, যেখানে তারা প্রাসাদে বসবাস করবেন।

[২] প্রিয়তম সম্পর্কগুলো: পিতা এবং মাতা, স্ত্রী এবং সন্তান, ভাই এবং বোন। এসবের ক্ষেত্রে পার্থিব স্বচ্ছলতার চাইতে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশি জড়িত। এই সম্পর্কগুলো না থাকলে এই জগত পরিণত হত এক মরু প্রান্তরে। তথাপি যখন আমরা খ্রীষ্টের ও এই সম্পর্কগুলোর মাঝখানে এসে দাঁড়াবো, তখন আমাদেরকে অবশ্যই এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা অন্য যে কোন প্রাণীর চাইতে খ্রীষ্টের প্রতি আরও বেশি ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। সেই কারণে তাঁর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সমস্ত পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে এবং লেবীর মত করে পিতা ও মাতাকে বলতে হবে, "আমি তোমাদেরকে চিনি না।" উত্তম ব্যক্তির সততা এবং ভালবাসার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হল, যখন তার কোন আইনগত এবং দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতি ভালবাসার সথে খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসার প্রতিযোগিতা হয়। যে কারও পক্ষে খ্রীষ্টের জন্য কামনা বাসনা ত্যাগ করা অত্যন্ত সহজ, কারণ যা তার ভেতর থেকে উৎপত্তি হয় তা সহজেই দমন করা যায়। কিন্তু একজন পিতা, একজন ভাই, একজন স্ত্রী, যাদেরকে একজন ব্যক্তি অত্যন্ত ভালবাসে, তাদেরকে খ্রীষ্টের জন্য ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। তবুও তার এ কাজ করতে হবে, যাতে করে সে খ্রীষ্টকে ত্যাগ না করে বা তাঁকে অস্বীকার না করে। এই ক্ষতি এমনই হয়ে থাকে; কিন্তু এটি হয়ে থাকে খ্রীষ্টের জন্য, যাতে করে তিনি সম্মানিত হন, তাঁর সুসমাচার যেন আরও প্রচারিত হয় এবং এর প্রসার যেন বৃদ্ধি পায়। এর অর্থ কোন ধরনের কষ্ট ভোগ করা নয়, বরং এটি হচ্ছে খ্রীষ্টের জন্য ত্যাগ করা।

(২) আর এই কারণেই এর সুফল হবে অত্যন্ত লাভজনক:-

[১] "এমন কেউ নেই, যে আমার জন্য ও ইঞ্জিলের জন্য আপন গৃহ বা ভাই-বোন বা পিতামাতা বা সন্তান-সন্ততি বা জায়গা-জমি ত্যাগ করেছে, কিন্তু এখন ইহকালে তার শতগুণ না পাবে; সে গৃহ, ভাই-বোন, মা, সন্তান-সন্ততি ও জায়গা-জমি, তাড়নার সঙ্গে এসব পাবে।" সে তার জীবদ্দশায় প্রচুর আরাম-আয়েশ ভোগ করতে পারবে এবং তার সমস্ত ক্ষতি পুরণ করে উঠতে পারবে। খ্রীষ্টের সাথে তার সম্পর্ক, ঈশ্বরভক্তদের সাথে তার যোগাযোগ এবং অনন্ত জীবনে তার অধিকার তার কাছে হয়ে উঠবে তার ভাই, বোন, ঘর-বাড়ি এবং সব কিছু। ঈশ্বরের ক্ষমতার কারণে ইয়োব যা কিছু হারিয়েছিলেন তার দ্বিগুণ পরিমাণ ফেরত পেয়েছিলেন। কিন্তু যে সকল খ্রীষ্টান বিশ্বাসীরা কষ্ট ভোগ করছেন, তারা তাদের সমস্ত ক্ষতির এক শত গুণ পরিমাণ আরাম-আয়েশ ফেরত পাবেন, কারণ পবিত্র আত্মা তাদের সমস্ত প্রকার ক্ষতিপূরণ দান করবেন। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করুন, এই কথাটি মার্ক এখানে যুক্ত করেছেন, তাড়নার সাথে। এমন কি যখন তারা খ্রীষ্টের কারণে পার্থিব সমৃদ্ধি লাভ করবেন, তখনও তাদেরকে তার জন্য কষ্ট ভোগ করার চিন্তা মাথায় রাখতে হবে। তারা কখনোই নির্যাতন ও অত্যাচারের আওতা থেকে বাইরে আসতে পারবেন না, যতক্ষণ না তারা স্বর্গে না গমন করেন। শুধু তাই নয়, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এই নির্যাতন বর্তমান সময়ের গৃহীত সকল দানের সাথেই আসবে; কারণ আমাদের শুধু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করলেই চলবে না, সেই সাথে তাঁর নামের জন্য কষ্ট ভোগও করতে হবে,

তবে এখানেই শেষ নয়।

[২]তাদের জন্য পরবর্তীতে যে রাজ্য আসছে, সেখানে তারা অনন্ত জীবন লাভ করবে। যদি তারা এই জগতে একশো গুণ লাভ করে, তাহলে যে কেউ মনে করতে পারে যে, তাদের আর এর পরে আর কোন কিছু চাওয়ার জন্য আকাঙ্খী হওয়া উচিত নয়। তথাপি যদি তা কোন ছোট্ট বিষয় হত, তাহলে তারা অনন্ত জীবনে বসবাসের জন্য তর্ক করতে পারতো; যা দশ হাজার গুণ পরিমাণ, তাদের সকল ক্ষতির তুলনায় দশ হাজার গুণ বেশি সুফলজনক। কিন্তু যেহেতু শিষ্যরা অনেক বেশি কথা বলতে লাগলেন এবং নিজেরাই এ কথা বলতে লাগলেন যে, তাঁরা খ্রীষ্টের জন্য সব কিছু ছেড়ে চলে এসেছেন, সে কারণে তিনি তাঁদেরকে বললেন যে, যদিও তাঁদেরকে প্রথমে আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের পরেও অনেককে শিষ্য হিসেবে আহ্বান করা হবে, যাদেরকে তাঁদের আগে গুরুত্ব প্রদান করা হবে; যেমন ছিলেন প্রেরিত পৌল, যাঁকে নির্দিষ্ট সময়ে আহ্বান করা হয়েছিল এবং তথাপি তিনি অন্য যে কোন প্রেরিতের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করেছিলেন সুসমাচার প্রচার করার জন্য (১ করিন্থীয় ১৫:১০)। এই কারণে যে প্রথম সে শেষে যাবে এবং যে শেষে থাকবে সে প্রথমে আসবে।

মার্ক ১০:৩২-৪৫ পদ

এখানে আমরা দেখি:

ক. খ্রীষ্টের নিজ কষ্টভোগ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্বাভাস। এই কথা তিনি অনেকবারই বলেছেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যদের কাছে এই কথা খুবই কর্কশ এবং অসন্তোষজনক বলে মনে হত।

১. এখানে লক্ষ্য করুন, তিনি কতটা সাহসী ছিলেন। যখন তাঁরা যিরূশালেমের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, সে সময় যীশু তাঁদের অগ্রে অগ্রে চলছিলেন, কারণ তিনিই ছিলেন আমাদের পরিত্রাণের অধিনায়ক, যা তাঁর কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করবে, পদ ৩২। এভাবেই তিনি নিজেকে তাঁর সকল মধ্যস্থতামূলক কাজে অগ্রগামী হিসেবে দেখিয়েছেন আর এখন তিনি এর সবচেয়ে কঠিন অংশে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখন সময় হাতের কাছে এসে গেছে, তিনি বলছেন, "দেখ, আমি এসেছি।" তিনি কখনোই পিছু হটবেন না, অর্থাৎ তিনি শুধুই সামনে এগিয়ে যাবেন। যীশু তাঁদের অগ্রে অগ্রে চলছিলেন এবং তখন তাঁরা আশ্চর্য হলেন। তাঁরা এখন উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে, তাঁরা নিজেদেরকে কত বড় বিপদের মধ্যে জড়িয়ে ফেলছেন, যখন তাঁরা যিরূশালেমে প্রবেশ করবেন। তাঁদের প্রভুর এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সেনহেড্রিন অনেক বড় অভিযোগ নিয়ে বসে আছে; এবং তাঁরা সেই মহা বিপদের কথা চিন্তা করে ক্রমেই আরও বেশি করে ভয়ে প্রকম্পিত হচ্ছেন। তাই তাঁদেরকে সাহস দেওয়ার জন্য খ্রীষ্ট আগে আগে চলতে লাগলেন। "এসো," তিনি বললেন, "তোমাদের প্রভু যেখানে যাবেন তোমরাও নিশ্চয়ই সেখানে যাবে।" লক্ষ্য করুন, যখন আমরা আমাদের নিজেদেরকে যন্ত্রণার মাঝে প্রবেশ করতে দেখি, তখন যদি আমাদের প্রভু আমাদের আগে আগে সেখানে যান, তাহলে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক হয়। কিংবা, তিনি তাঁদের আগে আগে গিয়েছিলেন, আর এই কারণে তাঁরা

বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁরা এ বিষয়টি অত্যন্ত মনযোগ সহকারে লক্ষ্য করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট কতটা আনন্দের সাথে অথবা নিরুদ্বিগ্নতার সাথে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে, সেখানে গিয়ে তাঁকে কষ্টভোগ করতে হবে এবং মৃত্যুবরণ করতে হবে। লক্ষ্য করুন, আমাদের পরিত্রাণ প্রদানের জন্য খ্রীষ্টের এই সকল সাহস এবং দৃঢ়চেতা মনোভাব তাঁর সকল শিষ্যের জন্য বিস্ময়ের বিষয় ছিল এবং সব সময়ই থাকবে।

২. এখানে দেখুন, তাঁর শিষ্যরা কতটা ভীরু এবং আতঙ্কিত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন: *আর যারা পশ্চাতে চলছিলেন, তাঁরা ভয় পেলেন*। তাঁরা নিজেদের জন্য ভয় পাচ্ছিলেন, কারণ তাতে না আবার তাঁরা নিজেরাই বিপদের মুখে পড়েন। তাঁদের অবশ্যই এ ধরনের ভয় পাওয়ার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। তাঁদের প্রভুর সাহস দেখে নিশ্চয়ই তাঁদের ভেতরে সাহসিকতার চেতনার সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল।

৩. এখানে দেখুন, তিনি তাঁদের ভয় দমন করার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি যে বিষয়টি ঘটতে চলেছে সেই বিষয়টি সম্পর্কে তাঁদের কোন ধরনের অভয় প্রদান করলেন না, কিংবা তাঁদেরকে এ ধরনের আশা প্রদান করলেন না যে, তাঁরা যে ঝড়ের মুখে পড়তে যাচ্ছেন সেখান থেকে তাঁরা পালিয়ে আসতে পারবেন। বরং তিনি তাঁদেরকে এ কথাই আবারও বললেন, যে কথা তিনি তাঁদেরকে এর আগেও বলেছেন, যে সমস্ত ঘটনা তাঁর প্রতি ঘটবে। তিনি এর সবচেয়ে খারাপ দিকটি সম্পর্কে জানতেন এবং সেই কারণে তিনি এভাবে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকেও এর সবচেয়ে খারাপ কী হতে পারে তা জানাতে চান। "এসো, ভয় কোরো না;" কারণ:-

(১) এর কোন প্রতিকার নেই। এই বিষয়টি স্থির হয়ে গেছে এবং তা কোন মতেই এড়ানো যাবে না।

(২) শুধুমাত্র মনুষ্যপুত্রকেই কষ্ট ভোগ করতে হবে। তাঁদের যন্ত্রণা ভোগ করার সময় এখন হাতের কাছে এসে গেছে, তিনি এখন তাঁদের নিরাপত্তা বিধান করবেন।

(৩) তিনি আবার পুনরুত্থিত হবেন, তাই তিনি এখন যে কষ্ট ভোগ করবেন তা তাঁর জন্য গৌরবময় হয়ে দেখা দেবে এবং যারা তাঁর নিজের লোক তাদের সকলের জন্যই তা সুফল বয়ে নিয়ে আসবে, পদ ৩৩,৩৪। এখানে খ্রীষ্টের যন্ত্রণা ভোগের প্রক্রিয়া এবং খুঁটিনাটি সম্পর্কে অন্য যে কোন স্থানের তুলনায় আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে– তাঁকে প্রথমে ইষ্কারোতীয় যিহূদার মধ্য দিয়ে মহাপুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে, কিন্তু তাদের হাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সে কারণে তারা তাঁকে অযিহূদীদের হাতে তুলে দেবে, রোমীয় সাম্রাজ্যের হাতে। তারা তাঁকে নিয়ে উপহাস করবে, তাঁকে চাবুক মারবে, তাঁর গায়ে থুতু দেবে এবং তাঁকে হত্যা করবে। খ্রীষ্টের অন্তদৃষ্টি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ এবং যথার্থ, সেটি শুধু তাঁর নিজের মৃত্যুর ক্ষেত্রেই নয়, বরং এর সকল প্রকার আগ্রাসক পারিপার্শ্বিকতার ক্ষেত্রেও। তথাপি এভাবেই তিনি এই ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন ।

খ. তিনি তাঁর দুই জন শিষ্যকে তাঁদের উচ্চাকাঙ্খা প্রযুক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে যেভাবে তিরস্কার করলেন। এখানে যে ঘটনাটি আমরা দেখি তা আমরা এর আগে মথি ২০:২০ পদে পেয়েছি। কেবলমাত্র সেখানে এই কথা বলা হয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের মায়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে খ্রীষ্টের কাছে এই আবেদন জানিয়েছিলেন। আর এখানে বলা

হচ্ছে যে, তাঁরা নিজেরাই এই আবেদন করেছিলেন। মথিতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের মা তাঁদের পক্ষ হয়ে তাদের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং এখানে বলা হচ্ছে তাঁরা নিজেরাই খ্রীষ্টকে এ কথা বলেছিলেন। লক্ষ্য করুন:

১. এক দিকে এমন অনেকে রয়েছে, যারা খ্রীষ্ট আমাদেরকে প্রার্থনার জন্য যে উৎসাহ দিয়েছেন এবং সাহস যুগিয়েছেন তা কোনমতেই প্রয়োগ করে না বা ব্যবহার করে না, কিন্তু এমন অনেকেই রয়েছে যারা এর অপব্যবহার করে। তিনি বলেছিলেন, "যাচ্ঞা কর, তোমাদেরকে দেওয়া যাবে।" এটি হচ্ছে তিনি যে মহান বিষয়ের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই বিষয়ের প্রতি চাওয়ার ব্যাপারে প্রশংসাযোগ্য বিশ্বাস। কিন্তু তাঁর শিষ্যদের জন্য এই ধরনের অতিরিক্ত চাহিদা একেবারেই অনুচিত হয়েছে: "আমরা চাই আমরা যা আকাঙ্খা করেছি তেমনটিই আপনি করুন।" আমাদের উচিত হবে তিনি আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা এবং তিনি তখন আমাদের চাওয়ার অতিরিক্ত দেবেন (ইফিষীয় ৩:২০)।

২. আমাদেরকে অবশ্যই সাধারণ ওয়াদা করার সময় সতর্ক থাকতে হবে। খ্রীষ্ট কখনোই তারা যা চায় তা দেওয়ার জন্য কাজ করবেন না, বরং তিনি তাদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন যে, তারা কি চেয়েছিল। "তোমাদের জন্য করার আর কি বাকি আছে আমার?" তিনি তাদেরকে তাদের চাহিদা অনুসারে দান করবেন, যাতে করে তারা শেষ পর্যন্ত এর কারণে লজ্জিত হয়।

৩. অনেকেই খ্রীষ্টের রাজ্য সম্পর্কিত এক ধরনের মিথ্যে ধারণা পোষণ করে, যেন তা এই পৃথিবীর কোন অংশ এবং তা যেন এই জগতের রাজ্যসমূহের অংশ বা সমগোত্রীয়। যাকোব এবং যোহন এই বলে তাঁদের আবেদন পেশ করা শেষ করলেন যে, যদি খ্রীষ্ট আবারও উত্থিত হন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই একজন রাজা হবেন। আর তিনি যদি রাজা হন, তাহলে যেন তাঁর শিষ্যরা তাঁর সভাসদ বা সঙ্গী হতে পারেন এবং তাঁরা যেন সিংহাসনে সবচেয়ে নিকটবর্তী সভাসদ হতে পারেন, কিংবা তাঁর সিংহাসনের ঠিক পাশে বসতে পারেন; ঠিক যেমন যোষেফ ফরৌণের আসনের পাশে বসতেন, কিংবা দানিয়েল দারিয়াবসের সিংহাসনের পাশে বসতেন।

৪. স্বর্গীয় সম্মান এক ধরনের জাঁকজমকপূর্ণ বিষয়, যার দ্বারা খ্রীষ্টের নিজ শিষ্যদের চোখ অনেক সময় ধাঁধিয়ে যায়। যেখানে তাঁদের আরও বেশি ভাল হওয়ার জন্য মনযোগী হওয়ার কথা, সেখানে তাঁরা আরও বেশি সম্মানিত ও মহান হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিংবা তাঁরা ক্ষমতা পাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

৫. আমাদের দুর্বলতা এবং অপরিপক্ক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় আমাদের প্রার্থনার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আমাদের কথাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, যখন আমরা ঈশ্বরের সাথে কথা বলি, এর কারণ হচ্ছে আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্নতা; এর দু'টোই হতে পারে খ্রীষ্ট সংক্রান্ত এবং এবং আমাদের নিজেদের বিষয়ে। ঈশ্বরের পরামর্শকে উপেক্ষা করা এবং জ্ঞানের খোঁজ করা বোকামি।

৬. খ্রীষ্টের ইচ্ছা এই যে, আমরা যেন কষ্টভোগ করার জন্য প্রস্তুত হই এবং আমরা যেন তাঁর কাছ থেকে এর উপশম এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকি। তাঁর লোকদের প্রতি দায়িত্ব পালনের কথা মাথায় রাখার প্রয়োজন নেই, যা অহশ্বেরস করেছিলেন, কারণ তিনি কখনোই বিশ্বাস এবং ভালবাসার কাজের কথা ভুলে যান না। আমাদেরকে অবশ্যই

খ্রীষ্টের ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে, যাতে করে আমরা এ কথা জানার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং অনুগ্রহ অর্জন করতে পারি যে, তিনি আমাদের জন্য কীভাবে কষ্টভোগ করেছিলেন। তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবো এবং এ কথা বিশ্বাস করতে পারবো যে, তিনি নিজেই আমাদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে ডেকে নেবেন যেন আমরা তাঁর সাথে তাঁর রাজ্যে রাজত্ব করতে পারি। আমরা তখন জানতে পারব যে, কখন, কোথায় এবং কীভাবে আমাদের মহিমা ও গৌরব প্রকাশিত হবে।

গ. তিনি বাকি সকল শিষ্যদেরকে যেভাবে সতর্ক করে দিলেন, কারণ তাঁরা এই ঘটনায় বিব্রত বোধ করছিলেন। তাঁরা প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হলেন, কারণ যাকোব এবং যোহন বোকার মত কথা বলছিলেন, পদ ৪১। তাঁদের দুজনের এই শ্রেষ্ঠ হওয়ার বাসনার কারণে অন্য সকল শিষ্য তাঁদের উপরে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন, কিন্তু এর কারণ এই নয় যে, তাঁরা শিষ্য হয়ে এই চিন্তা মাথায় আনাটাকে অন্যায্য বা অন্যায় বলে মনে করেছিলেন; বরং এর কারণ হচ্ছে এই যে, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজে নিজে এই সম্মান লাভ করার জন্য আকাঙ্খী ছিলেন। এই শিষ্যরা তাঁদের নিজেদের লক্ষ্য প্রকাশ করে দিলেন, যখন যাকোব এবং যোহন আগেই তা প্রকাশ করে দিলেন, কারণ তাঁরা সকলে যাকোব এবং যোহনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। খ্রীষ্ট এই সুযোগে তাঁদের সকলকেই এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে চাইলেন এবং তাঁদের সুসমাচারের পরিচর্যা কাজের সকল উত্তরসূরীকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিতে চাইলেন, পদ ৪২-৪৪। তিনি তাঁদেরকে খুব পরিচিত এক ভঙ্গিতে ডাকলেন, যাতে করে তিনি তাঁদেরকে নম্রতা সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারেন, যাতে করে তিনি যখন তাঁদেরকে তাঁদের উচ্চাশার জন্য তিরস্কার করবেন, তখন যেন তিনি কখনোই তাঁর শিষ্যদের সাথে এমন ব্যবহার করে না ফেলেন যার কারণে তাঁরা মনে করতে পারেন যে, তিনি তাঁদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন। তিনি তাঁদেরকে দেখালেন যে:

১. সাধারণত পৃথিবীতে কর্তৃত্বের অপব্যবহার ঘটে থাকে (পদ ৪২): শিষ্যরা সম্ভবত অযিহূদীদের উপরে রাজত্ব করতে চাইছিলেন, যাতে করে তাঁরা শাসকদের নাম এবং পদ গ্রহণ করতে পারেন। তাঁরা তাদের উপরে নের্তৃত্ব চর্চা করতে চাইছিলেন এবং এই লক্ষ্যেই তাঁরা এত পরিশ্রম করছেন। তাঁরা আসলে সেই জাতিকে নিরাপত্তা প্রদান করতে আসেন নি এবং তাদের মঙ্গল সাধন করার জন্য আসেন নি, বরং তাঁরা এসেছেন তাদের উপরে কর্তৃত্ব ফলাতে; যাতে করে তারা তাঁদেরকে মান্য করে; কর্তৃত্বের সকল প্রকার পার্থিব বিষয়ের উপরে তাদের আকাঙ্খা ছিল। *Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas– আমার ইচ্ছা এই, আমার আদেশ এই, আমার আইন আমার ইচ্ছা অনুযায়ী চলবে*। তাদের একমাত্র চিন্তা ছিল কিভাবে তারা তাদের নিজেদের দলের এবং গোত্রের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এবং নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য সম্পদ অর্জন করতে পারবেন, কিন্তু তারা যাদের জন্য কাজ করবেন তাদের মঙ্গলের জন্য তারা কোন ধরনের চিন্তা করেন নি।

২. এই কারণে এই ধরনের চিন্তা এবং ধারণা কখনোই মণ্ডলীতে অনুপ্রবেশ করা উচিত নয়: "আমি এভাবে তোমাদের মধ্যে অবস্থান করবো না। যারা তোমাদের অধীনে থাকবে, তাদেরকে অবশ্যই মেষপালকের অধীনে যেমন মেষপাল থাকে, তেমনিভাবে তোমাদের পালন করতে হবে; যে কি না তার মেষপালের প্রতি সদয় চিত্তের, যে তাদেরকে যত্ন করবে এবং তাদেরকে প্রতিপালন করবে এবং তাদেরকে খাওয়াবে। সে তাদের সেবাকারী হিসেবে কাজ করবে, যেভাবে ঘোড়া চালক ঘোড়া চালায়, সেভাবে নয়, কারণ সে ঘোড়ার কাছ

থেকে কাজ আদায় করার জন্য তাকে পেটাতে দ্বিধা করে না এবং এর জন্য সে অর্থ লাভ করে। যে সত্যিকার অর্থেই মহান এবং বড় এবং শ্রেষ্ঠ হতে চায়, যে নিজেকে সকলের সেবাকারী হিসেবে প্রতিপন্ন করে। তাকে অবশ্যই সকলের সামনে নত এবং নম্র হতে হবে, যারা জ্ঞানী এবং উত্তম। যে নিজেকে নিচু করে তাকে উঁচু করা হবে।" কিংবা, "যে নিশ্চিতভাবে বড় এবং মহান, তাকে অবশ্যই সকলের জন্য মঙ্গল সাধনের জন্য ব্রতী হতে হবে। তাকে অবশ্যই সকলের সেবার জন্য সবচেয়ে নিচু স্তরের কাজ করতে হবে এবং কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে হবে। তারা পরবর্তীতে শুধুমাত্র যে সম্মানিত হবে তাই নয়, সেই সাথে তারা এখনও সম্মানিত হবে, যারা এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর।" তাঁদেরকে এই বিষয়ে উৎসাহ দানের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁদের সামনে তাঁর নিজ উদাহরণ স্থাপন করলেন (পদ ৪৫): "মনুষ্যপুত্র প্রথমেই নিজেকে সবচেয়ে কঠিন কষ্ট এবং যন্ত্রণার মধ্যে সমর্পণ করবেন এবং এর পরে তিনি তাঁর গৌরব ও মহিমায় প্রবেশ করবেন। তোমরা এর ভিন্ন আর কী উপায় চিন্তা করতে পার? কিংবা এর চেয়ে আরও সহজে কীভাবে সম্মান পাওয়ার কথা চিন্তা করতে পার?"

(১) তিনি নিজে একজন দাসের বেশ ধারণ করলেন, তিনি সেবা পেতে আসেন নি এবং আপ্যায়িত হতে আসেন নি, বরং সেবা ও পরিচর্যা করতেই এসেছেন এবং আপ্যায়ন করতে এসেছেন, যেন তিনি মহান হতে পারেন।

(২) তিনি মৃত্যুকে বরণ করতেই এসেছেন এবং এর কর্তৃত্বের অধীনে প্রবেশ করতেই এসেছেন। কারণ তিনি তাঁর মৃত্যুর বিনিময়ে অনেকের জীবন বাঁচাতে এসেছেন। তিনি কি ভাল মানুষদের উপকারর্থে মৃত্যুবরণ করেন নি এবং তাঁর এই কাজের জন্য কি আমরা নতুন করে জীবন লাভ করি নি?

মার্ক ১০:৪৬-৫২ পদ

অধ্যায়ের এই অংশটি আমরা এর আগে মথি ২০:২৯ পদে পেয়েছি। তবে একমাত্র পার্থক্য হল, সেখানে দুইজন অন্ধ মানুষের কথা বলা হয়েছিল, আর এখানে আছে একজন মানুষের কথা (লূক ১৮:৩৫)। কিন্তু সেখানে যদি দুইজন থেকেও থাকে, তারপরও একজনের কথাই মূলত বলা হয়েছিল। এখানে এই একজনের নাম হচ্ছে বরতীময়, যার নাম এখানেই শুধু বলা হয়েছে। তাকে একজন অন্ধ ভিক্ষুক হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাকে বলা হত বর্‌তীময়, যার অর্থ হচ্ছে তীময়ের পুত্র। অনেকে মনে করে থাকেন এই নামের অর্থ হল, *অন্ধ ব্যক্তির পুত্র*। সে একজন অন্ধ পিতার অন্ধ পুত্র ছিল, যা তার পরিস্থিতিকে আরও দুঃখজনক করেছিল এবং তার সুস্থতা এই কারণেই এতটা আশ্চর্যজনক ছিল। তার উপরে সুস্থতা খ্রীষ্ট কর্তৃক আত্মিক সুস্থতা প্রদানের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, বিশেষ করে যারা জন্মান্ধ তাদের জন্যই এই সুস্থতা শুধু নয়, সেই সাথে যারা অন্ধ তাদেরকে নতুন জন্ম দেওয়াই খ্রীষ্টের সুস্থতা প্রদানের উদ্দেশ্য।

ক. এই অন্ধ লোকটি ভিক্ষা করছিল: যা ভিক্ষুকেরা আমাদের কাছ থেকে চেয়ে থাকে। লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরের পরিকল্পনার কারণে এই পৃথিবীতে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে অক্ষম এবং যাদের বেঁচে থাকার আর কোন অবলম্বন নেই, তারা অন্যদের দয়ার উপরে বেঁচে থাকে। আমাদের অবশ্যই বিশেষভাবে তাদের প্রতি সকলের যত্ন নেওয়া

উচিত এবং করুণা করা উচিত।

খ. সে প্রভু যীশুর কাছে দয়া ভিক্ষা করে চিৎকার করে উঠল: "আমার প্রতি দয়া করুন, হে প্রভু, দায়ূদের পুত্র।" দুর্দশা অবশ্যই দয়া দেখানোর মত বিষয়। তার নিজ দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা সে দায়ূদের পুত্র যীশুর কাছে উপস্থাপন করেছিল, যার বিষয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, যখন তিনি আমাদের উদ্ধার করতে আসবেন, তখন অন্ধদের চোখ খুলে যাবে (যিশাইয় ৩৫:৫)। খ্রীষ্টের কাছে সাহায্য এবং সুস্থতার জন্য আসতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের চোখ খোলা রেখে আসতে হবে, যিনি দয়া এবং অনুগ্রহের ধারক ও নিশ্চয়তা প্রদানকারী।

গ. খ্রীষ্ট তাকে এই কথা বিশ্বাস করতে বললেন যে, সে অবশ্যই দয়া লাভ করবে; কারণ তিনি দাঁড়ালেন এবং তাকে ডাকার জন্য আদেশ দিলেন। আমাদেরকে অবশ্যই রাস্তায় থেমে যাওয়াকে বাধা মনে করা উচিত না, যদি আমাদের সামনে কোন ভাল কাজ করার সুযোগ আসে। যারা তাকে প্রথমে নিরুৎসাহিত করেছিল, সম্ভবত তারাই এখন বর্তীময়কে খ্রীষ্টের কাছে ডেকে নিয়ে এসেছিল: "ওহে, সাহস কর, উঠ, উনি তোমাকে ডাকছেন; আর তিনি যদি তোমাকে ডেকেই থাকেন, তাহলে তিনি তোমাকে সুস্থ করবেন।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের দয়াপূর্ণ নিমন্ত্রণ প্রদান করা হচ্ছে যেন আমরা তাঁর কাছে আসি। আমাদেরকে আশা দেওয়া হচ্ছে এবং মহা উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে, যাতে করে আমরা তাঁর কাছে আসার জন্য তাড়াহুড়ো করি এবং তাঁর কাছ থেকে আমরা যা চাই তা গ্রহণ করি। দোষী, নিঃস্ব, প্রলোভিত, ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ সকলে সাহস করুক, কারণ তিনি তাদেরকে ক্ষমা করার জন্য আহ্বান করেছেন, তিনি তাদেরকে উপচয় দান করবেন, তিনি তাদেরকে পূর্ণ করবেন, তিনি তাদের পোশাক পরাবেন, তিনি তাদের জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করবেন, যা তাদের ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজন।

ঘ. এই হতভাগ্য লোকটি খ্রীষ্টের কাছে আসার জন্য যথাসাধ্য করলো: সে তার কাপড় ফেলে লাফ দিয়ে উঠে যীশুর কাছে গেল (পদ ৫০)। সে এমন সব কিছু ছেড়ে গেল যার কারণে সে পড়ে যেতে পারে বা পিছিয়ে পড়ার ভয় থাকে; কিংবা খ্রীষ্টের পথে যেতে বাধা দেয় বা তার গতি কমিয়ে দেয় এমন সব কিছুই সে ছেড়ে গেল। যারা খ্রীষ্টের কাছে আসবে তাদেরকে অবশ্যই তাদের অপ্রয়োজনীয় পোশাক খুলে ফেলতে হবে। তাদেরকে নিজেদেরকে সমস্ত বাহ্যিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের ওজন কমিয়ে হালকা হয়ে আসতে হবে এবং যে সমস্ত পাপ পোশাকের মত আমাদেরকে সাথে জড়িয়ে থাকে, সেই সমস্ত পাপ অবশ্য পরিত্যাগ করতে হবে (ইব্রীয় ১২:১)।

ঙ. সে যে বিশেষ কারণে ভিক্ষা চেয়েছিল: তার চোখ যেন খুলে যায়, যাতে করে সে তার নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য চোখ দিয়ে দেখতে পায় এবং সে যেন আর কারও বোঝা হয়ে না থাকে। যারা নিজেদের রুটি নিজেরাই রোজগার করতে চায়, তাদের জন্য এটি অত্যন্ত তীব্র একটি আকাঙ্খা। যেখানে ঈশ্বর মানুষকে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় দিয়েছেন, সেখানে মানুষের জন্য নিজেদেরকে বোকামির মধ্যে ডুবিয়ে রাখা এবং অলস করে রাখা অত্যন্ত লজ্জাজনক কাজ। বিশেষত, এই অবস্থাকে তুলনা করা যায় অন্ধত্ব এবং পঙ্গুত্বের সাথে।

চ. সে তার আকাঙ্খিত অনুগ্রহ লাভ করলো; তার চোখ খুলে গেল (পদ ৫২)। মার্ক এখানে

দু'টি বিষয় যুক্ত করেছেন, যা আমাদেরকে দেখায় যে:

১. কীভাবে খ্রীষ্ট তার প্রতি সাধিত এই অনুগ্রহকে দ্বিগুণ পরিমাণ করে দিলেন, আর তা তিনি করলেন তার বিশ্বাসের উপর সম্মান আরোপ করার মধ্য দিয়ে: "তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করলো। খ্রীষ্টের প্রতি দায়ূদের পুত্র হিসেবে যে বিশ্বাস এবং তাঁর দয়া ও ক্ষমতার উপরে যে বিশ্বাস, তা কখনোই নিষ্ফল নয়। তোমার বিশ্বাসই খ্রীষ্টের কাজকে পরিচালনা দান করেছে, খ্রীষ্ট তোমার বিশ্বাস দেখেই তোমাকে সুস্থ করেছেন।" আমাদের ভেতরে বিশ্বাস থাকলে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ আমাদের জন্য অত্যন্ত সুলভ হবে।

২. কিভাবে তিনি তার প্রতি প্রদত্ত এই অনুগ্রহকে দ্বিগুণ পরিমাণ করলেন: যখন সে তার দৃষ্টি ফিরে পেল, সে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে লাগল। এর মাধ্যমে সে এটি প্রকাশ করলো যে, সে পুরোপুরিভাবে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল, কারণ তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে প্রয়োজন ছিল না, বরং সে একাই পথ চলতে পারছিল। এই প্রমাণের দ্বারা সে এক মহান সাক্ষ্য স্থাপন করেছিল যে, খ্রীষ্ট তার প্রতি কত না অনুগ্রহ করেছেন। আর তাই যখন সে তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিল, তখন সে তাঁকে অনুসরণ করেছিল এবং তার যথাযোগ্য প্রয়োগ ঘটিয়েছিল। খ্রীষ্টের কাছে আত্মিক সুস্থতার জন্য আসা যথেষ্ট নয়, বরং যখন আমরা সুস্থ হব, তখন আমাদেরকে অবশ্যই তাঁকে সব সময়ের জন্য অনুসরণ করতে হবে; যাতে করে আমরা তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দান করতে পারি এবং তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারি। যাদের আত্মিক দৃষ্টি শক্তি রয়েছে, তারা খ্রীষ্টের মধ্যে সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য দেখতে পায়, যা তাদেরকে ক্রমান্বয়ে তাঁর পেছন পেছন অনুসরণ করে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে থাকে। আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত, আমরা যেন সেই আত্মিক দৃষ্টি সব সময়ের জন্য লাভ করতে পারি এবং তা ধরে রাখতে পারি।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ১১

আমরা এখন খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগের সপ্তাহে প্রবেশ করেছি, যে সপ্তাহে খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনা এই সপ্তাহেই ঘটেছিল।

ক. খ্রীষ্ট বিজয়ী বেশে গাধার পিঠে চড়ে যিরূশালেমে প্রবেশ করেন, পদ ১-১১।
খ. তিনি একটি ফলবিহীন ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেন, পদ ১২-১৪।
গ. মন্দিরকে যারা ব্যবসার ক্ষেত্র বানিয়ে ফেলেছিল তাদেরকে তিনি সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন, পদ ১৫-১৯।
ঘ. তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে বিশ্বাসের শক্তি এবং প্রার্থনার কার্যকারিতা নিয়ে কথা বলেন, বিশেষ করে এই ঘটনাটি ঘটে তিনি ফলবিহীন ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দেওয়ার কারণে সেটি শুকিয়ে যাওয়ায়, পদ ২০-২৬।
ঙ. তিনি তাদেরকে প্রত্যুত্তর দেন, যারা তাঁর কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন করেছিল, পদ ২৭-৩৩।

মার্ক ১১:১-১১ পদ

আমরা খ্রীষ্টের প্রকাশ্যে যিরূশালেমে প্রবেশ করার ঘটনাটি দেখতে পাই, যা ঘটেছিল তাঁর মৃত্যুর চার কি পাঁচ দিন আগে। তিনি শহরে প্রবেশ করেছিলেন এক অবিস্মরণীয় পদ্ধতিতে।

১. এর উদ্দেশ্য ছিল এটি দেখানো যে, তিনি যিরূশালেমে তাঁর শত্রুদের ক্ষমতা এবং আক্রোশের কারণে ভীত নন। তিনি চুরি করে শহরে প্রবেশ করেন নি, এমনভাবে তিনি সেখানে প্রবেশ করেন নি যে, তিনি চেহারা দেখাতে চাচ্ছেন না। না, তাঁকে খোঁজার জন্য তাদের গুপ্তচর প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল না, তিনি সকলকে জানিয়ে শুনিয়েই সেই শহরে প্রবেশ করেছিলেন। এটি হওয়া উচিত তাঁর শিষ্যদের জন্য একটি উৎসাহব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত, যেন তাঁরা ভীত না হন এবং তাঁরা যেন তাঁদের শত্রুদের আক্রোশ এবং ক্ষমতার সামনে নিজেদেরকে গুটিয়ে না রাখেন। তাঁদেরকে অবশ্যই সাহসিকতার সাথে এটি দেখাতে হবে যে, কতটা সাহসের সাথে তাঁদের প্রভু সেই সমস্ত শত্রুদের মোকাবেল করেছেন।

২. তিনি তাঁদের দেখাতে চেয়েছেন যে, তিনি তাঁর আসন্ন দুঃখ ভোগের দুশ্চিন্তায় নিজেকে গুটিয়ে ফেলেন নি কিংবা নিরুৎসাহিত হন নি। তিনি আসলেন, শুধু যে প্রকাশ্যে আসলেন তাই নয়, তিনি আনন্দের সাথে আগমন করলেন এবং সকল প্রকার আনন্দের ও উল্লাসের প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি আসলেন। যদিও তিনি এখন মাত্র মাঠে প্রবেশ করছেন এবং এখনও গাধার পিঠে চেপে বসে আছেন, তথাপি তিনি সম্পূর্ণ বিজয়ের নিশ্চয়তা এখনই অর্জন করে ফেলেছেন, আর এভাবেই তিনি নিজেকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করলেন।

ক. এই বিজয় উল্লাসের বাহ্যিকতা ছিল অত্যন্ত মলিন: তিনি একটি গাধার শাবকের পিঠে চড়েছিলেন, যা ছিল খুবই ছোট খাট দেখতে এবং হাস্যকর। যেহেতু সেটা গাধার শাবক, সেহেতু সেটার পিঠে এর আগে আর কোন মানুষ চড়ে নি। তাই আমরা ধরে নিতে পারি

যে, সেই গাধার শাবকটি নিশ্চয়ই বেশ রূঢ় এবং অভদ্র ছিল। শুধু তাই নয়, সে নিশ্চয়ই এই জনতার ভিড়ের মধ্যে এসে খুব অশান্ত হয়ে উঠেছিল এবং খ্রীষ্টকে বিরক্ত করতে শুরু করেছিল। এই গাধাটি ছিল ধার করা। খ্রীষ্ট এর আগে একটি ধার করা নৌকায় করে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন, তিনি একটি ধার করা কক্ষে বসে উদ্ধার-পর্বের ভোজ খেয়েছিলেন, তাঁকে একটি ধার করা কবরে সমাহিত করা হয় এবং এখানে তিনি একটি ধার করা গাধার পিঠে চড়লেন। কোন খ্রীষ্টান বিশ্বাসীকেই একে অন্যের সাহায্য কামনা করতে দ্বিধা করা উচিত নয়। যখন প্রয়োজন হবে তখন তার অবশ্যই ধার করা উচিত, কারণ আমাদের প্রভু এতে দ্বিধা করেন নি। তাঁর কোন দামী আসন ছিল না; তাঁর শিষ্যরা তাঁদের গায়ের কোর্তা গাধাটির পিঠে বিছিয়ে দিলেন যেন তিনি সেখানে বসতে পারেন, আর তিনি সেখানে বসলেন, পদ ৭। যে সমস্ত লোকেরা খ্রীষ্টকে স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে ভিড় করেছিল, তারা ছিল হতদরিদ্র মানুষ। তারা যা কিছু করতে পারে তাই করেছিল, আর তা হচ্ছে, তারা তাদের গায়ের চাদর ও কোর্তা পথের উপর বিছিয়ে দিয়েছিল (পদ ৮), যা তারা উদ্ধার-পর্বের সময় করে থাকে। এর সবই ছিল খ্রীষ্টের নম্রতার দৃষ্টান্ত; এমন কি যখন তিনি সকলের নজরে আসলেন, তখনও তিনি তাঁর নম্রতা ধরে রেখেছিলেন। আর এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য নির্দেশনা, যেন আমরা উঁচু কোন কিছুর চিন্তা না করি, বরং আমরা যেন সে সম্পর্কে নিচু চিন্তা ভাবনা করি। যেখানে খ্রীষ্ট সকল প্রকার বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ থেকে দূরে ছিলেন, সেখানে খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের জন্য এই ধরনের অবস্থানে যাওয়াটা কত না ভুল হবে!

খ. এই বিজয় উল্লাসের ভেতর দিকটা ছিল অত্যন্ত মহান; কারণ এটি যে শুধু পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পূর্ণ করেছে তাই নয় (যা এখানে উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু মথি লিখিত সুসমাচারে উল্লেখ করা হয়েছে), কিন্তু এই সকল মলিনতার মাঝেও খ্রীষ্টের মহিমা ও গৌরবের একাধিক রশ্মি উজ্জ্বল হয়ে আলো দিয়েছে।

১. খ্রীষ্ট দূরে থাকা বিষয়ের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর ক্ষমতার দ্বারা মানুষের ইচ্ছা পরিবর্তন করেছেন, যখন তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে গাধার বাচ্চাটিকে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন, পদ ১-৩। এর মাধ্যমে এটি বোঝা যায় যে, তিনি সব কিছুই করতে পারেন এবং কেউই তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে পালিয়ে যেতে পারে না।

২. যে গাধার পিঠে কেউ কখনো চড়ে নি এমন একটি গাধার পিঠে চড়ার মধ্য দিয়ে তিনি এটি প্রমাণ করলেন যে, সকল প্রকার প্রাণীর উপরে তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে। এই গাধাটিকে ধার হিসেবে নিয়ে আসার জন্য খ্রীষ্ট নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন (গীতসংহিতা ৮:৫,৬; ইব ২:৮)। তাঁর কাছে এর অর্থ হচ্ছে নিজের করে নেওয়া এবং ঈশ্বর যা কিছু মানুষের ব্যবহারার্থে দিয়েছেন তা নিজের ব্যবহারার্থে গ্রহণ করা, এই নিম্নতর পৃথিবীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করা (আদি ১:২৮)। আর সম্ভবত খ্রীষ্ট এই গাধার পিঠে চড়ার মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মার উপরে তাঁর নিজের ক্ষমতাকে ঢেকে দিলেন, যিনি নিজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গাধার শাবকের মত অত্যন্ত হীন অবস্থায় (ইয়োব ১১:১২)।

৩. গাধাটি ধার হিসেবে আনা হয়েছিল এমন এক স্থান থেকে, যেখানে দু'টি পথ এসে এক হয়ে মিশে গেছে (পদ ৪), যেন খ্রীষ্ট দেখাতে চাইছেন যে, তিনি সঠিক পথ ধরেই সেখানে এসে পৌঁছেছেন, যদিও সেখানে আসার জন্য দু'টি পথ ছিল, এমন ভুল পথটি বেছে

নেওয়ার ভয় ছিল।

৪. খ্রীষ্ট লোকদের কাছ থেকে আনন্দ পূর্ণ হোশান্না সম্ভাষণ গ্রহণ করলেন, যা ছিল তাঁকে দেওয়া স্বাগতম বাণী এবং একই সাথে তাঁর রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য শুভ কামনা জ্ঞাপক বাণী, পদ ৯। ঈশ্বর নিজেই লোকদের মনের মাঝে হোশান্না বলে চিৎকার করে ওঠার জন্য কাজ করেছিলেন, যারা নিজেদের মেধা এবং বুদ্ধি দিয়ে এই কাজ করে নি, যারা পরবর্তীতে নিজেরা চিৎকার করে বলেছিল, "ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও!" খ্রীষ্ট নিজেকে হাজার হাজার মানুষের বিশ্বাস এবং প্রশংসার দ্বারা সম্মানিত হতে দেখলেন এবং ঈশ্বর নিজেই এই লোকদেরকে নিয়ে এসেছেন যেন তারা তাদের ইচ্ছার ব্যতিরেকেই তাঁর প্রশংসা করতে পারে এবং তাঁকে সম্মান প্রদান করতে পারে।

(১) তারা তাঁর ব্যক্তি প্রতিমূর্তিকে স্বাগত জানালো (পদ ৯): "হোশান্না! ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন! ধন্য যে রাজ্য আসছে, আমাদের পিতা দায়ূদের রাজ্য; ঊর্ধ্বলোকে হোশান্না। তাঁকে অনেক আগে থেকে ওয়াদা করা হয়েছিল, তিনি ঈশ্বরের দূত হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন; তিনি গৌরবান্বিত হোন; তিনি আমাদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত পরিত্রাণকর্তা, তিনি আমাদের জন্য আশীর্বাদ করতে এসেছেন এবং যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন তিনিও আশীর্বাদপ্রাপ্ত হোন। তিনি প্রভুর নামে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হোন এবং সকল জাতি ও সকল যুগের লোকেরা তাঁকে ধন্য বলবে এবং তাঁর সম্পর্কে সম্মানের সাথে কথা বলবে।"

(২) তারা তাঁর মঙ্গল কামনা করে কথা বললো, পদ ১০। তারা এ কথা বিশ্বাস করলো যে, তিনি যত নম্র বাহ্যিকতা নিয়েই আসুন না কেন, তিনি এই পৃথিবীতে একটি রাজ্য স্থাপন করা জন্য এসেছেন এবং তিনি তা স্থাপন করবেন, খুব শীঘ্রই তা স্থাপন করবেন, যা হবে তাদের পিতা দায়ূদের রাজ্য, যে রাজ্য তাদের সকলকে এবং তাদের সকল বংশধরদেরকে প্রদান করার জন্য ওয়াদা করা হয়েছিল; যে রাজ্য প্রভুর নামে আসবে, যা স্বর্গীয় কর্তৃত্বের দ্বারা স্বীকৃত হবে। সেই রাজ্য ধন্য হোক; সেই রাজ্য তার স্থান গ্রহণ করুক, তার যথাযোগ্য ক্ষমতার মধ্য দিয়ে আসুক এবং সকল প্রকার বিরোধী শক্তি, ক্ষমতা এবং পরিকল্পনা মাটির সাথে মিশে যাক, ধূলিস্যাৎ হোক। এই রাজ্য বিজয়ী হতে থাকুক এবং ক্রমাগতভাবে বিজয়ী হতে থাকুক। এই রাজ্যকে হোশান্না; এর সমৃদ্ধি আসুক এবং এখানে সব সময় সুখ ও শান্তি বিরাজ করুক। হোশান্না শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য আমরা খুঁজে পাই প্রকাশিত বাক্য ৭:১০ পদে: "পরিত্রাণ আমাদের ঈশ্বরের, যিনি সিংহাসনে বসে আছেন এবং মেষশাবকের দান।" ধর্মের জন্য সাফল্য আসুক, প্রকৃতিগতভাবে এবং স্বর্গীয় প্রকাশের মধ্য দিয়ে, উর্ধ্বলোকে হোশান্না। আমাদের ঈশ্বরের মহিমা হোক, যিনি সকল স্বর্গের উর্ধ্বে বসবাস করেন, ঈশ্বর চিরকালের জন্য মহিমান্বিত ও ধন্য হোন। তাকে তাঁর স্বর্গদূতরা সব সময় প্রশংসিত করুক, যারা এখন উর্ধ্বলোকে রয়েছেন, আমাদের হোশান্না ধ্বনিকে তারা প্রতিফলিত করুক।

খ্রীষ্ট এভাবে লোকদের দ্বারা সম্ভাষিত হলেন, প্রশংসিত হলেন এবং স্বাগত হলেন। তিনি শহরে প্রবেশ করলেন এবং এরপর সোজা মন্দিরের দিকে চলে গেলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কোন ধরনের ভোজ বা পানীয়ের আয়োজন করা ছিল না, কিংবা ন্যূনতম জলযোগের ব্যবস্থায় করা হয় নি; বরং তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে কাজে নিযুক্ত

করলেন, কারণ এই কাজই ছিল তাঁর মাংস এবং পানীয়। তিনি মন্দিরে গেলেন, যাতে করে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পরিপূর্ণ হতে পারে; "যে প্রভুর খোঁজ তোমরা করছো, তিনি হঠাৎ করেই তাঁর মন্দিরে এসে হাজির হবেন, তিনি আসার আগে কোন ধরনের আভাস দেবেন না। তিনি তোমাদের সবাইকে দর্শন দিয়ে অবাক করে দেবেন, কেননা তিনি রৌপ্য পরিষ্কারকের অগ্নিতুল্য ও রজকের ক্ষারতুল্য" (মালাখি ৩:১-৩)। তিনি মন্দিরে আসলেন এবং তার বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, পদ ১১। তিনি সমস্ত কিছুর দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। তিনি সেখানে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখলেন, কিন্তু নীরব হয়ে রইলেন (গীতসংহিতা ৫০:২১)। যদিও তিনি তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার চিন্তা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি তখনই তা করতে চান নি, যাতে করে তা করতে গিয়ে কোন অসম্পূর্ণতা থেকে না যায়। তিনি এমনভাবে সেই কাজ করতে চেয়েছেন যেন এই রাত পর্যন্ত তারা সকলে এই কাজ করে যায় এবং পরবর্তী সকালে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে তাদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করবেন। আমরা এ ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারি যে, যদি ঈশ্বর এই পৃথিবীতে মন্দতা ও দুষ্টতা দেখেন, তাহলে নিশ্চয়ই এখন হয়তো বা এর বিপক্ষে কোন ধরনের অবস্থান নেবেন না, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই সময় পূর্ণ হলে এর প্রতিবিধান করবেন। খ্রীষ্ট মন্দিরে যা দেখেছিলেন তার জন্য মন্তব্য করেছিলেন, যখন তিনি বৈথনিয়াতে তাঁর বন্ধুর বাড়িতে বসে আহার করছিলেন, কারণ তিনি শহরের কোলাহল থেকে দূরে সরে থাকতে চেয়েছিলেন এবং এমন কি যেন কেউ তাকে এই ধরনের কোন সন্দেহে না ফেলুক যে, তিনি কোন ধরনের ষড়যন্ত্র করছেন।

মার্ক ১১:১২-২৬ পদ

এখানে আমরা দেখি:

ক. খ্রীষ্ট ফলবিহীন ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দিলেন। তিনি বৈথনিয়াতে একটি মনোরম স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তিনি সেখানে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। তবে তাঁর কাজ ছিল মূলত যিরূশালেমেই, আর তাই তিনি সকাল বেলা যিরূশালেমে ফিরে আসলেন, যখন কাজের সময় হত। তাই তিনি তাঁর কাজের তাগিদে সকাল বেলা নাস্তা না করেই বৈথনিয়া থেকে রোজ যিরূশালেমে চলে আসতেন। এই কারণে বেশির ভাগ দিনে তিনি পথে যেতে যেতেই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়তেন (পদ ১২), কারণ তিনিও আমাদের সকলের মত মানবীয় পাপপূর্ণ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। সেই দিন এ ভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ার কারণে পথের পাশে খোঁজ করে তিনি একটি ডুমুর গাছ দেখতে পেলেন, যার পাতাগুলো অত্যন্ত ঝলমলে সবুজ রংয়ের ছিল। তাই তিনি খোঁজ করে দেখতে গেলেন যে, সেখানে কোন ফল আছে কি না। কিন্তু তিনি তাতে পাতা ছাড়া কোন ফলই পেলেন না। তিনি সেখানে কিছু ফলের আশা করেছিলেন, কারণ সে সময় ডুমুর ফল পাড়ার মৌসুম কাছে চলে এসেছিল, কিন্তু তিনি সেখানে কোন ধরনের ফলের নিশানাই পেলেন না। কিংবা হয়তো তিনি এ কারণেই ফল পান নি যে, সে সময় আসলে ডুমুর ফল পাওয়ার মৌসুম ছিল না, সে বছর ডুমুর ফলের ভাল ফলন হয় নি। কিন্তু এই ডুমুর গাছটি খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল, কারণ তাতে একটি ফলও ছিল না, যদিও তা অনেক পাতা দিয়ে ভরপুর ছিল। যাহোক, খ্রীষ্ট এটিকে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড় করাতে

চাইলেন; গাছের প্রতি নয়, কিন্তু মানুষের প্রতি, সেই কালের লোকদের প্রতি। সেই কারণে তিনি গাছটিকে অভিশাপ দিলেন, যা প্রথম আশীর্বাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই প্রথম আশীর্বাদটি ছিল, "ফলবন্ত হও।" তিনি ঠিক এর উল্টোটি বললেন, "এখন থেকে কেউ কখনও তোমার ফল ভোজন না করুক," পদ ১৪। যোথমের কাহিনী অনুসারে মিষ্টি এবং সুস্বাদু ফল একটি ডুমুর গাছের জন্য গর্বের বিষয় (বিচার ৯:১১) এবং মানুষের জন্য এটি সেবার বিষয়, কারণ গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জন্য চাহিদা পূরণ করার জন্যই। কিন্তু তাকে এই সেবাদানের সুযোগ থেকে চিরতরে বঞ্চিত করা হল, যা অনেক বড় একটি দুঃখজনক অভিশাপ। যিহূদী মণ্ডলীর উপরে যে ধ্বংস নেমে আসবে, এটি তারই একটি নমুনা এবং পূর্বাভাস, কারণ তিনি এর জন্যই এসেছেন, ফল খুঁজতে, কিন্তু তিনি একটি ফলও পান নি (লূক ৮:৬,৭)। যদিও দৃষ্টান্তে যে ধরনের বিনাশের কথা বলা হয়েছে সে অনুসারে সঙ্গে সঙ্গে গাছটি ধ্বংস হয়ে যায় নি, তথাপি ইতিহাস অনুসারে তাদের অন্ধত্ব এবং কঠিনতা তাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল (রোমীয় ১১:৮,২৫), তাই তারা কোন কাজের জন্যই উপযুক্ত ছিল না। গাছটির প্রতি খ্রীষ্ট যে শাস্তি দিয়েছিলেন তা শিষ্যরা দেখেছিলেন এবং তাঁরা তা মনে রেখেছিলেন। খ্রীষ্টের কাছ থেকে যে সকল আশীর্বাদ আমরা পেয়ে থাকি এবং পেয়েছি তা যেমন মনে রাখা দরকার, তেমনি তাঁর মুখ থেকে যে ধরনের দুঃখের কথা নির্গত হয়, তাও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন।

খ. খ্রীষ্ট মন্দির থেকে ব্যবসায়ী এবং দোকানদারদের উৎখাত করেন এবং যারা সেটাকে বাজার বানিয়ে ফেলেছিল তাদেরকে তিনি সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। আমরা এ কথা খুঁজে পাই না যে, খ্রীষ্ট অন্য কোথাও খাবার খেয়েছিলেন কি না, যেহেতু তিনি ডুমুর গাছে কোন ফল খুঁজে পান নি। কিন্তু ঈশ্বরের গৃহের চিন্তায় তিনি ক্ষুধার কথা ভুলে গেলেন এবং তিনি নিজের কথাও ভুলে গেলেন। তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই যিরূশালেমে এলেন। তিনি সোজা মন্দিরে চলে এলেন এবং তিনি আগের দিন সেখানে এসে যে সমস্ত অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলা দেখেছিলেন সেগুলোকে সংস্কার করতে শুরু করলেন। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, পরিত্রাণকর্তা সিয়োনে এসেছেন, তাঁর যুগ এসে গেছে, তিনি যাকোব থেকে সমস্ত অপবিত্রতা দূর করে দেবেন (রোমীয় ১১:২৬)। তিনি সেখানে মন্দিরকে ধ্বংস করতে আসেন নি, যে মিথ্যে অভিযোগ তাঁর নামে করা হয়েছিল, বরং তিনি তাকে পরিশোধিত ও পবিত্র করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর মণ্ডলীকে সকল প্রকার আদিম, কলুষতা থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন।

১. তিনি ক্রেতা এবং বিক্রেতাদেরকে বের করে দিলেন, মহাজনদের টেবিল, ও যারা কবুতর বিক্রি করছিল, তাদের আসন সকল উল্টিয়ে ফেললেন এবং মহাজনদের আনা সমস্ত টাকা-পয়সা মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন, যা সেখানেই সবচেয়ে ভাল মানায়। তিনি এমনভাবে এই কাজ করছিলেন, যার কর্তৃত্ব আছে এবং ক্ষমতা আছে এই কাজ করার, যেন তিনি এই ঘরেরই ছেলে। সিয়োনের কন্যার কলুষতা মুছে ফেলা হবে শক্তি দিয়ে নয়, ক্ষমতা দিয়ে নয়, বরং শুধুমাত্র বিচারের আত্মা দিয়ে এবং আগুনের আত্মা দিয়ে। তিনি এই কাজ কোন ধরনের বাধা বিপত্তি ছাড়াই করলেন; কারণ তিনি যা করছিলেন তা সঠিক এবং উত্তম বলে প্রকাশ পাচ্ছিল। এমন কি যারা এই সমস্ত কাজের জন্য দায়ী ছিল, যারা মন্দিরে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছিল, তাদের বিবেকও তাদেরকে এ কথা বলছিল এবং তারা অনুশোচনা করছিল, কারণ তারা এর দ্বারা অর্থ উপার্জন করতো। লক্ষ্য করুন, আগ্রহী

পুনর্জাগরণ কারীদের মধ্যে অনেক সময় এ ধরনের উৎসাহ জাগতে পারে যে, হয়তো তারা যখন দুর্নীতি দমন করতে চাইবেন, যখন তারা সকল প্রকার অন্যায় অবিচার দূর করতে চাইবেন, তখন হয়তো তাদের কাছে এই কাজ যখন খুব বেশি কঠিন মনে হয়েছিল, তা খুব বেশি কঠিন মনে হবে না, বরং তা অনেক বেশি সহজ মনে হবে। অনেক কঠিন উদ্যোগও অনেক সময় চিন্তাতীতভাবে সাফল্যের মুখ দেখে এবং পথে যে সিংহের দেখা পাওয়া যাবে বলে ভাবা হয়েছিল, তা আর দেখা যায় না।

২. খ্রীষ্ট মন্দিরের মধ্য দিয়ে কাউকেও কোন পাত্র নিয়ে যেতে দিলেন না, কিংবা কোন ধরনের মাল পত্র বা জিনিস নিয়ে যাওয়া আসা করতে দিলেন না, কারণ এটি ছিল সবচেয়ে সোজা রাস্তা এবং অনেকে সময় ও শ্রম বাঁচানোর জন্য মন্দিরের ভেতর দিয়ে জিনিসপত্র আনা নেওয়া করতো, পদ ১৬। যিহূদীরা এটি স্বীকার করেছিল যে, মন্দিরের প্রতি সম্মান দেখানো, সেটাকে বাজার না বানানো, অযিহূদীদের আবাস না বানানো, রাস্তা, পথ বানানো, কিংবা সেখানে কোন ধরনের মালপত্র নিয়ে প্রবেশ না করার মধ্য দিয়ে তাদের অবশ্যই মন্দিরের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

৩. তিনি এই কাজ করার পেছনে একটি ভাল যুক্তি দেখিয়েছিলেন, কারণ এই কথা লেখা আছে, "আমার গৃহকে সর্ব জাতির গৃহ বলা হবে, আমার গৃহকে সর্বজাতির প্রার্থনা-গৃহ বলা হবে," পদ ১৭। এমনটিই লেখা আছে যিশাইয় ৫৬:৭ পদে। এই বৈশিষ্ট্যের অধীনে এই মন্দিরের প্রতি সমাদর করা উচিত। সকল জাতির মানুষের কাছে এই কথা পৌঁছে দেওয়া উচিত। "সকল জাতির প্রার্থনার গৃহ হবে আমার এই গৃহ"− এটি ছিল এই মন্দিরের প্রথম নীতি; যখন রাজা শলোমন এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এটি তখন আগন্তুকদের বা অযিহূদীদের বংশধরদের দিকে চোখ রেখেই বলা হয়েছিল (১ রাজা ৮:৪১)। এই কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, এর আরও অনেক কিছু বাকি আছে। খ্রীষ্ট একটি সুসমাচারের মণ্ডলীর রূপে এই মন্দিরকে ঢেলে সাজাবেন, যা হয়ে উঠবে:

(১) একটি প্রার্থনার গৃহ। যখন তিনি মন্দির থেকে সব ষাঁড় এবং কবুতর বের করে দিলেন, যা উৎসর্গের জন্য আনা হয়েছিল, তখন তিনি এর *প্রার্থনার গৃহ* নামটিকে পুনরুদ্ধার করলেন। তিনি আমাদেরকে শিখাতে চেয়েছিলেন যে, যখন সকল ধরনের উৎসর্গ করা হয় এবং উৎসর্গ করা হয় তা অবশ্যই চিরতরে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হল, বরং আত্মিক প্রার্থনা এবং প্রশংসার উৎসর্গ চিরকালের জন্য রীতি হিসেবে গৃহীত হল।

(২) সকল জাতির প্রতিই এই নিয়ম বর্তালো, শুধুমাত্র যিহূদীদের জন্য নয়; কারণ যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে, সে জীবন পাবে, যদি সে শারীরিকভাবে যাকোবের বংশ না হয়, তারপরও সে তা পাবে। সে কারণে যারা এটিকে দস্যুগণের গহ্বর করে তুলেছিল, তাদের জন্য এটি ছিল অত্যন্ত গর্হিত কাজ, যা সকলেই দোষী সাব্যস্ত করবে, যাদেরকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যখন খ্রীষ্ট তাঁর পরিচর্যা কাজের শুরুতে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দিলেন, সে সময় তিনি শুধু যে তাদেরকেই মন্দিরেকে ব্যবসার স্থানে পরিণত করার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন তা নয় (যোহন ২:১৬), সেই সাথে তিনি তাদেরকে এই মন্দিরকে দস্যুগণের গহ্বরে রূপান্তরিত করার জন্যও দায়ী করেছিলেন, কারণ ইতোমধ্যে দুই বার লোকেরা এই মন্দিরেই তাঁকে পাথর মারতে চেয়েছিল (যোহন ৮:৫৯; ১০:৩১)। কিংবা যেহেতু সেখানে ব্যবসায়ীরা তাদের ভোক্তাদের সাথে ঠগবাজি করার কারণে ক্ষেপে ছিল, সে কারণে তারা

লোকদের উপেক্ষা এবং প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল, যা কোন মতেই চৌর্যবৃত্তি বা দস্যুবৃত্তি থেকে ভাল কিছু নয়। যারা এই পৃথিবীতে বৃথাই কষ্ট করে, তারা ভাবে যে, যেখানে তারা প্রার্থনা করে সেখানেই তারা আবাস গড়বে। এর কারণেই প্রার্থনার গৃহ হয়ে উঠেছিল ব্যবসা কেন্দ্র। কিন্তু যারা মন্দিরে বিধবাদের প্রার্থনার কথা বলে সেখানে অবস্থান করে, তারা একে দস্যুগণের গহ্বর করে তুলেছে।

৪. ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা ও প্রধান পুরোহিতেরা এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল, পদ ১৮। তারা তাঁকে ঘৃণা করতে শুরু করলো এবং তাঁর দ্বারা কোন ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং তাঁর দ্বারা পুনর্জাগরিত হতে অস্বীকার করলো। তথাপি তারা তাঁকে ভয় পেতে শুরু করলো, যাতে করে না আবার তিনি তাদের আসন তুলে ফেলে দেন এবং তাদেরকে পদচ্যুত করেন, কারণ তারা এ ব্যাপারে সচেতন ছিল যে, তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে এবং তারা ভুল কাজ করেছে। তারা এটা দেখতে পেল যে, তাঁর এই বিষয়ের উপরে অনেক আগ্রহ রয়েছে এবং সকল মানুষ তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য বোধ করে এবং তিনি যা কিছু বলেন, তার সবই লোকদের কাছে স্বর্গীয় বিধান এবং আইন হিসেবে পরিগণিত হয়। আর তিনি যদি এত সহযোগিতা পান এবং এত সমর্থন পান, তাহলে তিনি কত কি-ই না করতে পারেন! তিনি নিশ্চয়ই তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুতও করতে পারবেন। তারা তখন এই কথা চিন্তা করতে লাগল যে, কি করে তারা তাঁকে নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারে এবং সে কারণে তাদের অবশ্যই তাঁকে ধ্বংস করতে হবে। এটি ছিল এক ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ এবং যে কেউ এ কথা ভাববে যে, তারা নিজেরাও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে বলে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু তারা যা করছিল তার জন্য মোটেও অনুতপ্ত ছিল না, বরং তারা তাদের নিজেদের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির উপর ভরসা করছিল।

গ. তাঁর শিষ্যদের সাথে তাঁর আলোচনা, যা হয়েছিল তাঁর অভিশাপের কারণে ডুমুর গাছটির শুকিয়ে যাওয়া নিয়ে। অন্য দিনের মত তিনি তখন শহরটি ছেড়ে যাচ্ছিলেন বৈথনিয়ার উদ্দেশ্যে (পদ ১৯); কিন্তু এটা সম্ভব হতে পারে যে, হয়তো সেই রাতে অন্ধকার ছিল বলে গাছটি দেখা তাঁদের জন্য সম্ভব ছিল না, কিন্তু পর দিন সকালে তাঁরা যখন আবার সেই পথ ধরে যিরূশালেম শহরে উদ্দেশ্যে আসছিলেন, তখন তাঁরা সেই ডুমুর গাছটিকে দেখতে পেলেন। সেটি শিকড় সমেত শুকিয়ে গিয়েছিল, পদ ২০। খ্রীষ্ট তাঁর অভিশাপ দেওয়ার সময় যে কথা বলেছিলেন তা অনেক সময় সেই কথার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োগ করা হয়েছিল, যেমন আমরা এখানে দেখতে পাই। অভিশাপটি ছিল যে, আর কোন মানুষ যেন সেই ডুমুর গাছটির ফল খেতে না পারে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হল আরও সুদূর প্রসারী, গাছটি গোড়া থেকে শুকিয়ে গিয়েছিল। যদি সে ফল দিতে নাই পারে, তাহলে লোকদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য তার শুধু শুধু পাতা তৈরি করার প্রয়োজন নেই। এখন এখানে লক্ষ্য করুন:

১. কীভাবে শিষ্যদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। পিতর খ্রীষ্টের কথা স্মরণ করলেন এবং অবাক হয়ে মন্তব্য করলেন, "প্রভু, দেখুন, আপনি যে ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেটি শুকিয়ে গেছে," পদ ২১। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের অভিশাপের আশ্চর্যজনক প্রভাব রয়েছে এবং এটি তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শুকিয়ে দেয়, যারা সবুজ এই ডুমুর গাছের মত করে বেড়ে ওঠে। যাদেরকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে, তারা অবশ্যই অভিশপ্ত হবে। এই ঘটনাটি যিহূদী মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থানকে নির্দেশ করে; যা

পরবর্তীতে গোড়া থেকে শুকিয়ে গিয়েছিল; এটি আর ফল দেওয়ার মত উপযোগী নয়, শুধুমাত্র এ দিয়ে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায়। লেবীয় পুরোহিতের পর্বের প্রথম প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়েছিল এবং এর নিশ্চয়তা দান করা হয়েছিল একটি শুষ্ক লাঠির আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে। সেই শুষ্ক লাঠিটি এক রাতের ভিতরে অঙ্কুরিত হয়ে সেখানে বাদাম ফল ধরেছিল (গণনা ১৭:৮), এটি ছিল একটি শুভ সংকেত, যা পুরোহিতের পর্বের ফলবন্ত অবস্থা এবং সমৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। এখন একটি বিপরীত আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে পুরোহিতের কাজের সমাপ্তি নির্দেশ করা হল। এক রাতের ভিতরে একটি সুস্থ ও সজীব গাছ শুকিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে পুরোহিতের কাজের সমাপ্তি নির্দেশ করা হল। এটি ছিল সেই সমস্ত পুরোহিতদের প্রতি প্রদত্ত শাস্তি, যারা এই ক্ষমতার এবং পদমর্যাদার অপব্যবহার করেছিল এবং এটি শিষ্যদের কাছে খুবই আশ্চর্যজনক মনে হয়েছিল। এটি খুব কষ্ট মনে মেনে নিতে হয় যে, যিহূদীরা, যারা দীর্ঘ দিন যাবৎ ঈশ্বরের নিজের জাতি ছিল, এই জগতে তাঁর একমাত্র আশীর্বাদপ্রাপ্ত জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল, তারা এভাবে পরিত্যক্ত হল, তাদেরকে এভাবে ত্যাগ করা হল। তাঁরা এ কথা চিন্তাও করতে পারছিলেন না যে, কি করে এত দ্রুত এই ডুমুর গাছটি শুকিয়ে গেল। কিন্তু এটি ঘটেছিল খ্রীষ্টকে ত্যাগ করার কারণে এবং তিনিও তাকে ত্যাগ করেছিলেন বলে।

২. খ্রীষ্ট তাঁদেরকে এখান থেকে যে উত্তম শিক্ষা দান করলেন: কারণ তাঁদের কাছে এই শুকিয়ে যাওয়া ডুমুর গাছটি ফলবন্ত বলে মনে হয়েছিল।

(১) খ্রীষ্ট এই কারণে তাদেরকে বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিলেন (পদ ২২): "ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস রাখ।" তাঁরা খ্রীষ্টের এক কথার শক্তিতে যে ক্ষমতা সম্পন্ন কাজ সাধিত হয়েছিল তা লক্ষ্য করেছিলেন। "কী কারণে," খ্রীষ্ট বললেন, "একটি জীবন্ত বিশ্বাস তোমাদের প্রার্থনার এ ধরনের মহা শক্তি যোগান দেবে (পদ ২৩,২৪)। যে কেউ এই পাহাড়কে বলে, এই জৈতুন পর্বতকে বলে, *ওঠো, গিয়ে সাগরে পড়;* যদি সে সাধারণভাবে হোক আর বিশেষভাবে হোক ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস রাখে এবং যদি তার মনের মাঝে কোন ধরনের সন্দেহ না থাকে, কিন্তু সে যা বলেছে তাই ঘটবে বলে বিশ্বাস রাখে, তাহলে সে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশ্বাস করে যা চেয়েছে তা অবশ্যই তার ক্ষেত্রে ঘটবে এবং সে যা চেয়েছে তাই সে পাবে।" খ্রীষ্টতে ঈশ্বরের নিজের শক্তি এবং ক্ষমতা ছিল, যার কারণে তিনি সকল প্রকার অসাধ্য সাধন করেছেন এবং তিনি যা বলেছেন তাই ঘটেছে। আর সেই কারণে (পদ ২৪): "এজন্য আমি তোমাদেরকে বলি, যা কিছু তোমরা প্রার্থনার সময় যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করো যে, তা পেয়েছো, তাতে তোমাদের জন্য তা-ই হবে। শুধুমাত্র বিশ্বাস রাখতে হবে, তাহলেই তোমরা তা পাবে এবং যার সেই ক্ষমতা আছে তিনি তোমাদেরকে তা দেবেন। তিনি তোমাদেরকে বলবেন, "তোমরা তা পাবে, আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা পাবে (পদ ২৪)। আমিই তোমাদেরকে বলছি, তার জন্য তা-ই ঘটবে," পদ ২৩। এখন আমরা এই কথার ব্যাখ্যা দেখি:

[১] যে আশ্চর্য কাজের বিষয়ে প্রেরিত এবং প্রথম প্রচারকদের মাঝে বিশ্বাস স্থাপন করানো হয়েছিল, যে আশ্চর্য কাজ সাধন করা হয়েছিল এই প্রকৃতির জগতের উপরে, অসুস্থদের সুস্থ করার মাধ্যমে, মৃতকে জীবন দান করার মাধ্যমে, মন্দ-আত্মা তাড়ানোর মাধ্যমে। এই সব কিছুর প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে, এর মধ্য দিয়ে সকল

প্রকার পাহাড় পর্বত সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। প্রেরিতগণ এমন বিশ্বাস নিয়ে কথা বলেছিলেন, যার কারণে এই সমস্ত কিছু ঘটনা সম্ভব হয়েছিল এবং তথাপি সেখানে এই প্রশ্ন থেকে যায় যে, সেখানে পবিত্র ভালবাসা ছিল কি ছিল না (১ করিন্থীয় ৮:২)।

[২] এটি বলা যেতে পারে যে, এটি ছিল বিশ্বাসের আশ্চর্য কাজ, যা সকল খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের ভেতরেই স্থাপন করা হয়েছে, যা আত্মিক আশ্চর্য কাজ স্থাপন করে। এটি আমাদের বিচার করে (রোমীয় ৫:১) এবং সে কারণে আমাদের সকল পাপের ও দোষের পর্বত সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং সেগুলোকে গভীর সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তা আর কখনো বিচারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে না (মীখা ৭:১৯)। এটি অন্তরকে শুদ্ধ করে (প্রেরিত ১৫:৯) এবং সেই কারণে সকল অন্যায়ের বাধাও দূরে সরে গেছে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের পথ সুগম হয়ে গেছে (সখরিয় ৪:৭)। একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা সারা পৃথিবীকে জয় করা হয়েছে, শয়তানের ভয়ঙ্কর তীরের হাত থেকে পৃথিবীকে বাচানো হয়েছে, একটি আত্মা খ্রীষ্টের সাথে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে এবং তথাপি এখনও তা জীবিত আছে; বিশ্বাসের দ্বারা আমরা প্রভুকে সব সময় আমাদের সামনে রাখি এবং তাকে আমরা অদৃশ্য হিসেবেই জানি এবং আমরা এ ও জানি যে, তিনি আমাদের মনের মাঝে বর্তমান রয়েছেন। এটিই পর্বতকে সরিয়ে ফেলার জন্য প্রচুর পরিমাণে কার্যকর, কারণ প্রভুর সামনে, যাকোবের ঈশ্বরের সামনে পর্বত যে শুধু সরে যাবে তাই নয়, তাকে অন্যত্র পুনস্থাপিত করা হবে (গীতসংহিতা ১১৪:৪-৭)।

(২) এখানে এই কথা বলতে গিয়ে এটা যোগ করা হয়েছে যে, প্রার্থনার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় যোগ্যতার দরকার রয়েছে, যাতে করে আমরা মুক্তভাবে তাদেরকে ক্ষমা করতে পারি, যারা আমাদের প্রতি কোন না কোনভাবে ক্ষতি সাধন করেছে। আমাদের অবশ্যই সকল মানুষের সাথে সেবার মনোভাব নিয়ে সদয়ভাবে কথা বলতে হবে (পদ ২৫,২৬): "যখন তোমরা দাঁড়িয়ে থেকে প্রার্থনা করবে, ক্ষমা করে দেবে। লক্ষ্য করুন, দাঁড়িয়ে থাকা কখনোই প্রার্থনার জন্য অনুপযোগী ভঙ্গি নয়, এটি যিহূদীদের মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবহার করা হত। কিন্তু প্রাচীন খ্রীষ্টান বিশ্বাসীরা সাধারণভাবে আরও বেশি নম্র এবং শ্রদ্ধাচিত্তে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করার নিয়ম চালু করেন, বিশেষ করে উপবাস রাখার দিনগুলোতে, যদিও বিশ্রামবারে বা প্রভুর দিনে নয়। যখন আমরা প্রার্থনায় থাকবো, তখন আমাদের অবশ্যই অন্যদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে, বিশেষ করে আমাদের শত্রুদের জন্য এবং যারা আমাদের ক্ষতি সাধন করেছে তাদের জন্য। এখন আমরা আন্তরিকভাবে এই প্রার্থনা করতে পারি না যে, ঈশ্বর যেন তাদের মঙ্গল সাধন করেন, কিন্ত আমরা যদি তেমন প্রার্থনা না করি, তাহলে আমরা কখনোই তাদের প্রতি আমাদের যে ক্রোধ তা দমন করতে পারবো না। যদি আমরা প্রার্থনা করার আগে কাউকে আঘাত দিই, তাহলে অবশ্যই প্রার্থনা করার আগেই তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে (মথি ৫:২৩,২৪)। কিন্তু যদি আমরা প্রার্থনা করার আগেই তারা আমাদেরকে আঘাত করে, তাহলে আমাদের কাজ আরও সহজ এবং আমাদের তৎক্ষণাৎ অন্তর থেকে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে হবে।

[১] কারণ এটিই হচ্ছে আমাদের নিজেদের পাপ থেকে ক্ষমা লাভ করার জন্য অন্যতম একটি উপায়: "ক্ষমা কর, যাতে করে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদেরকে ক্ষমা

করেন;” এর অর্থ হচ্ছে, “সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ক্ষমা লাভ করার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, সে নিশ্চয়ই তার ক্ষমা লাভ করার মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করবে, যে তার প্রতি অন্যায়কারীকে ক্ষমা করবে এবং যে তার কোন ধরনের ক্ষতি করেছে তাকে আন্তরিকভাবে মন থেকে ক্ষমা করে দেবে, কারণ সেই ব্যক্তি তার কাছ থেকে দয়া গ্রহণ করার জন্য আকাঙ্খী।”

[২] কারণ এর চাহিদাই হচ্ছে আমাদের পাপের ক্ষমা লাভের জন্য অন্যতম বাধা: “যদি তোমরা তাদেরকে ক্ষমা না কর, যারা তোমাদেরকে আঘাত করেছে, তাহলে তাদের পাপ ক্ষমা পাবে না এবং তোমাদের পাপও কোন দিন ক্ষমা পাবে না।” এই কথাটি প্রার্থনার সময় মনে রাখা দরকার, কারণ আমাদের লক্ষ্যের অন্যতম একটি দিক হচ্ছে অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে যাওয়া এবং আমাদের পাপের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করা। এটিকেই আমাদের প্রতিদিনকার প্রধান দায়িত্ব হিসেবে মনে রাখা উচিত, কারণ প্রার্থনা আমাদের দৈনিক কাজের একটি অংশ। আমাদের ত্রাণকর্তা অনেক সময় এর উপরে গুরুত্ব প্রদান করেছেন, কারণ এটি ছিল তাঁর পরিকল্পনার অন্যতম একটি অংশ, যাতে করে তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে একে অপরের প্রতি ভালবাসা এবং স্নেহ প্রদর্শন করতে নিয়োজিত করতে পারেন।

মার্ক ১১:২৭-৩৩ পদ

এখানে আমরা খ্রীষ্টকে তাঁর কর্তৃত্ব সম্পর্কে মহান সেনহেড্রিনের কাছে পরীক্ষিত হতে দেখি; কারণ তারা এই দাবী করেছিল যে, কোন ভাববাদী যদি কাজ করতে যান, তাহলে তাঁর অবশ্যই আহ্বান পেতে হবে এবং একটি লক্ষ্য থাকতে হবে। তারা তাঁর কাছে সেই সময় এসেছিল, যখন তিনি মন্দিরের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলেন; তবে নিজের অবসাদ কাটানোর জন্য নয়, বরং লোকদেরকে শিক্ষা দিতে দিতে তিনি সেখান দিয়ে হাঁটছিলেন, একজন একজন করে মানুষের কাছে গিয়ে তিনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন। *প্যারিপেটেটিক (Peripatetic)* দার্শনিকরা শিক্ষা দান করার সময় হেঁটে হেঁটে শিক্ষা দেওয়া ও কথা বলার রীতির জন্য সুপরিচিত ছিল। এই কাজের জন্য মন্দিরের উন্মুক্ত স্থান এবং প্রাঙ্গন সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল। এই মহান ব্যক্তিরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। তারা তাঁকে অনুসরণ করে সেখানে তাঁর কথা মনযোগ দিয়ে শুনছিল এবং তারা তাঁকে যেভাবে প্রশ্ন করবে বলে ভেবেছিল সেভাবে আর ততটা কঠিনভাবে জেরা করে নি এবং এ নিয়ে বাধা দেয় নি। বরং তারা একটু নম্র হয়েই জিজ্ঞেস করেছিল যে, “তুমি কোন ক্ষমতায় এসব করছো? এসব করতে তোমাকে এই ক্ষমতা কে দিয়েছে?” পদ ২৮। এখন লক্ষ্য করুন:

ক. কীভাবে তারা এখানে তাঁকে জেরা করে লজ্জিত করার জন্য পরিকল্পনা করেছিল। তারা লোকদের সামনে না করে বাইরে তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারতো যে, তাঁর কোন বৈধ উদ্দেশ্য আসলেই আছে কি না, তিনি আসলেই স্বর্গীয় কর্তৃত্ব দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছেন কি না। যদিও তিনি সব সময় অত্যন্ত উপযুক্ত এবং গুণ সম্পন্ন ছিলেন এবং তিনি সব সময় অত্যন্ত সুফলজনক শিক্ষা দিয়েছেন, সে কারণে তারা লোকদেরকে এ কথা বলতেও পারছিল না যে, “তাঁর কথা শুনো না।” তারা তাদের অন্ধ অবিশ্বাসের শেষ ভরসা হিসেবে এই পন্থা বেছে নিল; কারণ তারা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করার ঘোর বিরোধী ছিল, তারা তাঁর

শিক্ষার ভেতরে কোন ধরনের ভ্রান্তি বা অন্য কোন ভুল খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল এবং যদি তারা সেখানে কোন ধরনের ভুল খুঁজেই পেত, তাহলে তারা বিচারের মাধ্যমে সেই শিক্ষা আর না দেওয়ার জন্য আদেশ দান করতো। এভাবেই প্যাপিস্টরা তাদের সাথে আমাদের পরিচর্যা কাজ এবং পরিচর্যাকারীদের নিয়ে সব সময় তর্কে মেতে থাকে এবং যদি তারা একে বাতিল করার মত কোন ধরনের পন্থা খুঁজে পায়, তখনই তারা ভাবে যে, তারা তাদের উদ্দেশ্যে উপনীত হয়েছে; যদিও আমাদের পবিত্র শাস্ত্রে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের মত অনুসারে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় প্রশ্ন, যা সকল পরিচর্যাকারী এবং প্রশাসকের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায়। এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই অনেক যুক্তিযুক্ত উত্তর দান করতে হবে এবং আমাদেরকে মাঝে মাঝেই এটা চিন্তা করতে হবে যে, *কোন ক্ষমতায় আমি আমার কাজ করছি?* কারণ মানুষ কীভাবে প্রেরিত না হলে পর প্রচার করতে পারে? কীভাবে তার কাজের মাঝে সন্তোষ, বা আত্মবিশ্বাস, কিংবা সাফল্যের আশা দেখা যায়, যদি সে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হয়ে কাজ করে? (যিরমিয় ২৩:৩২)।

খ. কীভাবে তিনি কার্যকরভাবে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বিব্রত করে দিয়েছিলেন, "তোমরা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম সম্পর্কে কী চিন্তা কর? এই প্রথা কি স্বর্গ থেকে এসেছিল, না কি মানুষ থেকে এসেছিল? যোহন কোন ক্ষমতায় প্রচার করতেন এবং বাপ্তিস্ম দিতেন এবং শিষ্য তৈরি করতেন? আমাকে জবাব দাও (পদ ৩০)। পরিষ্কারভাবে এবং বুদ্ধি ব্যবহার করে বল এবং একটি যথাযথ উত্তর দাও।" তাদের প্রশ্নকে এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে জবাব দেওয়ায় আমাদের ত্রাণকর্তা এটি প্রকাশ করলেন যে, তাঁর শিক্ষা এবং বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মতই ছিল। এর উৎস একই ছিল এবং একটি পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে তা করা হত– যাতে করে সুসমাচারের রাজ্যের সাথে পরিচিত করানো যায় মানুষকে। খ্রীষ্ট নিশ্চয়ই আরও বেশি অনুগ্রহ সহকারে এই প্রশ্ন তাদেরকে করেছিলেন, কারণ তারা নিজেরা একটি কমিটি পাঠিয়েছিল, যাদের কাজ ছিল যোহনকে পরীক্ষা করে দেখা (যোহন ১:১৯)। "এখন," খ্রীষ্ট বললেন, "তাঁর সম্পর্কে খোঁজ-খবর করে তোমরা কী পেয়েছিলে?"

তারা জানতো যে, তারা এ প্রশ্ন নিয়ে কি চিন্তা করছিল। তারা এ কথা চিন্তা না করে পারছিল না যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন স্বর্গ থেকে প্রেরিত একজন মানুষ ছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন বিষয়টি ছিল এই যে, তারা এখন কী বলবে সেটা। যে লোকেরা তাদেরকে মান্য করে না, তাদের সামনে কোন ধরনের অসংলগ্ন বা উল্টো-পাল্টা কথা বলতে যাওয়াটা সমূহ বিপদের বিষয় এবং এতে করে নিজেদেরকে জটিলতায় ফেলা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

১. যদি তারা এ কথা স্বীকার করে যে, যোহনের বাপ্তিস্ম দানের কাজ এসেছিল স্বর্গ থেকে, যা আসলেই তাই ছিল, তাহলে তারা নিজেদেরকেই লজ্জায় ফেলবে; কারণ খ্রীষ্ট তখন তাদের উপরেই তাদের এই কথার জন্য অভিযোগ স্থাপন করবেন, "তাহলে কেন তোমরা তখন এই কথা বিশ্বাস কর নি এবং তাঁর বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর নি?" তারা এ কথা সহ্য করতে পারে নি যে, খ্রীষ্ট তাদেরকে এমন কথা বলবেন; কিন্তু তারা তাদের বিবেকে এ কথা সহ্য করে গেল, কারণ তারা সে সময় একেবারে নিস্তব্ধ এব নীরব হয়ে গিয়েছিল। যদিও এই নীরবতা তাদেরকে নীরবে অভিযুক্ত করবে, কিন্তু তথাপি তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে লজ্জিত হতে হবে না। সেটাই তাদের জন্য ভাল হবে বলে তারা মনে করলো, যারা তালুতের চেয়ে

ভাল আর কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না, যিনি এ কথা বলেছিলেন, "এই লোকদের সামনে আমাকে সম্মানিত কর" (১ শমূয়েল ১৫:৩০)।

২. যদি তারা বলতো, "এটি মানুষ থেকে এসেছে, সে ঈশ্বরের প্রেরিত কেউ নয় এবং তাঁর শিক্ষা, মতবাদ এবং বাপ্তিস্ম তাঁর নিজের আবিষ্কার ছিল," তাহলে তারা নিজেদেরকেই দোষী সাব্যস্ত করতো, কারণ মানুষ তাদের মিথ্যেবাদী বলে সাব্যস্ত করতো এবং তাদেরকে দোষী বলে রায় দিত। যেহেতু সব মানুষ ইতোমধ্যে যোহনকে একজন ভাববাদী বলে স্বীকার করে নিয়েছিল, আর সেই কারণে তারা নিশ্চয়ই এ কথা স্বীকার করবে না যে, তিনি আসলে ভাববাদী ছিলেন না বা তাঁর শিক্ষা স্বর্গীয় ছিল না। লক্ষ্য করুন, কোন কোন মানুষের এমন মাংসিক নিকৃষ্ট চিত্তের ভীতি রয়েছে যে, তা তার প্রতি শুধু যে মন্দ সাধারণ মানুষেরাই অধীনস্থ তা নয়, মন্দ শাসকেরাও এর অধীনস্থ, যা ঈশ্বর নিজে প্রণয়ন করেছেন, যেন এই পৃথিবীকে তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে পারেন এবং যাতে করে পৃথিবীতে সহিংসতা কমানো যায়, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুষ্টতার শিকড় ধরে বেড়ে ওঠে। এখন খ্রীষ্ট তাদেরকে যে দুঃস্বপ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে দেখা যায় যেঃ-

(১) তারা বিব্রত এবং দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল এবং তাদেরকে একটি অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল; তাদেরকে এটা ভাবতে হচ্ছিল যে, তারা অনেক কিছুই জানে না– আমরা তা বলতে পারবো না। এই গর্বিত ও উদ্ধত মানুষের জন্য এটাই অনেক বেশি অসম্মানজনক বিষয় ছিল, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এর মধ্য দিয়েই তাদের ক্রোধ এবং আক্রোশের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট এই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর যে প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, তা করতে হলে আমাদেরকে প্রচুর প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে, আর তা হচ্ছে– বোকা মানুষের অজ্ঞতাকে নীরব করে দেওয়া (১ পিতর ২:১৫)।

(২) খ্রীষ্ট এসেছিলেন কোন ধরনের সম্মান ব্যতিত এবং তিনি নিজেকে তাদের অন্যায্য দাবীর কাছে বিকিয়ে না দিয়ে অত্যন্ত বিবেচনার সাথে এমন একটি উত্তর দান করেছেন যার কারণে তাদেরকে সমুচিত জবাব দেওয়া সম্ভব হয়েছিলঃ "তাহলে আমিও তোমাদেরকে বলবো না কোন ক্ষমতায় আমি এ সমস্ত কাজ করছি।" তারা এই জবাব পাওয়ার যোগ্য ছিল না, কারণ এটা খুবই পরিষ্কার ছিল যে, তাদের সত্যের প্রতি ঝোঁক ছিল না, বরং তারা নিজেরা জিততে চেয়েছিল। কিংবা তাঁর তাদেরকে বলার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি যে সমস্ত কাজ করছিলেন সেগুলোর মাধ্যমে তিনি আগেই পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে, তিনি এই সমস্ত কাজ করছেন ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে; যেহেতু কোন মানুষই এই ধরনের আশ্চর্য কাজ করতে পারে না, যদি না ঈশ্বরের অনুমোদন তাঁর প্রতি থাকে। তাদেরকে তিন অথবা বা চার দিন অপেক্ষা করতে হবে এবং তিনি পুনরুত্থিত হয়ে তাদেরকে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে দেবেন, কারণ এটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বরের পুত্র তাঁর ক্ষমতা সহকারে উপস্থিত হবেন, যখন তারা তাঁকে বর্জন করবে; শুধু তাই নয়, তারা তাঁকে ঈশ্বরের শত্রু বলেও ঘোষণা করবে।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ১২

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো:

ক. আঙ্গুর ক্ষেতের দৃষ্টান্ত, যে আঙ্গুর খেতটি অসৎ কৃষকদের হাতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেওয়া হয়েছিল, এর মধ্য দিয়ে যিহূদী মণ্ডলীর পাপ এবং ধ্বংসের কথা বোঝানো হয়েছে, পদ ১-১২।

খ. খ্রীষ্ট তাদেরকে চুপ করিয়ে দেন, যারা তাঁকে কৈসরের কাছে কর দেওয়া বা না দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন করে ফাঁদে ফেলবে বলে চিন্তা করছিল, পদ ১৩-১৭।

গ. তিনি সদ্দূকীদের চুপ করিয়ে দেন, যারা তাঁর পুনরুত্থানের মতবাদ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করতে চাইছিল, পদ ১৮-২৭।

ঘ. তিনি একজন ধর্ম-শিক্ষকের সাথে ব্যবস্থার সবচেয়ে প্রথম এবং প্রধান আইন নিয়ে আলোচনা করেন, পদ ২৮-৩৪।

ঙ. তিনি সেই ধর্ম-শিক্ষককে খ্রীষ্টের দায়ূদের পুত্র হওয়া বিষয়ক একটি প্রশ্ন করে কোণঠাসা করে দেন, পদ ৩৫-৩৭।

চ. তিনি লোকদেরকে ধর্ম-শিক্ষকদের শিক্ষা থেকে দূরে থাকার জন্য সাবধান করে দেন, পদ ৩৮-৪০।

ছ. তিনি একজন গরিব বিধবার প্রশংসা করেন, যে মন্দিরের ভাণ্ডারে মাত্র দু'টি পয়সা দান করেছিল, পদ ৪১-৪৪।

মার্ক ১২:১-১২ পদ

খ্রীষ্ট এর আগে তাঁর দৃষ্টান্তে দেখিয়েছেন যে, তিনি সুসমাচারের মণ্ডলী স্থাপন করতে এসেছেন; আর এখন তিনি তাঁর এই দৃষ্টান্তে দেখাচ্ছেন যে, কেন তিনি যিহূদী মণ্ডলীকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন, যা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এর ধ্বংসস্তূপের উপরে নতুন মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই দৃষ্টান্ত এর আগেও আমরা দেখেছি, মথি ২১:৩৩ পদে। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

ক. যারা দৃশ্যমান মণ্ডলীর কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করছে, তারা একটি আঙ্গুর ক্ষেতের মত করেই সেখান থেকে সুযোগ সুবিধা লাভ করছে, যা প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম। যখন ঈশ্বর ইস্রায়েলের মাঝে তাঁর মন্দির স্থাপন করার পরিকল্পনা করলেন, সে সময় তিনি তাদেরকে সেই আঙ্গুর ক্ষেতের কাছে যেতে দিলেন, যা তিনি স্থাপন করেছেন; যা তিনি বৃদ্ধি দান করেছেন এবং যেখানে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেছেন, পদ ১। মণ্ডলীর সদস্যরা হল ঈশ্বরের গৃহের ভাড়াটিয়া এবং তাদের সকলেরই ভাল মনিব এবং ভাল মূল্য রয়েছে এবং হয়তো তারা সেখানে সুন্দরভাবেই বাস করতে পারবে, যদি সেখানে তাদের কোন ধরনের ভুল না থাকে।

খ. যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর আঙ্গুর ক্ষেতে প্রবেশ করতে দেন, তাদের কাছে তিনি তাঁর

দাসদেরকেও পাঠান, যেন তারা তাদেরকে এ কথা মনে করিয়ে দেয় যে, তিনি তাদের কাছ থেকে কী আশা করেন, পদ ২। তিনি তাঁর চাহিদার দিক থেকে তাড়াহুড়ো করেন না, কিংবা অনেক উচ্চাশা করেন না, কারণ তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত ভাড়া আদায় করতে ডাকেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফসল তোলার মৌসুম আসে বা কৃষকদের ঘরে ফসল না ওঠে; কিংবা তিনি তাদেরকে ব্যবসা করে টাকা বাড়ানোর জন্যও চাপ দেন না, কিন্তু তিনি চান সেগুলোর যেন উপযুক্ত ব্যবহার হয়।

গ. এটি ভাবা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, ঈশ্বরের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদেরকে এভাবে দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়েছে সব যুগেই, তাদের কাছ থেকে তারা এই ধরনের দুর্ব্যবহার পেয়েছেন, যারা মণ্ডলীর সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে ঠিকই, কিন্তু কোন যুক্তিযুক্ত ফল সামনে এনে উপস্থাপন করে নি। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীগণ এমনকি তাদের কাছেও নির্যাতিত হয়েছেন, যারা পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীর নামে নিজেদের পরিচয় দান করতো। তারা তাদেরকে প্রহার করতো এবং তাদেরকে খালি হাতে পাঠিয়ে দিত (পদ ৩); এটা ছিল খারাপ। তারা তাদেরকে আহত করতো এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ফেরত পাঠিয়ে দিত (পদ ৪); এটা ছিল আরও খারাপ। শুধু তাই নয়, এক সময় আসলো যখন তারা এতটাই মন্দ ও দুষ্ট হয়ে উঠলো যে, তারা ভাববাদীদেরকে মেরে ফেলতে শুরু করলো, পদ ৫।

ঘ. এতে করে অবাক হওয়ার মত কিছুই নেই যে, যারা ভাববাদীদের সাথে খারাপ আচরণ করেছিল, তারা খ্রীষ্টের সাথেও খারাপ আচরণ করবে। ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত তাঁর পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি তাঁর একান্ত প্রিয়পাত্র। তিনি তাদের কাছে অনেক বড় দয়ার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তিনি তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করেছেন; যেভাবে যাকোব পাঠিয়েছিলেন যোষেফকে তাঁর ভাইদের সাথে দেখা করতে পাঠিয়েছিলেন (আদি ৩৭:১৪)। এটা নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে, যাকে তাদের প্রভু ভালবাসেন, তারা নিশ্চয়ই তাঁকে অন্ততপক্ষে সম্মান করবে এবং ভালবাসবে (পদ ৬): "তারা নিশ্চয়ই আমার পুত্রকে সম্মান প্রদান করবে এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিশ্চয়ই তারা তাঁকে ভাড়া পরিশোধ করবে।" কিন্তু তাকে সম্মান প্রদান করার পরিবর্তে যেহেতু তারা দেখলো ইনিই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী, তাই তারা তাঁকে আরও বেশি ঘৃণা করলো, পদ ৭। যেহেতু খ্রীষ্ট অনুশোচনা এবং মন পরিবর্তনের নিমন্ত্রণ দিতে গিয়ে আগেকার ভাববাদীদের তুলনায় আরও বেশি কর্তৃত্ব নিয়ে এবং চাহিদা নিয়ে কাজ করছিলেন, সেই কারণে তারা তাঁর প্রতি আরও বেশি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলো এবং তারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার চিন্তা করতে লাগলো, যাতে করে তারা মণ্ডলীর সমস্ত ক্ষমতা তাদের নিজেদের কুক্ষিগত করতে পারে। এতে করে সমস্ত মানুষের কাছ থেকে তারা তাদের সমস্ত গৌরব, মহিমা ও প্রশংসা লাভ করতে পারবে, সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা শুধু তাদেরই হবে; "এর উত্তরাধিকার আমাদেরই হবে; আমরা যুগ যুগান্তের রাজা হব এবং আমরাই সকল মহিমা ও প্রতাপের অধিকারী হব।" একটি উত্তরাধিকার স্থির করা আছে, যদি তারা বিশ্বস্তভাবে প্রভুর পুত্রের প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শন করতো, তাহলে সেই উত্তরাধিকার অর্থাৎ স্বর্গীয় সমস্ত সম্পদ তাদেকেই প্রদান করা হত, কিন্তু তারা তা ত্যাগ করে এই পৃথিবীর অধিকার অর্জন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। তারা চাইল ধন সম্পদ, যশ খ্যাতি এবং ক্ষমতা, যা শুধুমাত্র এই পৃথিবীর। তাই তারা তাঁকে ধরলো এবং তাঁকে হত্যা করলো; তারা এখনও এই কাজ প্রকৃত ভাবে করে নি বটে, কিন্তু আর অল্প

কিছু সময় পরেই তারা এই কাজটি করবে এবং তারা তাঁকে ধরে তাদের আঙ্গুর খেত থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল, তারা তাঁর সাথে সাথে তাঁর সুসমাচারকেও অবজ্ঞা করলো এবং দূরে ঠেলে দিল; এটি কোন ধরনের দিক থেকেই তাদের পরিকল্পনার এবং ষড়যন্ত্রের সাথে মানান সই ছিল না, তাই তারা সেই সুসমাচারকে চরম উপেক্ষা করে ফেলে দিল এবং অমান্য করলো।

৬. এ ধরনের পাপপূর্ণ এবং লজ্জাজনক কাজের জন্য অত্যন্ত ভযঙ্কর ধ্বংসাত্মক পরিণতি ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করা যায় না (পদ ৯): তখন সেই আঙ্গুর খেতের মনিব কী করবেন? এটা বলা খুবই সহজ যে, তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলা ছাড়া আর কোন কাজই তিনি করবেন না।

১. তিনি আসবেন এবং সেই কৃষকদেরকে ধ্বংস করে ফেলবেন, যাদেরকে তিনি বাঁচাতে চেয়েছিলেন। যখন তারা শুধুমাত্র ফসল দিতে অস্বীকার করেছিল, তখন, তিনি তখন তাদেরকে সেখান থেকে উঠিয়ে দিতে চান নি, কিংবা তিনি তাদেরকে মূল্য বা ভাড়া পরিশোধ করার জন্য চাপাচাপি করেন নি; কিন্তু যখন তারা তাঁর দাসদেরকে ধরে হত্যা করা শুরু করলো এবং সব শেষে তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্রকে ধরে হত্যা করলো, তিনি তখনই কেবল তাদেরকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সিদ্ধান্ত পূর্ণতা পেয়েছিল, যখন যিরূশালেম নগরীকে ধ্বংস করে ফেলা হয় এবং যিহূদী জাতি তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

২. তিনি তাঁর এ আঙ্গুর ক্ষেত অন্যদেরকে দিয়ে দেবেন। যদি আমাদের কাছে তাদের জন্য কোন স্থান না থাকে, তাহলে তিনি তা অন্যদের হাত থেকে এনে দেবেন, কারণ ঈশ্বরের লোকেরা কখনোই ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। এই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল মণ্ডলীর অধিকার যিহূদীদের কাছ থেকে নিয়ে অযিহূদীদের হাতে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এবং সেই অপরিয়েম পরিমাণ ফল যা সুসমাচার সারা পৃথিবীতে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল (কলসীয় ১:৬)। যদি এমন কেউ থেকে থাকে যার কাছ থেকে আমরা ভাল কিছু প্রত্যাশা করি, কিন্তু তা ভুল বা মন্দ বলে প্রমাণিত হয়, তখন আমরা আর নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে সুফল লাভের আশা না করে তাকে পরিত্যাগ না করে মঙ্গলের জন্য খোঁজ করবো। খ্রীষ্ট তাঁর এই মধ্যস্থতাকারীর কাজের জন্য নিজেকে উৎসাহিত করেছিলেন; যদিও ইস্রায়েল একত্রিত হবে না, তাঁর কাছে এসে একত্রিত হবে না, কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে একত্রিত হবে: "তবুও আমি মহিমান্বিত হব (যিশাইয় ৪৯:৫,৬), আমি অযিহূদীদের কাছে আলো স্বরূপ হব।"

৩. খ্রীষ্টের উঁচু পদে আসীন হওয়ার বিষয়ে তাদের যে বিরোধিতা, তা কোন মতেই আর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না (পদ ১০,১১); রাজমিস্ত্রিরা যে পাথরটি বাতিল করে দিয়েছিল, সেটা শুধু যে তারা আবার কাজে লাগাল তা ই নয়, সেটা সবচেয়ে দরকারী পাথর হয়ে উঠলো, যা সবচেয়ে প্রধান প্রস্তর হিসেবে স্বীকৃত হল এবং তা কোণের ভিত্তি হিসেবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পাথর হয়ে উঠলো। আমাদের জন্যও এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, তাঁকে ঈশ্বর আমাদের উপরে রাজা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তিনি হয়েছেন এখন সিয়োন পর্বতের রাজা। বিশেষ করে সেই সমস্ত মানুষের উপরে তিনি বিজয় লাভ করেছেন, যারা তাঁকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল এবং হত্যা করতে চেয়েছিল। পুরো পৃথিবী এখন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিজয় নিজের চোখে দেখবে, তিনি যিহূদীদের প্রতি ন্যায় বিচারই করবেন এবং তিনি অযিহূদীদের প্রতি বরং সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন। প্রভুর সকল কাজের

মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট উচ্চীকৃত হয়েছিলেন এবং আমাদের হৃদয়েও তিনি এই কারণেই উচ্চীকৃত হয়েছেন এবং তিনি তাঁর মুকুট এখানে স্থাপন করতে এসেছেন। তা যদি সম্পন্ন হয়ে যায়, তাহলে তা আমাদের চোখে অবশ্যই মনোমুগ্ধকর হবে।

এখন এই দৃষ্টান্তটি মহাপুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষকদের উপরে কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল, যারা এই রাজ্য স্থাপনের প্রতি বিরোধিতা করে ষড়যন্ত্র করেছিল? তারা জানতো যে, তিনি এই দৃষ্টান্তটি তাদের বিপক্ষেই বলছেন, পদ ১২। তারা এখানে নিজেদেরই চেহারা পেল এবং তারা চিন্তা করলো যে, এখানে তাদের কৃত পাপ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের ধ্বংস অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সুনিশ্চিত, যার কারণে তারা আরও বেশি ভীত হয়ে উঠলো এবং তারা খ্রীষ্টকে এবং তাঁর সুসমাচারকে আরও বেশি করে ভয় পেতে শুরু করলো। এতে করে নিশ্চয়ই তাদের আরও বেশি করে অনুশোচনা করার জন্য ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত ছিল, তাদের নিশ্চয়ই তাঁর বিরুদ্ধে সব ধরনের নোংরা ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা থেকে সরে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তার বদলে:-

(১) তারা খ্রীষ্টকে বন্দী করার সিদ্ধান্ত নিল এবং তারা ঠিক করলো যে, তারা তাঁকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করবে এবং তাঁকে শাস্তি দেবে। সেই কারণেই তারা তাঁর প্রতি যে পরিকল্পনা করবে বলে ঠিক করেছিল সেটাই তাড়াহুড়ো করে শেষ করার জন্য চিন্তা করলো, পদ ৮।

(২) কোন কিছুই তাদেরকে সেই পরিকল্পনা থেকে দমাতে পারলো না কিংবা তারা লোকদের ভয়েও বিরত হল না; তারা খ্রীষ্টের প্রতি কোন ধরনের সম্মান দেখালো না, কিংবা তাদের চোখেও ঈশ্বরের প্রতি কোন ভীতি ছিল না, কিন্তু তাদের ভেতরে এই একটি মাত্র ভীতি ছিল যে, যদি তারা প্রকাশ্যে খ্রীষ্টকে ধরে বন্দী করে, তাহলে হয়তো লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠবে এবং লোকেরা তাদের হাত থেকে বন্দী খ্রীষ্টকে কেড়ে নিয়ে যাবে।

(৩) তারা তাঁকে ছেড়ে সেখান থেকে তাদের নিজেদের পথে চলে গেল। যদি তারা তাঁর কোন ক্ষতি করতে না-ই পারে, তাহলে তারা তাঁকে সেখানে কোন ধরনের ভাল কাজ করতে দেবে না, আর তাই তারা তাঁর কাছ থেকে আর কোন শিক্ষা বা প্রচার শুনতেও রাজি ছিল না, যাতে করে তারা না আবার মত পরিবর্তন করে বা সুস্থ হয়। লক্ষ্য করুন, যদি মানুষের বিচার বিবেচনা তাদের সত্যের প্রমাণ দ্বারা বিজিত না হয়, তাহলে তা নিশ্চিত হবে। যদি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের দ্বারা অন্তরের অন্যায় দূর না হয়, তাহলে তা অবশ্যই দূষিত হবে এবং অযোগ্য হয়ে উঠবে। যদি সুসমাচার জীবনের কাছে জীবনের পরিত্রাণ দাতা না হয়, তাহলে তা মৃতের কাছে মৃত্যু পরোয়ানা বহনকারী হয়ে উঠবে।

মার্ক ১২:১৩-১৭ পদ

যখন খ্রীষ্টের প্রতিপক্ষেরা, যারা খ্রীষ্টের রক্তভৃষ্ণায় জ্বলে পুড়ে মরছিল, খ্রীষ্ট তাদেরকে যে সমস্ত কথা বলেছেন তা থেকে যখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত কোন কিছু বের করতে পারলো না, তখন তারা প্রশ্ন করে তাঁকে ফাঁদে ফেলতে চাইল। এখানে আমরা দেখি, তিনি পরীক্ষিত হয়েছেন কিংবা তাঁকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করা হচ্ছে,

আর তা করা হয়েছে কৈসরের কাছে কর প্রদানের জন্য যৌক্তিকতা নিয়ে। এই পুরো ঘটনাটি আমরা এর আগে দেখেছি মথি ২২:১৫ পদে।

ক. যে সমস্ত লোককে তারা এই কাজে নিয়োজিত করেছিল তারা ছিল ফরীশী এবং হেরোদীয়, যারা এই ব্যাপারে এক অপরের বিরোধী ছিল এবং তথাপি তারা একত্রিত হয়ে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে কাজ করলো, পদ ১৩। ফরীশীরা যিহূদী জাতির মুক্তি সাধনের লক্ষ্যে অনেক পরিশ্রম করেছে এবং সেই কারণে খ্রীষ্ট যদি বলতেন যে, কৈসরের কাছে কর দেওয়া বৈধ, তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাঁর বিরুদ্ধে লোকদেরকে খেপিয়ে তুলতো, আর হেরোদীয়রা নিশ্চয়ই গোপনে তাদেরকে সাহায্য করতো। হেরোদীয়রা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের স্বার্থের প্রতি নিবেদিত। যদি খ্রীষ্ট কৈসরকে কর দেওয়াকে অন্যায্য বলে রায় দিতেন, তাহলে তারা সরকারকে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতো এবং ফরীশীরা তাদের নিজেদের নীতি ভুলে গিয়ে নিশ্চয়ই তাদেরকে সেই কাজে সহযোগিতা করবে এবং খ্রীষ্টকে বন্দী করার কাজে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করবে। এটি তাদের জন্য কোন নতুন বিষয় নয়, যারা অন্যান্য সব বিষয়ে একে অপরের বিপরীত, তারা একত্রিত হয়ে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

খ. তারা যে ধরনের ভান করছে তা হচ্ছে, তারা যেন খ্রীষ্টের কাছে একটি বিবাদ মীমাংসা করার জন্য এসেছিল, যা তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল; এবং তারা এই বিষয়ে অত্যন্ত উচ্চ মত পোষণ করলো যে, তিনি নিশ্চয়ই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন, পদ ১৪। তারা তাঁকে অত্যন্ত উঁচু মানের প্রশংসা করলো, তারা তাঁকে প্রভু বলে ডাকলো, তারা তাঁকে ঈশ্বরের পথ শিক্ষা দানকারী শিক্ষক বলে স্বীকার করে নিল, যিনি সত্যের শিক্ষা দাতা, তিনি মঙ্গল সাধন করতেই এসেছেন এবং তিনি যা শিক্ষা দেন তার সবই মঙ্গলজনক এবং তিনি সব সময় সত্যের নীতির উপরে নির্ভর করে চলেন, যিনি কখনো হাসি বা ভ্রুকুটির কারণে তার লক্ষ্য থেকে দূরে যান না কিংবা সততা এবং মঙ্গল ময়তার নীতি থেকে বিচ্যুত হন না: "আপনি সৎ এবং কারো বিষয়ে ভীত নন; কারণ আপনি মানুষের মুখাপেক্ষা করেন না। আপনি এক দিকে যেমন ঈর্ষান্বিত বাদশাহের বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পান না, তেমনি ক্রোধান্বিত মানুষের বিপক্ষে কথা বলতেও ভয় পান না। আপনি ন্যয়বান এবং সব সময়ই আপনি ন্যায়ের পক্ষে থাকেন এবং আপনি সঠিক রীতিতে ভাল এবং মন্দকে ঘোষণা করে থাকেন, সত্য এবং মিথ্যেকে চিহ্নিত করে থাকেন।" যদি তারা যেভাবে খ্রীষ্ট সম্পর্কে চিন্তা করেছিল সেভাবেই কথা বলে থাকে, তাহলে যখন তারা বলেছে যে, আমরা জানি আপনি সঠিক, তখন তারা এই যে, খ্রীষ্টকে নির্যাতন করেছে এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এতে করে তারা ভণ্ডদের মত কাজ করেছে এবং এর জন্য তারা অবশ্যই চরম পাপের দায়ে পতিত হবে। তারা তাঁকে জানতো এবং তারপরও তারা তাঁকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করেছে। যাহোক, একজন মানুষের সাক্ষ্য কখনোই তার নিজের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না এবং তাদের মুখ থেকে যা বের হয় তাকেই এভাবে বিচার করা হয়; তারা জানতো যে, তিনি ঈশ্বরের সত্যের পথ শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তথাপি তারা তাদের প্রতি ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। ভণ্ডদের কাজ এবং পরিকল্পনা সব সময়ই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং তারা এতে করে নিজেরাই দোষী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি তারা না জানে কিংবা বিশ্বাস না করে, তাহলে তারা তাদের মুখ দিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলবে এবং তারা তাঁকে তাদের জিহ্বা দিয়ে মিথ্যে বলে প্রমাণিত করার

অপচেষ্টা করবে।

গ. তারা যে প্রশ্নটি করেছিল তা হচ্ছে, কৈসরকে কর দেওয়া বৈধ না কি বৈধ নয়? তাদেরকে দেখে তাদের নিজেদের দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন বলে মনে হতে পারে। একজন জাতি হিসেবে, যারা বেশ ধার্মিক কাজ করেছে, তারা নিশ্চয়ই তাদের আইন এবং বিচার সম্পর্কে জানতে চাইতে পারে। যখন তারা আসলে কেবল জানতে চায় যে, তিনি তাদেরকে কি উত্তর দেবেন, এই আশায় যে, তিনি প্রশ্নটির যে অংশই গ্রহণ করেন না কেন, যাতে করে তারা এর মধ্য থেকে তাঁকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করতে পারে। নেতাদেরকে সবচেয়ে সহজে যেভাবে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করা যায় তা হচ্ছে, তাদেরকে যদি নাগরিক অধিকার এবং আইনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা যায় এবং তাদেরকে যদি রাজা এবং তাঁর অধীনস্তদের বিষয়ে প্রশ্ন করে বিদ্ধ করা যায়, যা অনেকটাই বিতর্কিত বিষয়, কিন্তু তাদের কখনোই এ সমস্ত বিষয় নিয়ে তর্কে জড়ানো উচিত নয়। তারা সম্ভবত খ্রীষ্টের এই বিষয়টি নিয়ে বেশ চিন্তা করে তবেই এসেছিল, কারণ তারা চাইছিল যেন খুব সহজেই তিনি তাদের প্রশ্নের ফাঁদে পড়ে যান, আর এই প্রশ্নটি অনেক দিক থেকেই তার জন্য উপযোগী ছিল, কারণ তাঁর মধ্য দিয়েই রাজারা রাজত্ব করবেন এবং শাসকগণ বিধান চালু করেন। তাই তারা বেশ সুন্দরভাবেই প্রশ্নটি করেছিলেন যে, "আমরা কি কর দেব না কি দেব না?" তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা তাঁর সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভর করছেন: "আপনি যদি বলেন যে, আমাদেরকে কর দিতে হবে, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কর দেব, যদি আমাদেরকে এর জন্য ফকির হয়ে যেতে হয় তার পরও আমরা তা করবো। কিন্তু যদি আপনি বলেন আমাদের কর দেওয়া উচিত নয়, তাহলে আমরা আর কর দেব না, যদিও আমাদেরকে এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হবে।" অনেকে হয়তো এমনটি করতে চাইবে; যেমনটি করে গর্বিত মানুষেরা (যিরমিয় ৪২:২)।

চ. খ্রীষ্ট প্রশ্নটি নিয়ে বিবেচনা করেছিলেন এবং তিনি এই প্রশ্নের বাণটিকে উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি তাদেরকে যে জাতিগত অধীনতা ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে সে বিষয়ে কথা বলেছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে, ইতোমধ্যে এই বিষয়টি নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাই এখান থেকে আর নতুন কোন সিদ্ধান্তে আসার কিছু নেই, পদ ১৫-১৭। তিনি তাদের ভেতরের ভণ্ডামি সম্পর্কে জানতেন, তাদের হৃদয়ের ভেতরে তাঁর প্রতি যে ক্রোধ এবং বিদ্বেষ আছে তা তিনি জানতেন, অথচ তারা মুখ দিয়ে যে কথা বলছিল তাতে করে মনে হচ্ছিল তাঁকে তারা যেন কত না ভালবাসে। ভণ্ডামি কখনোই এত সহজে লুকানো সম্ভব হয় না, তা কখনোই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভভ হয় না। তিনি বাতিদান দিয়ে ঢেকে রাখা প্রদীপও দেখতে পান। তিনি জানেন যে, এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে কোন একটি দোষে অভিযুক্ত করা এবং সেই কারণে তিনি তাদের এই প্রশ্ন দিয়ে তাদেরকেই অভিযুক্ত করার চিন্তা করলেন এবং তিনি তাদেরকে তাদেরই নিজেদের কথা দিয়ে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করলেন, যা করতে তারা আসলেই অনিচ্ছুক ছিল, যার অর্থ হচ্ছে, তারা সৎভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কর দিতে অসম্মত ছিল, কিন্তু একই সাথে তারা তাঁর সামনে নিজেদেরকে এর ব্যতিক্রম বলে উপস্থাপিত করতে চাইছিল। তিনি তাদেরকে এ কথা জানানে যে, তাদের জাতির মধ্যে এই মুহূর্তে যে মুদ্রা প্রচলিত রয়েছে তা হচ্ছে রোমান মুদ্রা, যার এক পাশে রোমীয় সম্রাটের ছবি রয়েছে এবং অপর পাশে তাঁর সীলমোহর খোদাই করা আছে; আর যদি তাই

হয়, তাহলেঃ-
১. কৈসর অবশ্যই তাদের এই অর্থকে জনগণের সুবিধার জন্য প্রদান করেছেন, কারণ তিনি রাজ্যের সমস্ত ভার নিয়েছিলেন এবং তিনি তাদের উন্নতি সাধন করতে চেয়েছিলেন, অপর দিকে তিনি তাদের কাছ থেকে তাঁর নিজ মুদ্রা দ্বারা রাজস্ব আদায় করতে চেয়েছিলেন। তাই যে জিনিস কৈসরের তা কৈসরকেই দেওয়া উচিত। তাঁর কাছ থেকেই ঝর্ণা ধারার মত করে এই অর্থের উৎস হিসেবে উৎপত্তি হয়েছে, তাই এই অর্থ আবার তাঁর কাছেই ফিরে যাওয়া উচিত। যেহেতু সব সময়কার জন্য এই অর্থ তাঁরই, তাই এটি তাঁকেই আবার ফিরিয়ে দেওয়া উচিত এবং যেহেতু এই অর্থ তাঁরই, সেহেতু এই অর্থ বা কর প্রদানের বিষয়টিকে সরকারি বিধান হিসেবে গণ্য করতে হবে, আর এই অর্থের উপর ভিত্তি করেই রাজার কর্তৃত্ব এবং তার অধীনস্থদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা নির্ধারিত হয়।
২. কৈসর কখনোই তাদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করবেন না, কিংবা তিনি কখনোই তেমন কাজ করার ব্যাপারে ভান করবেন না। তিনি তাদের ধর্মের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পরিবর্তন সাধন করার কথা বলেন নি। "তোমাদের কর পরিশোধ কর, আর তা করতে গিয়ে কোন ধরনের তর্ক কোরো না বা বক্ বক্ কোরো না; কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকো যে, যা কিছু ঈশ্বরের তা তোমরা ঈশ্বরকে দিচ্ছ কি না।" হয়তোবা তিনি এই মাত্র যে দৃষ্টান্তটি বললেন সেটি সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করতে চাইলেন তার এই কথার মধ্য দিয়ে, যেখানে তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের আঙ্গুর ক্ষেতের প্রথম ফসল উৎসর্গ না করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন, পদ ২। অনেকেকেই দেখে মনে হতে পারে যে, তারা লোকদেরকে তাদের পাওনা পরিশোধ করে দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তারা ঈশ্বরকে তার যথাযোগ্য গৌরব দিতে অস্বীকার করে বা এ বিষয়ে মোটেও সচেতন নয় তারা। যেখানে আমাদের হৃদয়ের অবশ্যই এ বিষয়ে চিন্তি হওয়া উচিত যে, আমরা আমাদের হৃদয়ের এবং আমাদের সত্বার সেরা উপহার আমাদের হৃদয়ের মালিককে উপহার হিসেবে দিচ্ছি কি না, কিংবা একজন রাজাকে যেভাবে কর দিতে হয় সেভাবে তাকে উপহার দিচ্ছি কি না। যারা সেখানে সকলে খ্রীষ্টের কথা শুনলো, তারা সকলে বিস্মিত হল এই বুদ্ধিপূর্বক উত্তর শুনে এবং তিনি কতটা বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। কিন্তু আমি এ নিয়ে সন্দেহ করি যে, কেউই এ বিষয়টি অন্তরে ধারণ করতে পারে নি যে, তাদের প্রত্যেকেরই ঈশ্বরের জন্য উপহার আনা উচিত এবং তাদের হৃদয় থেকে যা কিছু দেনা রয়েছে তা পরিশোধ করা উচিত এবং বিশেষ করে তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের নামে সব সময় প্রার্থনা করা উচিত এবং তঁর নামের প্রশংসা গৌরব করা উচিত। অনেকেই খ্রীষ্টের চমৎকার শিক্ষা শুনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই তাদের করণীয় সম্পর্কে উপলব্ধি করতে এবং তা আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিল।

মার্ক ১২:১৮-২৭ পদ

সদ্দূকীরা, যারা সেই যুগের অদৃষ্টবাদী হিসেবে পরিচিত ছিল, তারা এখানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বাক্যুদ্ধে আক্রমণ করলো। এতে করে মনে হতে পারে যে, তারা ধর্ম-শিক্ষক, ফরীশী এবং মহাপুরোহিতের মত ছিল না, তাদের মধ্যে ব্যক্তি যীশুর প্রতি ক্ষতি করার কোন ধরনের মনোভাব ছিল না। তারা ভণ্ড এবং নির্যাতনকারী ছিল না,

কিন্তু তারা ছিল পক্ষপাতদুষ্ট এবং ভ্রান্ত পথের অনুসারী এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর শিক্ষা ও মতবাদ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন বিদ্ধ করা, যাতে করে তারা এর বিস্তার রোধ করতে পারে। তারা এ কথা অস্বীকার করেছিল যে, পুনরুত্থান বলতে কিছু নেই, কিংবা আত্মার রাজ্য বলতেও কিছু নেই, বা মৃত্যুর পরে ওপারের জগতে পুরস্কার বা শাস্তির কোন অবকাশ নেই। এখন যেহেতু এই সমস্ত প্রধান এবং মহান খ্রীষ্টান নীতির সত্যকে এখানে অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, সে কারণে খ্রীষ্ট তাঁর সুসমাচারের ক্ষমতা এবং সত্যকে প্রমাণিত করতে চাইলেন এবং তিনি তাদেরকে আর এই ধরনের সন্দেহ বেশী দূর বহন করতে দিতে চাইলেন না, তিনি চাইলেন যেন তাদের ভুল ধারণা ভেঙ্গে যায়; আর সেই কারণে তারা তাদের নিজেদেরকে তাঁর সুসমাচারের সামনে দাঁড় করালো।

ক. এখানে দেখুন, তারা কোন ধরনের প্রক্রিয়ায় এই মহান সুসমাচারে নীতির মাঝে নিজেরাই আটকে পড়লো। তারা মহান আইনের থেকে উক্তি উদ্ধৃত করেছিল, যার মাধ্যমে যদি একজন মানুষ কোন উত্তরাধিকার না রেখেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার পরবর্তী ভাই তার ভাইয়ের বংশ রক্ষা করার জন্য তার মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করার জন্য দায়বদ্ধ থাকে, পদ ১৯। তারা এই আইন অনুসারে এই কাল্পনিক ঘটনার অবতারণা ঘটালো, যেখানে সাত জন ভাই রয়েছে, যারা সকলেই এই আইন অনুসারে একে একে সকলেই তাদের বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল, পদ ২০। সম্ভবত এই সদ্দূকীরা তাদের ভেতরের নোংরামির কারণে এই অসভ্য এবং হাস্যকর আইনের প্রয়োগের ঘটনা সামনে নিয়ে এসেছিল, আর তাই তারা মোশির আইনের পুরো এই ধারাটিকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিল, তারা এর অসম্ভব এবং অদ্ভুত একটি প্রয়োগ ঘটাতে চাইছিল। যারা স্বর্গীয় আইনের অমান্য করে, যারা স্বর্গীয় বিধানকে অবজ্ঞা করতে চায়, তারা এভাবেই এই আইনের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে। কিন্তু এখানে এই ঘটনাটি ছিল কেবলই একটি ছুতো, কারণ তারা আসলে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মতবাদটি নিয়ে কথা বলতে চাইছিল; কারণ তারা ভেবেছিল যে, যদি ভবিষ্যতের কোন অবস্থা বা জীবন থেকেই থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তা এ ধরনের কিছু একটা হবে এবং তখন এই মতবাদটি তারা ভেবেছিল, একেবারেই ব্যর্থ হবে এবং চরম জটিলতার সম্মুখীন হবে, কারণ সে সময় নিশ্চয়ই তাদের গল্পের এই মহিলার সাতটি স্বামী থাকবে, কিংবা এই নিয়ে মীমাংসা করতে হতে পারে যে, সে কার স্ত্রী হবে। দেখুন, এই নিরর্থক তর্ককারীরা কত সহজেই না আসল সত্যটিকে উপেক্ষা করে যাচ্ছিল। তারা এই মতবাদকে অস্বীকার করে নি, কিংবা বলে নি পুনরুত্থান বলে কিছু থাকতে পারে না, কিংবা তারা এ নিয়ে সন্দেহও করে নি বা এমন প্রশ্নও করে নি যে, যদি পুনরুত্থান থেকেই থাকে, তাহলে সে সময় সে কার স্ত্রী হবে? এমন কি যেভাবে শয়তান খ্রীষ্টকে জিজ্ঞেস করেছিল, তেমনভাবেও তারা বলে নি, “আপনি যদি ঈশ্বরের পুত্র হন তবে বলুন,” এমন করে প্রশ্ন করে নি। কিন্তু যদিও এই বন্য পশুরা সাপের চেয়েও ধূর্ত ছিল, তাহলে যদি তারা সদ্দূকী না হত, তারা কি এ কথা বলতে পারতো যে, পুনরুত্থানের অস্তিত্ব নেই? তারা অবশ্য খ্রীষ্টের সামনে এসে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন পুনরুত্থান যে আছে, এতে তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করে এবং তারা যেন এ বিষয়ে নির্দেশনা পেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তারা আসলে তখন সত্যিই এই মতবাদকে উপর্যুপরিভাবে আঘাত করতে চেয়েছে এবং তাকে মুছে দিতে চেয়েছে। লক্ষ্য করুন, ভণ্ড এবং সদ্দূকীদের এটি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে, তারা সত্যকে নিয়ে জটিলতায় ভোগে এবং এর ফাঁদে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে, যা তাদের কখনোই

অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

খ. এখানে লক্ষ্য করুন, কোন প্রক্রিয়ায় খ্রীষ্ট পরিষ্কারভাবে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন, যা তারা আরও ঘোলাটে করে ফেলতে চাইছিল এবং এর ভিত্তি নাড়িয়ে দিতে চাইছিল। এটি ছিল শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার এবং সেই কারণে খ্রীষ্ট হালকাভাবে এই বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে গেলেন না। তিনি এর উপরে বিশদভাবে কথা বললেন, যাতে করে যদিও তারা এ বিষয়ে বিশ্বাস না করে, কিংবা মন পরিবর্তন না করে, তবুও অন্যদের কাছে যেন বিষয়টি পরিষ্কার হয়।

১. তিনি সদ্দূকীদেরকে তাদের ভুলে জন্য অভিযুক্ত করলেন এবং তাদের অজ্ঞতার জন্য দায়ী করলেন। তারা যারা পুনরুত্থানের বিধানকে এতটা সস্তা ভেবে তর্ক করছিল, যেমনটা আমাদের এই যুগে অনেকে করে থাকে, তাদের কথা শুনে মনে হতেই যারে যে, তারাই একমাত্র এ বিষয়ে চিন্তিত ব্যক্তি এবং তারাই আসলে জ্ঞানী ব্যক্তি, কারণ তারা অনেক মুক্ত চিন্তা ভাবনার অধিকারী ছিল এবং তারা অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা করতো, কিন্তু তারা আসলে ইস্রায়েলের মধ্যে সবচেয়ে বড় মূর্খ ছিল এবং তারা এই পৃথিবীর চিন্তা-ভাবনা দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল বলে তাদের মধ্যে কোন ধরনের সত্য ছিল না। "এটা-ই কি তোমাদের ভ্রান্তির কারণ নয় যে, তোমরা না জান পবিত্র পুস্তক, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম? তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারেই শুধু ভালো জানো এবং এটাই তোমাদের ভুলের মূল কারণ।"

(১) "তোমরা পবিত্র শাস্ত্র জান না।" এমন নয় যে, সদ্দূকীদের কাছে পবিত্র শাস্ত্র ছিল না, কিংবা তারা তা পাঠ করে নি, কিন্তু তারা তা অবশ্যই পাঠ করেছিল এবং খুব ভাল ভাবেই তা মুখস্থ করেছিল; তথাপি তারা সত্যিকার অর্থেই পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কে জানতো না, কারণ তারা এর অর্থ এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতো না, বরং তারা এর উপর দিয়ে মিথ্যে ও ভুল তথ্য বসিয়ে তা আরও জটিল করে তুলতো; কিংবা তারা পবিত্র পুস্তককে ঈশ্বরের বাক্য বলে গ্রহণ করে নি, বরং তারা তাদের নিজেদের ভুল চিন্তাধারাকে পবিত্র শাস্ত্রের বিপক্ষে ব্যবহার করেছিল এবং একমাত্র তারা নিজেরা যা কিছু দেখতো এবং বুঝতো তা ছাড়া আরও অন্য কোন কিছুই বিশ্বাস করতো না। লক্ষ্য করুন, পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান, যা এমন এক ঝর্ণরা মত যেখান থেকে সকল প্রকাশিত ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছে এবং এটি এমন এক ভিত্তি যার উপরে নির্ভর করে সব কিছু গড়ে উঠেছে এবং এটাই হচ্ছে ভুলের ও ভ্রান্তির বিপক্ষে সবচেয়ে বড় অস্ত্র বা প্রতিষেধক। সত্যকে ধারণ করতে হবে, পবিত্র শাস্ত্রের সত্যকে ধারণ করতে হবে এবং তা আমাদেরকে ধরে রাখবে।

(২) "তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রম জানো না।" তাদের অবশ্যই এ কথা বোঝা উচিত যে, ঈশ্বরই একমাত্র পরাক্রমশালী, কিন্তু তারা এই ক্ষেত্রে পুনরুত্থানের মতবাদটিকে প্রয়োগ করতে চাইছিল না, বরং তারা এই সত্যটিকে যত ভাবে পারা যায় বিরোধিতার মুখোমুখি করছিল, যার সবগুলোরই আসলে উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। অথচ তারপরও তারা ঈশ্বরের সর্বময়তার মতবাদটিকে প্রশ্নের সম্মুখীন করছে, যার দ্বারা সব কিছুই সম্ভব, তিনি আসলে সব কিছুই করতে পারেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে অসম্ভব নয়। সেই কারণে এই বিষয়ে ঈশ্বর একবার কথা বলেছেন, তাই আমরা আবারও যদি তা শুনতে পাই, তাহলে আমাদের আবারও মনযোগ দিয়ে শোনা উচিত এবং আমাদের

অবশ্যই তা শুনে প্রয়োগ করতে হবে, যে ক্ষমতা ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত (গীতসংহিতা ৬২:১১; রোমীয় ৪:১৯-২১)। সেই একই ক্ষমতা এবং শক্তি দিয়ে আত্মা এবং দেহ নির্মিত হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আত্মা এবং দেহকে একসাথে জীবিত করে রাখা হয় এবং যখন সময় উপস্থিত হয়, তখন আত্মাকে দেহ থেকে আলাদা করে ফেলা হয় এবং ঈশ্বর চাইলে তাদেরকে আবারও একত্রিত করতে পারেন; কারণ দেখ, ঈশ্বরের বাহু খাটো নয়। ঈশ্বরের ক্ষমতা, যা বসন্তের ফিরে আসার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় (গীতসংহিতা ১০৪:৩০), যা শস্যের বৃদ্ধি দেখে বোঝা যায় (যোহন ১২:২৪), যা কোন পশ্চাদপদ জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখে বোঝা যায় (যিহিস্কেল ৩৭:১২-১৪), যা অনেক অনেক জীবন বাচানোর মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, যা আশ্চর্য ভাবে পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম উভয় স্থানেই করা হয়েছিল, বিশেষ করে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে (ইফিষীয় ১:১৯, ২০) এবং আমরা সকলে এই ক্ষমতার দ্বারা আমাদের পুনরুত্থানের জন্য আকাঙ্খা করি (ফিলিপীয় ৩:২১); তিনি আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করে নিজের প্রতাপের দেহের সমরূপ করবেন– যে কার্যসাধক শক্তিতে তিনি সবকিছুই নিজের বশীভূত করেন সেই শক্তির গুণেই তা করবেন।

২. তিনি তাদের বিরোধিতার সমস্ত শক্তিকে প্রতিহত করলেন, তিনি সত্যের আলোতে ভবিষ্যতের শিক্ষা প্রদানের মধ্য দিয়ে এই শক্তি প্রতিহত করলেন (পদ ২৫): মৃতদের মধ্য থেকে উঠলে পর লোকেরা বিয়ে করে না এবং বিবাহিতাও হয় না, বরং স্বর্গে স্বর্গদূতদের মত থাকে। এটা জিজ্ঞেস করা বোকামি যে, সে ঐ সাত জনের মধ্যে কার স্ত্রী হবে, কারণ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক যদিও পার্থিব স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তথাপি তা সর্বোচ্চ স্বর্গে প্রযোজ্য হবে না। মন্দ এবং ভণ্ডরা তাদের বোকারা স্বর্গে ইন্দ্রিয়ের সুখ খোঁজার চেষ্টা করে, কিন্তু খ্রীষ্টানরা দু'টি উত্তম বিষয় সম্পর্কে জানেন– আর তা হচ্ছে, মাংস এবং রক্ত ঈশ্বরের রাজ্যের অংশীদার হবে না (১ করিন্থীয় ১৫:৫০) এবং তাদেরকে অবশ্যই সবচেয়ে উত্তম বিষয়ের খোঁজ করতে হবে– এমন কি ঈশ্বরের ভালবাসা এবং পছন্দনীয়তা লাভ করার পরও (গীতসংহিতা ১৭:১৫)। তারা স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের স্বর্গদূতর মত হবে এবং আমরা এটা জানবো যে, সেখানে তাদের কোন স্ত্রী থাকবে না এবং কোন সন্তানও থাকবে না। এতে কোন অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, যদি আমরা আমাদের নিজেদেরকে অনেক বেশি অসম্ভবের মাঝে ফেলি, যখন আমরা আত্মার জগতের বিষয়সমূহকে আমাদের এই ইন্দ্রিয়ের জগতের বিষয়সমূহ দিয়ে তুলনা করি।

গ. তিনি ভবিষ্যতের পরিস্থিতির মতবাদ সৃষ্টি করলেন এবং সেই অবস্থায় ধার্মিকদের জন্য আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের কথা ঘোষণা করলেন, যা সাধিত হবে ঈশ্বরের সাথে স্থাপিত অব্রাহামের চুক্তির মধ্য দিয়ে, যা ঈশ্বর অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে স্বীকার করেছিলেন, যখন অব্রাহাম মৃত্যুবরণ করেন, পদ ২৬,২৭। তিনি পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি আবেদন রাখেন, "তোমরা কি এখনো মোশির পুস্তক পাঠ কর নি?" আমরা যখন পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাই, তখন তা আমাদের জন্য সুফলজনক হয়, যদিও এমন রয়েছে যারা সেই পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করেছেন, সেগুলোকে মুখস্থ করেছে, যেভাবে সদ্দূকীরা করেছে, তা তাদের নিজেদের ধ্বংসের জন্যই। এখন তিনি এই কথা বলতে গিয়ে যে বিষয়ের অবতারণা ঘটিয়েছেন তা হচ্ছে, ঈশ্বর মোশিকে জ্বলন্ত ঝোপের মাঝ থেকে কি বলেছিলেন, "আমি অব্রাহামের ঈশ্বর; শুধু তাই নয়, আমি ছিলাম, আমি আছিও বটে।

আমি অব্রাহামের সম্পদ এবং সুখ, একজন সর্ব অভাব বিমোচনকারী ঈশ্বর।" লক্ষ্য করুন, এটা ভাবা একেবারেই ভুল হবে যে, অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক এভাবে চলতে থাকবে এবং নিরবিচ্ছিন্ন থাকবে, যদি অব্রাহাম এই চুক্তি ভঙ্গ করতেন, কিংবা যদি জীবন্ত ঈশ্বর একজন মৃত মানুষের সম্পদ এবং সুখ হয়ে থাকেন এবং চিরকাল থাকেন; এবং তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে:

১. অব্রাহামের আত্মার অস্তিত্ব আছে এবং তাঁর আত্মা এখন তার দেহ থেকে পৃথক হয়েও কাজ করছে।

২. সেই কারণে, এই সময়ে অথবা অন্য কোন সময়ে দেহকে অবশ্যই আবারও পুনরুত্থিত হতে হবে; কারণ মানুষের দেহের সাথে আত্মার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একটি সম্পর্ক রয়েছে, যা সুখ এবং আরাম আয়েশ থেকে সম্পূর্ণরূপে এবং চিরকালীনভাবে পৃথক থাকা বোঝায়, বিশেষ করে তারা চিরকাল ঈশ্বরের, তাদের প্রভুর সেবা করে এবং তার সাথে সংযুক্ত থেকে সুখ ও শান্তি ভোগ করে। এই পুরো বিষয়টির উপর নির্ভর করে তিনি এই সিদ্ধান্ত দান করেছিলেন যে, "তোমরা অনেক বড় ভুল করেছ।" যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, তারা মহা ভুল করে এবং তাদেরকে তা জানানো উচিত।

মার্ক ১২:২৮-৩৪ পদ

ধর্ম-শিক্ষক এবং ফরীশীরা ছিল (যদি তারা মন্দ ও দুষ্ট ছিল) সদ্দূকীদের শত্রু; এখন যে কেউ এমনটা আশা করতে পারে যে, যখন তারা মসীকে সদ্দূকীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে দেখলো, তখন নিশ্চয়ই তাদের তাঁর প্রতি ইতিবাচক মনভাব পোষণ করা উচিত ছিল, যেমনটি পোষণ করেছিলেন পৌল, যখন তিনি সদ্দূকীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন (প্রেরিত ২৩:৯)। কিন্তু এতে করে কোন ধরনের প্রভাব পড়ে নি, কারণ তিনি কখনোই তাদের আনুষ্ঠানিক ও প্রথাগত ধর্ম পালন করেন নি। তিনি কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে একমত হলেও তারা কখনোই তাদের কোন ধরনের সম্মান প্রদান করে নি। এখানে আমরা কেবলমাত্র একজনের বর্ণনা দেখতে পাই, সে খ্রীষ্টকে কোন ধরনের সম্মান প্রদান করে নি। এখানে আমরা একজন ধর্ম-শিক্ষকের বর্ণনা পাই, যার মধ্যে অনেক বেশি নাগরিক চেতনা কাজ করেছিল, কারণ সে সদ্দূকীদের প্রতি খ্রীষ্টের উত্তরটি লক্ষ্য করেছিল এবং সে এটা স্বীকার করলো যে, খ্রীষ্ট ভাল উত্তর দিয়েছেন এবং তিনি তার উদ্দেশ্য অনুসারেই কথা বলেছেন (পদ ২৮) এবং আমাদের এমনটি ভাবার অবশ্যই কারণ আছে যে, তিনি খ্রীষ্টকে নির্যাতন করার জন্য অন সকল ধর্ম-শিক্ষকদের সাথে যুক্ত হন নি; কারণ আমরা খ্রীষ্টের কাছে তার প্রতি নির্দেশনা প্রদানের জন্য আবেদন দেখতে পাই এবং এটি তার জন্য উপযুক্ত ছিল। সে কোন মতেই খ্রীষ্টকে পরীক্ষা করছিল না, বরং সে খ্রীষ্টের সাথে থেকে তার নিজের অবস্থার উন্নতি করতে চাইছিল।

ক. সে জানতে চাইল, সবচেয়ে প্রথম আদেশ কোনটি? পদ ২৮। সে ক্রমানুসারের দিক থেকে কোনটি প্রথম তা জানতে চায় নি, বরং গুরুত্ব এবং প্রয়াজনীয়তার দিক থেকে কোনটি বড় সে বিষয়ে জানতে চেয়েছে: "কোন আদেশটি আমাদেরকে অবশ্যই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করতে হবে? আমাদের বাধ্যতা কোন আদেশটির প্রতি সবচেয়ে বেশি গ্রথিত হতে হবে অন্য যে কোন হুকমের চেয়ে?" ঈশ্বরের কোন আদেশই ছোট নয়

(এর সবই মহান ঈশ্বরের আদেশ), কিন্তু কোন কোনটি একটির চেয়ে অন্যটি আরও একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এদের বাহ্যিক গুরুত্বের চাইতে আত্মিক গুরুত্ব অনেক বেশি, কিন্তু কোন কোনটি অন্য সবগুলোর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা এ ক্ষেত্রে বলতে পারি যে, এগুলো সব কিছুর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

খ. খ্রীষ্ট তাকে তার এই প্রশ্নের বিপরীতে সোজাসুজি উত্তর দিয়েছিলেন, পদ ২৯-৩১। যারা আন্তরিকভাবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানার জন্য এবং নির্দেশনা পাওয়ার জন্য আকাঙ্খী হবে, খ্রীষ্ট তাদেরকে বিচারের সময়ে নির্দেশনা দেবেন এবং তাঁর পথ শিক্ষা দেবেন। তিনি তাকে বললেন:

১. যা সমস্ত আদেশের চেয়ে মহান, যা অবশ্যই সবগুলোর থেকে আলাদা, আর তা হচ্ছে, *আমরা যেন ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয় ও মন দিয়ে ভালবাসি*।

(১) আত্মার মাঝে এক ধরনের আদেশ দানকারী নীতি রয়েছে; অন্য সকল দায়িত্বের জন্য একটি ছাড় রয়েছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে নেই। ভালবাসা হচ্ছে আত্মার প্রধান অনুভূতি; ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা হচ্ছে পুনর্জাগরিত আত্মার জন্য প্রধান অনুগ্রহ।

(২) যেখানে এই ভালবাসা থাকে না, সেখানে ভাল কোন কিছুই ঘটতে পারে না, কিংবা কোন ভাল কিছু ঘটতে পারে না বা গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না, কিংবা দীর্ঘ মেয়াদী কোন কিছু ঘটতে পারে না। ঈশ্বরকে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে, আমরা পর্যায়ক্রমে তার কাছ থেকে আমাদের নিজেদেরকে সংযুক্ত করবো এবং আমরা কখনোই তার কাছ থেকে পৃথক হব না এবং আমরা নিজেদেরকে এমন কিছুতে সংযুক্ত করবো যা কেবলই উত্তম এবং যা আমাদেরকে ঈশ্বরতে সম্মানিত করে। আমাদেরকে এমন কিছু করতে হবে যার কারণে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এবং সম্মানিত হন। যেখানে এই আদেশটি মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে, সেখানে কখনোই খারাপ পরিণতি আসতে পারে না, বরং সেখানে আসে সমৃদ্ধি। এখন এখানে লক্ষ্য করুন, সুসমাচার লেখক মার্ক আমাদের ত্রাণকর্তা এই আদেশের প্রেক্ষিতে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সে বিষয়ে কথা বলেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে তিনি যে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করেছেন তার উপরে মার্ক গুরুত্ব আরোপ করেছেন (পদ ২৯): "হে ইস্রায়েল, শোনো, আমাদের প্রভু ঈশ্বর একমাত্র প্রভু।" যদি আমরা দৃঢ়ভাবে এই কথা বিশ্বাস করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের মন ও প্রাণ দিয়ে সম্পূর্ণ রূপে ভালবাসতে হবে। তিনি যিহোবা, যার মাঝে সকল গ্রহণযোগ্য পূর্ণতা রয়েছে; তিনি আমাদের প্রভু, যার উপরে আমরা সম্পর্কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি এবং বাধ্যগত থাকতে পারি, তাই আমাদের অবশ্যই সব সময় তাঁকে ভালবাসতে হবে এবং তাঁর প্রতিই আমাদের স্নেহ বর্ষিত হতে হবে, তাঁকে সম্মান করতে হবে। আমাদের অবশ্যই তাঁর প্রতি আনন্দিত হতে হবে; কারণ তিনিই আমাদের একমাত্র প্রভু, সেই কারণে অবশ্যই তাকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে হবে; আমাদের প্রতি তার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে, আর সেই কারণে আমাদেরও অবশ্যই নিজেদের উপরে তাঁর কর্তৃত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতেও হবে। তিনি যদি এক হন, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের সকল হৃদয়ও তাঁর সাথে এক হওয়া উচিত এবং যেহেতু তিনি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই, সেই কারণে আর কেউই প্রতিপক্ষ হয়ে তাঁর সিংহাসনের কাছে আসতে পারবে না।

২. দ্বিতীয় মহান আদেশ হচ্ছে, *তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত করে ভালবাসবে* (পদ ৩১): ঠিক যেভাবে আমাদের আন্তরিকভাবে ভালবাসা উচিত এবং একই উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, আমাদেরকে অবশ্যই এটি দেখাতে হবে যে, আমরা যা পারি তা আমাদেরকে করে দেখাতে হবে। আমাদেরকে নিজেদের যেমন আমরা যতটুকু ভালবাসি তার চেয়েও বেশি ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে, কারণ তিনিই যিহোবা, যিনি যে কোন দিক থেকে আমাদের চাইতে কল্পনাতীতভাবে বহু গুণ উত্তম। আমাদেরকে অবশ্যই তাঁকে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ভালবাসতে হবে, কারণ তিনি আমাদের প্রভু এবং তাঁর মত আর কেউ নেই। তাই আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিবেশীদেরকে নিজেদের মত করে ভালবাসতে হবে, কারণ তারা আমাদেরই মত প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। আমাদের হৃদয়ের একেকটি নির্দিষ্ট ধরন রয়েছে, কিন্তু আমাদের সকলের দৈহিক বৈশিষ্ট্য একই রকম। আমরা একটি সমাজে বাস করি এবং আমরা সকলেই এই পৃথিবীতে মানব জাতি নামে পরিচিত। আমরা খ্রীষ্টানরা সাধারণত অন্যান্যদের চাইতে আরও পবিত্র একটি সমাজে বাস করি, তাই আমাদের মধ্যে বন্ধন আরও দৃঢ় হওয়া উচিত। আমাদের সকলকে কি এক ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নি? (মালাখি ২:১০)। আমাদের সকলকে কি এক খ্রীষ্ট পরিত্রাণ দেন নি? নিশ্চয়ই খ্রীষ্ট আমাদের সামনে উপস্থিত হলে তিনি বলতেন, এই আদেশের চেয়ে বড় আদেশ, আর কোনটি নেই; কারণ এই আদেশের মধ্য দিয়ে সকল আদেশ পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং যদি আমরা অন্যদের প্রতি সহানুভূতির ও ভালবাসার চেতনা জাগরিত করতে পারি, তাহলে ঈশ্বরের হুকমের প্রতি বাধ্যতার অন্যান্য সকল নিদর্শন আমরা পূর্ণ করতে পারবো।

গ. খ্রীষ্ট যা বললেন সেই কথার প্রেক্ষিতে সেই ধর্ম-শিক্ষক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এবং এ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে গেলেন, পদ ৩২,৩৩।

১. তিনি খ্রীষ্টের জবাবের প্রশংসা করলেন; "বেশ, প্রভু, আপনি সত্যি বলেছেন।" খ্রীষ্টের উক্তির জন্য ধর্ম-শিক্ষকের প্রশংসার বা সত্যায়নের কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু এই ধর্ম-শিক্ষক যেহেতু একজন কর্তৃত্বপরায়ণ মানুষ ছিলেন, তাই তিনি খ্রীষ্টের কথার প্রেক্ষিতে তাঁকে সম্মানসূচক কিছু প্রশংসা করলেন। এতে করে এটি প্রমাণিত হল যে, যারা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেছিল, যারা খ্রীষ্টকে নির্যাতন করেছিল এবং তাঁকে মৃত্যু দণ্ড দিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন এমন কি তাদেরই নিজেদের একজন ধর্ম-শিক্ষক এ কথা স্বীকার করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট সত্যি কথাই বলছেন এবং তিনি যা বলেছেন তা উত্তম। আর এভাবেই আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের সকল কথার প্রতি মনযোগ দিতে হবে, তবে আমাদেরকে অবশ্যই যে কথা বা কাজ সত্যি ও খাঁটি, তাঁকে প্রশংসিত করতে হবে।

২. সেই ধর্ম-শিক্ষক খ্রীষ্টের এই জবাবের প্রেক্ষিতে মন্তব্য করলেন। খ্রীষ্ট সেই মহান আদেশের বাণী এবং মতবাদ তার উক্তিতে উদ্ধৃত করেছিলেন, আর তা হচ্ছে, আমার ঈশ্বর এক ঈশ্বর, আর এই কথাটিই এই ধর্ম-শিক্ষক পুনরাবৃত্তি করলেন, শুধু তাই নয়, তিনি এর সাথে আরও কিছু কথা যুক্ত করেছেন, তিনি বলেছেন, "তিনি এক এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নেই; আর সেই কারণে আমাদের অবশ্যই তাঁর পাশে আর কোন দেবতাকে দাঁড় করানো উচিত নয়।" এই কথাটি দ্বারা তিনি ঈশ্বরের বিপরীতে যে কাউকে অন্যায্য বলে ঘোষণা করলেন এবং তিনি এটি স্বীকার করলেন যে, খ্রীষ্টই স্বর্গের সিংহাসনের একমাত্র ন্যায্য উত্তরাধিকারী এবং তিনি স্বর্গ-রাজ্যের মালিক। খ্রীষ্ট এই মহান আইন স্থপন করেছেন, আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা; আর এই ব্যাখ্যা হচ্ছে এই– তাঁকে উপলব্ধি

সহকারে ভালবাসা, যেভাবে আমরা জানি যে, আমাদের তাঁকে ভালবাসার কত শত কারণ ও যুক্তি রয়েছে। আমাদের প্রভুর, আমাদের ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা, যা আমাদের অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে ভালবাসতে হবে, অবশ্যই আমাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং তাকে সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই যুক্তি সহকারে তাকে ভালবাসতে হবে এবং আমাদেরকে এ কথা মাথায় রাখতে হবে যে, কেন আমরা তাঁকে ভালবাসবো, *Ex holes tes syneseos*– আমাদের সমস্ত উপলব্ধির উর্ধ্বে তাঁকে ভালবাসতে হবে। আমাদের অনুপাতগত শক্তি এবং যোগ্যতার প্রেক্ষিতে অবশ্যই আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অন্তরের সমস্ত স্নেহকে পরিচালিত করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। খ্রীষ্ট আমাদেরকে বলেছেন, "ঈশ্বরকে এবং আমাদের প্রতিবেশীদেরকে ভালবাসা হচ্ছে সকল আদেশের মধ্যে সবচেয়ে মহান দুই আদেশ।" "হ্যাঁ," ধর্ম-শিক্ষক বলেছেন, "এটাই সবচেয়ে উত্তম, আর সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে ভালবাসা করা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা করা সমস্ত পোড়ানো-উৎসর্গ ও অন্যান্য উৎসর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ । ভালবাসা করা ঈশ্বরের কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য এবং এতে করে আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষিত হবে।" এমন অনেকেই ছিলেন, যারা মনে করতেন যে, উৎসর্গের বিধানই হচ্ছে সবচেয়ে মহান আদেশ ও আইন; কিন্তু এই ধর্ম-শিক্ষক তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের ত্রাণকর্তার সাথে এই বিষয়ে একমত হলেন– আর তা হচ্ছে, ঈশ্বরের প্রতি এবং আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি ভালবাসার আইন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আইন, এই আইন পোড়ানো উৎসর্গের চেয়েও মহান, যা পুরোপুরিভাবে ঈশ্বরের সম্মানে পবিত্রভাবে পালন করা হয়।

ঘ. ধর্ম-শিক্ষক যা বলেছিলেন খ্রীষ্ট তা অনুমোদন করলেন এবং তিনি তাকে এই ধরনের জ্ঞানের অনুসন্ধান করার জন্য উৎসাহ দিলেন, পদ ৩৪।

১. খ্রীষ্ট এটা স্বীকার করলেন যে, তিনি সঠিকভাবে সব কিছু বুঝতে পেরেছেন, কারণ তিনি সব কিছুরই অর্থ বুঝতে পেরেছেন; তাই তিনি খুবই উত্তম কাজ করেছেন। তখন যীশু দেখলেন যে, সে বুদ্ধিপূর্বক উত্তর দিয়েছে এবং তিনি তার উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন; কারণ তিনি এর আগে অনেক ধর্ম-শিক্ষক, ফরীশী এবং আরও অনেক বিদ্বান এবং জ্ঞানী মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, কিন্তু তিনি কারও ভেতরেই এই ধরনের কোন উপলব্ধির প্রকাশ দেখতে পান নি। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন– বিবেক বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে; একজন বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে, এমন একজন মানুষ হিসেবে, যার তার বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে; এমন একজন মানুষ হিসেবে, যার যুক্তি ও বিবেক অন্ধ নয়, যার বিচার পক্ষপাত দুষ্ট নয় এবং যার দূরদৃষ্টি সঙ্কীর্ণ নয়, কিন্তু অন্য সকল ধর্ম-শিক্ষক তাদের নিজেদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের কারণে কূপমণ্ডুক হয়েছিল। তিনি এমন একজন মানুষ হিসেবে উত্তর দিয়েছিলেন, যেন তার নিজের স্বাধীনতা আছে এবং তিনি তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারেন।

২. খ্রীষ্ট এ কথা স্বীকার করেছিলেন যে, এই ধর্ম-শিক্ষক অনেক দূর এগিয়ে গেছেন: "তুমি স্বর্গীয় রাজ্য থেকে, সেই মহিমা ও গৌরবের রাজ্য থেকে খুব বেশি দূরে নও। তুমি একজন খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের মতই জীবন ধারণ করছো, খ্রীষ্টের একজন শিষ্যের মত করেই জীবন ধারণ করছো।" কারণ খ্রীষ্টের শিক্ষা মূলত এই সমস্ত বিষয়ের উপরে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং তা এইভাবেই পরিকল্পনা করা হয়েছে, আর এই সুসমাচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে এর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। লক্ষ্য করুন, তাদের জন্য অবশ্যই আশা আছে, যারা

তাদের পাওয়া সেই আলোর যথোপযুক্ত ব্যবহার করে এবং যত দূর পারা যায় তা বহন করে নিয়ে চলে, যাতে করে তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ দূর-দূরান্তে বহন করে নিয়ে যেতে পারে, যাতে করে তাদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সুস্পষ্ট আবিষ্কার ঘটতে পারে। এই ধর্ম-শিক্ষকের পরবর্তীতে কী পরিণতি হয়েছিল তা আর আমাদেরকে বলা হয় নি, তবে আমরা এটা আশা করি যে, যেহেতু খ্রীষ্ট তাকে তার পরিণতি সম্পর্কে আভাস দিয়েছেনই, সেহেতু নিশ্চয়ই সে এতে করে সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং যেহেতু তিনি প্রধান ও শ্রেষ্ঠ আইন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন, তাই নিশ্চয়ই তিনি সেই আইন মেনে জীবন ধারণ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি নিশ্চয়ই তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তথাপি, যদি তিনি তা না করে থাকেন এবং কথা শুনে সেখান থেকে চলে গিয়ে আর এই কথা স্মরণে না রাখেন, তাহলেও আমাদের অবাক হওয়ার মত কিছু নেই; কারণ এমন অনেকেই আছে, যারা ঈশ্বরের স্বর্গ-রাজ্যের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছিল, কিন্তু তারা আর কখনোই সেখানে প্রবেশ করতে পারে নি। এখন কেউ যদি চিন্তা করে যে, এই ঘটনার কারণে অনেকেই খ্রীষ্টের কাছে এসে তাঁর কাছ থেকে পরার্মশ গ্রহণ করা উচিত, তাহলে এর একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে; এর পরে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে আর কারো সাহস হল না। তিনি যা কিছু বললেন, তা তিনি কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা নিয়ে বলেছিলেন, যাতে করে তার সামনে যতজন দাঁড়িয়ে ছিল তারা সকলেই ভীত হয়েছিল; যারা তাঁর কাছ থেকে শেখার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, তারা আর তাঁকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে লজ্জা বোধ করছিল এবং যাদের ভেতরে ষড়যন্ত্র করার ইচ্ছা ছিল, তারা ভয় পেয়েছিল।

মার্ক ১২:৩৫-৪০ পদ

এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. খ্রীষ্ট লোকদেরকে দেখালেন যে, ধর্ম-শিক্ষকরা তাদের শিক্ষা ও মতবাদের দিক থেকে কতটা দুর্বল এবং ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং তারা পুরাতন নিয়মের পবিত্র শাস্ত্রে যে ধরনের সমস্যা ও প্রশ্নের উদ্ভব হয় সেগুলোকে সমাধান করতে কতখানি অপারগ ছিল, যা তারা বাদ দিয়ে যেত। এর বিষয়ে তিনি একটি উহারণ দিয়েছিলেন, যা এখানে পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি, কিন্তু মথি লিখিত সুসমাচারে এটি পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। খ্রীষ্ট সে সময় মন্দিরে বসে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি অনেক কথাই বলেছিলেন, যা পুরোপুরি লেখা হয় নি; কিন্তু এর বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছিল, কারণ এটি খ্রীষ্ট সম্পর্কে আমাদের সমস্ত উপলব্ধিকে নাড়িয়ে দেয় এবং তাঁর সম্পর্কে খোঁজ করতে ও জানতে আগ্রহী করে। কারণ কেউই তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান না পেলে তাঁর সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে ও তাঁকে চিনতে পারে না। এটি কখনোই ধর্ম-শিক্ষকদের কাছ থেকে পাওয়া হয়েছে এমন নয়, কারণ তারা খুব শীঘ্রই মাটির সাথে মিশে যাবে।

১. তারা লোকদেরকে এ কথা বলেছিল যে, খ্রীষ্ট হবেন দায়ূদের সন্তান (পদ ৩৫) এবং তারা ঠিক কথাই বলেছিল; তিনি যে শুধু তার পূর্বপুরষদের উত্তরাধিকারী বা বংশধর ছিলেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি তাঁর সিংহাসনকেও পরিপূর্ণ করেছিলেন (লূক ১:৩২): প্রভু তাঁকে তাঁর পিতা দায়ূদের সিংহাসন দান করবেন। পবিত্র শাস্ত্রে এই কথা প্রায়শই বলা হয়েছে, কিন্তু লোকেরা এই কথাটিকে ধর্ম-শিক্ষকদের কথার প্রেক্ষিতে বিচার করেছিল;

ঈশ্বরের সত্য যা-ই হোক না কেন, তা অবশ্যই পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করতে হবে, মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীদের মুখ থেকে না শুনে, কারণ পবিত্র শাস্ত্রে এটি পরিপূর্ণভাবে এবং প্রকৃত রূপে লেখা রয়েছে। *Dulcius ex ipso fonte bibuntur aquæ*– জল আরও বেশি মিষ্ট লাগে, যখন তা সরাসরি উৎস থেকে নিয়ে পান করা হয়।

২. তথাপি তারা তাদেরকে এ কথা বলতে পারে নি যে, কি করে দায়ূদ তাঁর আত্মায় পূর্ণ হয়ে, ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মায় পূর্ণ হয়ে খ্রীষ্টকে তাঁর প্রভু বলে সম্বোধন করতে পারেন, যা তাঁর জাতির সম্মানের জন্যই বলা হয়েছে– যিনি এই রাজকীয় বংশের একজন বংশধর হবেন; কিন্তু তারা শিক্ষা দেওয়ার সময় এই বিষয়ে আলোকপাত করতো না, যা খ্রীষ্টের নিজের সম্মান ছিল এবং তিনি নিজেই সেই সম্মান ও মর্যাদা আদায় করে নিয়েছেন এবং এই ভাবে বিচার করলে দেখা যায়, তিনি ঠিকই দায়ূদের বংশধর ও সেই অর্থে সন্তান ছিলেন বটে, কিন্তু একই সাথে তিনি ছিলেন দায়ূদের প্রভু। এভাবেই তারা এই সত্যটিকে অধার্মিকতার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং তারা সুসমাচারকে আংশিক গ্রহণ করেছিল, আইনকেও তাই, কিন্তু পুরোপুরিভাবে তারা কোন কিছুই গ্রহণ করে নি। তারা এ সম্পর্কে বলতে এবং এটি প্রমাণ করতে সমর্থ ছিল যে– খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান ছিলেন; যদি কেউ তাদের বিরোধিতা করতে আসে, কি করে দায়ূদ নিজেই তাঁকে তাঁর প্রভু বলে সম্বোধন করলেন? তারা জানতো না যে, এই ধরনের প্রশ্ন কীভাবে এড়াতে হয়। লক্ষ্য করুন, তারা মোশির আসনে বসতে অক্ষম, যারা সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দিতে সক্ষম হলেও কোন কোন দিক থেকে তাদের শিক্ষা সম্পর্কে যুক্তি উস্থাপন করতে এবং এর ব্যতিক্রমের বিপক্ষে যুক্তি প্রদান করতে অক্ষম এবং বিশেষ করে যাদের যুক্তি বেশি শক্তিশালী তাদেরকে তারা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের পথে আনতে অক্ষম।

এখন এই বিষয়টি ধর্ম-শিক্ষকদেরকে বিদ্ধ করেছিল, কারণ তাদের অজ্ঞতা এবং অবজ্ঞা প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এতে করে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ আরও অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল; কিন্তু সাধারণ মানুষ খুব আনন্দের সাথে খ্রীষ্টের কথা শুনছিল, পদ ৩৭। তিনি যা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন তা ছিল অবাক করার মত এবং অত্যন্ত প্রভাবব্যঞ্জক। যদিও এটি ধর্ম-শিক্ষকদের উপরে প্রভাব ফেলার জন্য বলা হয়েছিল, তথাপি তা লোকদের প্রতিও শিক্ষামূলক ছিল এবং তারা এ ধরনের প্রচার এর আগে আর কখনো শোনে নি। সম্ভবত তাঁর কণ্ঠে এবং তাঁর স্বরে স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন কোন ধরনের আদেশ দানকারী এবং মনোমুগ্ধকর আকর্ষণ ছিল, যার কারণে লোকেরা তাঁর কণ্ঠ শুনতে অনেক বেশি পছন্দ করতো; কারণ আমরা এমন কিছু দেখি না যে, তিনি এমন কোন আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন যার জন্য তারা তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাঁকে অনুসরণ করবে, কিন্তু তিনি তাদের কাছে এমন ছিলেন যে, তারা তাঁর সমস্ত কথা যেন এক মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের মত মনে করতো এবং এমন মনে হত যেন সেই সঙ্গীত কেউ একজন কোন সুরেলা যন্ত্রে বাজাচ্ছে; যেমন যিহিস্কেল ছিলেন তার শ্রোতাদের কাছে (যিহিস্কেল ৩৩:৩২)। সম্ভবত তাদের কেউ কেউ পরবর্তীতে চিৎকার করে বলেছিল, *ওকে ক্রুশে দাও*, যেভাবে হেরোদ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনিই তাঁর মাথা কেটে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন।

খ. তিনি লোকদেরকে সাবধান করে দিয়ে এই কথা বললেন যে, তারা যেন ধর্ম-শিক্ষকদের ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে দূরে থাকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। তারা যেন কোনভাবেই তাদের গর্ব

ও ভণ্ডামি দ্বারা আক্রান্ত না হয়; আর তিনি তাঁর উপদেশের মধ্যে তাদেরকে বললেন, ধর্ম-শিক্ষকদের থেকে সাবধান (পদ ৩৮), তোমরা নিজেদেরকে সাবধানে রাখবে, যাতে করে তোমরা কোন মতেই তাদের বিশেষ উদ্দেশ্যের আওতায় না পড় এবং যাতে করে তোমরা লোকদের ব্যাপারে তাদের যে মতামত তার দ্বারা প্রভাবিত না হও। তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ খ্রীষ্ট করেছিলেন, তা মথি লিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়েও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, এখানে আমরা আরেকবার তা পুনরালোচনা করতে যাচ্ছি।

১. তারা নিজেদেরকে অত্যন্ত মহান ও বড় করে দেখায়; এ কারণে তারা লম্বা লম্বা কোর্তা পরে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে, তারা পা পর্যন্ত লম্বা পোশাক পরে এবং সেই সমস্ত পোশাক পরে তারা রাস্তায়, ঘুরে বেড়ায়, ঠিক যেভাবে রাজারা, বা কাজীরা, বা মহান ব্যক্তিরা দামী এবং ভারী পোশাক পরে। তাদের এ ধরনের পোশাক পরা মোটেও অন্যায় বা পাপের কিছু নয়, কিন্তু তারা এই কাজ করতে অর্থাৎ এ ধরনের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে এবং এই পোশাক পরে তারা গর্ব বোধ করে, তারা নিজেদেরকে এর মধ্য দিয়ে মূল্যায়ন করে এবং এর মধ্য দিয়েই তারা নিজেদেরকে অন্যদের সামনে বড় বলে জাহির করে থাকে, যা শৌল শমূয়েলের সামনে গিয়ে করেছিলেন, এখন আমাকে এই লোকদের সামনে সম্মান জ্ঞাপন করুন। এটি ছিল গর্বের একটি উদ্ধত প্রতিক্রিয়া। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে সব সময় লম্বা লম্বা কোর্তা পরিহার করতে বলেছেন।

২. তারা নিজেরা খুব ভাল সাজার ভান করে; কারণ তারা প্রার্থনা করে, তারা লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে, যেন তারা স্বর্গের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ এবং সেখানে তাদের কাজ রয়েছে। তারা চায় যেন তারা যে প্রার্থনা করছে এটা সকলের চোখে পড়ে, তাই তারা লম্বা করে প্রার্থনা করে, যা অনেকে মনে করেন যে, তাদের নিজেদের জন্যই শুধু তারা প্রার্থনা করে না, সেই সাথে তারা অন্যদের জন্যও, অর্থাৎ তাদের পরিবার এবং প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের জন্যও প্রার্থনা করে, আর এই কারণেই তাদের প্রার্থনা এত লম্বা হয়ে থাকে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের প্রার্থনা লম্বা করে থাকে এবং তাদেরকে দেখে মনে হতে পারে যে, তারা প্রার্থনা করতে ভালবাসে, তারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্যই প্রার্থনা করে না, যাঁকে তাদের অবশ্যই মহিমা ও গৌরব প্রদান করা উচিত, কিন্তু তাদের প্রতিবেশীদের জন্যও প্রার্থনা করা উচিত, যাদেরকে তাদের অবশ্যই সেবার করার মানসিকতা নিয়ে ভালবাসা উচিত।

৩. এখানে তারা নিজেদেরকে উন্নত করার চেষ্টায় লক্ষ স্থির করেছে: তারা প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা করে এবং তারা প্রশংসা পেতে খুবই ভালবাসে; তারা হাট বাজারে লোকদের কাছ থেকে মঙ্গলবাদ পেতে চায় এবং তারা সমাজ-ঘরে সবচেয়ে প্রধান আসনটিতে গিয়ে বসে এবং ভোজ সভায় তারা সবচেয়ে উপরের কামরায় গিয়ে আসন গ্রহণ করে; এতে করে তারা তাদের প্রশংসিত হওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্খা পূরণ করে; যাতে করে লোকেরা তাদেরকে সম্মান দেয় এবং তারা চিন্তা করে যে, তাদের লোকদের কাছ থেকে এই মূল্য পাওনা রয়েছে, যারা তাদেরকে চেনে ও জানে তাদের কাছে তারা নিজেদের মূল্য প্রকাশ করে এবং যারা তাদেরকে চেনে না ও জানে না, তাদের কাছ থেকে তারা সম্মান আদায়ের চেষ্টা করে।

৪. তারা নিজেদেরকে ধনী বানানোর চেষ্টা লিপ্ত রাখে। তারা বিধবাদের বাড়িতে হানা দেয় এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি নিজেদের নামে লিখিয়ে নিয়ে সেই বিধবাদেরকে সর্বস্বান্ত করে

ছেড়ে দেয়, সেটা হতে পারে ছল চাতুরি করে কিংবা অন্য কোন অসৎ উপায়ে। কিন্তু এর প্রেক্ষিতে তারা উপরে দিয়ে যা করতো তা হচ্ছে, নিজেদেরকে অসততার সন্দেহ থেকে মুক্ত রাখার একটি অপচেষ্টা; এর জন্য তারা তাদের মুখে সব সময় দয়ার মুখোশ পরে থাকতো। তাদেরকে কখনোই দেখে খারাপ মনে হবে না, কিন্তু তারা আসলে জঘন্য চরিত্রের মানুষ। তারা নিজেদেরকে শুধুই ভাল দেখানোর জন আপ্রাণ চেষ্টা করে চলে। ভণ্ড এবং অত্যাচারকারীদের অবশ্যই এ কথা চিন্তা করা উচিত যে, তারা নিজেরা ভণ্ডামি করে যে প্রার্থনা করে এবং যে ধরনের লম্বা লম্বা প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে অসম্মান করে, তার তুলনায় দরিদ্র বিধবাদেরকে ঠকানো আরও অনেক বেশি অন্যায় কাজ। তাদের মধ্যে যদি মানবতা বোধ এবং আন্তরিকতা থাকতো, তাহলে তারা কোন মতেই এভাবে কারও উপর অবিচার করতে পারতো না। কিন্তু তাদের ভেতরে অসততা থাকার কারণে তারা এক ধরনের দয়া এবং সহানুভূতি পোষণের ভান করে এবং তারা আরও বেশী পাপ করে, যার দ্বারা দ্বিগুণ পরিমাণ অন্যায় করে, তাই তাদের ধ্বংস আরও বেশি গুরুতর হবে এবং দ্বিগুণ পরিমাণ শাস্তি তারা ভোগ করবে: এরা বিচারে আরও অধিক দণ্ড পাবে; যারা প্রার্থনা ছাড়াই জীবন নির্বাহ করে তাদের তুলনায় এদের ধ্বংস আরও মারাত্মক হবে, এর কারণ তারা ছদ্মবেশ ধরে গরীব বিধবাদের সাথে ছল চাতুরি করে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। লক্ষ্য করুন, ভণ্ডদের ধ্বংস অন্য যে কারও চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর ধ্বংস হিসেবে পরিগণিত হবে।

মার্ক ১২:৪১-৪৪ পদ

এই অংশের গল্পটি মথি লিখিত সুসমাচারে পাওয়া যায় না, তবে তা এখানে এবং লূক লিখিত সুসমাচারে পাওয়া যায়। এখানে খ্রীষ্ট এক গরীব বিধবার প্রশংসা করেছেন, যে মন্দিরের ভাণ্ডারে কেবল মাত্র দুইটি পয়সা দান করেছিল, যা আমাদের ত্রাণকর্তা তাঁর প্রচার ও শিক্ষা দানের সময় থাকা সত্ত্বেও তা লক্ষ্য করার মত সময় পেয়েছিলেন। এখানে দেখুন:

ক. স্বেচ্ছা দানের জন্য মন্দিরে একটি ভাণ্ডার ছিল, যেখানে সকল দান সংগৃহীত হত এবং যেখান থেকে বিভিন্ন স্থানে সেই অর্থ বণ্টন করা হত; এটি ছিল মূলত দরিদ্রদের সাহায্যার্থে চালিত একটি তহবিল এবং মন্দিরের অনেক ব্যয়ও এই তহবিল থেকে নির্বাহ করা হত; কারণ সেবার কাজ এবং দয়ার কাজ একই সাথে এগিয়ে চলে; যেখানে আমাদের ঈশ্বরকে উপাসনার মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়, সেখানে আমাদের অবশ্যই দরিদ্রদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করার মধ্য দিয়ে সম্মান লাভ করা যথাযোগ্য; এবং আমরা অনেক সময় প্রার্থনা ও দানকে এক সাথে যুক্ত অবস্থায় দেখি (প্রেরিত ১০:২,৪)। জনগণের কাছ থেকে দান গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো এবং তা দরিদ্রদের হাতে সরাসরি তুলে দেওয়া অত্যন্ত দয়াপূর্ণ একটি কাজ; শুধু তাই নয়, এটি তাদের জন্য অবশ্যই অত্যন্ত মঙ্গলজনক, যাদের সেই দান দেওয়ার ক্ষমতা আছে, কারণ তারা যদি দান করে তাহলে ঈশ্বর তাদেরকে ফলবান করবেন এবং আরও সমৃদ্ধ করবেন (১ করিন্থীয় ১৬:২), যাতে করে তারা কিছু দেওয়ার জন্য তৈরি থাকতে পারে, যখন তাদেরকে সেবার্থে কোন কিছু দান করার জন্য বলা হবে, যা অন্য কারও ব্যবহারার্থে দান করে দেওয়া হবে।

খ. সেই ভাণ্ডারের প্রতি খ্রীষ্ট একটি চোখ নিবদ্ধ রেখেছিলেন: তিনি মন্দিরের ভাণ্ডারের মুখোমুখি বসে ছিলেন এবং সেখান থেকে লোকজনকে সেই ভাণ্ডারে অর্থ দান করতে

দেখছিলেন। তিনি এই ভেবে দুঃখ করছিলেন না যে, তাঁর নিজের সেখানে দান করার মত কোন অর্থ ছিল না, কিংবা এমনও নয় যে, কারা সেখানে দান করছিল তাদেরকে তিনি আশীর্বাদ করছিলেন, আসলে তিনি দেখছিলেন সেখানে কি দান করা হচ্ছে। লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দেখেন আমরা ধার্মিক হৃদয় নিয়ে এবং সেবার মনোভাব নিয়ে কি দান করি এবং কতটুকু দান করি; আমরা তা স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় দিচ্ছি কি না, আন্তরিকভাবে দান করছি কি না; খুশি মনে দিচ্ছি কি না অথবা মন্দ চিন্তা নিয়ে দিচ্ছি কি না; শুধু তাই নয়, তিনি আমাদের হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য রাখেন; তিনি দেখেন যে, কোন নীতির উপর ভর করে আমরা দান করছি এবং আমাদের এতে মত বা দর্শন কি, দান দেওয়ার ক্ষেত্রে। এবং আমরা যা-ই দান করছি না কেন, তা আমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করছি না কি মানুষকে দেখাবার জন্য দান করছি তাও তিনি দেখেন।

গ. তিনি এমন অনেককে দেখেছেন, যারা ধনী ছিল এবং তার অনেক বেশি পরিমাণে দান করেছে এবং অনেক ধনী ব্যক্তিকে দান করতে দেখা বেশ সন্তোষজনক একটি দৃশ্য এবং বিশেষ করে তারা যদি শুধু দান না করেন, তারা যদি প্রচুর পরিমাণে দান করে। লক্ষ্য করুন, যারা ধনী, তাদের অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে দান করা উচিত; কারণ ঈশ্বর যদি আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে দান করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি চাইবেন আমরাও যেন দরিদ্রদেরকে প্রচুর পরিমাণে দান করি এবং ধনীদের জন্য এটাই যথেষ্ট নয় যে, তারা আর সবার মত করে একই পরিমাণে দান করবে, বরং তাদের উচিত হবে তাদের যে পরিমাণ সম্পদ আছে সেই অনুপাতে দান করা; এবং যদি তাদের কাছে যথোপযুক্ত সেবার মনোভাব দেখা না যায়, যা তাদের আসলে দেওয়া উচিত ছিল, তাহলে নিশ্চয়ই তারা তা দিতে চাচ্ছে না এবং এতে করে তাদের ভণ্ড মানসিকতার প্রকাশ পাবে।

ঘ. সেখানে একজন দরিদ্র বিধবা ছিল, যে ভাণ্ডারে মাত্র দুইটি ক্ষুদ্র মুদ্রা দান করেছিল, যার মূল্য সিকি পয়সা (পদ ৪২); এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন; তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর কাছে ডাকলেন এবং তাঁদেরকে এ দিকে নজর দিতে বললেন (পদ ৪৩); তিনি তাঁদেরকে বললেন যে, এই বিধবাটি খুব সহজেই এই দুইটি পয়সা না দিয়ে রেখে দিতে পারতো, সে তা তার নিজের জন্য জমিয়ে রাখতে পারতো, কারণ এটিই তার একমাত্র অবলম্বন ছিল, সে তার এক দিনের সমস্ত খরচ ঐ পয়সা দিয়ে চালাতো এবং সম্ভবত সে আগের দিন পরিশ্রম করে যে পয়সা আয় করেছিল এটাই ছিল সেই পয়সা। যেহেতু খ্রীষ্ট জানতেন যে, সে সত্যিকার অর্থেই সেবার মনোভাব নিয়ে সেই দান করেছে, সেই কারণে এর আগে যে ধনী ব্যক্তিরা সেখানে দান করেছিল, তাদের সকলের দানের চেয়ে এই দানটিকে তিনি আরও বড় করে দেখেছিলেন; কারণ তারা সেখানে সেই প্রাচুর্য্য থেকে মাত্র কিছু অতিরিক্ত অংশ দান করেছে, কিন্তু এই বিধবাটি তার প্রয়োজনীয় অর্থ দান করে দিয়েছে, পদ ৪৪। এখন নিশ্চয়ই অনেকেই এই বিধবাটিকে নিন্দা করবে এবং ধরে নেবে যে, সে ইচ্ছা করে এত কম দান করেছে, কিন্তু সে কেন অন্যদের জন্য দান করবে, যেখানে তার নিজেরই অনেক কম অর্থ রয়েছে? নিজের ঘর থেকেই সেবার কাজ শুরু হয়, কিংবা যদি সে তা দান করে থাকে, তাহলে কেন সে তা অন্য কোন দরিদ্র মানুষকে দিচ্ছে না যাকে সে চেনে? সেই মন্দিরের ভাণ্ডারে এসে পয়সা দান করার কি দরকার ছিল তার জন্য, যা মূলত মহাপুরোহিত এবং পুরোহিতদের পিছনেই ব্যয় করা হত? কারণ সে সময় তারা দুর্নীতি করে সেই ভাণ্ডারের প্রচুর পরিমাণ অর্থ নিজেদের পিছনে ব্যয় করতো এবং

দরিদ্রদেরকে খুব অল্প পরিমাণেই দান করতো। এটা খুবই বিরল ঘটনা যে, কেউ একজন অন্তত পক্ষে সেই বিধবাটিকে তিরস্কার করবে না বা দোষ দেবে না, যেহেতু সে মাত্র অল্প কিছু পয়সা সেখানে দান করেছে, যা আমরা কোন মতেই আশা করি না। এখানে খ্রীষ্ট তবুও তার প্রশংসা করলেন এবং সেই কারণে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত জ্ঞানীর মত এবং ভাল মানুষের কাজ করেছে। যদি খ্রীষ্ট বলে থাকেন বেশ করেছ, তাহলে অন্য আর যে যা ই বলুক না কেন, আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে, সত্যিই তা মঙ্গলজনক। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি যে:

১. দান করা অত্যন্ত ভাল একটি কাজ এবং তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে প্রচুর পরিমাণে সমাদৃত হয়। যদি আমরা নম্র হই এবং এর প্রতি আন্তরিক হই, তাহলে তিনি আমাদেরকে হৃষ্ট চিত্তে এবং আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবেন, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে পৃথিবী তা স্বীকৃতি নাও দিতে পারে।

২. যাদের অল্প কিছু অর্থ রয়েছে, তাদেরও সেই অল্প পরিমাণ থেকে দান দেওয়া প্রয়োজন রয়েছে। যারা দিন মজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে বা পরিশ্রম করে কাজ করে, যারা দিন আনি দিন খাই হিসেবে কাজ করে থাকে, তাদেরও অবশ্যই তাদের জন্য দান করা উচিত, যাদের অভাব রয়েছে (ইফিষীয় ৪:২৮)।

৩. আমাদের জন্য এটি খুবই মঙ্গলজনক যে, যদি আমরা আমাদের নিজেদেরকে কৃচ্ছতা সাধনে অভ্যস্ত করি এবং সংযমী হই, যাতে করে আমরা দরিদ্রদেরকে আমাদের আয়ের থেকে কিছুটা অংশ দান করতে পারি; আমাদের নিজেদেরকে অস্বীকার করার অর্থ হল সব ধরনের বিলাসিতা থেকে দূরে থাক এবং সেই সাথে সব বিষয়ে সচেতন এবং সহানুভূতি পূর্ণ হওয়া, যাতে করে আমরা দান করতে উৎসাহী হই। আমাদের নিজেদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই সচেতন করে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে যে, আমরা যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন খরচ না করি, আমরা যেন আমাদের প্রতিবেশীকে নিজেদের মত করেই ভালবাসি।

৪. জনগণের প্রতি দান করা অবশ্যই উৎসাহিত করা উচিত, কারণ এগুলোই একটি জাতির উপরে অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে আসে এবং যদিও এই দানের অনেক ধরনের অপব্যবহার হয়, তথাপি অবশ্যই এই কারণে দান করা থেকে সরে আসা মোটেও কোন ভাল কারণ নয়।

৫. যদিও আমরা সেবার দান করতে গেলে সামান্য কিছু দান করতে পারি, তারপরও আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সামর্থ্য অনুসারে কিছুটা হলেও দান করতে হবে, যদি কেউ সেবার মন নিয়ে এবং ভালবাসা নিয়ে দান করে, তাহলে তা অবশ্যই খ্রীষ্টের কাছে গৃহীত হবে, কারণ তিনি চান যেন একজন মানুষকে যা দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে সে দান দেয়, তার যা নেই সেই অনুসারে নয়। এই দুইটি মুদ্রা অন্য সকল দানের চেয়ে বড় করে দেখা হবে এবং তা অবশই হিসেবে আনা হবে, এখানে খ্রীষ্ট এই দুইটি মুদ্রাকে দুই হাজার বা তারও বেশি মূল্য মানের অর্থ হিসেবে বিবেচনা করবেন।

৬. দান ও সেবার কাজ প্রচুর পরিমাণে প্রশংসিত হয়, যখন আমরা আমাদের সামর্থ অনুসারে দিই তখন তো বটেই, কিন্তু যখন আমরা সাধ্যের বাইরেও দেওয়ার চেষ্টা করি, তখন আমরা আরও বেশি প্রশংসিত ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হব, যেমনটি ছিল মেসিডোনীয় মণ্ডলীতে, ভীষণ কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে যাদের উপর মহাপরীক্ষা চলছিল এবং তবুও তাদের মধ্যে আনন্দের প্রাচুর্য ছিল এবং তাদের চরম দীনতার মধ্যেও মুক্ত হস্তে দান করেছিল (২ করিন্থীয় ৮:২,৩)। যখন আমরা আনন্দের সাথে অন্যের জন্য দান করি, তখন আমরা

আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু ও অনুগ্রহ লাভ করে থাকি, যেমন সারিফতের বিধবা পেয়েছিল ভাববাদী এলিয়ের কাছ থেকে এবং খ্রীষ্ট যেভাবে পাঁচ হাজার মানুষকে খাইয়েছিলেন এবং আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হবে, কারণ তিনি কোন না কোন দিক থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ যুগিয়ে আসছেন, আর এটি অবশ্যই কৃ তজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অবশ্য করণীয়।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ১৩

এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো সেই ভবিষ্যদ্বাণী মূলক বক্তৃতার সারমর্ম, যা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিরূশালেম নগরীর ধ্বংস এবং এর ভেতরের সমস্ত কিছুর বিনাশ সম্পর্কে বলেছিলেন। এটি ছিল তার জীবনের শেষ প্রচার ও বক্তৃতাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি এবং এটি জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় নি– *Ad populum*, বরং পুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে– *Ad clerum*। এটি ছিল একটি নিভৃত ও ব্যক্তিগত বক্তব্য, যা তিনি তাঁর চার জন মাত্র শিষ্যের কাছে বলেছিলেন, যাদের ভেতরে এই বক্তৃতাটি একান্তে বসে প্রদান করা হয়েছিল। এখানে আমরা দেখবো:

ক. তার এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপলক্ষ্য– তার শিষ্যরা মন্দিরের স্থাপনার প্রশংসা করেছিলেন (পদ ১, ২) এবং তারা মন্দিরের ধ্বংসের দিন ক্ষণ সম্পর্কে জানতে চাইলেন, পদ ৩, ৪।

খ. যিরূশালেম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী,

১. বিরোধিতাকারীদের উত্থান, পদ ৫, ৬, ২১-২৩।
২. জাতিগণের মধ্যকার যুদ্ধ ও সংঘাত ৭, ৮।
৩. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপরে নির্যাতন।
৪. যিরূশালেমের ধ্বংস, পদ ১৪-২০।
৫. পৃথিবীর বিনাশ, পদ ২৪-২৭।

গ. এই বিনাশের সময়কাল সম্পর্কে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য, পদ ২৮-৩২।

ঘ. এ সমস্ত কিছুর চাক্ষুষ প্রমাণ, পদ ৩৩-৩৭।

মার্ক ১৩:১-৪ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:

ক. খ্রীষ্টের নিজেরই কয়েকজন শিষ্য মন্দিরের বাহ্যিক রূপ দেখে তাকে মহান বলে প্রশংসা করছিলেন, যা তারা সব সময় অতি পবিত্র বলে ধারণা করে এসেছেন। যারা খ্রীষ্টকে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, লোকেরা একে দস্যুগণের গহ্বর করে তুলেছে; তথাপি যখন তিনি এর মন্দতা এবং ভ্রষ্টতার জন্য একে ত্যাগ করে চলে গেলেন, তখনও তাঁরা এর প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা দেখিয়েছেন এবং এর কাঠামো এবং জাঁকজমকের ভূয়সী প্রংশসা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন তাঁকে বলেছিলেন, "দেখুন প্রভু, কেমন পাথর ও কত বড় দালান! (পদ ১) এমন বিশাল দালান আমরা গালীলে কখনোই দেখি নি। হে প্রভু, আমরা তো এই স্থান কখনো ত্যাগ না করে এখানে থেকে গেলেই পারি!"

খ. খ্রীষ্ট বাহ্যিক জাঁকজমক এবং বিলাসিতার প্রতি কতই না কম মূল্য দেন, যেখানে প্রকৃত অর্থে কোন বিশুদ্ধতা নেই: "তুমি কি এ সমস্ত বড় বড় দালান দেখছো," (খ্রীষ্ট বললেন), "আর এর প্রশংসা করছো? আমি তোমাদেরকে বলছি, এমন এক সময় আসছে, যখন এই

দালানের একটি পাথরও একটি আরেকটির উপর থাকবে না, সমস্তই ভূমিস্যাৎ হবে," পদ ২। এর দামী দামী কারুকার্য এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না, কিংবা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম ধরে শত কান্না কাটি করলেও এর ধ্বংস ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তিনি করুণার দৃষ্টিতে ধ্বংস প্রাপ্ত আত্মার দিকে তাকান এবং তাদের জন্য কাঁদেন, কারণ তাদের জন্য তাঁর সহানুভূতি আছে এবং তিনি তাদেরকে মূল্য দেন; কিন্তু আমরা কখনো এমন দেখি না যে, তিনি বড় বড় দালান এবং প্রাসাদের জন্য করুণা করছেন, কারণ সেখান থেকে বের হয়ে আসে পাপ, আর তাই তিনি এসবের প্রতি এত কম গুরুত্ব দেন। তিনি এর প্রতি আসলেই অনেক কম গুরুদ্ব দেন, আর তাই তিনি বলেছেন, *এর একটি পাথরও আরেকটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে না!* এই মন্দিরের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে এর বিশাল বিশাল পাথরগুলো, যা এর ভিত্তি। আর এই পাথরগুলো যদি ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তা হলে এর কোন চিহ্ন, কোন অবশিষ্টাংশই আর থাকবে না। যদি কোন অংশ দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে এই আশা করা যায় যে, তা কোন এক সময় মেরামত করে আবারও ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যাবে, কিন্তু যদি তা একবার ভেঙ্গে যায় এবং এর একটি পাথরও যদি যথা স্থানে না থাকে, তাহলে কি আর তাকে পুনরায় গড়ে তোলার কোন আশা থাকে?

গ. সামনে কি ঘটবে এবং কখন সেগুলো ঘটবে, এটি জানার জন্য আমাদের আকাঙ্খা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয়। সে সময় আমাদের কী দায়িত্ব রয়েছে তা জানার চাইতে বরং সে সময় কি কি ঘটবে তা জানার জন্য আমাদের অতিরিক্ত আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টের শিষ্যরা বুঝতে পারছিলেন না যে, কি করে যিরূশালেম নগরী ধ্বংসের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁরা হজম করবেন, যাকে তাঁরা তাঁদের প্রভুর রাজকীয় আবাসস্থল বলে ভেবেছিলেন এবং যেখানে তাঁরা নিজেরাও থাকবেন বলে মনে করেছিলেন এবং সম্মানের স্থান গ্রহণ করবেন বলে ভেবেছিলেন; আর সেই কারণে তাঁরা যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে একাকী পেলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মানসিকভাবে অত্যন্ত পীড়িত হচ্ছিলেন। খ্রীষ্ট যখন বৈথনিয়াতে ফিরছিলেন, তখন তিনি জৈতুন পর্বতে মন্দিরের মুখোমুখি হয়ে বসলেন, যেখান থেকে তিনি সম্পূর্ণ মন্দির দেখতে পাচ্ছিলেন; এবং তাঁর চার জন শিষ্য সেখানে তাঁর সাথে নিভৃতে বসে আলোচনা করার জন্য তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি মন্দিরের ধ্বংস হওয়া বলতে যা বুঝিয়েছেন, তার প্রকৃত অর্থ হল, তিনি আসলে তাঁর নিজের মৃত্যুর কথাই বুঝিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা দৃষ্টান্ত কথার দিক থেকে এতটাই নির্বোধ ছিলেন যে, তাঁরা এ কথা বুঝতেই পারেন নি। সম্ভবত এই চারজন শিষ্য খ্রীষ্টকে প্রশ্ন করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যখন বিস্তারিতভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, তখন তিনি হয়তোবা সকলের সামনেই এর উত্তর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন, তথাপি সেটাও ছিল নিভৃতে, কারণ তিনি জনতার সামনে এ নিয়ে কথা বলেন নি। তাদের প্রশ্ন ছিল, "কখন এই সমস্ত ঘটনা ঘটবে?" তাদের এ ধরনের প্রশ্ন করার ইচ্ছা ছিল না বা অন্তত পক্ষে দেখা যায় না যে, এই সমস্ত ঘটনা আসলেই ঘটবে কি ঘটবে না এই প্রশ্ন করতে (কারণ তাঁদের প্রভু বলেছেন যে, এই সকল ঘটনা ঘটবে), কিন্তু তারা এ বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন যে, হয়তো এই ঘটনা ঘটতে আরও অনেক অনেক দেরি আছে। তথাপি তাঁরা সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এই ঘটনা ঘটনার সন তারিখ জিজ্ঞেস করেন নি (তারা এ বিষয়ে ভদ্র ছিলেন), বরং তাঁরা বললেন, "আমাদেরকে বলুন প্রভু, এর চিহ্ন কি হবে, কখন এই সমস্ত ঘটনা পরিপূর্ণতা পাবে? এর পূর্বাভাস কি হবে এবং আমরা কি করে এর থেকে

নিজেদের রক্ষা করতে পারবো?"

মার্ক ১৩:৫-১৩ পদ

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি তাঁদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে দিলেন না, বরং তিনি তাঁদেরকে এর সময় এবং কাল সম্পর্কে একটি অন্ধকার ধাধায় ফেলে দিলেন; যা পিতা তাঁর নিজের হাতের মুঠোয় রেখেছেন এবং যা তাঁদের জানার জন্য নয়; কিন্তু তিনি তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে যা কিছু প্রয়োজন তা বললেন, যা সেই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে, যে সমস্ত ঘটনা খুব শীঘ্রই ঘটতে চলেছে।

ক. তাঁদেরকে অবশ্যই এ কথা চিন্তা করতে হবে যে, তাঁরা যেন প্রলোভনকারী এবং ভণ্ডদের দ্বারা প্রলোভিত না হন, যারা এখন খুবক শীঘ্রই উত্থিত হবে (পদ ৫, ৬); "সাবধান থেকো, যেন কোন মানুষ তোমাদেরকে ধোঁকা দিতে না পারে, যাতে করে তোমরা সত্যিকার যে খ্রীষ্টকে পেয়েছ, তাকে না আবার হারিয়ে ফেল এই সমস্ত ভণ্ড খ্রীষ্টদের ভিড়ে, কিংবা হয়তো তোমরা তার বিরোধীদের দলে যোগ দিয়ে ফেলতে পার। অনেকেই আসবে আমার নাম নিয়ে (যীশু নাম নিয়ে নয়), বরং তারা বলবে, আমিই খ্রীষ্ট এবং তারা সেই সমস্ত সম্মান দাবী করবে, যার দাবীদার একমাত্র আমি।" যিহূদীরা যখন খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করলো, তখন তারা অনেক ভণ্ড ও মিথ্যে খ্রীষ্টের দ্বারা প্রলোভিত ও প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু এর আগে কখনোই এমন হয় নি। এই ভণ্ড খ্রীষ্টেরা অনেক লোককে ধোঁকা দিয়েছিল; আর সেই কারণেই তোমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা তোমাদেরকেও ধোঁকা না দেয়। লক্ষ্য করুন, যখন অনেক মানুষকে ধোকা দেওয়া হয়, তখন আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের নিজেদের দিকে নজর রাখতে হবে।

খ. তাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, তারা যেন যুদ্ধের কারণে বিঘ্ন না পান, যা সম্পর্কে তাদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হল, পদ ৭,৮। পাপ যুদ্ধ সৃষ্টি করে এবং তা আসে মানুষের লোভ লালসা থেকে। কিন্তু কোন কোন সময় জাতিগণ যুদ্ধের কারণে অন্যান্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি বিশৃঙ্খল হয়ে যায় এবং নিজেরাই বিনষ্ট হয়ে পড়ে, এখনও তেমনই কিছু ঘটবে। খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এমন একটি পৃথিবীতে, যেখানে আপাত দৃষ্টিতে শান্তি বিরাজ করছিল, কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি যখন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, তখনই যুদ্ধের সূচনা হল; জাতির বিপক্ষে জাতি উঠবে এবং রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠবে। এবং তাদের কি হবে, যাদের সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করার কথা? *Inter arma silent leges*– *অস্ত্রের ঝনঝনানির মধ্যে আইনের কণ্ঠ স্বর শোনা যাবে না*। "কিন্তু এর কারণে বিঘ্ন পেয়ো না।"

১. "এই ঘটনা যেন তোমাদের জন্য বিস্ময়কর না হয়; তোমাদের আগে থেকেই এ বিষয়ে আশা করে রাখা উচিত এবং এ ধরনের ঘটনার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে রাখা উচিত। এ ধরনের ঘটনার প্রয়োজন আছে, কারণ ঈশ্বর নিজেই এই ঘটনার পরিকল্পনা করেছেন, যেন তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয় এবং যিহূদীদের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে (যে সম্পর্কে যোসেফাস বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন) ঈশ্বর যিহূদীদের দুষ্টতার জন্য শাস্তি দেবেন।"

২. "এই ঘটনা যেন তোমাদের জন্য আতঙ্কজনক না হয়, যদি এই যুদ্ধে তোমাদের স্বার্থ

ক্ষুণ্ন হয়, কিংবা যদি এই যুদ্ধের জন্য তোমাদের জীবিকা বাধাগ্রস্থ হয়, তোমাদের এ সমস্ত নিয়ে কোন চিন্তা নেই, আর তাই তোমাদের মোটেও এ সবের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করার প্রয়োজন নেই।" লক্ষ্য করুন, যারা পৃথিবীর হাসিকে অবজ্ঞা করে এবং এর প্রতি কোন ধরনের আশা করে না বা এর মূল্যায়নও করে না, তারা পৃথিবীর ভ্রুকুটির প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করবে না এবং এর জন্য ভয় করবে না। এই পৃথিবীতে যা উত্থিত হয়, তার সাথে যদি আমরাও উত্থিত না হই, তাহলে কি আমরা তাদের সাথে পতিত হওয়ারও ভয় করবো না?

৩. "এই ঘটনাগুলোকে শেষকালের পূর্বাভাস হিসেবে ভয় পেয়ো না, কারণ সেই সময় আসতে এখনও দেরি আছে, পদ ৭। এমনটা ভেবো না যে, এই সমস্ত ঘটনা পৃথিবীতে শেষ সময় নিয়ে আসবে; না, পৃথিবীর সমস্ত কিছু ধ্বংস হতে এখনও অনেক কিছু ঘটা বাকি আছে, যা সেই শেষ সময়ের ঘটনা সমূহ ঘটার আগে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, কিন্তু এর কারণে তা নির্দিষ্ট সময় থেকে পিছিয়ে যাবে না।"

৪. "এর দিকে এমনভাবে দৃষ্টিপাত কোরো না যে, ঈশ্বর এ বিষয়ে খারাপভাবে প্রস্তুত করেছেন। না, তাঁর তূণে আরও তীর আছে এবং সেগুলোকে নির্যাতনকারীদের বিপক্ষে কাজে লাগানো হবে; তোমরা যুদ্ধের কথা শুনে ভীত হোয়ো না বা বিঘ্ন পেয়ো না, কারণ সেগুলো হচ্ছে দুঃখ কষ্টের শুরু; আর সেই কারণে, এসবের প্রতি বিঘ্ন পাওয়ার বদলে তোমরা সবচেয়ে খারাপ কিছুর জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখো; কারণ বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প হবে, যার কারণে বহু মানুষের বাড়ি ঘর ভেঙ্গে যাবে এবং তারা মাটি চাপা পড়ে মরবে, আর সেখানে দুর্ভিক্ষ হবে, যার কারণে অনেক গরিব মানুষ খাবারের অভাবে অন-াহারে মারা যাবে এবং তাদের পীড়ন এবং যন্ত্রণার শেষ থাকবে না। তাই সেখানে কোন ধরনের শান্তির প্রবেশ ঘটবে না। পৃথিবী থাকবে সমস্যায় পরিপূর্ণ, কিন্তু এতে করে তোমরা বিঘ্ন পেয়ো না। যারা যুদ্ধ করে না, তারা ভীত হয়, কিন্তু তোমরা তাদের ভয়ের কারণে ভয় পেয়ো না।" লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের শিষ্যরা, যদি এটি তাদের নিজেদের ভুল না হয়, তাহলে তারা পবিত্র নিরাপত্তা এবং মনের শান্তির অনুভূতি লাভ করতে পারবে, যখন অন্য সকলে চরম বিশৃঙ্খলা এবং মানসিক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে সময় কাটাবে।

গ. তাদেরকে অবশ্যই এ দিকে খেয়াল রাখতে হবে যে, তারা যেন খ্রীষ্টের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত না থাকে এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে না যায়, তাদেরকে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করার মাধ্যমে খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে। আবার, তিনি বলেছেন, "তোমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকো (পদ ৯)। যদি তোমরা এই পৃথিবীর যুদ্ধের ছোরা থেকে পালাতে পার, হতে পারে, সেটা তোমাদের প্রতিবেশীদের তলোয়ার, কারণ তোমরা জনতার বিরোধের মাঝে নিজেদেরকে সামিল কর নি, তথাপি তোমরা সুরক্ষিত নও। তোমাদেরকে অন্য সব কিছুর চেয়ে বিচারের ছোরার নিচে আনা হবে এবং যে সমস্ত দল একে অন্যের বিরোধী, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে। সেই কারণে সতর্ক হও, যেন তোমরা বাহ্যিক বা পার্থিব সমৃদ্ধি বা সুখ শান্তির আশা করে প্রতারিত না হও, যাতে করে তোমরা এমন কোন পার্থিব রাজ্যের স্বপ্ন না দেখ, যখন তোমাদেরকে নানা ধরনের যন্ত্রণা ও কষ্টের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। সতর্ক থাকো, যাতে তোমরা অযথাই নিজেদেরকে সমস্যায় না ফেল এবং তা তোমাদের মাথার উপর নিয়ে না আসো। সতর্ক থাকো যে, তোমরা কি বলছো এবং কি করছো, কারণ তোমাদের উপরে অনেক চোখ রয়েছে।" লক্ষ্য করুন:

১. তাদের অবশ্যই কি ধরনের সমস্যার আশঙ্কা করা উচিত:

(১) তারা সকলের মানুষের দ্বারা ঘৃণিত হবে; এটি অনেক বড় একটি বিঘ্ন! ঘৃণিত হওয়ার চিন্তা আসলেই একটি কোমল হৃদয়ের জন্য অনেক দুঃখজনক বিষয় এবং সেই ঘৃণিত মানুষ যে কাজই করুক না কেন, তাকে সব সময়ই ঘৃণা করা হবে এবং অবজ্ঞা করা হবে; যারা বিপজ্জনক, তারা ক্ষতিকর কাজ করবে। এমন নয় যে, তারা কোন ধরনের ক্ষতিকর কাজ করবে বা তাদের দ্বারা কোন ক্ষতিকর কাজ সংঘটিত হবে, যার কারণে তাদেরকে ঘৃণা করা হবে, কিন্তু এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, তারা খ্রীষ্টের অনুসারী। তাদেরকে খ্রীষ্টের নামের কারণে নির্যাতন করা হবে, কারণ তাদেরকে তাঁর নামে আহ্বান করা হয়েছে, তারা তাঁর নামে প্রচার করেছেন এবং তাঁর নামে আশ্চর্য কাজ করেছেন। এই পৃথিবী তাদেরকে ঘৃণা করবে, কারণ তিনি তাদেরকে ভালবাসেন।

(২) তাদের নিকট সম্পর্কের মানুষেরাই তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, যারা তাদের সবচেয়ে আপন এবং সবচেয়ে কাছের মানুষ, পরিবারের বা আত্মীয়দের মধ্যে যারা রয়েছে এবং যাদের কাছে তারা নিজেদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার জন্য নির্ভরশীল; "তারা তোমাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং তোমাদের উপর নির্যাতন করবে।" যদি কোন পিতার একটি সন্তান খ্রীষ্টান বিশ্বাসী থাকে, তাহলে তাদের মধ্যকার স্বাভাবিক এবং প্রকৃতিগত স্নেহের যে সেম্পর্ক থাকার কথা, সেখানে ব্যত্যয় ঘটবে। সেখানে দেখা দেবে ধর্মান্ধতা, গোড়ামি এবং সে তার নিজের সন্তানকে নির্যাতনকারীদের হাতে তুলে দেবে, যেন সে অন্য কোন দেবতার পূজা করছে (দ্বি.বি. ১৩:৬-১০)।

(৩) তাদের মণ্ডলীর শাসকেরা তাদের উপরে বিভিন্ন নিয়ম নীতি ফলানোর মধ্য দিয়ে তাদেরকে চাপের মধ্যে রাখবে: "তোমাদেরকে যিরূশালেমের মহান সেনহেড্রিনের কছে নিয়ে আসা হবে এবং তোমাদেরকে অন্যায্য আদালত এবং শহরের বিচারালয়ে নিয়ে জেরা করে বিচার করা হবে এবং তোমাদেরকে তাদের সমাজ-ঘরে একবারে চল্লিশটি দোররা মারা হবে, আর সেখানে তোমাদেরকে এভাবে নির্যাতন করবে সেই সমস্ত লোকেরা যারা মণ্ডলীর সেবক এবং পরিচর্যাকারী হিসেবে পরিচিত।" মণ্ডলীর ক্ষেত্রে এ ধরনের রাজনীতি নতুন কিছু নয়, যা এর কর্মকর্তাদের অসাধুতার জন্য ঘটে থাকে, যার কারণে এর বিরুদ্ধে এসে অনেকেই দাঁড়ায়।

(৪) সরকার এবং শাসকেরা তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতা খাটাবে। কারণ যিহূদীদের তাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার কোন অধিকার নেই, তারা রোমীয় সরকারকে মণ্ডলীর বিরুদ্ধে ইন্ধন জোগাবে, যেভাবে হেরোদ যাকোব এবং পিতরের বিপক্ষে করেছিলেন। "তারা তোমাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করবে এবং তারা তোমাদেরকে সাম্রাজ্যের শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করবে। তারা তোমাদের রক্তপাত করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করবে।"

২. এই ধরনের মহা দুঃখ-কষ্ট এবং যন্ত্রণার মাঝে তাদের কি ধরনের স্বস্তি লাভের সম্ভাবনা রয়েছে?

(১) তাদেরকে যে কাজের জন্য আহ্বান করা হয়েছে, সেই কাজ নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে এবং তার গতিপথ রুদ্ধ করতে পারে এবং কিছুই সামনে আসবে না (পদ ১০): "এই সমস্ত কিছুর কারণেই সুসমাচার সারা বিশ্বে প্রচারিত হতে থাকবে এবং

যিরূশালেম ধ্বংসের আগে এর কথা সারা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে যাবে; শুধুমাত্র যিহূদী জাতির কাছে নয়, বরং পৃথিবীর সমস্ত জাতির কাছেই পৌঁছে যাবে।" এটি তাদের জন্য স্বস্তি স্বরূপ হবে, যখন তারা ধ্বংস প্রাপ্ত এবং নির্যাতিত হলেও সুসমাচার ধ্বংস হবে না এবং এর বিনাশ হবে না; এই সুসমাচার তখন পর্যন্ত টিকে থাকবে এবং তা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাবে।

(২) তাদের নির্যাতন এবং কষ্ট ভোগ তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করার বদলে বরং আরও বেশি করে গতি দান করবে: "তোমাদেরকে শাসকদের এবং রাজাদের সামনে নিয়ে আসা হবে, যাতে করে তোমরা তাদের সামনে সাক্ষ্য দিতে পার (অনেকে এমনটাই পাঠ করে থাকেন, পদ ৯); এটি তোমাদেরকে এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেবে, যেন তোমরা এমন লোকদের কাছে সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে পার, যাদের কাছে তোমাদেরকে আসামী হিসেবে হাজির করানো হবে, যাদের কাছে তোমরা এ ছাড়া অন্য কোন ভাবে যেতে পারতে না।" এভাবেই হযরত পৌলকে ফীলিক্সের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং ফেস্টাস ও আগ্রিপ্পা এবং নীরোর কাছেও তাঁকে নেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল তাদের কাছে খ্রীষ্ট এবং তার সুসমাচার উপস্থাপনের একটি অভিনব পদ্ধতি। কিংবা আমরা বলতে পারি, এটি হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য যা প্রেরিতেরা উপস্থাপন করবেন, যা বিচারকদের জন্য এবং নির্যাতনকারীদের জন্যও, যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদের ভেতরে যে ক্রোধ ও আক্রোশ রয়েছে তাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া, তারা নির্দোষ এবং উত্তম ব্যক্তিদের ধরে ধরে শাস্তি দেয়। সুসমাচার আমাদের জন্য এই বিষয়ের সাক্ষ্য যে, খ্রীষ্ট এবং স্বর্গ আমাদের জন্য রয়েছে। যদি আমরা তা গ্রহণ করি, তাহলে তা আমাদের জন্য সাক্ষ্য স্বরূপ হবে: এটি আমাদের সাথে ন্যায় বিচার করবে এবং আমাদেরকে উদ্ধার করবে। কিন্তু যদি আমরা তা গ্রহণ না করি, তাহলে সেই মহান দিনে তা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী দেবে।

(৩) যখন তাদেরকে রাজা এবং শাসকদের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে খ্রীষ্টের জন্য, তখন তাদেরকে স্বর্গ থেকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে, যাতে করে তারা খ্রীষ্টের যুক্তি এবং উদ্দেশ্যকে এবং তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারেন (পদ ১১): "তোমরা সেখানে গিয়ে কি বলবে সে বিষয়ে আগে থেকে কিছু চিন্তা কোরো না, তোমরা এ ধরনের মহান ব্যক্তিদের সামনে গিয়ে তাদেরকে কোন ভাষায় সম্ভাষণ জানাবে তা নিয়ে চিন্তিত হোয়ো না, যার দ্বারা তোমরা অনুগ্রহ কামনা করবে; তোমাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত ন্যায্য এবং গৌরবব্যঞ্জক এবং এর কোন ধরনের আলঙ্কারিক বাক্য এবং বাচনভঙ্গির সহায়তার প্রয়োজন নেই; কিন্তু তোমরা যা কিছু বলবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হবে, যা কিছু তোমাদেরকে সেই মুহূর্তে বলা হবে, সেটাই তোমরা তোমাদের মুখ দিয়ে বলবে, তোমরা তোমাদের মুখে ঈশ্বরের বাক্য ফুটিয়ে তুলবে" (*Pro re natâ– অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা*), "এভাবেই তোমরা কথা বলবে এবং তোমরা কোন ধরনের ভয় করবে না, কিংবা ব্যর্থ হওয়ার আশংকা করবে না, কারণ এর নিয়ন্ত্রণ তোমাদের হাতে নেই, কারণ তোমরাই যে বলছো তা নয়, তোমরা তোমাদের নয়, বরং পুরোপুরিভাবেই পবিত্র আত্মার জ্ঞান প্রজ্ঞা এবং বিবেচনার মধ্য দিয়ে কথা বলবে বলবে।" লক্ষ্য করুন, যাদেরকে খ্রীষ্ট তার পরামর্শক হওয়ার জন্য ডেকেছেন, তাদেরকে প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশনা দিয়ে

পূর্ণ করা হবে; এবং যখন আমরা খ্রীষ্টের সেবায় নিয়োজিত থাকি, সে সময় আমরা নিশ্চয়ই খ্রীষ্ট এবং পবিত্র আত্মার সহায়তার উপরে নির্ভর করতে পারি।

(৪) শেষ সময়ে স্বর্গ সকলের জন্য বিধান রচনা করবে: "তোমরা তোমাদের চলার পথে নানান ধরনের চরম বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হবে, কিন্তু তোমাদেরকে এর প্রতি নজর রেখে চলতে হবে এবং কোন মতেই তোমাদের কাজ অপূর্ণ রাখলে চলবে না, তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের সমস্ত সাক্ষ্য প্রদান শেষ করতে হবে এবং যিনি যুগের শেষ পর্যন্ত রাজত্ব করবেন, তার নামে তোমরা উদ্ধার পাবে," পদ ১৩। অধ্যবসায় এবং সংযম নিয়ে আসবে বহুল আকাঙ্ক্ষিত মুকুট। এখানে যে পরিত্রাণের জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, তা মন্দতা থেকে উদ্ধারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, এটি হচ্ছে অনন্তকালীন অনুগ্রহ, যা তাদের সমস্ত সেবা কাজ এবং কষ্ট ভোগের বিপরীতে তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে এবং অগণিত পরিমাণে ফিরিয়ে দেবে। এই সমস্ত কিছু আমরা পাই মথি ১০ অধ্যায়ে।

মার্ক ১৩:১৪-২৩ পদ

যিহূদীরা রোমীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো আবার খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের নির্যাতন করতো, তারা নিজেদের ধ্বংসের দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে চলছিল, তা একই সাথে কার্যকরভাবে এবং সেই সাথে বিবেচেনা সহকারে, তারা ঈশ্বর এবং মানুষের বিপক্ষে নিজেদেরকে দাঁড় করিয়েছিল (১ থিষলনীকীয় ২:১৫)। এখন এখানে আমরা এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী বা পূর্বাভাস দেখি, যেখানে বলা হয়েছে একটি ধ্বংসের কথা, যা খ্রীষ্টের সাথে তাঁর শিষ্যদের এই কথোপকথনের চল্লিশ বছর পরে ঘটেছিল: আমরা এর আগে এর বিষয়ে পড়েছি মথি ২৪ অধ্যায়ে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:

ক. এখানে এ বিষয়ে কি বলা হয়েছে:

১. রোমীয় সৈন্যেরা যিহূদার উপরে প্রভাব বিস্তার করবে এবং তারা যিরূশালেমে, এই পবিত্র শহরে আক্রমণ চালাবে। এ সবই ছিল স্খলনের কারণস্বরূপ অবশ্যম্ভাবী পতন, যে স্খলন ঘটেছিল যিহূদীদের মধ্যে এবং যার মধ্য দিয়ে তাদেরকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হত। "তোমার শত্রুদের দেশকে বলা হবে সেই ভূমি, যা তুমি ঘৃণা করেছ" (যিশাইয় ৭:১৬)। সেই কারণে এটি ছিল এক ধরনের স্খলন, কারণ এটি পতন ও বিনাশ ছাড়া আর কিছুই বয়ে নিয়ে আসে নি। তারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখান করার মধ্য দিয়ে তাদের স্খলন ঘটিয়েছে, যিনি ছিলেন তাদের পরিত্রাণস্বরূপ; আর এখন ঈশ্বর তাদের মাঝে সেই স্খলন ঘটিয়েছেন, যা তাদের পতন ডেকে নিয়ে আসবে, এভাবেই বলেছেন ভাববাদী দানিয়েল (দানিয়েল ৯:২৭), যা উৎসর্গ এবং উৎসর্গের মধ্য দিয়ে থামানো যাবে। এই সেনাবাহিনী এমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল যেখানে তাদের দাঁড়ানো উচিত ছিল না, এই পবিত্র শহরের ভেতরে এবং বাইরে, যেখানে অযিহূদীদের পৌঁছানো উচিত ছিল না, কিংবা তাদের সেখানে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করাও উচিত ছিল না, যদি যিরূশালেম প্রথমেই তাঁর পবিত্রতার মুকুট কলুষিত না করতো। এই বিষয়েই মণ্ডলী অভিযোগ করেছিল (বিলাপ ১:১০)। "অযিহূদীরা যিরূশালেমের উপাসনালয়ে প্রবেশ করেছে, যাকে তোমরা এই আদেশ দিয়েছিলে যে, তাদের অবশ্যই উপাসনালয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়; পাপ তার পথ করে নিয়েছে, এই

কারণে গৌরব প্রস্থান করেছে এবং পতনের সূচনা ঘটেছে এবং যেখানে তার থাকা উচিত নয় সেখানেই সে দাঁড়িয়ে আছে।" এখন, যে এই বাক্য পাঠ করছে, সে তা বুঝুক এবং এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করুক। ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই এত সরল সোজা হলে চলবে না এবং তথাপি যারা এর খোঁজ করে তাদেরকে বুদ্ধি সহকারে তা বিবেচনা করতে হবে; এবং তারাই সবচেয়ে ভালভাবে তা বুঝতে পারবে, যারা তা প্রথমে একটি অপরটির সাথে মেলাবে এবং অন্ততপক্ষে ঘটনার সাথে মিলিয়ে দেখবে।

২. রোমীয় সেনাবাহিনীকে অবশ্যই দেশে প্রবেশ করতে হবে, তাই দেশ ত্যাগ না করলে কোন মতেই নিরাপত্তা পাওয়া যাবে না এবং সে কারণে তাদেরকে যথা সম্ভব উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে বৃথাই কষ্ট ও পরিশ্রম করা হবে, শত্রুরা তাদের বিপক্ষে অনেক বেশি শক্তিশালী হবে, আর তাই তাদেরকে অবশ্যই পিছু হটতে হবে। শত্রুরা তাদেরকে খুঁজে বের করবে, তাই তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে লাভ হবে না। শত্রুরা তাদেরকে কোনভাবেই ছাড় দেবে না। একজন মানুষ তার শিকারীর হাত থেকে পালিয়ে এভাবে বাঁচতে পারে না, কিন্তু তারা বাঁচতে পারবে শুধু মাত্র যিহূদিয়ার পর্বতে পালিয়ে গিয়ে এবং তাদেরকে প্রথম বারেই সতর্ক হতে হবে এবং পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করতে হবে। যদি সে ঘরের ছাদের উপরে ওঠে এবং সেখান থেকে শত্রুর গতি বিধি বোঝার চেষ্টা করে এবং তাদের সম্পর্কে গুপ্ত চরবৃত্তি করে, তাহলে সে ঘরের ভেতরে না ঢুকুক, যাতে করে সে কোন কিছু বের করে নিতে পারে, কারণ এতে করে তার সময় নষ্ট হবে এবং সে আবার ঘুরে ফিরে পালিয়ে যেতে পারবে না, তার আগেই শত্রুরা তার কাছে এসে পড়বে। তাই তার ঘুরে তার পোশাক নেওয়ার জন্য যাওয়ার প্রয়োজন নেই, পদ ১৬। যদি সে তার জীবন বাঁচাতে পারে, তাহলে তাকে এই বিষয়ে স্মরণ করতে হবে এবং যদিও সে কিছুই বাঁচাতে নাও পারে, তার সাথে করে কোন জিনিস নিয়ে নাও আসতে পারে, তথাপি সে তার নিজ জীবন বাঁচাতে পেরেছিল বলে তার অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হবে, যাতে করে যদিও সে অনেক কিছু হারিয়েছে, তথাপি সে তার নিজ জীবন হারায় নি।

৩. সে সময় হতভাগ্য মা এবং ধাত্রীদের জন্য সময় খুবই খারাপ হবে (পদ ১৭): "দুঃখ তাদের জন্য, যাদের সাথে সন্তান রয়েছে, যারা অপরিচিত জায়গায় যেতে ভয় করবে, যারা সময় মত স্থান ত্যাগ করতে পারবে না, কিংবা অন্যদের মত করে তাড়া হুড়ো করতে পারবে না। দুঃখ তাদের জন্য, যারা শিশুদেরকে স্তন্য দান করে, কারণ তারা জানে না কীভাবে তারা তাদের দুধের সন্তানকে বাঁচাবে, কিংবা কি করে তাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাবে।" এমনই দুর্দশাগ্রস্থ হবে তাদের অবস্থা, যা তারা অন্য কোন সময়েই সম্মুখীন হয় নি, যে সময় তাদের মাঝে মহা কষ্ট ও দুঃখের বোঝা চেপে বসবে। এটি তাদের জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর হবে এবং তাদের জন্য তা হবে অত্যন্ত কষ্টকর, যদি তাদের শীতকালে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয় (পদ ১৮), যখন আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ থাকে, যখন রাস্তা ঘাট দিয়ে যাতায়াত করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে পড়ে, বিশেষ করে যেখানে এলাকা থাকে পার্বত্য, যেখানে তাদেরকে পালিয়ে যেতে হবে। যেখানে সমস্যায় আমাদেরকে পড়তেই হবে, অথচ আমাদের এর কোন প্রতিকার নেই, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই এই আকঙ্খা করা উচিত এবং এ নিয়ে প্রার্থনা করা উচিত যে, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তাহলে যেন তিনি এই সকল পরিস্থিতির সামাল দেন এবং তিনি যেন আমাদেরকে সকল প্রকার সমস্যা থেকে মুক্ত

রাখেন। বিশেষ করে যখন পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়, তখন আমাদেরকে অবশ্যই সবচেয়ে খারাপ ঘটনার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তাদের অবশ্যই পালিয়ে যাওয়ার সময় সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, তবে সবচেয়ে খারাপ হবে যদি তাদেরকে শীতের সময় পালিয়ে যেতে হয়।

৪. যিহূদীদের সমস্ত দেশে এবং প্রদেশে এ ধরনের ধ্বংস এবং হত্যাকাণ্ড ঘটানো হবে, যা কোন ইতিহাসেই এর আগে ঘটে নি (পদ ১৯): সেই দিনগুলো হবে কষ্টের এবং নিপীড়নের দিন, এমনটা সময়ের শুরু থেকেই ছিল না, এর অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বর যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন এখন তেমন পরিস্থিতি নেই, কারণ এবং সৃষ্টি একই সমান্তরলে চলছে, তাই এই অনুসারে কোন কিছুই সময়ের শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে না; তাদের প্রতি এ ধরনের দুর্দশাই বহাল থাকবে এবং তারা চিরকাল দুঃখ ভোগ করবে। কলদীয়দের দ্বারা যিরূশালেমের ধ্বংস অত্যন্ত তীব্র এবং ভয়ানক হবে, কিন্তু এই ঘটনার কারণে তা তরান্বিত হবে। এটি বিশ্ব জুড়ে সমস্ত যিহূদীদের প্রতি হত্যাকাণ্ডের সূচনা ঘটাবে; তারা অত্যন্ত হিংস্রভাবে একে অন্যের প্রতি সহিংসতার সূচনা করবে, যেভাবে রোমীয়রা সারা বিশ্ব জুড়ে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাড়িয়ে বেড়াবে, যাতে করে তাদের যুদ্ধ আরও বেশি প্রলম্বিত হয়, যাতে তাদের মধ্যে একজনও না বাচে, কোন একজন যিহূদীকেও জীবিত রাখা হবে না; কিন্তু চরম ক্রোধের ভেতরেও ঈশ্বর দয়া ও সহানুভূতির কথা মনে রাখেন।

(১) তিনি সেই দিনের পরিমাণ কমিয়ে আনবেন। তিনি পরিপূর্ণভাবে তাঁর লক্ষ্য অর্জন করার আগ পর্যন্ত তাঁর বিপক্ষে শত তর্ক-বিতর্ক হতে দেবেন। মণ্ডলী এবং জাতি হিসেবে যিহূদীদের ধ্বংস সম্পূর্ণ রূপেই হবে, কিন্তু অনেক মানুষই তাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে, যারা এই ঝড়ের কবল থেকে বেঁচে ফিরবে।

(২) এটি করা হয়েছিল সেই নির্বাচনের জন্য, যাতে করে যারা খ্রীষ্টতে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করবে তাদের সংখ্যা আরও কমে সত্যিকার বিশ্বাসীদের মধ্যে সংক্ষেপিত হয় এবং তারা যেন সব সময় বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসে অটল থাকে। তাদের কাছে একটি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, আর তা হচ্ছে, একটি অবশিষ্ট জাতিকে অবশ্যই বাচিয়ে রাখা হবে (যিশাইয় ১০:২২) এবং ঈশ্বর অন্তত পক্ষে তার দাস হিসেবে রাখারও উদ্দেশ্যেও নিশ্চয়ই পুরো জাতিকে কখনোই ধ্বংস করে দেবেন না (যিশাইয় ৬৬:৮); এবং এই সকল প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পূর্ণ করা হবে। ঈশ্বরের নিজ পছন্দ বা বাছাই নিশ্চয়ই দিন ও রাতে চিৎকার করে ফিরবে এবং তাদের প্রার্থনার অবশ্যই উত্তর প্রদান করা হবে (লূক ১৮:৭)।

খ. এর জন্য শিষ্যদের কাছে কি ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।

১. তাদেরকে অবশ্যই তাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য স্থান পরিবর্তন করতে হবে: “যখন তোমরা দেখবে যে, তোমাদের দেশ আক্রান্ত হয়েছে এবং শহরে লুটপাট শুরু হয়েছে, সে সময় এ কথা চিন্তা করে সময় নষ্ট কোরো না যে, শত্রুরা ব্যহত হবে বা বিশ্রাম নেবে, কিংবা তোমরা তাদের সাথে আপোষ করতে পারবে। বরং কোন প্রকার দেরি বা বিলম্ব না করে যারা যিহূদিয়াতে আছে, তারা যেন পর্বতে পালিয়ে যায় (পদ ১৪)। এমন কিছুর জন্য দুঃখ কোরো না যা তোমাদের নয়; যা কিছু এই পৃথিবীর, সেগুলো এই পৃথিবীতেই পড়ে থাক, কিন্তু তোমরা সেই জাহাজ থেকে তা ডুবে যাওয়ার আগেই বের হয়ে যাও, যাতে তোমরা আত্মায় তক্‌ছেদবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ না কর।”

২. তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের আত্মায় জন্য সঠিক নিরাপত্তা প্রণয়ন করতে হবেঃ “সেই সময় প্রলোভনকারীরা ব্যস্ত থাকবে, কারণ তারা ঘোলা জলে মাছ ধরতে পছন্দ করে, আর সেই কারণে তোমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের প্রতি নিরাপত্তার বেষ্টনী আরও দ্বিগুণ শক্তিশালী করতে হবে; এর পর, যদি কোন ব্যক্তি তোমাদেরকে বলে, ‘দেখ, খ্রীষ্ট এখানে,’ বা ‘দেখ, খ্রীষ্ট ওখানে,’ তোমরা বিশ্বাস কোরো না; তোমর তো জানো যে, তিনি স্বর্গে থাকবেন সে সময় এবং তিনি আসবেন সময় শেষ হলে পর তবেই, যাতে তিনি এই পৃথিবীর বিচার করতে পারেন, আর সেই কারণে তাদের কথা বিশ্বাস কোরো না; খ্রীষ্টকে গ্রহণ করো এবং অন্য কোন ভণ্ড খ্রীষ্টের ফাঁদে পা দিও না; কারণ অনেক ভণ্ড খ্রীষ্ট এবং ভণ্ড ভাববাদীর উদয় হবে,” পদ ২২। যখন সুসমাচারের মণ্ডলী স্থাপিত হচ্ছিল, সে সময় শয়তান তার সমস্ত বাহিনীকে আক্রমণে পাঠিয়েছিল, যাতে করে তারা তার বিরোধিতা করতে পারে এবং মণ্ডলীর সমস্ত অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে পারে, আর সে সময় ঈশ্বর শয়তানকে এর জন্য অনুমতি দেবেন, কারণ তিনি অনেকের মধ্যকার আন্তরিকতা এবং ভালবাসার প্রমাণ দেখতে চাইবেন এবং সেই সাথে তিনি অন্যান্যদের ভন্ডামির প্রমাণ দেখতে চাইবেন এবং যারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যখন তাদের কাছে তাকে গ্রহণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তাদের দ্বিধা দেখতে চাইবেন। ভণ্ড খ্রীষ্টদের উত্থান হবে এবং ভণ্ড ভাববাদীরা শিক্ষা দেওয়া শুরু করবে; কিংবা অনেকে খ্রীষ্ট হিসেবে হয়তো নিজেকে দাবী করবে না, কিন্ত নিজেকে ভাববাদী হিসেবে দাবী করতে পারে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে এবং তারা চিহ্ন কার্য এবং বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ দেখাবে; এত আগেই সেই অবাধ্যতার পুরুষ প্রকাশিত হবে (২ থিষলনীকীয় ২:৭)। তারা এ বিষয়ে প্ররোচিত করবে যে, যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে তারা এটা দেখানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করবে যে, তারাই সেই নির্বাচিত ব্যক্তি এবং তারা অনেক বেশি চেষ্টা করবে যেন তারা অন্যদের উপর এর প্রভাব ফেলতে পারে, যাতে করে তারা এমন অনেক মানুষকে বিপথে ঠেলে নিয়ে আসতে পারে, যারা ধর্মের পথে থেকে চলছিল এবং যারা নিজেদের জীবনকে রক্ষা করার মানসে ছিল; কারণ কোন কিছুই মানুষকে কার্যকরীভাবে রক্ষা করতে পারে না, একমাত্র ঈশ্বরের উপরে দৃঢ় বিশ্বাসই মানুষকে রক্ষা করতে পারে, যা সব সময়কার জন্য নিশ্চিত, প্রভু জানেন যে, কারা নিশ্চিত ভাবে তার নিজের, কারা বিশ্বাসের জন্য বেঁচে যাবে এবং কাদেরকে অবিশ্বাসের জন্য ছুড়ে ফেলা হবে (২ তীমথিয় ২:১৮,১৯)। তারা এই বলে প্ররোচিত করবে, যদি সম্ভব হয়, তাহলে যেন তারা নির্বাচিত হতে পারে, কিন্তু তাদেরকে নির্বাচন করা সম্ভব হবে না, ইস্রয়েলরা যা পাবার চেষ্টা করছিল তা তারা পায় নি, কিন্তু ঈশ্বর যাদের বেছে রেখেছিলেন তারাই তা পেয়েছে, আর অন্য সকলের মন পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে (রোমীয় ১১:৭)। কিন্তু এখানে তাদের কথা চিন্তা করে বলা হয়েছে, যারা এই বাক্যের প্রতি মনোযোগী হবে (পদ ২৩): “কিন্তু তোমরা আমার কথায় মনযোগ দাও।” খ্রীষ্ট জানেন যে, কাদেরকে তিনি নির্বাচন করেছেন, কাদেরকে প্ররোচিত করা সম্ভব হবে এবং তথাপি তিনি তাদেরকে বলছেন, “আমার কথা শোন।” তাদেরকে উদ্ধারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সব ধরনের ভণ্ডামি থেকে দূরে সরে থাকতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যেন সব সময় খ্রীষ্টের কথা অনুসরণ করে চলে। তথাপি এই ব্যাপারে তিনি জানেন যে, তারা তাঁকে অনুসরণ করবে না। এই সাবধান বাণী একেবারেই অপ্রয়োজনীয় ছিল, কারণ তারা তাঁর কথা শুনবে না, কারণ তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের

চেতনা অনুসারে সাবধান থাকা উচিত। ঈশ্বর তাদেরকে ঠিকই রক্ষা করার চেষ্টা করবেন, কিন্তু তাদের অবশ্যই নিজেদেরকে রক্ষা তরার জন্য চেষ্টা করতে হবে। "আমি তোমাদেরকে সব কিছুর পূর্বাভাস দিয়েছি; তোমাদেরকে এর সকল ঝুকি সম্পর্কে আমি বলেছি, আর তা হচ্ছে, তোমরা তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে সাবধান থেকো, যাতে তোমরা আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে পার। আমি তোমাদেরকে আগে থেকেই সমস্ত ঘটনার পূর্বাভাস দিয়েছি, যা তোমাদেরকে আগে থেকে জানানোর প্রয়োজন ছিল, আর সেই কারণে তোমাদেরকে অবশ্যই তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত, যারা ভাববাদীর ছদ্মবেশ ধারণ করবে এবং ভবিষ্যদ্বাণী বলবে, তারা আমি যা বলেছি তার চাইতেও অনেক বেশি কথা ভবিষ্যদ্বাণী করবে, যা মিথ্যে ভবিষ্যদ্বাণী।" পবিত্র শাস্ত্রের পর্যাপ্ততা আমাদের আগ্রহ জন্মানোর মত এবং এটি আমাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দান করে।

মার্ক ১৩:২৪-২৭ পদ

এই পদগুলোতে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে, যিনি সে সময় পৃথিবীর বিচার করতে আসবেন। শিষ্যরা তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে যিরূশালেম নগরীর ধ্বংস এবং পৃথিবীর বিনাশ সম্পর্কে জেনেছেন (মথি ২৫:৩), যা ভুলবশত তৈরি করা হয়েছিল, আর তা হচ্ছে, যত দিন এই পৃথিবী টিকে থাকবে তত দিন পর্যন্ত মন্দির টিকে থাকবে। এই ভুলটি খ্রীষ্টান বিশ্বাসীরা সেই সময় প্রায়শই করতেন এবং তারা দেখিয়েছেন যে, সেই সময় পৃথিবীর ধ্বংস হবে। সেই সাথে শিষ্যরা অন্যান্য দিনগুলো সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, আর তা হচ্ছে, যে দিন খ্রীষ্টের আগমন ঘটবে, যে দিন সকল মানুষের বিচার হবে, সেটি হচ্ছে মহা ধ্বংসলীলার পর এবং এর আগে নানা ধরনের পূর্বাভাস দেখা দেবে। যারা যিহূদী জাতির সেই ধ্বংসের দিন দেখা পর্যন্ত বেঁচে থাকবে, তারা এ কথা চিন্তা করুক যে, সে সময় মনুষ্যপুত্র মেঘের মাঝে দেখা দেবেন না, সে সময় তিনি আসবেন না, তাঁর আগমন ঘটবে আরও অনেক পরে। আর এখানে সেই বিষয়েই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী বলছেন:

১. এই পৃথিবীর বর্তমান সমস্ত জাঁকজমক এবং বিলাসিতার চূড়ান্ত বিনাশ; এমন কি যে অংশে কখনো কোন পরিবর্তন আসবে না বলে ভাবা হয়েছিল, সেই উচ্চতর অংশ, সেই বিলাসবহুল অংশ, সেই খাটি এবং আরও পরিষ্কৃত অংশ; সূর্য সেখানে আরও ঘন কালো আধারে ঢেকে যাবে এবং চাদ আর আলো ছড়াবে না; কারণ সেই সমস্ত অঞ্চল ইবনুল ইনসানের সমস্ত মহিমা ঢেকে দিয়েছে (যিশাইয় ২৫:২৩)। স্বর্গের তারাসমূহ, যা শুরু থেকে তাদের স্থান এবং প্রতি দিনকার কক্ষপথ ধরে রেখেছে, তারা হেমন্তে ঝরে পড়া পাতার মত আকাশ থেকে খসে খসে পড়বে এবং স্বর্গের যত শক্তি ও ক্ষমতা আছে, সমস্ত স্বর্গ এবং উঁচু আকাশের সমস্ত কিছু কেঁপে কেঁপে উঠবে।

২. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দৃশ্যনীয় আবির্ভাব, যার সামনে শেষ বিচারের দিনের বিচার কাজ অনুষ্ঠিত হবে (পদ ২৬): সে সময় সকলে দেখতে পাবে, মনুষ্যপুত্র মেঘের ভেতরে করে উড়ে আসছেন। সম্ভবত তিনি সেই স্থানেই আসবেন, যেখান থেকে তিনি স্বর্গে গমন করেছিলেন, কারণ সেখানে মেঘ অনেক নিচুতে অবস্থান করছিল। তিনি মহা ক্ষমতা এবং মহা শক্তি নিয়ে আসবেন, যা তার দ্বিতীয় আগমনের জন্য যথোপযুক্ত হবে। তখন সকল চোখ তাকে দেখতে পাবে, সকলের দৃষ্টি তাঁর উপরে থাকবে।

৩. যারা তাঁকে গ্রহণ করবে, তারা সকলে সে সময় একত্রিত হবে (পদ ২৭): তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের প্রেরণ করবেন এবং যারা তাঁর নিজের, তাদেরকে জড়ো করার জন্য আদেশ দেবেন, যাতে করে তারা তাঁর সাথে স্বর্গে মিলিত হতে পারে (১ থিষলনীকীয় ৪:১৭)। তাদেরকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত খুঁজে বের করা হবে, যাতে করে সাধারণ জনসমাগমের মধ্য থেকে তারা হারিয়ে না যায়, তাদের প্রত্যেককেই খুঁজে বের করা হবে। তাদেরকে পৃথিবীর দূরতম এবং সবচেয়ে দুর্গম স্থান থেকেও খুঁজে বের করা হবে, যেখানে খ্রীষ্টের সুসমাচার পৌঁছেছে এবং যেখানে তাঁর একজন অনুসারীকেও খুঁজে পাওয়া যাবে, সেখানে তারা তাঁর খোঁজ করবেন, তারা এতটা নিশ্চিত হয়ে কাজ করবেন এবং তারা এতটা সহজেই তাদের সকলকে খুঁজে বের করবেন। তারা একজনকেও খুঁজে বের করতে ভুল করবেন না। একজন বিশ্বস্ত ইস্রায়েলীয়কে নিরপদে বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে, যদিও তাদেরকে সবচেয়ে কঠিন বন্দীত্বের বাধন থেকে মুক্ত করে সবচেয়ে দুর্গম পথ ধরে প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে যাওয়া হবে।

মার্ক ১৩:২৮-৩৭ পদ

আমরা এখানে এই ভাববাণী সুলভ প্রচার বা শিক্ষার প্রয়োগ এবং উদ্দেশ্য দেখতে পাই; এখন আমরা সাধারণ কথোপকথনের ভঙ্গিতে খ্রীষ্টকে তার শিষ্যদের সাথে কথা বলতে দেখি।

ক. “যিরূশালেমের নগরীর ধ্বংসের কথা যদি বল, তাহলে বলতেই হয় যে, এর ধ্বংস খুব শীঘ্রই ঘটবে। যখন ডুমুর গাছের শাখা নরম হয়ে আসে এবং পাতা বের হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট, পদ ২৮। যখন দ্বিতীয় কোন চিহ্ন পূর্ণ হয় এবং ঘটতে শুরু করে, তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে, তা সঠিক সময়ে এবং সঠিক নিয়ম অনুসারে পালিত হবে এবং সংঘটিত হবে। তাই যখন তোমরা এই সমস্ত ঘটনা ঘটতে দেখবে, যখন তোমরা দেখবে যে, যিহূদী জাতি যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে, ভণ্ড খ্রীষ্ট এবং ভণ্ড ভাববাদীদের প্ররোচণায় পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে এবং তারা ক্রমেই রোমীয়দের অসন্তোষের রোষানলে পড়ছে, বিশেষ করে যখন তোমরা দেখবে যে, তারা তোমাদের প্রভুর জন্য নির্যাতিত হচ্ছে এবং সেই কারণে যখন তারা তোমাদের প্রভুকে হত্যা করেছিল এবং সেই কাজ যখন তারা পুনরাবৃত্তি করবে, সে সময় তাদের ভেতরে যত রাজ্যের নাপাকিতা এবং মন্দতায় ভরা থাকবে, তখন তোমরা এ কথা বলতে পারবে যে, তাদের ধ্বংস খুব কাছে এসে গেছে, যেন দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এবং সে অনুযায়ী তোমাদেরকে প্রতিহত করতে হবে।” শিষ্যরা নিশ্চয়ই সকলেই ছিলেন, শুধুমাত্র যোহন ব্যতিত, তাঁকে আগে থেকেই শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু যে পরবর্তী প্রজন্মকে তারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন, তারা সেটি দেখার জন্য বেঁচে থাকবে এবং খ্রীষ্ট তাদের জন্য যে নির্দেশনা রেখে গেছেন, সেই নির্দেশনা অনুসরণ করে তাঁরা খুব সহজেই সেখান থেকে জ্ঞানের সহভাগিতা করবেন। “এই প্রজন্ম এখন উঠে দাড়াচ্ছে, তারা যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে সে সম্পর্কে জানে না, যা আমি তোমাদেরকে বলেছি যিরূশালেম সম্পর্কে এবং তাদের উপরেই এর প্রভাব পড়তে যাচ্ছে। আর এ কথা জেনে রেখো যে, যিরূশালেম শহরের ধ্বংস অত্যন্ত সন্নিকট এবং এতে কোন ভুল নেই। আদেশ দেওয়া হয়ে গেছে, এটি অপরিবর্তনীয় এবং স্থির

সিদ্ধান্ত রূপে গৃহীত হয়েছে” (দানিয়েল ৯:২৭)। খ্রীষ্ট এ কথা তাঁদেরকে কেবলমাত্র ভয় দেখানোর জন্য বলেন নি, বরং তিনি তাঁদেরকে এ কথা বলেছেন যেন তারা জানে পারেন যে, এই বিষয়গুলো ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং তিনি এই সমস্ত কাজ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন: “আকাশ এবং পৃথিবী লোপ পাবে, সময়ের শেষে; কিন্তু আমার একটি কথাও বৃথা যাবে না (পদ ৩১), এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর একটিও সময় অনুসারে পরিপূর্ণ হতে বাধা পাবে না বা ব্যর্থ হবে না।”

খ. “পৃথিবীর শেষ কখন হবে তা জানার জন্য চেষ্টা কোরো না, কারণ এটি প্রশ্ন করার মত কোন প্রসঙ্গ নয়, কারণ সেই দিন, সেই প্রহর কোন মানুষই জানে না। এটি এমন একটি বিষয় যা মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে। এর সঠিক বা নির্দিষ্ট সময়টি ঈশ্বরের পরিষদে স্থির করা হয়েছে, কিন্তু তা ঈশ্বরের কোন বাক্যের মধ্য দিয়ে কখনোই প্রকাশ করা হয় নি, কিংবা পৃথিবীতে মানুষের কাছেও প্রকাশ করা হয় নি, কিংবা স্বর্গে স্বর্গদূতদের কাছে প্রকাশ করা হয় নি। স্বর্গদূতদেরকে সময় হলেই প্রস্তুত হওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হবে এবং সে সময় তা প্রকাশ করা হবে, যখন তা মনুষ্য সন্তানদের কাছে প্রকাশ করা হবে, তূরীধ্বনি সহকারে তা প্রকাশ করা হবে। কিন্তু বর্তমানে এই মুহূর্তে স্বর্গদূতদেরকেও সেই সময় সম্পর্কে অন্ধকারে রাখা হয়েছে, যাতে করে তারা সেই দিনের কথা চিন্তা না করে বর্তমানের দিনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে।” এখানে বলা হয়েছে পুত্রও তা জানেন না, কিন্তু এমন কি আছে যা সম্পর্কে মনুষ্যপুত্রও জানেন না? আমরা নিশ্চয়ই এমন একটি পুস্তকের কথা জানি, যা সীলমোহর করা আছে এবং মেষ শাবক নিজে এসে তা খুলবেন; কিন্তু তিনি কি সীল মোহর খোলার আগেই জানতেন না যে, সেখানে কি বলা হয়েছে? তিনি কি এর সকল রচনা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না? এমন অনেকে সেই প্রাচীন কালে ছিলেন, যাদেরকে এই রচনা থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যার বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে খ্রীষ্ট মানুষ হিসেবে চিনেও অজ্ঞ ছিলেন; এবং সেই রচনাগুলোকে বলা হয় *Agnoetæ*; তারা বলে থাকে, “এ কথা বলার মধ্যে কোন ধরনের অস্বাভাবিকতা নেই, যতটা আছে এই কথা বলার মধ্যে যে, মানুষের আত্মা কষ্ট ভোগ করে এবং ভীত হয়।” অনেক অর্থোডক্স পাদ্রীরা এই বিষয়টি অনুমোদন করেছেন। অনেকেই তা এড়াতে চান, এই কথা বলে যে, খ্রীষ্ট এই কথা বলেছেন মানুষের মাঝে সতর্কতা সৃষ্টি করার জন্য, তার শিষ্যদেরকে আর কোন প্রশ্ন না করতে বলার জন্য; কিন্তু এই প্রশ্নের একটি প্রাচীন উত্তর এছ, এই বিষয়ে কথা বলতে গেলে এত সহজে মিষ্টি কথায় বলা যাবে না– *Ou dei pany akribologein*, এমনটিই ড. হ্যামন্ড বলেছেন তার *লেনোশিয়াস* (Leontius) গ্রন্থে, “এটি নিশ্চিত যে, (বলেছেন আর্চবিশপ টিল্লোটসন), খ্রীষ্ট ঈশ্বর হিসেবে কোন বিষয়েই অজ্ঞ থাকতে পারেন না। কিন্তু আমাদের পরিত্রাণকর্তার ভেতরে যে স্বর্গীয় সত্তা বাস করে, তা নিজেই মানুষের আত্মার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, তার স্বর্গীয় সন্তুষ্টি অনুসারে, যাতে করে এই মানুষের প্রকৃতি কিছু কিছু বিষয় জানতে না পারে। এই কারণে বলা হয়েছিল খ্রীষ্ট জ্ঞানে বেড়ে উঠতে লাগলেন (লূক ২:৫২), যা তিনি কখনোই বলতে পারেন না, যদি খ্রীষ্টের মানব সত্তা তার স্বর্গীয় সত্তার সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে সমস্ত কিছু জেনে ফেলে।” ড. লাইটফুট এই বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: খ্রীষ্ট নিজেকে পুত্র, খ্রীষ্ট বলে সম্বোধন করেছেন, যা একই সাথে প্রকাশ করে যে, তিনি তিনি তাঁর পিতার দাস (যিশাইয় ৪২:১), যাকে তিনি প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর কার্যনির্বাহী হিসেবে প্রকাশ করেছেন এবং

এমন একজন হিসেবে তিনি এসেছেন, যিনি তাঁর পিতার ইচ্ছা অনুসারে এবং আদেশ অনুসারে কাজ করেন। তিনি এ কথা স্বীকার করেছেন যে, তিনি নিজে কিছুই না (যোহন ৫:১৯)। তিনি এমনভাবে এই কথা বলেছেন যেন তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ হচ্ছে ঈশ্বর তাঁর কাছে যা কিছু প্রকাশ করেছেন শুধুমাত্র তা (প্রকাশিত বাক্য ১:১)। তিনি মনে করেন যে, আমাদের অবশ্যই তাঁর খুঁতহীনতা এবং চমৎকারিত্বের মাঝে এ ধরনের পার্থক্য করা উচিত, যা তৈরি হয় স্বর্গীয় এবং মানবীয় প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের একত্রীকরণের দ্বারা, আর এটি প্রবাহিত হয় পবিত্র আত্মার অভিষেক দ্বার; প্রথমটি থেকে প্রবাহিত হয় সকল পাপ থেকে তার মুক্তির অসীম অধ্যবসায় এবং পরবর্তীটি থেকে প্রবাহিত হয় তাঁর আশ্চর্য কাজ করার সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা এবং যা কিছু ঘটবে সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও দূরদর্শিতা। আর সেই কারণেই (তিনি বলেছেন) এর সমস্ত কিছু তিনি তাঁর মণ্ডলীতে প্রকাশ করবেন, তবে তা তার মানবীয় এবং স্বর্গীয় সত্তার সংমিশ্রণে প্রকাশিত হবে না, বরং পবিত্র আত্মার দ্বারা তা প্রকাশিত হবে, যার দ্বারা তিনি এখনও সে সম্পর্কে জানেন নি, কিন্তু তার পিতা ঈশ্বরই কেবল মাত্র তা জানেন; আর তা হচ্ছে, শুধুমাত্র ঈশ্বর, তিনিই তা জানেন এবং তিনিই তা প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আমাদেরকে দান করে থাকেন; কারণ (আর্চবিশপ টিল্লোটসন এমনটিই মনে করে থাকেন) এটি এখানে ব্যক্তিত্ব বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় নি, এখানে পুত্রকে পবিত্র আত্মা থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য এই কথাটি ব্যবহার করা হয় নি, বরং পিতাকে বোঝানোর জন্য এখানে কথাটি বোঝানো হয়েছে, যিনি *Fons et Principium Deitatis*– দেবত্বের ঝর্ণাধারা।

গ. "উভয় ক্ষেত্রেই তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে নজর রাখা এবং প্রার্থনা করা। এই কারণে এই সময়কে গোপন করে রাখা হয়েছে, যাতে করে তোমরা সতর্ক থাকতে পার এবং সব সময় নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পার (পদ ৩৩)। এমন সব কিছু থেকে নিজেদেরকে সতর্ক রাখ, যা তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকা থেকে বিরত রাখতে এবং যা তোমাদের মনযোগ কেড়ে নিয়ে তোমাদেরকে অন্য দিকে নিয়ে যাবে। তার আগমনের জন্য প্রস্তুত থাক, যাতে করে তাঁর আগমনের কারণে তোমরা অবাক হয়ে না যাও বা বিস্মিত না হও। তোমরা প্রার্থনা করতে থাক, যাতে করে তোমাদের জন্য যে সমস্ত গুণাবলী প্রয়োজন তা তোমরা লাভ করতে পার, কারণ তোমরা জানো না কখন সেই সময় আসবে। তোমাদেরকে প্রতিটি দিনকেই সেই দিন ভেবে প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ তা যে কোন দিন আসতে পারে।" এই বিষয়টি তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এভাবেই তিনি এই দৃষ্টান্তটির সমাপ্তি টেনেছেন।

১. আমাদের প্রভু চলে গেছেন এবং আমাদেরকে বিশ্বাস করে কিছু দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, যা আমাদেরকে অবশ্যই পালন করতে হবে এবং সময় শেষে এর হিসাব দিতে হবে, পদ ৩৪। তিনি এমন একজন মানুষের মত, যিনি কোন ভ্রমণে গেছেন; কারণ তাঁকে অনেক দিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে গেছেন, তিনি এই পৃথিবীতে তার যে গৃহ রয়েছে তা ত্যাগ করে বহু দিনের জন্য চলে যাচ্ছেন এবং তিনি তাঁর দাসদেরকে তাঁর বাড়ির দায়িত্বে বসিয়ে রেখে গেছেন, তিনি তাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, যেন তারা তাঁর বাড়ি দেখে শুনে রাখে, নিরাপদে রাখে এবং তত্ত্বাবধান করে, তিনি তাদেরকে এই সমস্ত দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে

বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, কারণ যাদের হাতে যত বেশি ক্ষমতা ও দায়িত্ব, তাদের তত বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই তিনি তাঁর ঘরের দায়িত্বগুলো পালন করার জন্য দাসদেরকে নিয়োজিত করে রেখে গেছেন। আর যখন তিনি শেষ বার বাইরে গিয়েছিলেন, তিনি তাঁর কুলিকে প্রহরী হিসেবে নজর রাখার জন্য দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন, যাতে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, সে তিনি ফিরে আসলেই দরজা খুলে দেবে এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে যে আসবে তাঁকে যে সে দরজা খুলে ঘরে নিতে পারে এবং যে চলে যেতে চায় তাকে যেতে দিতে পারে, তবে চোর ডাকাতদেরকে সে দরজা খুলে দেবে না, শুধুমাত্র তার প্রভুর বন্ধু এবং দাসদেরকেই সে দরজা খুলে দেবে। এভাবেই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন উর্ধ্বে গমন করবেন, সে সময় তিনি আমাদের জন্য, তাঁর সকল দাসের জন্য কোন না কোন দায়িত্ব রেখে যাবেন, তিনি আশা করবেন যে, তারা সকলে যেন তাঁর অনুপস্থিতিতে সঠিক ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং তারা সকলেই যেন তাঁর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় থাকে। সকলকেই কাজ করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং কোন না কোন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

২. আমাদেরকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে, যাতে করে আমরা তাঁর ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি, পদ ৩৫-৩৭।

(১) আমাদের প্রভু ফিরে আসবেন এবং তিনি এই গৃহের কর্তা হিসেবেই ফিরে আসবেন, যাতে করে তিনি তাঁর দাসদের কাজের এবং সেই কাজ করে তারা কি কি সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তার হিসাব নিতে পারেন।

(২) আমরা জানি না তিনি কখন আসবেন এবং তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিপূর্বক সেই সময়টিকে গোপন করে রেখেছেন; সেই সঠিক ও নির্দিষ্ট সময়টি তিনি আমাদেরকে পরিষ্কার করে বলেন নি। হয়তো তিনি এই মুহূর্তে আসতে পারেন, আবার তিনি রাত নয়টার সময়ও আসতে পারেন; কিংবা তিনি মাঝরাতে আসতে পারেন, কিংবা যখন মোরগ ডাকে সে সময়ও তিনি আসতে পারেন, ভোর তিনটার সময়ও তিনি আসতে পারেন, কিংবা ঠিক ভোর ছয়টাও তিনি আসতে পারেন। তার আগমনের এই বিষয়টিকে মেলানো যায় আমাদের মৃত্যুর সাথে এবং সেই সাথে তা মেলানো যায় শেষ বিচারের সাথে। আমাদের বর্তমান জীবনে এখন রাত চলছে, ঘন কালো আঁধার রাত, যাতে অপর জীবনের সাথে তুলনা করা যায়। আমরা জানি না রাতের কোন প্রহরে আমাদের প্রভু আসবেন, কিংবা তিনি দিনের শুরুতে আসবেন কি না, বা তিনি আমাদের বয়সের বিচারে যুবক বয়সে বা মধ্য বয়সে কিংবা বৃদ্ধ বয়সে আসবেন কি না তাও আমরা জানি না, কিংবা যখন আমরা জন্মগ্রহণ করবো তখন, না কি যখন আমাদের মৃত্যু হবে ঠিক তার আগে তিনি আসবেন তা আমরা কেউই সঠিক করে জানি না, আর সেই কারণেই, যখন থেকেই আমাদের বোঝার মত বয়স হবে, তখন থেকেই আমাদের সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং আমাদেরকে সব সময়ই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

(৩) আমাদের সবচেয়ে প্রধান চিন্তার বিষয় হবে, যখনই আমাদের প্রভু আসুন না কেন, তিনি এসে যেন আমাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় না দেখেন, আমরা যেন এ বিষয়ে সদা সতর্ক থাকি, নিরাপত্তার বেষ্টনী দিয়ে আমাদের নিজেদেরকে যেন আমরা সর্বদা ঘিরে রাখি। আমরা যেন আলস্য এবং আরাম আয়েশে নিজেদেরকে মত্ত না রাখি, আমরা

যেন আমাদের মন থেকে আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের কথা ভুলে না যাই, আমরা যেন এটা ভুলে না যাই যে, আমাদের প্রভু ফিরে আসছেন, আমরা যেন এমন না ভাবি যে, তিনি এখন আসবেন না এবং আমরা যেন তাঁর সাথে দেখা করার জন্য অপ্রস্তুত অবস্থায় না থাকি।

(৪) তার আগমন হঠাৎ করেই ঘটবে; এটি তাদের জন্য মহা বিস্ময় এবং আতঙ্কের বিষয় হবে, যারা অসতর্ক থাকবে এবং যারা ঘুমিয়ে পড়বে, তিনি যেন রাতের বেলায় যেভাবে চোর আসে সেভাবে চুপিসারে আসবেন।

(৫) সেই কারণে খ্রীষ্টের সকল দাসের অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে জেগে থাকা, প্রার্থনা করা এবং নিজেদেরকে সতর্ক রাখা: "আমি তোমাদের চার জনকে যা বলছি, তা আমি তোমাদের বারো জনকেই বলছি, কিংবা আমি শুধু তোমাদের বারো জনকেই বলছি না, বরং আমাদের সকল অনুসারী এবং সকল শিষ্যদেরকেই বলছি; আমি তোমাদের এই প্রজন্মের লোকদেরকে যা কিছু বলছি, তা আমি সারা বিশ্বে সকল মানুষকেই বলছি, যা হতে পারে যে কোন যুগের, যে কোন সময়ের যে কোন বয়সের এবং যে কোন স্তরের মানুষ। জেগে থাক, সতর্ক থাক, আমার দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকো, এর জন্য প্রস্তুতি নাও, যাতে করে তোমরা কোন ত্রুটি ছাড়াই এবং কোন প্রকার দোষের ভারে জর্জরিত না হয়েই মহা শান্তি লাভ করতে পার।"

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ১৪

এই অধ্যায় শুরু হয়েছে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ এবং মৃত্যুর ঘটনার বিবরণ দানের মধ্য দিয়ে। সুসমাচার রচয়িতা মার্ক এখানে এই বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন, যে সম্পর্কে আমরা সকলেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবগত হওয়ার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করি। আমাদের শুধু এর ইতিহাস জানলেই চলবে না, সেই সাথে এর বিশেষ অর্থ এবং রহস্যও জানতে হবে। এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে মহাপুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষকদের ষড়যন্ত্র, পদ ১-২।

খ. খ্রীষ্টের মৃতুর দুই দিন আগে বৈথনিয়ার এক বাড়িতে তাঁর মাথায় তেল ঢেলে তাঁকে অভিষেক করা হয়, পদ ৩-৯।

গ. খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য যিহূদা মহাপুরোহিতদের সাথে চুক্তি করেছিল, পদ ১০, ১১।

ঘ. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে উদ্ধার-পর্বের ভোজে অংশগ্রহণ করেন, তিনি প্রভুর ভোজ স্থাপন করেন এবং তাঁর শিষ্যদের সাথে ভোজের শেষে আলোচনা করেন, পদ ১২-৩১।

ঙ. গেৎশিমানী বাগানে খ্রীষ্টের যন্ত্রণা ভোগ, পদ ৩২-৪২।

চ. যিহূদা কর্তৃক খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁকে মহাপুরোহিতের প্রতিনিধির কাছে সোপর্দ করা, পদ ৪৩-৫২।

ছ. মহাপুরোহিতের সামনে খ্রীষ্টের সমন, তাঁকে দোষী বলে অভিযুক্ত করণ এবং প্রাঙ্গণে বসে তাঁকে অবিশ্বাস ও লাঞ্ছনা প্রদান, পদ ৫৩-৬৫।

জ. পিতর খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেন, পদ ৬৬-৭২।

এই অধ্যায়ের বেশির ভাগ অংশই আমরা এর আগে মথি লিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে পেয়েছি।

মার্ক ১৪:১-১১ পদ

এখানে আমাদের সামনে কিছু দৃষ্টান্ত রাখা হয়েছে:

ক. খ্রীষ্টের বন্ধুদের দয়ার দৃষ্টান্ত এবং তাঁকে সম্মান জানানো এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে যে ভালবাসার অর্ঘ্য উপস্থাপন করা হল। যিরূশালেমের ভেতরে এবং তার আশেপাশে খ্রীষ্টের এমন কিছু বন্ধু বসবাস করতেন, যারা তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তারা ভাবতেন যে, তারা কখনোই খ্রীষ্টের অন্যান্য বন্ধুদের মত তেমন করে খ্রীষ্টের জন্য কিছুই করতে পারেন নি। তাই তারা চিন্তা করেছিলেন, তারা খ্রীষ্টের জন্য গৌরবজনক কিছু একটা করবেন।

১. এখানে আমরা একজন বন্ধুর বিবরণ পাই, যিনি খ্রীষ্টকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তিনি খ্রীষ্টকে তার সাথে রাতের আহার করার জন্য নিমন্ত্রণ জানান। খ্রীষ্ট অত্যন্ত দয়ার্দ্র হয়ে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, পদ ৩। যদিও তাঁর আসন্ন মৃত্যর চিন্তা তাঁর মাঝে ছিল, তারপরও তিনি নিজেকে সব ধরনের সঙ্গ থেকে দূর করে শোক করার জন্য একাকী হয়ে যান নি,

BACIB
International Bible CHURCH

বরং তিনি সব সময়কার মত করে তাঁর বন্ধুদের সাথে আলাপচারিতা চালিয়ে গেছেন।

২. এখানে আমরা একজন নারীর বিবরণ পাই, যিনি খ্রীষ্টের প্রতি এতটাই অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টের মাথায় তেল ঢেলে দিয়ে তাঁকে অভিষিক্ত করেছিলেন, যখন তিনি সেই বাড়িতে খেতে বসেছিলেন। এটি ছিল একজন উত্তম নারীর কাছ থেকে আগত শ্রদ্ধার নিদর্শন, যার কাছ থেকে তেমন কোন মঙ্গলজনক কিছু ঘটতে পারে না বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু তথাপি সে-ই খ্রীষ্টকে সম্মান করেছিল। এখানে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পরিপূর্ণ হয়েছে, যখন রাজা তার ভোজের আসন গ্রহণ করলেন, তখন তার মাথার উপরে তেল ছিটিয়ে দিয়ে অভিষিক্ত করা হল। খ্রীষ্টকে অবশ্যই আমাদের প্রিয়পাত্র হিসেবে অভিষিক্ত করতে হবে এবং তাঁকে অবশ্যই স্নেহের চুম্বন দ্বারা জড়িয়ে রাখতে হবে। তাঁকে অবশ্যই আমাদের সর্বময় রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করতে হবে এবং ভালবাসা ও স্বীকৃতির চুম্বন দ্বারা গ্রহণ করতে হবে। তিনি কি তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের উপরে তাঁর আত্মা সেচন করেন নি? তাহলে আমাদের কি তাঁর সেবার্থে তাঁর জন্য এক পাত্র তেল অভিষেক করার কথা চিন্তা করা উচিত নয়? এটা অবশ্যই লক্ষণীয় যে, সেই নারী তার পাত্রের সমস্ত তেল খ্রীষ্টের মাথায় ঢেলে দিয়ে তাঁকে অভিষেক করেছিল; কারণ সে পাত্রটি ভেঙ্গেছিল (এমনটাই লেখা আছে)। সেই পাত্রটি ছিল শ্বেত প্রস্তরের তৈরি, তা খুব সহজে ভেঙ্গে যাওয়ার কথা নয়, কিংবা সেখান থেকে তেল বের করার জন্য তা ভাঙ্গারও প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না, অনেকে মনে করেন সে আসলে পাত্রটি ঝাঁকিয়েছিল, কিংবা সেটিকে মাটিতে আঘাত করেছিল, যাতে করে সেখান থেকে সহজে তেল বের হয়ে আসতে পারে। কিংবা হয়তো সে পাত্রটি থেকে যে কোন উপায়ে সমস্ত তেল বের করে নিয়েছিল। খ্রীষ্ট নিশ্চয়ই এই সকল কাজে সম্মানিত হন, বিশেষ করে যখন আমরা আন্তরিকভাবে তাঁকে ভালবাসা ও সম্মান জ্ঞাপন করি। এখানেও তিনি সম্মানিত বোধ করছিলেন। আমাদেরও কি এ কথা চিন্তা করা প্রয়োজন না যে, যেন আমরা খ্রীষ্টকে পরিপূর্ণভাবে সম্মান জ্ঞাপন করি এবং কোন দিক থেকে অপূর্ণতা না রাখি? আমরা কি আমাদের পরম পছন্দের মূল্যবান তেল দিয়ে তাঁকে অভিষিক্ত করেছি? তাঁকে সেই তেলের সম্পূর্ণ অংশই দিতে হবে, তাঁকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে হবে।

এখন:-

(১) সেখানে এমন অনেকে ছিল, যারা যে ধরনের কথা বলার প্রয়োজন ছিল সেই ধরনের কথা না বলে বরং এই ঘটনার সমালোচনা করেছিল। তারা এতে তেলটি নষ্ট হল বলে অভিহিত করল, পদ ৪। যেহেতু তারা খ্রীষ্টকে সম্মান জানানেরা জন্য এত বেশি মূল্য প্রদান করার জন্য তাদের অন্তরে সাড়া অনুভব করল না, সেহেতু তারা চিন্তা করলো যে, সেই নারী অপব্যয়ীর মত কাজ করেছে। লক্ষ্য করুন, যারা নীচমনা, তাদের নিজেদেরকে মুক্তমনা বলে পরিচয় দেওয়া উচিত নয়, কৃপণের নিজেকে দয়ালু ও মুক্ত হস্তের বলে পরিচয় দেওয়া উচিত নয় (যিশাইয় ৩২:৫); যাতে করে মুক্ত মনে করা কাজ এবং মুক্ত হস্তে করা দান অপচয় বলে গণ্য না হয়। তারা বললো যে এই তেল অবশ্যই বিক্রি করে দেওয়া উচিত ছিল এবং সেই অর্থ দরিদ্রদেরকে দান করে দেওয়া উচিত ছিল, পদ ৫। কিন্তু কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য না করে যদি সেই অর্থ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে খরচ করে উৎসর্গ উৎসর্গের জন্য ব্যয় করা হয়, তা কখনোই দয়ার কাজ বলে গণ্য হবে না (যোহন ৭:১১), তাই দরিদ্র ব্যক্তির দয়ার করার দোহাই দিয়ে

যদি খ্রীষ্টকে যথাযথ সম্মান প্রদান করা না হয়, তাহলে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না।

(২) আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই বিষয়ের উপরে একটি চমৎকার শিক্ষা দিলেন আমাদের সামনে, কারণ সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা ঘটনাটির ভুল ব্যাখ্যা করছিল। সম্ভ বত সেই নারীর আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, সে শুধুই খ্রীষ্টকে তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করতে চেয়েছিল এবং সে চেয়েছিল যেন সকলের সামনে এবং সকল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হওয়ার আগেই সে এই কাজটি করতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্ট একে একটি মহা বিশ্বাসের নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করলেন এবং একই সাথে ভালবাসার নিদর্শন হিসেবেও স্বীকৃতি দিলেন (পদ ৮): "এ যা করতে পারতো, তা-ই করলো; অগ্রে এসে আমাকে কবরের জন্য প্রস্তুত করতে আমার দেহে সুগন্ধি তৈল ঢেলে দিলো। কারণ সে দিব্য চোখে আমার পুনরুত্থানের দিনটিকে দেখতে পেয়েছে এবং সে কারণে সে আগে থেকেই আমার দেহ সেই দিনের জন্য প্রস্তুত করে রাখছে।" এই শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতাটি ছিল খ্রীষ্টের আসন্ন মৃত্যুর একটি ছায়া এবং তাঁর পুনরুত্থানের একটি পূর্বাভাস। দেখুন, কীভাবে খ্রীষ্টের হৃদয় তাঁর মৃত্যুর চিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছিল, কীভাবে তিনি সব কিছুই তাঁর মৃত্যুর কথা চিন্তা করে করছিলেন এবং কীভাবে তিনি সাবলীলভাবে সেই ঘটনা সম্পর্কে কথা বলে যাচ্ছিলেন। এটি তাদের জন্য খুবই সহজ, যারা মৃত্যুর জন্য দণ্ডিত হয়েছে, তারা নিজেরা নিজেদের কফিন তৈরি করতে ভয় পায় না এবং নিজেদের শেষকৃত্য সম্পর্কে কথ বলতে সঙ্কোচবোধ করে না। সেভাবেই খ্রীষ্ট তাঁর জীবদ্দশাতেই অত্যন্ত সাবলীলভাবে নিজের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কথা বলে গেছেন। খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং কবর প্রাপ্তি ছিল তাঁর নম্রতার এবং নিচু হওয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তর, আর সেই কারণে, তিনি আনন্দের সাথে সেই পর্যায়ে যেতে সম্মত হয়েছিলেন। তথাপি তিনি এর আগে কিছু সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে চেয়েছিলেন, যা তাঁকে ক্রুশের বিঘ্ন কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে এবং তাঁকে এটি প্রকাশ করতে সাহায্য করবে যে, প্রভুর দৃষ্টির সম্মুখে তাঁর ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের মৃত্যু কতটা মূল্যবান। খ্রীষ্ট কখনোই এর আগে বাহনে চড়ে বিজয় উল্লাস সহকারে যিরূশালেমে প্রবেশ করেন নি, কিন্তু যখন তিনি তিনি এলেন সেবারেই তিনি কষ্টভোগ করতেই এলেন। তিনি কখনোই এর আগে তাঁর মাথায় তেল দিয়ে অভিষিক্ত করান নি, কিন্তু যেবার তিনি কবরপ্রাপ্ত হবেন, সেবারই তিনি তা করালেন।

(৩) তিনি এই সাহসী দয়াপূর্ণ কাজের জন্য প্রশংসা করলেন এবং বললেন যে, এই ধরনের কাজের জন্য মণ্ডলীতে চিরকাল প্রশংসিত করা হবে; যেখানে যেখানে সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেখানেই তার এই কাজের স্মরণে এই ঘটনাটি বলা হবে, পদ ৯। লক্ষ্য করুন, ভাল কাজের জন্য যে সম্মান প্রদান করা হয়, এমন কি এই জগতেও, তা সকল প্রকার তিরস্কার এবং ঈর্ষার আক্রোশ কাটিয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট। ধার্মিক ব্যক্তিদের স্মৃতি অনুগ্রহ পূর্ণ এবং যারা নিষ্ঠুর ঠাট্টার শিকার হয়, তারাও ভাল কাজের জন্য স্বীকৃতি পাবে (ইব্রীয় ১১:৬,৩৯)। এভাবেই সেই উত্তম নারী তার মূল্যবান তেলের পাত্রের জন্য মূল্য ফেরত পেয়েছিল, *Nec oleum perdidit nec operam*– সে তার তেলও হারায় নি এবং তার শ্রমও বিফলে যায় নি। সে তার সুনাম

দ্বারা তার পুরোটাই ফেরত পেয়েছিল, যা শত শত মণ দামী তেলের চেয়েও মূল্যবান। যারা খ্রীষ্টকে সম্মান করে, তাদেরকেও সম্মান করা হবে।

খ. খ্রীষ্টের শত্রুদের ক্রোধ এবং তাঁর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রস্তুতি।

১. প্রধান পুরোহিতেরা, খ্রীষ্টের প্রকাশ্য শত্রুরা বসে পরার্মশ ও ষড়যন্ত্র করতে লাগল যে, কি করে তারা খ্রীষ্টকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে, পদ ১,২। নিস্তার পর্বের ভোজ অনুষ্ঠান খুব কাছে চলে এসেছিল এবং সেই ভোজের সময়েই তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করতে হবে বলে তারা সিদ্ধান্ত নিল।

(১) তাঁর মৃত্যু এবং যন্ত্রণা ভোগের ঘটনাটি অবশ্যই প্রকাশ্যে ঘটাতে হবে এবং সকল ইস্রায়েল জাতি, এমন কি যারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল, যারা বিভিন্ন স্থান থেকে যিরূশালেম নিস্তার পর্বের ভোজ অনুষ্ঠান পালন করতে আসে, তাদের অবশ্যই এই ঘটনার সাক্ষী হতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই এই সমস্ত ঘটনা নিজের চোখে দেখতে হবে।

(২) প্রতিরূপকে অবশ্যই প্রকৃত রূপের বিরোধী হিসেবে উপস্থাপিত হতে হবে। খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের পরিত্রাণের মেষ, তাঁকে আমাদের জন্য ক্রুশারোপিত হতে হয়েছিল এবং তাঁকে গৃহের সুরক্ষার চিহ্ন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, ঠিক একই সময় সেই উৎসর্গের মেষ উৎসর্গ দেওয়া হয়েছিল এবং মিশর থেকে ইস্রায়েল জাতির উদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল।

এখন এখানে দেখুন:-

[১] খ্রীষ্টের শত্রুরা কতটা ঘৃণ্য ও বিদ্বেষপরায়ণ ছিল: তারা চিন্তা করেছিল যে, খ্রীষ্টকে বন্দী করা বা তাঁকে যাবজ্জীবন কারাগারে রাখাই যথেষ্ট নয়, কারণ তাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাঁকে চুপ করানোই ছিল না, সেই সাথে তারা চেয়েছিল যেন তারা তাঁকে ভবিষ্যতের সমস্ত কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে পারে, তারা চেয়েছিল তাঁর সকল উত্তম কাজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতে।

[২] তারা কতটা জেদী ও আক্রমণাত্মক ছিল এই ব্যাপারে: শুধু ভোজের দিনে নয়, যখন লোকেরা একত্রিত হবে, তারা এ কথা বলে নি যে, যাতে করে তারা তাদের উপাসনার সময় বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সেখান থেকে সরে আসে, কারণে তাদের বিরুদ্ধেই তাহলে জনতা খেপে উঠবে (পদ ২); কারণ এতে করে জনতা উঠে খ্রীষ্টকে তাদের হাত থেকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে এবং তাদের সমস্ত আক্রোশ এই পুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষকদের উপরে এসে পড়বে। তারা যারা কোন কিছুই আশা করে নি মানুষের প্রশংসার চাইতে অন্য কিছু, তারা সেই মানুষের আক্রোশ এবং ক্রোধের সম্মুখীন হতে কখনোই চাইবে না।

২. যিহূদা, খ্রীষ্টের ছদ্মবেশী শত্রু, খ্রীষ্টকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরোহিত ও ধর্ম-শিক্ষকদের সাথে চুক্তি করেছিল, পদ ১০,১১। তাকে খ্রীষ্টের শিষ্য পরিবারের বারো জনের একজন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যে তাঁদের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিল এবং সে স্বর্গ-রাজ্যের জন্য সেবা প্রদান করেছিল। সে মহাপুরোহিতের কাছে গেল, যাতে করে সে তাদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে।

(১) সে তাদের কাছে ঠিক যে প্রস্তাবটি রেখেছিল, আর তা হচ্ছে, সে যেন খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এবং সে তাদেরকে এই সংবাদ দিতে চেয়েছিল যে,

কখন এবং কোথায় গেলে তার তাঁকে নির্বিঘ্নে বন্দী করতে পারবে এবং এতে করে জনগণের আক্রোশ থেকেও বাঁচা যাবে, তারা আসলে যার ভয় করছিল। কারণ তারা যদি মানুষের সামনে প্রকাশ্যে খ্রীষ্টকে বন্দী করে, তাহলে লোকেরা তাদের উপরে খেপে যাবে এবং তাদেরকে উপরে উল্টো হামলা করবে। সে কি এ কথা জানতো যে, তাদের আসলে কখন এবং কি ধরনের সাহায্য প্রয়োজন এবং কোথায় বসে তারা এই ষড়যন্ত্র করছে? এটা খুব সম্ভব যে, সে তা জানতো না, কারণ তাদের তর্ক বিতর্কের এবং ষড়যন্ত্রের স্থান ছিল গোপন। তারা কি এ কথা জানতো যে, তার কাছে তাদেরকে সাহায্য করার মত কিছু তথ্য রয়েছে এবং এর মাধ্যমে তারা তাঁকে বন্দী করতে পারবে? না, তারা এ কথা কল্পনাও করতে পারে নি যে, খ্রীষ্টের এত ঘনিষ্ঠ কেউ এভাবে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে; কিন্তু শয়তান, যে যিহূদার ভেতরে প্রবেশ করেছিল, সে জানতো কোথায় যিহূদাকে নিয়ে যেতে হবে এবং কি প্রস্তাব পেশ করতে হবে, আর তাই সেভাবেই সে তাকে পরিচালনা দান করেছিল, যারা যিহূদাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। লক্ষ্য করুন, অবাধ্যতার সন্তানের ভেতরে যে আত্মা কাজ করে, তা সব সময়ই কোন একটি মন্দ পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং তখন তারা তাদের মন্দ উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য যে কোন ভাবে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করে।

(২) সে তার নিজের জন্য যা পরামর্শ দিয়েছিল, তা ছিল, সে এই তথ্যের ও সাহায্যে বিনিময়ে অর্থ দাবী করবে; সে যা দাবী করবে বলে ঠিক করেছিল তা সে নির্ধারণ করে ফেলেছিল, যখন তারা তাকে অর্থ দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যিহূদার প্রধান পাপ ছিল ভণ্ডামি এবং লোভ, যা ছিল তার একান্ত নিজস্ব আত্মিক ত্রুটি এবং যখন সে তার প্রভুর সাথে বিশ্বাসগাতকরা করার জন্য তাদের সাথে হাত মেলালো, তখন তা হয়ে উঠলো তার সবচেয়ে বড় পাপ। শয়তান এই কাজের জন্য তার ভেতরে প্রলোভন সৃষ্টি করেছিল এবং সেই প্রলোভন তাকে জয় করে ফেলেছিল। এমনটি বলা হয় নি যে, তারা তাকে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য ওয়াদা করেছিল, কারণ সে এর প্রতি আকাঙ্খী ছিল না, বরং তারা তাকে অর্থ প্রদান করার জন্য ওয়াদা করেছিল। দেখুন, আমাদের নিজেদেরকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই আমরা যা সবচেয়ে বেশি আশা করি, তার বিরুদ্ধে আমাদের দ্বিগুণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সম্ভবত যিহূদার লোভই তাকে প্রথমে খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার জন্য তার কাছে নিয়ে এসেছিল, সে এ ওয়াদা করেছিল যে, সে একজন হিসাব রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু এখন যেহেতু সে দেখছে যে, বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করলেই বরং তার অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তাঁরই বিপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করার কথা চিন্তা করতে লাগল। লক্ষ্য করুন, যেখানে মানুষের ধর্মীয় পেশার মূল চালিকা থাকে পার্থিব এবং মাংসিক চাহিদা এবং পার্থিব চাহিদা পূরণ কর-ার ইচ্ছা যেখানে প্রবল থাকে, সেখানে পক্ষ বদল করতে সময় লাগে না। এটি হচ্ছে সমস্ত নোংরামি এবং ভ্রষ্টতার মূল এবং এখান থেকেই সমস্ত প্রকার অপযশের সূচনা।

(৩) সে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর এ নিয়ে দর কষাকষি করার জন্য প্রস্তুত হল: সে খুঁজতে লাগল কী করে সে খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, কীভাবে সে সুযোগ বুঝে তাকে তাঁর শত্রুদের হাতে তুলে দিতে পারে, যাতে করে

যারা তাকে ভাড়া করেছে এই কাজ করার জন্য, তাদেরকে সে যথাযোগ্য উত্তর দান করতে পারে। দেখুন, আমাদের অবশ্যই যা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, আমরা যেন কোন মতেই আমাদের নিজেদেরকে পাপ পূর্ণ কাজে নিযুক্ত করে না ফেলি, যদি কখনো আমাদের মুখে এ ধরনের কথা এসে যায়, তাহলে আমাদের খুব দ্রুত এর জন্য অনুশোচনা করতে হবে এবং আমাদেরকে অবশ্যই মনে প্রাণে ঈশ্বরের কাছে এর জন্য ক্ষমা চাইতে হবে (হিতোপদেশ ৬:১-৫)। এটি আমাদের আইনের একটি বিধান যে, এমন কি আমাদের ধর্মেও, কখনো যদি আমরা এমন কোন মন্দ কাজ করে থাকি, যা একেবারেই অর্থহীন বা নিকৃষ্ট, তাহলে আমাদেরক অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনা করতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে। দেখুন, পাপের পথ কীভাবে নিচে নামিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের পাপ পূর্ণ উদ্দেশ্যের মাঝে কি ধরনের ভ্রষ্টতা থাকে, যার কারণে তারা এতটা মন্দভাবে তাদের পরিকল্পনা গঠন করেছে। কিন্তু এ ধরনের সুযোগ শেষ পর্যন্ত মন্দ পন্থায় পরিচালিত হয়।

মার্ক ১৪:১২-৩১ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখবো:

ক. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে উদ্ধার-পর্বের ভোজ গ্রহণ করেন, এটি হচ্ছে তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগের রাত, তিনি অত্যন্ত আনন্দ এবং স্বস্তির ভেতর দিয়ে নিজেকে আসন্ন দুঃখের জন্য ও যন্ত্রণা ভোগের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তিনি নিজেকে এই মহান ঘটনার জন্য সর্বাঙ্গীনভাবে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। লক্ষ্য করুন, সামনে কি ধরনের সমস্যা আসবে বা আসতে পারে, তা চিন্তা করে আমাদের অবশ্যই কাজ থামিয়ে রাখলে চলবে না, কিংবা আমাদেরকে কোন মতেই এর কাঠামোর বাইরে গেলে চলবে না। পবিত্র বিধান আমাদেরকে পালন করতেই হবে এবং যখনই আমরা সুযোগ পাব তা যথাযথভাবে পালন করে যেতে হবে।

১. খ্রীষ্ট ঠিক সেই সময় নিস্তার পর্বের ভোজ গ্রহণ করেছিলেন, যে সময় যিহূদীরা সেই ভোজ গ্রহণ করতো, যেমনটি মনে করেন ড. হুইটবাই। তিনি মনে করেন, খ্রীষ্ট নিস্তার পর্বের ভোজই গ্রহণ করছিলেন সেই রাতে। কিন্তু অপরদিকে ড. হ্যামন্ড মনে করেন, খ্রীষ্ট নিস্তার পর্বের রাতের আগের রাতে এই ভোজ গ্রহণ করছিলেন, তাই এটি নিস্তার পর্বের ভোজ নয়, যাকে আমরা বলে থাকি খামিহীন রুটির পর্ব, যা সেই ভোজের আগে আট দিন ধরে পালিত হয়ে থাকে, এমন কি যে দিন তারা নিস্তার পর্বের মেষ শাবক হত্যা করে সেই দিনও তারা এই ভোজ গ্রহণ করে থাকে, পদ ১২।

২. তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, কি করে এমন একটি স্থান খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে তিনি এই নিস্তার পর্বের ভোজ গ্রহণ করতে পারেন। সেই কারণে তিনি এখানে আমাদেরকে অদূর ভবিষ্যতের কিছু অপরিবর্তনীয় ঘটনার সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছেন, যা অবশ্যম্ভাবী। যেমন তিনি এর আগে গাধার পিঠে চড়ে বিজয় মিছিল নিয়ে যিরূশালেম শহরে প্রবেশে করার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (যোহন ১১:৬): "শহরের ভেতরে যাও (কারণ নিস্তার পর্বের ভোজ যিরূশালেম শহরে গিয়েই পালন করা হত) এবং সেখানে গিয়ে তোমরা একটি লোককে এক কলস জল নিয়ে যেতে দেখবে (সেই লোকটি ছিল একজন দাস এবং সে তার প্রভুর গহ পরিষ্কার করার জন্য জল নিয়ে যাচ্ছিল); তাকে

অনুসরণ কর এবং সে যেখানে যায় তোমরাও সেখানে যাও, সেখানে গিয়ে তোমরা তার প্রভুকে খোঁজ কর, যিনি সেই বাড়ির মলিক (পদ ১৪) এবং তার কাছে তোমরা একটি কামরা ব্যবহার করার জন্য অনুমতি নাও।" এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যিরূশালেমের অধিবাসীদের বাড়িতে এমন কোন কোন কক্ষ ছিল যা তারা বাইরের মানুষকে ভাড়া দেওয়ার জন্য রাখতো, বিশেষ করে এই সময়ের জন্য, যখন দেশের এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকেরো নিস্তার পর্ব পালন করার জন্য আসতো এবং সেই ধরনের একটি কক্ষই খ্রীষ্ট ব্যবহার করেছিলেন। তিনি কোন বন্ধুর বাড়ি ব্যবহার করেন নি, কিংবা তিনি এর আগে যেতেন বা গিয়েছেন এমন কোন ঘর তিনি বাছাই করেন নি, কারণ তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাহলে তাদেরকে বলতেন যে, "যাও, এমন একজন বন্ধুর বাড়িতে যাও," কিংবা "তোমরা তো জানো সাধারণত আমরা কোথায় যাই, সেখানে যাও এবং ভোজ প্রস্তুত কর।" সম্ভবত, তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি এর আগে যান নি এবং তিনি সেখানে পরিচিত ছিলেন না, তিনি এই কাজ করেছিলেন, যেন তিনি এবং তার শিষ্যরা শুধুমাত্র আলাদাভাবে সেই ভোজ গ্রহণ করতে পারেন। সম্ভবত তিনি এটি কোন ধরনের চিহ্নের মধ্য দিয়ে বলেছিলেন, কারণ তিনি যিহূদার কাছ থেকে এই বাড়ির ঠিকানা লুকোতে চেয়েছিলেন, যাতে করে সে সেই স্থানে পৌঁছানোর আগে সেই স্থানের খোঁজ না পায়। এ ধরনের একটি চিহ্ন এ কথা প্রকাশ করে যে, তিনি পরিষ্কার হৃদয়ে বাস করবেন, যা বিশুদ্ধ জল দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে। যেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন, সেখানে একজন জলের কলস বহনকারী ব্যক্তি আগে থেকেই গিয়ে সেই স্থান তার জন্য প্রস্তুত করে দেবে (যিশাইয় ১:১৬-১৮)।

৩. তিনি উপর তলার একটি কক্ষে তার ভোজের জন্য স্থান প্রস্তুত করেছিলেন, *Estromenon*– যা কার্পেট দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, এমনটিই মনে করেন ড. হ্যামন্ড। নিশ্চয়ই সেটি খুব চমৎকার একটি খাবার ঘর ছিল। খ্রীষ্ট কখনোই তার স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাসের বাইরে কিছু খান নি। অন্য দিকে তিনি ঠিক করেছিলেন যে, কোনটি আরও বেশি সহজ এবং আরামদায়ক, তাই তিনি এর আগে ঘাস বিছানো মাঠ বেছে নিয়েছিলেন; কিন্তু যখন তিনি একটি পবিত্র ভোজ গ্রহণ করার জন্য চিন্তা করলেন, তখন তিনি বেশ খরচ করে একটি দামী কক্ষ ভাড়া করার কথা চিন্তা করলেন, যাতে করে তিনি যথাযোগ্য মর্যাদায় এই ভোজ গ্রহণ করতে পারেন। ঈশ্বর বাহ্যিক জাঁকজমকের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। তিনি চান যেন আমরা আমাদের অন্তরের ভেতরে স্বর্গীয় বিধান সঠিকভাবে পালনের জন্য চিহ্ন প্রদর্শন করি এবং অনুভূতি প্রকাশ করি, যার কারণে এই ব্যাপারে অবশ্যই ভয় আছে যে, যাদের সামর্থ্য আছে, তারা যখন যথাযোগ্য মর্যাদায় সেই ভোজ পালন করবে না, তখন নিশ্চয়ই তারা ঈশ্বরের উপাসনা করার যে মূল যথাযোগ্যতা তা থেকে বঞ্চিত হবে।

৪. তিনি তাঁর বারো জন শিষ্যের সাথে সেই ভোজ গ্রহণ করেছিলেন, যারা ছিলেন তাঁর পরিবার, তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, যারা পরিবারের কর্তা, শুধুমাত্র সন্তানদের নিয়ে যে পরিবার সেই পরিবার নয়, বরং সেই সাথে দাসরা ও যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সেই পরিবার, কিংবা শিক্ষার্থী ও পণ্ডিদের পরিবার, যাতে করে তাদের মধ্যে থেকে যথাযথভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সঠিকভাবে পালন করতে পারে এবং যাতে করে তাদের সাথে মিলে সঠিকভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা সম্ভব হয়। যদি খ্রীষ্ট তার বারোজন শিষ্যকেই নিয়ে আসেন, তার অর্থ হচ্ছে তাদের মধ্যে ঈষ্কারোতীয় যিহূদার ছিল, যদিও সে

সেই সময় থেকেই তার প্রভুকে কখন শত্রুদের হাতে তুলে দেবে সেই চিন্তা করছিল এবং এটা খুব পরিষ্কার ছিল যে, এর পরে কি ঘটতে চলেছে (পদ ২০)। তারপরও সে সেখানেই ছিল, সে নিজেকে সেখান থেকে অনুপস্থিত রাখে নি, কারণ তাতে করে অন্য শিষ্যরা তাকে সন্দেহ করতে পারে। সে যদি এই নিস্তার পর্বের ভোজের সময় নিজের আসন ফাঁকা রাখে, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে সকলেই সন্দেহ করবে এবং বলবে, শৌল যেভাবে দায়ূদ সম্পর্কে বলেছিলেন সেভাবে বলবে, *সে পবিত্র নয়, নিশ্চয়ই সে পবিত্র নয়,* (১ শমূয়েল ২০:২৬)। ভণ্ডেরা, যদিও তারা জানে যে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তথাপি তারা বিশেষ অধ্যাদেশের কাছে গিয়ে ভিড় করে এবং তারা তাদের সম্মান বজায় রাখতে চায় এবং তারা তাদের গোপন দুর্বলতা লুকিয়ে রাখতে চায়। খ্রীষ্ট যিহূদাকে কখনো সেই ভোজ থেকে আলাদা করেন নি, যদিও তিনি জানতেন যে, তার মধ্যে কি ধরনের দুষ্টতা ও মন্দতা কাজ করছে, কারণ সেটি তখনো প্রকাশ্যে সকলের কাছে জানানো হয় নি। খ্রীষ্ট মানুষের হাতে স্বর্গ-রাজ্যের চাবি প্রদান করতে চেয়েছিলেন, যে শুধুমাত্র বাইরের চাকচিক্য দেখে বিচার করে থাকে, তাই এখানে তাদেরকে সরাসরি সাহস এবং উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা ভোজের টেবিলে অংশগ্রহণ করে এবং তারা যেন যথাযোগ্য এবং সৎ পেশার মধ্য দিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, কারণ তারা ততক্ষণ পর্যন্ত শ্যামাঘাস তুলে ফেলতে পারবে না, যত দিন পর্যন্ত না তা বেড়ে ওঠে। খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের সাথে আলোচনা করেন, যখন তারা নিস্তার পর্বের ভোজ গ্রহণ করেছিলেন। এটা খুব সম্ভব যে, তাঁরা ভোজের নিয়ম অনুসারে আলাপ আলোচনা করছিলেন, তাঁরা মিশরের উদ্ধার সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এবং তাঁরা প্রথমজাত সন্তানের সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করছিলেন এবং তাঁরা এই অনুষ্ঠানে একসাথে আগত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না খ্রীষ্ট তাঁদেরকে সেই কথাটি বললেন, যার কারণে তাঁদের আনন্দের মাঝে বিষাদ এসে ভর করলো।

(১) তাঁরা তাঁদের প্রভুর সাথে বসে এই ভোজ গ্রহণ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে এ কথা বললেন যে, আর কিছু সময় পরেই তাঁকে তাঁদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে: মনুষ্য-পুত্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে এবং তাঁরা তা আগে থেকেই জানেন, কারণ তাঁদেরকে তিনি এ কথা প্রায়শই বলেছেন। এরপরেই তিনি এ কথা বললেন– "তোমরা যখন তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে শুনবে এরপরই যা ঘটবে তা হচ্ছে, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে এবং হত্যা করা হবে," পদ ২১। এটি লেখা হয়েছিল ঈশ্বরের পরিষদে এবং পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীতে, এর এক কিঞ্চিৎ বা সরিষা দানা পরিমাণ অংশও মাটিতে পড়ে যাবে না বা বিফলে যাবে না।

(২) তাঁরা নিজেরা নিজেদের সাথে বসে সহভাগিতাপূর্বক ভোজ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট সেই আনন্দে ছেদ ঘটালেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, "তোমরা যারা আমার সাথে একই সাথে ভোজন করছো, তাদেরই মধ্যে কেউ একজন আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, পদ ১৮। খ্রীষ্ট এই কথা বললেন, কারণ তিনি নিশ্চয়ই যিহূদার মনের ভেতর জানতে পেরেছিলেন এবং তিনি তাকে তার মন্দতা থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ দান করেছিলেন, যাতে সে সেই মন্দ পথ থেকে ফিরে আসে এবং অনুশোচনা করে (কারণ এর জন্য খুব বেশি দেরি হয়ে যায় নি) যাতে করে সে তার পাপের গর্ত থেকে উঠে আসে। কিন্তু এই বিষয়ের আগে

বলতেই হয় যে, তিনিই একমাত্র এই বিষয়ে সবচেয়ে ভালভাবে জানতেন এবং তিনিই তা তাদেরকে প্রথমে বলেছিলেন। পরবর্তীতে তা সকলে জেনেছিল এবং তারা মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছিলেন।

[১] তারা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। আমাদের পূর্ববর্তী পাপের পতিত হওয়ার কথা চিন্তা করলে আমরা যদি আবার এ ধরনের পাপে পতিত হওয়ার থেকে বিরত হওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা আত্মিক ভাবে শান্তি লাভ করবো। কিন্তু অনেক সময়ই এভাবে আমাদের কোন আত্মিক ক্ষতির কথা শুনে আমাদের ভেতরের যে আত্মিক আনন্দ তা ব্যহত হয়। এটি ছিল সেই তিক্ত শাক, যা নিস্তার পর্বের ভোজের সাথে গ্রহণ করা হত।

[২] তারা নিজেদেরকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন, তারা একে অপরকে বলতে শুরু করলেন, সেকি আমি? এবং অন্য কেউ বললেন, সে কি আমি? তারা তাদের সেবা কাজের জন্য বহুল প্রশংসিত ছিলেন, কিন্তু এর জন্য তারা এই বিষয় নিয়ে একে অপরের প্রতি আরও বেশি করে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। এটি ছিল সেবা কাজর মূল নীতি, আর তা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলের জন্য আশা করা (১ করিন্থীয় ১৩:৫-৭), কারণ আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি, তার পরও আমরা নিজেদেরকে সন্দেহ করে বিচার করতে পারি, যা অনেকাংশেই উচিত বলে আমি মনে করি, কারণ এতে করে আমাদের ভাইদের মধ্যে নিজেদেরকে আমরা আবারও যাচাই করতে পারবো। তাদেরকে খ্রীষ্ট যে কথা বলেছেন সে সম্পর্কে অবগত থাকার জন্যও প্রশংসা করা হয়েছেঃ তারা তাদের নিজেদের অন্তরের চাইতেও খ্রীষ্টের মুখের কথাকে অনেক বেশি বিশ্বাস করে; আর তাই তারা এ কথা বললো না যে, "আমি নিশ্চিত এটি আমি নই," বরং তারা জিজ্ঞেস করলেন, "প্রভু, সে কি আমি? দেখুন, আমাদের ভেতরে যদি কোন ধরনের দুষ্টতা বা মন্দতা থাকে, কোন তিক্ত শাকের মত এবং তা যদি আমাদের মধ্যে আবিষ্কার করা যায়, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই তা গোড়া থেকে তুলে ফেলতে হবে এবং সেই মন্দতার পথ বন্ধ করে দিতে হবে।"

এখন, তাদের প্রশ্নের জবাবে খ্রীষ্ট তাদেকে এই কথা বললেন:-

১. যা তাদের মধ্য থেকে সন্দেহের অস্বস্তি দূর করে দিয়েছিল: "সে ব্যক্তি তুমি নও, কিংবা তুমি নও, সে হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে এখন আমার সাথে একই পাত্রে রুটিতে হাত ডোবাচ্ছে, সেই বিরোধিতাকারী এবং দুষ্ট বিশ্বাসঘাতক হচ্ছে যিহূদা ইস্কারিয়োত।"

২. যা যিহূদাকে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছিল। যদি সে তার এই অসৎ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে, তাহলে সে এই মুহূর্তে ছোরার অগ্রভাগে সামনে রয়েছে, কারণ দুঃখ তার জন্য, যার দ্বারা মনুষ্যপুত্র বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হবেন; সে অনেক বড় ভুল করেছে, অমার্জনীয় ভুল করেছে। তাকে খুব শীঘ্রই চিহ্নিত করা হবে এবং তার পাপের জন্য অভিযুক্ত করা হবে; এবং সে যদি কখনো জন্ম গ্রহণ না করতো তাহলে সেটাই তার জন্য সবচেয়ে ভাল হত এবং তাহলে সে আর কখনো এমন কোন দুর্ভাগ্য জনক ঘটনার কারণ হতে পারতো না। এটা খুব সম্ভব যে, যিহূদা নিজেকে এই চিন্তা করতে উৎসাহিত করেছিল যে, তার প্রভু তাকে প্রায়শই বলেছেন যে, তাকে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে হবে; "আরও তাহলে যদি সেই ঘটনা ঘটবে বলেই

নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, তাহলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তার ভেতরে কোন ধরনের ত্রুটি খুঁজে বের করবেন না, কারণ কে তার ইচ্ছার ব্যতিরেকে কাজ করতে পারে?" এমনটাই অনেক বিরোধিতাকারী মনে করেন এবং এই নিয়ে বিতর্ক করেন (রোমীয় ৯:১৯)। কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদেরকে বলছেন এবং সেই সাথে তাকেও বলছেন যে, এই ধরনের অপরাধের কোন ক্ষমা নেই এবং এর কারণে তাকে কোন ধরনের ছাড় দেওয়া হবে নাএ মনুষ্যপুত্রকে অবশ্যই যেতে হবে, যেমনটি লেখা আছে, তেমনটিই তার প্রতি ঘটবে, কসাইয়ের হাতে মেষ শাবকের মৃত্যু ঘটবে; কিন্তু ধিক তাকে, যে তাকে ধরিয়ে দেয় এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে। ঈশ্বর অনেক সময় মানুষকে পাপ করার জন্য অনুমতি দেন যেন তাঁর নিজ গৌরব সাধিত হয় এবং তিনি মহিমান্বিত হন। তিনি এমন কিছু কাজের জন্য সিদ্ধান্ত নেন, যার জন্য কোন একজন মানুষের একটি পাপ সাধন করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তারপরও ঈশ্বর কখনোই তাকে সেই পাপের জন্য ছাড় দেবেন না এবং তাকে ক্ষমা করবেন না, কিংবা তার শাস্তি মওকুফ করবেন না। খ্রীষ্ট নিশ্চয়ই ঈশ্বরের স্থির পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত এবং পূর্ব জ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিলেন, কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে, এই সেই ঘৃণ্য হাত, যার দ্বারা তিনি ক্রুশবিদ্ধ হবেন এবং মৃত্যু মুখে পতিত হবেন (প্রেরিত ২:২৩)।

গ. প্রভুর ভোজের প্রতিষ্ঠা।

১. এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভোজের শেষ পর্যায়ে এসে, যখন তারা পর্যাপ্তভাবে সেই নিস্তার পর্বের ভেড়ার মাংস খেয়ে উদর পূর্তি করেছিলেন, কারণ তারা দেখাতে চাইছিলেন যে, প্রভুর ভোজে কোন ধরনের শারীরিক উদর পূর্তি বা তৃপ্তির অবকাশ নেইএ তারা এটি দেখাতে চাইছিলেন যে, এ ধরনের ভোজ শুধুই আত্মিক মঙ্গল সাধনের জন্য, আর প্রথমে তারা যে ভোজটি খেয়েছিলেন তা ছিল মোশির নিয়ম অনুসারে নিস্তার পর্ব পালনের বিশেষ ভোজ। কিন্তু এই প্রভুর ভোজের খাবার শুধুই আত্মার খাবার, আর সেই কারণে দেহের জন্য এখানে অল্প একটু খাবারই যথেষ্ট, যা শুধুমাত্র একটু চিহ্ন বহন করে, সেইটুকুই প্রভুর ভোজে খাওয়া যথেষ্ট। এটি ঘটতো নিস্তার পর্বের ভোজের শেষ পর্যায়ে, যা এই ভোজের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হত এবং এর মধ্য দিয়েই সুসমাচারের প্রকৃত সত্য প্রকাশ পেয়েছে, এরপরই প্রভুর ভোজের সমাপ্তি টানা হত। অনেক মতবাদ এবং নিয়ম কানুন প্রচলিত আছে এই দিনটি পালন করার জন্য, যা নিস্তার পর্বের বিধান দ্বারা নিয়মাবদ্ধ করা হয়েছে (যাত্রা ১২ অধ্যায়); কারণ পুরাতন নিয়মের বিধান যদিও আমাদেরকে বেঁধে রাখে না, তথাপি তা আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, যেন আমরা সুসমাচারের আলোকে তাদের জন্য সাহায্য প্রদান করি। আর এখানে এই দুইটি বিধান অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে অবস্থান করছে, এগুলো এক সাথে করে তুলনা করলে খুবই ভাল হবে এবং আমাদেরকে অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে যে, প্রভুর ভোজের বিধানটি কতটা সংক্ষিপ্ত এবং কতটা সরল, তা নিস্তার পর্বের ভোজের আনুষ্ঠানিকতার চেয়েও অনেক সহজ এবং সরল। অন্যান্য যে কোন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার কথা বিচার করলে খ্রীষ্টের যোয়ালি বহন করা অনেক সহজ এবং তা অন্য যে কোন আনুষ্ঠানিক বিধানের সাথে তুলনা করলে তার বিধান অনেক অনেক আত্মাানিক।

২. এটি স্থাপন করা হয়েছিল খ্রীষ্টের নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা, কোন আইনের আনুষ্ঠানিকতা এবং ভাবগাম্ভীর্য দ্বারা নয়, যেমনটা বাপ্তিস্মের বিধানে ঘটে থাকেএ খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর (মথি ২৮:১৯) এর সাথে সব সময়কার জন্য কর্তৃত্ব প্রদান করা হল এবং এই বাপ্তিস্মের বিধানকে

স্বীকৃত করা হল, কারণ খ্রীষ্টকে সে সময় স্বর্গ ও পৃথিবীর উপরে সমস্ত ক্ষমতা দান করা হয়েছে (পদ ১৮); কিন্তু আমাদের প্রভুর নিজস্ব অভ্যাসের কারণে, কারণ তিনি ইতোমধ্যে তাদেরক বাপ্তিস্ম দান করেছেন, যার তাঁর শিষ্য এবং অনুসারী ছিলেন এবং তিনি ইতোমধ্যে তাদেরকে তাঁর বিধানের আওতায় নিয়েছিলেন, যেন তারা তাঁর বিধানের আওতাধীন হন এবং তারা যেন সম্পূর্ণ শক্তি, ক্ষমতা এবং বৈশিষ্ট্য সহকারে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

৩. এটি স্থাপিত হয়েছিল আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ প্রদানের মধ্য দিয়ে: সাধারণ দানের বিধান এই কারণেই সহজে গ্রহণ করা সম্ভব হয় (১ তীম ৪:৪,৫), এটি বিশেষ অনুগ্রহের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি থাকে। তিনি আশীর্বাদ করলেন (পদ ২২) এবং ধন্যবাদ জানালেন (পদ ২৩)। তিনি তাঁর অন্যান্য ভোজের সময় কখনোই আশীর্বাদ করেন নি ও ধন্যবাদ দেন নি (যোহন ৬:৪১; ৮:৭), এটি করা হয়েছে বিশেষ স্মরণার্থে, যাতে তিনি তা পরিচিত করে তুলতে পারেন (লূক ১৪:৩০,৩১)। তিনি একই কাজ করেছিলেন এই ভোজের সময়েও।

৪. এটি স্থাপন করা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর স্মরণার্থে। সেই কারণে তিনি সেই রুটিকে দুই খণ্ড করলেন, যাতে করে তিনি এটা দেখাতে পারেন যে, কি করে তাঁর গোড়ালিতে ছোবল দেওয়ার বিষয়টি প্রভুকে সন্তুষ্ট করে। তিনি এরপর আঙ্গুর-রস হাতে নিলেন, যা মূলত আঙ্গুর ফলের খাঁটি রস, নতুন নিয়মের রক্ত। খ্রীষ্ট যেভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তা আসলে ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক এক মৃত্যু, এক রক্তাক্ত মৃত্যু। এরপর অনেক বারই রক্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই মূল্যবান রক্তের কথা, যা আমাদের পরিত্রাণের গর্ব; কারণ রক্তই জীবন এবং এটি আমাদের আত্মাকে চিরকালের জন্য মুক্ত করে দেয় (লেবীয় ১৭:১১ -১৪)। রক্ত পাতিত করা হচ্ছে তার আত্মা পাতিত করার সবচেয়ে স্পর্শকাতর দিক নির্দেশনা মূলক চিহ্ন (যিশাইয় ৫৩:১২)। রক্তের একটি কণ্ঠ স্বর রয়েছে (আদিপুস্তক ৪:১০) এবং এই কারণে রক্তের কথা অনেক সময়ই উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তা কথা বলে (ইব্রীয় ১২:২৪)। একে বলা হয়ে থাকে নতুন নিয়মের রক্ত; কারণ অনুগ্রহের চুক্তি পরিণত হয়েছিল একটি নতুন নিয়মে এবং এটি পূর্ণতা পেয়েছিল খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, যিনি ছিলেন এর প্রণেতা বা সঞ্চালক (ইব্রীয় ৯:১৬)। বলা হয়েছে এই রক্ত বহু জনের জন্য পাতিত হবে, এর দ্বারা অনেককে শুদ্ধ ও পবিত্র করা হবে (যিশাইয় ৫৩:১১), এর দ্বারা বহু সন্তানকে মহিমাময় করা হবে (ইব্রীয় ২:১০)। এটি অনেকের জন্য যথেষ্ট ছিল, কারণ এর মূল্য ছিল অপরিমেয়, এটির নানাবিধ ব্যবহার ছিল। আমরা এখানে পড়তে পারি এক বি-শাল জনতার কথা, যাদের কোন মানুষই গুণে শেষ করতে পারে না, যারা সকলে পরিষ্কার করে ধোয়া কোর্তা পরে আছে এবং তাদেরকে সেই মেষ শাবকের রক্তে ধুয়ে মুছে সাদা করে ফেলা হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ৭:৯-১৪) এবং এখন পর্যন্ত সেই ঝর্ণা ধারা উন্মুক্ত রয়েছে। হতভাগ্য অনুশোচনাকারী পাপীদের জন্য এই কথা কত না সান্ত্বনাদায়ক যে, বহু জনের জন্য প্রভু যীশুর রক্ত সেচন করা হয়েছে! যদি বহু জনের জন্য তা সেচন করা হয়ে থাকে, তাহলে কেন আমার জন্য করা হবে না? যদি পাপীদের জন্য হয়, অযিহূদী পাপীদের জন্য, প্রধান পাপীদের জন্য, তাহলে কেন আমার জন্য হবে না?

৫. এটি স্থাপিত হয়েছিল আমাদের সাথে তাঁর যে চুক্তি স্থাপিত হয়েছে সেই চুক্তির আলোকে এবং এটি হচ্ছে সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধার কথা, যা আমরা এই চুক্তির মধ্য দিয়ে পেয়েছি, যা খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য ক্রয় করা হয়েছে। আর সেই

কারণে তিনি রুটির টুকরোটি হাতে নিলেন এবং ভাঙ্গলেন ও তাঁদেরকে দিলেন (পদ ২২) এবং বললেন, "নাও, এটা খাও।" তিনি তাঁদেরকে সেই পান পাত্র দিলেন এবং তাঁদেরকে সেখান থেকে পান করার জন্য আদেশ দিলেন, পদ ২৩। এই শিক্ষাটিকে খ্রীষ্ট নিজে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য প্রয়োগ করে গেছেন: "এই মাংস এবং পানীয় তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করুক, তা তোমাদেরকে শক্তিশালী করুক, বৃদ্ধিদান করুক এবং সঞ্জীবিত করুক, যাতে করে তোমরা আত্মিক জীবনের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা এবং স্বস্তি লাভ করতে পার।"

৬. স্বর্গীয় সুখের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই আইন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং এর প্রতি যথাযথ মনযোগ এবং আগ্রহ বজায় রেখেই তা করা হয়েছিল, আর সেই কারণেই এখানে আমাদের মুখকে সকল প্রকার সুখ আনন্দ এবং ইন্দ্রিয়ের সুখ থেকে দূরে রাখা হয়েছে (পদ ২৫): "আমি আর কখনো আঙ্গুর রস পান করবো না, যা পান করা হয় শারীরিক সজীবতা আনার জন্য। আমি আর তা গ্রহণ করবো না। যে কেউ আত্মিক আনন্দ ভোগ করেছে, সে সোজাসুজি ভাবে স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর আকাঙ্খা করে, কারণ সে বলে, আত্মিক সুখই উত্তম (লূক ৫:৩৯); কিন্তু যে কেউ আত্মিক আনন্দের স্বাদ উপভোগ করেছে, সে আর কখনো পার্থিব সুখের দিকে ফিরেও তাকাবে না, কারণ সে বলবে, *ওগুলো এখনও উত্তম*। সেই কারণে আমি আর আঙ্গুর রস পান করবো না, এটি তাদের কাছে মৃত এবং পানসে, যারা ঈশ্বরের আনন্দের নদীর জল পান করেছে। কিন্তু, প্রভু সেই দিন নির্ধারণ করেছেন, যে দিন আমি আবার টাটকা এবং নতুন আঙ্গুর রস পান করবো ঈশ্বরের রাজ্যে বসে, যেখানে তা সব সময়ই নতুন থাকবে এবং টাটকা থাকবে।"

৭. একটি গীত-গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁরা তাঁদের ভোজ অনুষ্ঠান শেষ করলেন, পদ ২৬। যদিও খ্রীষ্ট সে সময় শত্রুদের মাঝখানে উপস্থিত ছিলেন, তথাপি তিনি তাদেরকে ভয় করেন নি, তিনি গীতসংহিতার গীত-গান গাওয়ার মত মহান দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত থাকেন নি। যখন তাঁরা সেই গান গাচ্ছিলেন, তা গাইতে গাইতেই তারা সেই ভোজ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসলেন। সে সময় সকলের শুতে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার যন্ত্রণা ও দুঃখ ভোগ নিয়ে অনেক বেশি চিন্তা করছিলেন, তাই তিনি তাঁর বাসগৃহে আর যেতে পারলেন না, কিংবা মন্দিরের যেতে পারলেন না, কিংবা তিনি তাঁর দুই চোখে ঘুম আনতে পারলেন না, যখন আসলে ঘুমানোর কথা ছিল (গীতসংহিতা ১৩২:৩,৪)। ইস্রায়েলীয়রা যে রাতে নিস্তার পর্বের মেষ শাবকের মাংস খেত, সেই রাতে তাদের ঘরের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, কারণ তারা বিনাশকারী স্বর্গদূতর ছোরার ভয় পেত (যাত্রা ১২:২২,২৩)। কিন্তু খ্রীষ্টের জন্য, যিনি ছিলেন মহান মেষপালক, তাঁকে অবশ্যই চাবুকের আঘাত সহ্য করতে হবে। তাই তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নিজেকে ছোরার সামনে উপস্থাপন করতে বের হয়ে গেলেন, একজন বিজয়ী বীরের মত। তারা ধ্বংসকারীকে ভয় পেত, কিন্তু খ্রীষ্ট তাকে জয় করলেন এবং ধ্বংস ও বিনাশকে ক্রমান্বয়ে সমাপ্তির পথে নিয়ে গেলেন।

১. খ্রীষ্ট এখানে পূর্বাভাস দিচ্ছেন যে, তাঁর দুঃখ ও কষ্টভোগের সময় তাঁর সকল শিষ্য তাঁকে ফেলে রেখে চলে যাবে: "তোমরা সকলে এই রাতে আমার জন্য বিঘ্ন পাবে, আমি জানি তোমরা অবশ্যই তা করবে (পদ ২৭) এবং আমি এখন তোমাদেরকে বলছি, আমি তোমাদেরকে পবিত্র শাস্ত্রের বাইরে অন্য কোন কথা বলবো না; আমি পালরক্ষককে আঘাত

করবো, তাতে মেষেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে।” খ্রীষ্ট এই ঘটনাটির কথা আগে থেকেই জানতেন এবং তথাপি তিনি তাঁদেরকে তাঁর টেবিলে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের পতন এবং বিশ্বাসহীনতা দেখতে পেয়েছিলে এবং তথাপি তিনি তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। আমাদের কখনোই প্রভুর ভোজে আসার জন্য নিরুৎসাহিত হওয়ার উচিত নয়, আমরা পরবর্তীতে কোন পাপ করবো কি না সেই চিন্তা করে প্রভুর ভোজে না আসা আরও বড় ভুল হবে; কিন্তু সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, আমাদের আরও বেশি করে নিজেদেরকে পবিত্র বিধান পালনের জন্য মনযোগী করে তুলতে হবে। খ্রীষ্ট তাঁদেরকে বলেছিলেন যে, তাঁর জন্য তাঁদেরকে বিঘ্ন পেতে হবে। এমন কি তাঁরা এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে শুরু করবেন যে, তিনি আসলেই খ্রীষ্ট না কি খ্রীষ্ট নন, যখন তাঁরা তাঁকে তাঁর শত্রুদের শক্তি অধীনে ক্ষমতাহীন হয়ে থাকতে দেখবেন। সেই সময় থেকেই তাঁদের ভেতরে পরীক্ষা ও প্রলোভন কাজ করবে। যদিও তাঁরা কোন না কোন সময় তাঁর জন্য বিঘ্নের সৃষ্টি করেছেন, তথাপি তাঁরা কখনো তাঁর ভেতরে বিঘ্ন পাওয়ার মত কোন কিছু পান নি, কিংবা তিনি কখনো তাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকেন নি; কিন্তু এখন যে ঝড় আসছে তা অত্যন্ত মারাত্মক এবং ভয়ঙ্কর। তাঁরা যদি সঠিকভাবে নোঙ্গর করতে না পারেন, তাহলে তাঁদের জাহাজ ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কিছু কিছু পরীক্ষা একেবারেই অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু অন্যদেরকে আরও সাধারণভাবে মাত্র কিছু সময়ে জন্য প্রলোভনে রাখা হবে, যা পুরো পৃথিবীর উপরে এসে পড়বে (প্রকাশিত বাক্য ৩:১০)। মেষপালককে আঘাত করলে অনেক সময় মেষপাল সম্পূর্ণভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়ঃ শাসক, পরিচর্যাকারী, পরিবারের কর্তা, যদি এরা তাদের দায়িত্ব অনুসারে তাদের অধীনস্থদের উপরে পালক হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহলে যখন কোন কিছু তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আসে, তখন পুরো মেষপাল এর জন্য বিপদে পড়ে।

কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁদেরকে এই প্রতিজ্ঞা করার মধ্য দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন যে, তাঁরা আবারও উত্থিত হবেন। তাঁরা আবারও তাঁদের দায়িত্বে ফিরে যেতে পারবেন এবং একই সাথে তাঁদের স্বস্তি ও আনন্দ আবারও ফিরে পাবেন (পদ ২৮); “যখন আমি আবার পুনরুত্থিত হব, আমি তোমাদেরকে সকল স্থান থেকে জড়ো করে একত্রিত করবো, যেখানে গিয়ে তোমরা ছড়িয়ে পড়েছিলে (যিহিস্কেল ৩৪:১২)। আমি তোমাদের অগ্রে গালীলে যাব এবং সেখান গিয়ে আমার বন্ধুদের সাথে দেখা করবো এবং সেখানে পরস্পর আনন্দ করবো।”

২. তিনি এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, তাঁকে বিশেষ করে পিতর নিজে অস্বীকার করবেন। যখন তাঁরা জৈতুন পর্বতে যাওয়ার জন্য বের হয়ে গেলেন, তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে, তাঁরা যিহূদাকে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন (সে নিজেই তাঁদের কাছ থেকে কেটে পড়েছিল), তাই তখন বাকি যারা ছিলেন তাঁরা তখন খুব মনযোগ দিয়ে নিজেদের কথা চিন্তা করছিলেন যে, তাঁরা অবশ্যই তাঁদের প্রভুর সাথে সাথে থাকবেন, যখন যিহূদা তাদের প্রভুকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁদেরকে বললেন যে, যদিও তাঁরা তাঁর অনুগ্রহে যিহূদার যে পাপ তা থেকে দূরে থাকবেন, কিন্তু তথাপি এই কারণে তাদের গর্ব করার কিছু নেই। লক্ষ্য করুন, যদিও ঈশ্বর আমাদেরকে একদমই খারাপ হয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখেন, তথাপি আমাদেরকে নিশ্চয়ই এ কথা ভেবে লজ্জিত হওয়ার কারণে আছে যে, আমরা কখনই যে অবস্থনে আছি তার চাইতে ভাল নই।

(১) পিতর এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন এবং আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, তিনি বাদবাকি অন্য

শিষ্যদের মত তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন না (পদ ২৯): "যদিও সকলে বিঘ্ন পায়, তবুও আমি পাব না।" তাঁর সকল ভাইয়েরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তথাপি তাঁদের সামনেই তিনি বললেন, "আমি বিঘ্ন পাব না।" তিনি নিজেকে শুধু যে অন্যদের চাইতে শক্তিশালী ভেবেছিলেন তাই নয়, তিনি প্রলোভেনের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও অন্যদের চাইতে নিজেকে অনেক বেশি যোগ্য বলে মনে করেছিলেন এবং তিনি তা নিজে নিজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন বলে মনে করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন তিনি দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালে কেউ আর তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে পারবেন না বা তাঁকে সরিয়ে দিতে পারবে না। এটি আমাদের হাড়-মজ্জার সাথে মিশে আছে যে, আমরা প্রায়ই নিজেদেরকে সবচেয়ে যোগ্য বলে চিন্তা করি এবং আমরা আমাদের নিজেদের হৃদয়কে বিশ্বাস করি।

(২) খ্রীষ্ট তাঁকে এ কথা বললেন যে, তিনি অন্য যে কারও চেয়ে খারাপ কাজ করবেন। তারা সকলে তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁকে অস্বীকার করবেন; এক বার নয়, তিন তিন বার তিনি খ্রীষ্টকে অস্বীকার করবেন এবং তা ঘটবে খুব শীঘ্রই: "আজকেই, এই রাতেই মোরগ তিন বার ডাকার আগেই তুমি আমাকে অস্বীকার করবে এই বলে যে, তুমি আমাকে চেন না, কিংবা আমার সাথে তোমার পরিচয় নেই, যেভাবে কেউ একজন আমাকে স্বীকার করতে লজ্জা পায় এবং ভয় পায়।"

(৩) তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল থাকলেন: "যদি আমাকে আপনার সাথে মরতেও হয়, তবুও আমি আপনাকে অস্বীকার করবো না, যদি এতে আমার জীবনও চলে যায়, তথাপি আমি আপনাকে ফেলে যাব না।" এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি যা চিন্তা করছিলেন তা ই বলছিলেন। যিহূদা কখনোই এ ধরনের কোন কথা বলে নি, যখন খ্রীষ্ট তাকে এ কথা বললেন যে, সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। সে গোপন করার মধ্য দিয়ে পাপ করলো, পিতর পাপ করেছিলেন অবাক হওয়ার মধ্য দিয়ে; সে এই মন্দতা সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করার মধ্য দিয়ে পাপ করেছিল (মীখা ২:১), পিতর পাপ করেছিলেন এই ভুলের ফাঁদে পা দিয়ে, গালাতীয় ৬:১। পিতরের এই কাজটিই ছির সবচেয়ে ভুল কাজ, কারণ তিনি তার প্রভুর কথার বিপরীত কথা বলেছিলেন এবং তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। যদি তিনি বলতেন, ভয় এবং সম্ভ্রমের সাথে, "প্রভু, আমাকে সেই অনুগ্রহ দান করুন, যেন আমি আপনাকে অস্বীকার করা থেকে দূরে সরে থাকতে পারি, আমাকে প্রলোভনের সময় পরিচালনা দান করুন, আমাকে এই শয়তানের হাতে পড়তে দেবেন না।" তাহলে নিশ্চয়ই খ্রীষ্ট তাঁকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিতেন; কিন্তু তারা সকলেই এভাবে আত্মবিশ্বাসী ছিল; যারা বলেছিল যে, প্রভু, সে কি আমি? এখন তারা বলছে, আমি কখনোই তেমন হব না। তারা খ্রীষ্টকে অস্বীকার কর-ার ব্যাপারে তাদের আশঙ্কার ব্যাপার সচেতন হয় নি, কারণ তার তখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করছিলেন যে, তিনি অটল থাকবেন, তাকে অবশ্যই এ কথা জানতে হবে যে, কীভাবে তাকে সতর্ক এবং সুরক্ষিত থাকতে হবে, নতুবা তিনি নিশ্চয়ই তাঁর অবস্থান থেকে পড়ে যেতে পারেন; এবং তাঁকে অবশ্যই জীবন রক্ষাকারী দড়ির উপর ভর দিয়ে থাকতে হবে, গর্ব করে তা ছেড়ে দিলে হবে না।

মার্ক ১৪:৩২-৪২ পদ

খ্রীষ্ট এখানে তাঁর কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগের অধ্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছেন এবং তিনি তাঁর যন্ত্রণার সবচেয়ে কষ্টকর অধ্যায় দিয়েই শুরু করবেন, আর তা হচ্ছে তাঁর আত্মার যন্ত্রণা। এখানে আমরা তাঁকে কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করতে দেখি, যা আমরা এর আগে মথি লিখিত সুসমাচারে পাঠ করেছি। এই দুঃখ ভোগ, আত্মায় দুঃখ ভোগ ছিল যন্ত্রণা এবং পীড়নের সবচেয়ে মর্মান্তিক পর্যায় এবং এটি ছিল সবচেয় বেশি পীড়াদায়ক; এখানে এটি দেখানো হয়েছে যে, তার উপরে কোন ধরনের দুঃখ ও কষ্ট জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় নি, বরং তিনি নিজেই দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে এখানে এসেছিলেন এবং স্বেচ্ছায় সেই কষ্ট ভোগ করছিলেন।

ক. তিনি প্রার্থনা করার জন্য একাকী হলেন: তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, "ওখানে গিয়ে বস, আমি একটু দূরে গিয়ে একাকী কিছু সময় প্রার্থনা করে কাটাবো।" তিনি এর আগে তাঁর শিষ্যদের সাথে প্রার্থনা করেছেন (যোহন ১৭ অধ্যায়) এবং এখন তিনি তাঁদেরকে তাঁর কাছ থেকে কিছুটা দূরে থাকার নির্দেশ দিলেন, যে সময়টিতে তিনি একাকী তাঁর পিতার সাথে কিছুটা সময় কাটাবেন এবং নিজেকে নিভৃতে রাখবেন। লক্ষ্য করুন, আমরা আমাদের পরিবারের সাথে একসাথে বসে প্রার্থনা করি বলেই যে আমাদের নিজেদের নিভৃতে প্রার্থনা করার যে দায়িত্ব তা থেকে রেহাই পেয়ে যাব তা কিন্তু নয়। যখন যাকোব তাঁর দুঃখ কষ্টের মাঝে প্রবেশ করেছিলেন, সে সময় তিনি তাঁর সাথে যা কিছু ছিল তার সব কিছু আগে আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং এরপর তিনি একা হয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি একজন মানুষের সাথে কুস্তি লড়েছিলেন (আদিপুস্তক ৩২:২৩,২৪), যদিও তিনি এর আগেই প্রার্থনা করেছেন (পদ ৯), তাঁর পরিবারের সাথে।

খ. এমন কি তিনি যখন একাকী সময় কাটাচ্ছিলেন, তখনও তিনি তাঁর সাথে করে পিতর, যাকোব এবং যোহনকে সাথে নিয়েছিলেন। যদিও মহান আত্মাগণ এ ব্যাপারে চিন্তা করেন না যে, কেউ তাদের কষ্ট ও দুঃখ দেখে ফেললো কি না, তথাপি তিনি তাঁদের কাছ থেকে তা লুকানোর চেষ্টা করলেন না। তিনি এ ব্যাপারে লজ্জিত হলেন না। এই তিনজন তাঁদের সামর্থ্য এবং ইচ্ছার জন্য তাঁদের সাথে কষ্ট ভোগ করতে ইচ্ছুক হলেন। পিতর সেখানে ছিলেন, এই অধ্যায়ে আমরা দেখি, সেই সাথে যাকোব এবং যোহনের ছিলেন (মার্ক ১০:৩৯)। সেই কারণে খ্রীষ্ট তাঁদের কিছুটা দূরে অপেক্ষা করতে বললেন এবং তারা সেখানে বসে দেখলেন যে, খ্রীষ্ট তাঁর রক্তাক্ত বাপ্তিস্ম এবং তিক্ত পান পাত্র নিয়ে কতটা কষ্ট ও যন্ত্রণার ভেতরে দিয়ে যাচ্ছেন, কারণ তিনি তাঁদেরকে এ ব্যাপারে বিশ্বাস করাতে চাইছিলেন যে, তাঁরা কি বলছিলেন সে বিষয়ে তাঁরা জানেন না। এটা তাঁদের জন্য বলা খুবই সহজ, যারা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, কিন্তু তাঁদের আগে এ ব্যাপারে প্রয়োগ করে দেখা উচিত, যাতে করে তাঁরা তাঁদের বোকামি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে আগে থেকে বুঝে উঠতে পারেন।

গ. সেখানে তিনি বেশ ভয়ঙ্কর অবস্থায় কষ্ট ভোগ করছিলেন (পদ ৩৩): তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও উৎকণ্ঠিত হতে উঠতে লাগলেন– *Ekthambeisthai*, এই শব্দটি মথি

লিখিত সুসমাচারে ব্যবহার করা হয় নি, তবে এর তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, প্রচণ্ড অন্ধকারের ভেতরে যেমন এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করে সে ধরনের কোন আতঙ্ক, যা অব্রাহামের উপরে ভর করেছিল (আদিপুস্তক ১৫:১২), কিংবা এমন কিছু তা এর চেয়েও ভয়ানক, আরও বেশি আতঙ্কজনক। যারা ঈশ্বরের বিরোধিতা করে, তিনি তাদের উপরে আতঙ্ক ও ভীতি তৈরি করেন এবং তিনি নিজেকে তাদের সামনে অত্যন্ত ভীতিজনক হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি এর আগে কখনোই এতটা দুঃখিত হন নি; কখনোই তিনি এর আগে এ ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন নি, যা থেকে তিনি স্বর্গীয় অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন এবং সেই কারণে কখনোই তিনি এ ধরনের দুঃখের সম্মুখীন হন নি। তথাপি তাঁর মাঝে সে সময় সাধারণভাবে তাঁর আত্মার মাঝে কোন ধরনের অস্বাভাবিকতা ছিল না কিংবা কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সেখানে দেখা দেয় নি; তাঁর সকল যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্ট অনিয়ন্ত্রণ যোগ্য হয়ে যায় নি, কিংবা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় নি এবং তা তাঁর অধীনেই ছিল, কারণ তাঁর আত্মায় কোন ধরনের মন্দ সত্তার নিয়ন্ত্রণ ছিল না, যা আমরা এর আগে দেখেছি। যদি জলের নিচে কোন ধরনের কাদার অবস্থান থাকে, তাহলে সেই জল উপর দিয়ে অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার দেখালেও তা যখন নাড়া হবে, তখন তা হয়ে পড়ে কর্দমাক্ত ও ঘোলাটে; তাই এতে আমাদের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। কিন্তু কোন পরিষ্কার পান পাত্রে যদি বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার জল রাখা হয় এবং তা যত জোরেই নাড়ানো হোক না কেন, তা কখনোই ঘোলাটে হয়ে যাবে না, আর এ বিষয়টিই খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। ড. লাইটফুট মনে করেন যে, এটি খুব সম্ভব যে, শয়তান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সামনে কোন শরীরী রূপ নিয়ে হাজির হয় নি, সে তার নিজ প্রতিমূর্তি এবং সঠিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয় নি, যার দ্বারা সে খ্রীষ্টকে আতঙ্কিত করতে পারে এবং ভীত করে তুলতে পারে এবং তাঁর ভেতর থেকে ঈশ্বরের প্রতি যে আশা রয়েছে তা মুছে ফেলতে পারে (যা সে তার নির্যাতনের কাজের সময় প্রয়োগ করে, যা খ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও করা হয়েছিল, যেন তিনি ঈশ্বরকে অভিশাপ দেন এবং মারা যান) এবং সে চেয়েছিল যেন খ্রীষ্ট শয়তানের পরবর্তী নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য তার পরবর্তী সময়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন; যা কিছুই তাকে সে পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখুক না কেন, তাকে দেখেই মনে হচ্ছিল যেন সে শয়তানে কাছ থেকেই এসেছে (মথি ১৬:২৩)। যখন শয়তান তাঁকে প্রান্তরে পরীক্ষা করেছিল, সে সময় এটি বলা হয়েছে যে, সে তাঁর কাছ থেকে কিছু সময়ের জন্য চলে গিয়েছিল (লূক ৪:১৩), এখানে এ কথার মধ্য দিয়ে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, সে পরবর্তীতে অন্য রূপ ধরে তাঁর কাছে এসেছিল এবং অন্য রকম পদ্ধতিতে এসেছিল; কারণ সে দেখেছিল যে, প্রচলিত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে পাপের ফাঁদে ফেলা যাবে না, তাই সে খ্রীষ্টকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলার মধ্য দিয়ে পাপ করতে প্ররোচিত করতে চেয়েছিল এবং এভাবেই সে তার পরিকল্পনা গঠন করেছিল।

ঘ. খ্রীষ্ট এই দুঃখজনক যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির জন্য ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “আমার আত্মা অত্যন্ত পীড়িত ও ব্যথিত হয়েছে।”

১. তাঁকে আমাদের পক্ষস্বরূপ পাপী করা হয়েছিল, আর সেই কারণেই তিনি দুঃখার্ত ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে জানতেন যে, তিনি যে পাপের জন্য কষ্ট ভোগ করছেন সেই পাপের কতটা যন্ত্রণা এবং কষ্ট তার জন্য অপেক্ষা করছে এবং তিনি ঈশ্বরকে তাঁর তরফ থেকে সর্বোচ্চ ভালবাসা প্রদান করেছেন। যিনি মানুষের জন্য বিঘ্ন পেয়েছেন এবং সেই

মানুষকে ভালবাসার কারণে তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, এখন তাদের সামনে বসেই তিনি তাঁর চরম দুঃখার্ত অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি দেখাচ্ছেন যে, তাঁর আত্মার শোচনীয় পরিস্থিতি কেমন হতে পারে। তিনি এখন আমাদেরই পাপের জন্য কষ্টভোগ করছেন, আর এ কারণেই তিনিই পাপের ভারে জর্জরিত ছিলেন।

২. তিনি আমাদের জন্য অভিশাপ বহন করেছেন। আইনের সকল অভিশাপ স্থান পরিবর্তন করে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছে, যা এতকাল আমাদের মধ্যে ছিল এবং তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন অনন্ত জীবনের ঠিকানা। শুধু যে তা চিরকালীন ভাবে আমাদের সাথে বাধা থাকবে তাই নয়, সেই সাথে আমাদের সকল কাজের জামিনও তিনি দিয়েছেন। যখন তাঁর আত্মা এতটা দুঃখার্ত ছিল, সে সময় তিনি সেই পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে নুয়ে পড়লেন এবং তিনি দুঃখ ও কষ্টে চিৎকার করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই পাপ বিমোচন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই অভিশাপ তিনি মুছে ফেলতে পারবেন না। তিনি এই মুহূর্তে যেন মৃত্যুর স্বাদই গ্রহণ করছিলেন (যেমনটা তিনি বলেছেন, ইব্রীয় ২:৯), যা কোন বাহ্যিক লোক দেখানো অনুভূতির প্রকাশ নয়, বরং তিনি তা ভোগ করছিলেন বলেই তিনি তা বলেছেন। তিনি সেই তিক্ত পান পাত্র গ্রহণও করেছেন বটে, কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত তিক্ত এবং পানের অযোগ্য। তাঁকে অবশ্যই এই তিক্ত পাত্রের সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং তিনি তা করেছিলেনও বটে। এটি ছিল সেই ভীতি যা তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে এর আগে বলেছিলেন (ইব্রীয় ৫:৭), এটি হচ্ছে একটি প্রকৃতিগত ভীতি, যা দেখে ভীত হওয়া সকল মানুষের জন্যই অত্যন্ত আতঙ্কজনক।

এখন আসুন খ্রীষ্টের আত্মা নিয়ে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করি, যে যন্ত্রণা ও কষ্ট তিনি আমাদের জন্যই শুধুমাত্র সহ্য করেছিলেন। এটি জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন এই কারণে:-

(১) যেন আমরা আমাদের পাপের তিক্ততা থেকে মুক্ত হতে পারি। আমরা কি আমাদের সকল ঘৃণ্য পাপের প্রেক্ষিতেও কখনো এ ধরনের ক্ষমা ও আত্মার শান্তি লাভ করতে পারতাম, যদি না খ্রীষ্ট আমাদের জন্য এত বড় মূল্য প্রদান না করতেন? আমাদের উপরে যে আলো বর্ষিত হয়েছে, যা আমাদের উপর থেকে সরে গেছে, সেই পাপের ভার কি এত সহজে আমাদের উপরে থেকে সরে যেত, যদি খ্রীষ্ট তা নিজ কাঁধে গ্রহণ না করতেন? যেহেতু খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য এতটা কষ্ট সহ্য করেছেন, সেহেতু আমাদের কি তাঁর জন্য এতটুকু কষ্ট সহ্য করা উচিত নয়? যিনি আমাদের জন্য এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, যাকে আমরা বিদ্ধ করেছি, যাকে আমরা হত্যা করেছি, তাঁর জন্য আমাদের কীভাবে শোক করা উচিত এবং তাঁকে আমাদের কীভাবে ভালবাসা প্রদান করা উচিত? তিনি আমাদের জন্য যে দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করেছেন তা অত্যন্ত তীব্র ছিল এবং আমাদের উচিত হবে তাঁকে আমাদের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা এবং আমাদের সমগ্র জীবন তাঁর সেবার্থে উৎসর্গ করা। যদি খ্রীষ্ট আমাদের জীবনের জন্য তাঁর মহান জীবন উৎসর্গ না করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের মাঝে সেই অভিশাপ এখনো থাকতো এবং আমরা কখনোই স্বর্গের আশা করতে পারতাম না।

(২) যেন আমাদের সকল দুঃখ ও কষ্ট প্রশমিত হয়। যদি আমাদের আত্মা কোন না কোন সময় প্রচণ্ড দুঃখ কষ্টের ভেতরে থাকে, তাহলে এই বর্তমান সময়ের মত দুঃখের সময়েও আমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের প্রভু অবশ্যই আমাদের

সামনে সামনে আছেন, তিনি আমাদের মত করে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন এবং শিষ্য কোন দিনই গুরুর চাইতে বড় হতে পারে না। কেন অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের সকল দুঃখ-কষ্ট দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত? কারণ খ্রীষ্ট আমাদের জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে একটি পবিত্র ও শুদ্ধ জীবন দান করেছেন, তাই আমাদের সকল ভার তিনিই বহন করবেন। তাঁকে অনুসরণ করহে আমরা এগিয়ে যাব এবং আমাদের সকল দায় ভার তিনিই বহন করবেন এবং সেই অনুসারেই কাজ করবেন। তিনি আমাদের ভেতরে সকল সু-বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটাবেন এবং তিনি আমাদেরকে উচ্চীকৃত করবেন, কারণ তিনি নিজে মহান এবং উচ্চীকৃত। তিনি আমাদের সকল দুঃখের মাঝে মিষ্টতার প্রবেশ ঘটাবেন এবং তা সহনীয় করবেন। অনুগ্রহপ্রাপ্ত পৌল অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের ভেতরে জীবন কাটিয়েছেন, তথাপি তিনি সব সময় আনন্দের ভেতরে সময় কাটিয়েছেন। আমরা যদি অসহনীয় দুঃখ কষ্টের ভেতরে থাকি, তথাপি তখনও আমাদের অবশ্যই মৃত্যুকে ভয় করলে চলবে না, কারণ সেই সময় আমাদের সকল দুঃখ ও জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হবে এবং খ্রীষ্ট আমাদের হবেন। যখন আমরা আমাদের চোখ বন্ধ রাখবো, তখন সকল অশ্রু সেখান থেকে মুছে যাবে।

ঙ. তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁরা সব সময় তাঁর সাথে সাথে থাকেন, তবে এই কারণে নয় যে, তাঁদের সাহায্য তাঁর দরকার ছিল, বরং এই কারণেই যে, তিনি চাইবেন যেন তাঁরা তাঁর কাছাকাছি থাকে এবং তিনি তাঁদেরকে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করতে পারেন; তিনি এখন যেমন তাঁদেরকে বললেন, "এখানে জেগে থাকো এবং পাহারা দাও।" তিনি অন্য শিষ্যদেরকে শুধু বলেছিলেন, "এখানে বস" (পদ ৩২); কিন্তু এই তিনজনকে তিনি বললেন যেন তাঁরা জেগে থাকেন এবং প্রার্থনা করেন, যা অন্যদের চাইতে বরং তাঁদের কাছ থেকেই আরও ভাল আশা করা যায়।

চ. তিনি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার কাজে নিয়োজিত করলেন (পদ ৩৫): তিনি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন এবং প্রার্থনা করলেন। এর মাত্র কিছুক্ষণ আগেই তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন (যোহন ১৭:১)। কিন্তু এখানে তিনি যেহেতু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছিলেন, সেহেতু তিনি তাঁর মুখ মাটিতে ঢেকে ফেলে প্রার্থনা করতে লাগলেন, কারণ তিনি নিজেকে তাঁর বর্তমান নিচু অবস্থানের সাথে খাপ খাওয়াতে চাইছিলেন এবং তিনি আমাদেরকে এটা শিক্ষা দিচ্ছেন যে, আমরা যেন আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের সামনে নম্র করি এবং কোন ধরনের গর্ব বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করি। এটি বলা হয়েছিল, যখন আমরা সর্বোচ্চ স্থানে সর্বময় ক্ষমতাশালী ঈশ্বরের সামনে যাব তখন যেন আমরা নিজেদেরকে নম্র করি।

১. একজন মানুষ হিসেবে, তিনি তাঁর দুঃখ কষ্টের জন্য ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, আর তা হচ্ছে, যদি হতে পারে, তবে যেন সেই সময় তাঁর কাছ থেকে চলে যায় (পদ ৩৫): "এই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অসহনীয় দুঃখ ও যন্ত্রণা, যার মধ্য দিয়ে আমি এখন সময় অতিবাহিত করছি, তা যেন আমার কাছ থেকে চলে যায় এবং আমার সামনেই যে চরম যন্ত্রণাময় সময়ের মাঝে প্রবেশ করতে হবে যদি সম্ভব হয় সেই সময়ও যেন চলে যায়, যদি সম্ভব হয় তাহলে যেন এই কষ্ট ভোগ করা ব্যতিতই মানুষের পরিত্রাণ প্রদান করা সম্ভব হয়।" আমরা এর পরেই এই কথা দেখতে পাই (পদ ৩৬): "আব্বা, পিতা।" এখানে

একটি সিরীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা খ্রীষ্ট ব্যবহার করেছিলেন এবং যার অর্থ হচ্ছে *পিতা, বাবা*। এর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর দুঃখ ভোগের সময় অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি ঈশ্বরকে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এই উক্তির দিকে নজর রেখে প্রেরিত পৌল এ কথা বলেছেন যে, যে সমস্ত আত্মা পরিবর্তিত হয়েছে তাদের সকলের মুখ কেবল একটি শব্দই বিদ্যমান থাকে, আর তা হচ্ছে *আব্বা, পিতা;* তারা এই বলেই চিৎকার করে থাকে (রোমীয় ৮:১৫; গালাতীয় ৪:৬)। "পিতা, তোমার দ্বারা সব কাজই সম্ভব।" লক্ষ্য করুন, এমন কি যা আমাদের জন্য করা সম্ভব নয় বলে আমরা জানি বা মনে করি, তাও আমরা তাঁর কাছে চাইতে পারি। আমাদেরকে তখনও এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বর চাইলেই এই কাজ করতে প্যারেন এবং যখন আমরা তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবো, তখন আমরা নিজেদেরকে তাঁর জ্ঞান এবং দয়ার কাছে সমর্পণ করি। তাই যদি আমরা তার ক্ষমতা এবং শক্তির উপর নির্ভর করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের জন্য তিনি সব কিছুই করতে পারেন, কারণ তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।

২. একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে, তিনি তার বিষয়ে ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা সে সম্পর্কে খুব ভাল ভাবেই অবগত রয়েছেন: "তবে, আমি যা চাচ্ছি তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তা ই পূর্ণ হোক। আমি জানি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং কি স্থির করা হয়েছে এবং আমি এও জানি যে, তা কখনোই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, আমাকে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতে হবে এবং মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং আমি সেই সময়টিকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

ছ. তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে জাগিয়ে তুললেন, যারা তাঁর প্রার্থনার সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, পদ ৩৭,৩৮। তিনি তাঁদেরকে দেখতে এসেছিলেন, কারণ অনেক ক্ষণ ধরে তিনি তাঁদের খোঁজ খবর নেন নি এবং তিনি সেখানে এসে দেখতে পেলেন যে, তাঁরা ঘুমোচ্ছেন। তাঁরা খ্রীষ্টের যন্ত্রণা ও দুঃখের সাথে তেমনভাবে মোটেও একাত্ম হন নি এবং প্রভাবিত হন নি, তাঁরা তাঁর অভিযোগ, আবেদন এবং প্রার্থনার কারণে মোটেও ভাবিত হন নি। তাঁদের এই অসতর্কতা বা অসচেতনতা তাদের ভবিষ্যত সময়ের জন্য প্রচণ্ড খারাপ ফল বয়ে নিয়ে আসবে, কারণ তাঁরা যখন বিঘ্ন পাবেন তখন তাঁরা খ্রীষ্টকে ফেলে রেখেই চলে যাবেন। এখান থেকেই তাঁদের বিনাশের কারণ সূচিত হবে, কারণ কিছু সময় আগেই তাঁরা বলেছিলেন যে তাঁরা চরম প্রলোভন এবং পরীক্ষার সময়ও খ্রীষ্টের পাশে পাশে থাকবেন, যদিও তার কেউই ভুলের বা ব্যতিক্রমের উর্ধ্বে নন। তিনি কি তাঁদের ভেতর থেকে তাঁর জন্য সবচেয়ে আনুগত্য পূর্ণ এবং বন্ধুতাপূর্ণ ব্যবহার ও আচরণই আশা করছিলেন না? তাঁরা কি নিজেরাই এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলেন নি যে, তাঁরা কখনোই তাঁর কারণে বিঘ্ন পাবেন না? তারপরও তাঁরা তাঁর বিষয়ে একদমই ভাবিত হলেন না? তিনি বিশেষভাবে পিতরকে তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্নতার জন্য তিরস্কার করলেন, "শিমোন, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ? *Kai sy teknon*– সে কি, বৎস! তুমি না আমাকে একটু আগেই শপথ করে বললে যে, তুমি আমাকে কখনোই অস্বীকার করবে না। অথচ তুমি এক ঘণ্টাও আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারলে না?" তিনি অবশ্যই তাঁর সাথে সারা রাত ধরে সেই বাগানে অপেক্ষা করতে বলেন নি, তিনি কেবল মাত্র এক ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। এটি আমাদেরকে আমাদের খ্রীষ্টের সেবা কাজ করতে গিয়ে যাতে আমরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে না পড়ি এবং ঘুমিয়ে না পড়ি সে বিষয়ে বলা হয়েছে, সেই সাথে এ ও বলা হয়েছে যে, আমরা যেন খ্রীষ্টের সেবা

করতে গিয়ে সব সময় তার জন্য অপেক্ষা করি, তার নির্দেশের জন্য এবং তার সেবার কাজ করার জন্য, তবে এর জন্য অবশ্যই তিনি আমাদের উপরে অতিরিক্ত কাজের চাপ ফেলবেন না, তিনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে এর দ্বারা বিরক্ত করে ফেলবেন না (যিশাইয় ৪৩:২৩)। তিনি আমাদের এমন কোন বোঝা দেন না যা আমরা বহন করনতে পারবো না, আবার যে বোঝাই তিনি দেন না কেন, তা তিনি খুব শীঘ্রই আমাদের উপর থেকে তুলে নিয়ে যান (প্রকাশিত বাক্য ২:২৪,২৫); *দেখ, তিনি শীঘ্রই আসছেন* (প্রকাশিত বাক্য ৩:১১)।
যাদেরকে খ্রীষ্ট ভালবাসেন, তারা যখন কোন ভুল করেন তখন খ্রীষ্ট তাদেরকে ধমক দেন, যাতে করে তিনি যাদেরকে ধমক দেন, তাঁরা তাঁর পরামর্শ অনুসারে চলে এবং তাঁর কাছ থেকে সুখ ও শান্তি লাভ করতে পারে।
১. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা ছিল অত্যন্ত জ্ঞানপূর্ণ এবং বিশ্বস্ত একটি পরার্মশ: "জেগে থাক এবং প্রার্থনা কর, যাতে তোমরা পরীক্ষায় না পড়," পদ ৩৮। খ্রীষ্ট যখন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছেন, সে সময় ঘুমিয়ে থাকা তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর এবং আমাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ বিষয়, কিন্তু তাঁরা সামনে আরও অনেক বড় পরীক্ষায় পড়তে যাচ্ছেন, আর তখন অবশ্যই তাঁদের নিজেদেরকে জাগিয়ে রাখতে হবে, যেন তাঁরা প্রার্থনা করার মাধ্যমে সে সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ এবং শক্তি লাভ করতে পারেন এবং যাতে করে তাঁরা তাঁদের উপরে যে মন্দ শক্তি নেমে আসতে পারে তাঁকে প্রতিহত করতে পারেন, আর তাঁরা তখন তা-ই করেছিলেন, যখন তাঁরা সকলে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং পালিয়ে গিয়েছিলেন।
২. এটি ছিল অত্যন্ত দয়ার্দ্র এবং স্নেহশীল আবেদন যা খ্রীষ্ট তাদের প্রতি করেছেন: " আত্মা ইচ্ছুক বটে; আমি জানি, তা প্রস্তুত আছে, তোমাদের আত্মা সামনে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত; তোমরা জেগে থাকতে ইচ্ছুক, কিন্তু তোমরা পারছো না।" এটি প্রকাশ করা হয়েছে তার আগের আদেশের প্রতিক্রিয়া হিসেবে: "জেগে থাক এবং প্রার্থনা কর; কারণ যদি তোমাদের আত্মা ইচ্ছুক, আমি তোমাদেরকে এই বিষয়ে আদেশ দিয়েছি (তোমরা আন্তরিকভাবে কখনই আমার প্রতি বিঘ্ন সৃষ্টি কর নি বা তার চেষ্টাও কর নি), তথাপি তোমাদের দেহ দুর্বল এবং তোমরা যদি জেগে না থাক এবং প্রার্থনা না কর এবং তোমাদেরকে সতর্ক থাকার যে নিয়ম আমি বলে দিয়েছি তা পালন না কর, তাহলে তোমরা জয়ী হতে পারবে না, কোন মতেই না।" আমাদের মাংসের দুর্বলতা এবং দেহের অযোগ্যতার কথা চিন্তা করে অবশ্যই আমাদেরকে প্রার্থনা করা এবং জেগে থেকে লক্ষ্য রাখার বিষয়ে আরও বেশি আন্তরিক এবং সতর্ক হতে হবে, যখন আমরা প্রলোভনের জগতে প্রবেশ করবো।
জ. তিনি তাঁর পিতার প্রতি সম্বোধন আবারও পুনরাবৃত্তি করলেন (পদ ৩৯): তিনি আবারও ফিরে গেলেন এবং প্রার্থনা করলেন, বললেন, *Ton auton logo*হ- সেই একই কথা, এই বিষয়, কিংবা একই প্রার্থনা; তিনি একই উদ্দেশ্য নিয়ে আবারও প্রার্থনা করলেন এবং তিন বার প্রার্থনা করলেন। এটি আমাদেরকে শেখায় যে, মানুষকে নিবেদিত প্রাণ হয়ে প্রার্থনা করতে হবে, কোন মতেই মূর্ছা গেলে চলবে না (লূক ১৮:১)। যদিও আমাদের প্রার্থনার উত্তর খুব দ্রুত আসে না, তথাপি আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সকল আবেদন পুনরাবৃত্তি করতে হবে এবং আমাদেরকে অবশ্যই প্রার্থনায় নিয়মিত হতে হবে ও ধারাবাহিকতা অর্জন করতে হবে; কারণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই দর্শন দেওয়া হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই বিষয়ে কথা বলা হবে এবং এ বিষয়ে মোটেও মিথ্যে কথা

বলা হবে না (হাবা ২:৩)। পৌল যখন শয়তানের একজন দূতের দ্বারা যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, সে সময় তিনি তিনবার প্রভুকে ডাকলেন, যেমনটি খ্রীষ্ট এখানে করেছেন, আর তারপরেই তিনি তাঁর প্রার্থনার উত্তর লাভ করলেন (২ করিন্থীয় ১২:৭,৮)। এর কিছুক্ষণ আগে, যখন খ্রীষ্ট তাঁর আত্মা নিয়ে যন্ত্রণার মাঝে ছিলেন, সে সময় তিনি প্রার্থনা করছিলেন, "পিতা, তোমার নাম মহিমান্বিত হোক," সে সময় তিনি স্বর্গ থেকে একটি তাৎক্ষণিক উত্তর লাভ করেছিলেন, আমি তা মহিমান্বিত করেছি এবং আমি তা আবারও মহিমান্বিত করবো। কিন্তু এখন তাঁকে অবশ্যই দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার তাঁর পিতার কাছে প্রার্থনা নিয়ে আসতে হবে, কারণ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেরিতে বা শীঘ্র যে কোন সময় আসতে পারে, এটি নির্ভর করে তাঁর ইচ্ছার উপরে এবং বিবেচনার উপরে, যার উপর আমাদেরকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।

ঝ. তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে আবারও দেখা করতে আসলেন। এভাবে তিনি তাঁদেরকে একটি দৃষ্টান্ত দেখালেন যে, তিনি পৃথিবীতে তাঁর মণ্ডলীর প্রতি যত্ন নেন। এমন কি যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ে, তখনও এবং তিনি কখনোই এ বিষয়ে যত্ন নিতে বা খোঁজ নিতে দেরি করেন না, এমন কি যখন তিনি তাঁর পিতার সাথে স্বর্গে কথা বলেন এবং যোগাযোগ রক্ষা করেন, তখনও তিনি তাঁদের খোঁজ নেন। দেখুন, কীভাবে একজন মধ্যস্থতাকারী দুই পক্ষের ভেতর দিয়েই যাওয়া আসা করেন। তিনি দ্বিতীয়বার তাঁর শিষ্যদের কাছে আসলেন এবং তাঁদেরকে আবারও ঘুমিয়ে পড়তে দেখলেন, পদ ৪০। দেখুন, খ্রীষ্টের শিষ্যদের উপরে সেই অযোগ্যতা এবং দুর্বলতা কীভাবে আবারও ফিরে এল। শুধু যে তা আবারও ফিরে এল তাই নয়, তাঁদের উপরে তা কর্তৃত্ব বিস্তার করলো, তাঁরা কোন প্রকার বাধা দান করতে পারলেন না। আমাদের দেহ আমাদের আত্মার প্রতি যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে, যা আমাদেরকে সেই আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আকাঙ্খী করে তোলে এবং আমরা আরও বেশি করে অনুগ্রহ লাভ করতে ইচ্ছুক হই। দ্বিতীয়বারও তিনি তাঁদের সাথে একইভাবে কথা বললেন, কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন না তাঁকে কি জবাব দেবেন। তাঁরা তাঁদের ঘুমিয়ে পড়ার জন্য লজ্জিত হয়েছিলেন এবং এর স্বপক্ষে অজুহাত দেখানোর মত কিছুই তাঁদের ছিল না। কিংবা তাঁরা এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, তারা ঘুমের মাঝে হেঁটে বেড়ানো লোকদের মত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা জানতেন না তাঁরা কোথায় আছেন, কিংবা তাঁরা কি বলছেন। কিন্তু তৃতীয় বার খ্রীষ্ট তাদেরকে ঘুমানোর জন্য বললেন, যদি তারা ইচ্ছা করে (পদ ৪১); "এখন ঘুমাও এবং বিশ্রাম নাও। আমি আর তোমাদেরকে জেগে থেকে অপেক্ষা করার জন বলবো না। তোমরা এখন ঘুমাতে পার, যদি তোমরা ঘুমাতে চাও আর কি।" এটাই যথেষ্ট ছিল; এই কথাটি আমরা মথি লিখিত সুসমাচারে পাই না। "তোমরা যথেষ্ট পরিমাণ সতর্ক বাণী পেয়েছ এবং যথেষ্ট পরিমাণে তোমাদেরকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, কিন্তু তোমরা সেই সাবধান বাণী গ্রহণ কর নি; এবং এখন তোমরা দেখবে কি কারণে তোমাদেরকে আমি জেগে থেকে সতর্ক থাকতে বলেছিলাম। *Apekei*– আমি তোমাদেরকে এখন থেকে আমার সাথে থাকার জন্য দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিলাম;" এমনটাই অনেকে মনে করেন। "এখন সময় উপস্থিত হয়েছে, যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করে বলেছিলাম যে, তোমরা আমাকে এ সময় ছেড়ে চলে যাবে এবং নিজেদের পথ অনুসরণ করবে;" যা তিনি যিহূদাকে বলেছিলেন, তুমি যা করবে বলে ঠিক করেছ তা কর, শীঘ্র কর। এখন মনুষ্যপুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে

শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, মহাপুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষকদের হাতে বন্দী করে তুলে দেওয়া হবে, যারা সবচেয়ে ঘৃণ্য পাপী, কারণ তারা তাদের পেশার পবিত্রতাকে কলুষিত করেছে। “উঠো, জেগে ওঠো, ওখানে চুপচাপ শুয়ে থেকো না। চল, আমরা যাই এবং আমাদের শত্রুদের সাথে সাক্ষাৎ করি, কারণ দেখ, যে আমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দেবে সে কাছে এস পড়েছে এবং আমাকে অবশ্যই এখন পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করলে চলবে না।” যখন আমার আমাদের দরজায় কোন ধরনের সমস্যা দেখি, তখনই আমাদের অবশ্যই তা মোকাবেলা করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নেওয়া উচিত।

মার্ক ১৪:৪৩-৫২ পদ

এখানে আমরা দেখি, কী করে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে মহাপুরোহিতের কর্মচারীরা ধরে বন্দী করল। এই ঘটনার জন্য তার শত্রুরা বহু দিন যাবৎ অপেক্ষা করছিল, তারা অনেক সময়ই তাঁকে ধরে বন্দী করতে চেয়েছিল; কিন্তু তিনি তাদের হাত থেকে পালিয়ে গেছেন, কারণ তাঁর সময় তখনও তখনও আসে নি, কিংবা তারা তাঁকে ধরতেও পারে নি। এমন কি এখনও তারা তাঁকে ধরতে পারতো না যদি না তিনি স্বেচ্ছায় তাদের হাতে ধরা না দিতেন। তিনি প্রথমে তাঁর আত্মার যন্ত্রণা ভোগ করতে শুরু করলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তাঁর দেহে যন্ত্রণা ভোগ করলেন, যাদের তিনি তাঁর পাপের জন্য যথাযোগ্যভাবে ভার বহন করে তা নির্মূল করতে পারেন, যা অন্তর থেকে শুরু হয়; কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তাঁর দেহকে অধার্মিকতার উপকরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

ক. এখানে আমরা দেখি একদল অসভ্য এবং বর্বর আদেশ পালনকারী মানুষকে, যারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পেয়েছিল। সেখানে অনেক লোক লাঠি এবং ছোরা নিয়ে এসেছিল। সেখানে এমন কোন কালো দুষ্টতা ছিল না, কোন ভয়ঙ্কর মন্দতা ছিল না, কিন্তু সেখানে এমন কিছু মানব সন্তান দেখা যাবে, যাদের সাথে রয়েছে ব্যবহারযোগ্য অস্ত্র, যা ব্যবহার করা হবে ভয়ঙ্করভাবে এবং যা মানব জাতিকে করে তোলে বিপর্যস্ত। সেই দস্যু দলের নেতৃত্বে ছিল যিহূদা, বারো জনের একজন, তাদের মধ্যে একজন, যারা বেশ কয়েকটি বছর ধরে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে একত্রে পথ চলেছেন এবং জীবন ধারণ করেছেন। তাঁরা তাঁর নামে আশ্চর্যকাজ করেছেন, ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তাঁর নামে মন্দ-আত্মা তাড়িয়েছেন এবং তথাপি সে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। এটি কোন অবাক হওয়ার মত বা এমন নতুন বিষয় নয় যে, কেউ একজন খুব সম্মানিত এবং মর্যাদাপূর্ণ একটি অবস্থানে নিজ দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার পরও তা খুব লজ্জাজনক এবং মারাত্মক ঘৃণার একটি কাজে মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। “তুমি কতটা অধঃপতিত হয়েছ, লুসিফার!”

খ. মহাপুরোহিত, এবং তার ধর্ম-শিক্ষকরা এবং প্রাচীনবর্গেরা, তাদের সম পর্যায়ের লোকেরাই প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে গ্রেফতার করার জন্য লোক পাঠিয়েছিল এবং তাদেরকে কাজে লাগিয়েছিল, যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে নেওয়ার ভান করেছিল এবং তারা তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তুতি নিয়েছিল, তারপরও তিনি যখন এলেন এবং তিনি যখন অলঙ্ঘনীয় প্রমাণ হাজির করলেন যে, তিনিই খ্রীষ্ট এবং তিনি এসেছেন, কারণ তিনি তাদের মধ্যে রাজসভায় বসবেন না, কিংবা তিনি তাদের প্রস্তুত করা জাঁকজমক বা

বিলাসিতা গ্রহণ করবেন, কারণ তিনি কোন পার্থিব রাজা হয়ে আসেন নি, কিন্তু তিনি একটি আত্মিক রাজ্য স্থাপন করতে এসেছেন এবং তিনি অনুতাপের শিক্ষা প্রদান করতে এসেছেন, তিনি পুনর্জাগরণ এবং নতুন জীবনের কথা প্রচার করতে এসেছেন এবং পবিত্র জীবনের সূচনা করতে এসেছেন এবং তিনি মানুষের চিন্তাকে নির্দেশনা দিতে এসেছেন, তিনি তাদের আকর্ষণ, লক্ষ্য স্থির করতে এবং নির্দেশনা দিতে এসেছিলেন, যাতে তিনি তা অন্য কোন পৃথিবীর প্রতি পরিচালিত করতে পারেন। তারা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে কাজ করছিল এবং তারা তিনি যে বিধান রচনা করেছিলেন সে দিকে না গিয়ে তারা নিজেদের মত করে তাদেরই মন গড়া কিছু আংশিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিল, তারা তাঁকে অবদমিত করতে চেয়েছিল।

গ. যিহূদা তাকে একটি চুম্বনের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; যীশু খ্রীষ্ট তাকে তাঁর শিষ্য হিসেবে তাঁকে গালে চুম্বন করার জন্য যে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তা সে অপব্যবহার করেছিল, তারা এই প্রথা চালু করেছিলেন, বিশেষ করে তাদের মধ্যে কেউ বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য দূরে থাকার পর ফিরে এলে তাকে এভাবে চুম্বন করে শুভেচ্ছা জানানো হত। সে তাকে সম্বোধন করল, "প্রভু, প্রভু" এবং সে তাঁকে চুম্বন করলো। সে বললো, "রব্বি, রব্বি;" যেন তিনি এমন একজন মানুষ, যাকে সে সব সময় সম্মান করে এসেছে এবং এখন যেন আগের চেয়েও আরও বেশি সম্মান করছে। কেউ যদি কখনও কোন মানুষকে রব্বি, রব্বি বলে সম্বোধন করে, তাহলে তার উপরে সহজে সন্দেহ আরোপ করা যায় না (মথি ১৩:৭)। তবে এখানে ব্যতিক্রম হচ্ছে, সে এই কথা বলার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সে তাঁকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো এবং এর মধ্য দিয়েই সে তাদেরকে বললো যেন তারা তাঁকে বন্দী করে এবং তাঁকে নিরাপদে সেখান থেকে বন্দী করে নিয়ে যেতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, সে উপহাস বা ব্যঙ্গ করার ছলে এই সম্বোধন করেছিল; কারণ সে জানতো যে, সে নিজে না বলা পর্যন্ত তারা খ্রীষ্টকে আটক করবে না, আর এই বিষয়টিই তুলনা করে বলা যায় যে, শিমিয়োন যেভাবে তাঁর সমস্ত বাধন ছিঁড়ে ফেলতে পারতেন এবং তাঁকে বেঁধে রাখা সমস্ত দড়ি মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলতে পারতেন, সেভাবে খ্রীষ্টও কিন্তু সম্মানের পেছনে দৌড়াতে পারতেন এবং এতে তাঁর কোন ক্ষতিও হত না, যদি তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। কিন্তু শয়তান সে সময় যিহূদার ভেতরে প্রবেশ করেছিল, যাতে করে এই কাজের সবচেয়ে খারাপ এবং সবচেয় খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখে অতটা নিকৃষ্ট বলে মনে না হয়। শুধু তাই নয়, সে অনেক সময় তার প্রভুকে এ কথা বলতে শুনেছে যে, তাঁকে অবশ্যই বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে হবে, তাঁকে অবশ্যই ক্রুশে হত হতে হবে এবং এর ব্যতিক্রম ঘটবে এমনটা চিন্তা করার কোনই অবকাশ নেই।

ঘ. তারা তাঁকে গ্রেফতার করলো এবং তাঁকে বন্দী করলো (পদ ৪৬); তারা তাঁর উপরে হস্তক্ষেপ করে তাঁকে ধরলো। তারা তাঁর উপরে তাদের রুক্ষ এবং কর্কশ হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে ধরলো এবং তারা তাঁকে বন্দী করলো। তারা বিজয় উল্লাস করতে করতে তাদের ডেরায় ফিরে গেল, তারা এমনভাবে কাজটি করে উল্লাস প্রকাশ করল যেন এর আগে তারা বেশ কয়েকবারই কাজটি করতে গিয়ে বিফল হয়েছে।

ঙ. পিতর তাঁর প্রভুর নিরাপত্তার জন্য কিছু একটা করতে চাইছিলেন এবং তিনি কর্মচারীদের মধ্যে একজনকে আহত করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর ওয়াদা তাৎক্ষণিকভাবে মনে করতে

পেরেছিলেন, যেহেতু তিনি এর আগে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রভুর জন্য তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন। তিনি যাকে আহত করেছিলেন সে ছিল তাদের মধ্যে একজন যারা দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দিচ্ছিল, সে তাদের মধ্যে একজন ছিল (এমনটিই এই শব্দটি অর্থ প্রকাশ করে), যে তিনজন শিষ্য তাঁর সাথে সেই বাগানে ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন, তিনি তাঁর ছোরা টেনে বের করলেন এবং তা দিয়ে লক্ষ্য স্থির করে আঘাত করলেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনি তার মাথায় লক্ষ্য স্থির করেছিলেন, অর্থাৎ তিনি তার মাথা কেটে ফেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছিল এবং তাঁর আঘাতটি গিয়ে তার কানে লাগে, এতে করে সেই মহাপুরোহিতের দাসের একটি কান কেটে গেল, পদ ৪৭। খ্রীষ্টের জন্য মৃত্যুবরণ করার চাইতে তাঁর জন্য লড়াই করা সহজ; কিন্তু খ্রীষ্টের উত্তম যোদ্ধারা বিজয়ী হয়, তবে তারা অন্য মানুষদের জীবন নিয়ে নেয় না, বরং তারা তাদের জন্য নিজেদের জীবন দিয়ে দেন (প্রকাশিত বাক্য ১২:১১)।

চ. খ্রীষ্ট তাদের সাথে এই বিষয় নিয়ে তর্ক করলেন যে, তারা তাঁকে বন্দী করতে এসে কেন এত বেশি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে এবং এত বেশি মানুষ নিয়ে এসেছে।

১. তারা তাঁর বিপক্ষে এসেছিল, যেন তারা একজন ডাকাত ধরতে এসেছে, যেখানে তিনি যে কোন ধরনের অন্যায় অপরাধ থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র প্রতি দিন মন্দিরে শিক্ষা দিতেন এবং যদি তিনি কোন মন্দ অভিসন্ধি ধারণ করতেন, তাহলে তা নিশ্চয়ই সে সময় বা অন্য কোন সময় প্রকাশ পেয়ে যেত। শুধু তাই নয়, এই মহাপুরোহিতের কর্মচারীরা, তারা ছিল সেই মন্দিরের সদস্য এবং তারা নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করতো। তাই নিশ্চয়ই এ কথা ধরে নেওয়া যায় তারা সেখানে খ্রীষ্টের প্রচার ও শিক্ষা শুনেছে (আমি তোমাদের সাথে মন্দিরে ছিলাম); তিনি কি সে সময় চমৎকার শিক্ষা দান করেন নি? তিনি কি তাঁর শত্রুদের সামনে বসে এই শিক্ষা দেন নি, যারা সেখানে বিচারক হয়ে বসতো? তাঁর মুখের সকল বাক্য কি ধার্মিকতার বাক্য ছিল না? সে সবের মধ্যে কি কোন ধরনের বিকৃত বা অসত্য কথা ছিল? (হিতোপদেশ ৮:৮)। একটি গাছের ফল দিয়েই গাছটিকে চেনা যায়; তাহলে কেন তারা তাঁর বিরুদ্ধে চোর ডাকাতের মত করে তাঁকে ধরতে এসেছে?

২. তারা তাঁকে গোপনে বন্দী করতে এসেছিল, যেখানে তিনি প্রকাশ্যে মন্দিরে কিংবা শিক্ষা দিতে কিংবা সেখানে উপস্থিত হতে ভয় পান নি। তিনি সেই সমস্ত মন্দ কর্ম সাধনকারীদের কেউ ছিলেন না, যারা আলোকে ভয় পায়, কিংবা তারা আলোর কাছে আসতেও ভয় পায় নি (যোহন ৩:২০)। যদি তাদের প্রভুদের তাঁকে কোন কিছু বলার থাকে, তাহলে তো তারা দিনের বেলায় মন্দিরে যে কোন সময় আসলেই তাঁর সাথে কথা বলতে পারতো, যেখানে তিনি তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং সকল প্রকার অভিযোগের সদুত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সেখানে তারা তাদের ইচ্ছামত তাঁকে নিয়ে যা খুশি করতে পারতো, কারণ তারা হচ্ছে মন্দিরের মহাপুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষক, তারা নিশ্চয়ই মন্দিরের দ্বার-রক্ষীদেরকে ডেকে তাকে বের করে দিতে আদেশ দিতে পারতো। কিন্তু তারা তাঁকে ধরার জন্য এভাবে মধ্যরাতে এসেছে এবং তিনি যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সেখানে এসেছে, যা অত্যন্ত নীচতা এবং কাপুরুষতার পরিচয়। এই কাজই করেছিল রাজা দায়ূদের শত্রুরা, তারা গ্রামের নিভৃত স্থানে বসে থাকতো এবং নিরীহ মানুষদেরকে হত্যা করতো (গীতসংহিতা ১০:৮)। কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

৩. তারা এসেছিল ছোরা এবং লাঠি সাথে নিয়ে, যেন তারা সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে

বিদ্রোহে নেমেছে এবং তারা নিশ্চয়ই সভা করে তাঁকে বন্দী করে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে এই ধরনের অস্ত্র নিয়ে আসার কোন কারণই ছিল না; কিন্তু তারা তা নিয়ে এসেছিল, কারণ:

(১) তারা নিজেদেরকে অজ্ঞাত কারও আক্রোশ থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেছিল; তারা সশস্ত্র হয়ে এসেছিল, কারণ তারা লোকদেরকে ভয় পেত; কিন্তু এভাবে তারা এমন এক ভয়ের মধ্যে ছিল যার কারণে তাদের ভীত হওয়ার আদৌ কোন কারণ ছিল না (গীতসংহিতা ৫৩:৫)।

(২) তাঁকে অন্যদের আক্রোশের মুখে ঠেলে দেবার জন্য। তাঁকে ধরার জন্য সাথে করে ছোরা এবং লাঠি নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে তারা লোকদের কাছে এটি প্রকাশ করেছে যে, তিনি একজন দুর্ধর্ষ এবং বিপজ্জনক ব্যক্তি এবং সেই কারণে তারা তাঁকে ধরতে এতটা আয়োজন করে এসেছে এবং সেই কারণে যেন লোকেরা তার উপরে খেপে গিয়ে চিৎকার করে বলে, "ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও।" এই সমর্থন আদায়ের জন্য তাদের আর কোন উপায় ছিল না।

ছ. তিনি নিজেকে এই সকল আহত এবং অসুস্থ আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিকার হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন, কারণ তিনি নিজেকে পুরাতন নিয়মের খ্রীষ্ট হিসেবে ঘোষণা ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। "আমি এ ঘটনা এত সহজে মেনে নিতে পারছি না, কিন্তু তবুও আমি আত্ম সমর্পণ করবো, কারণ পবিত্র শাস্ত্রের বাণীর অবশ্যই পরিপূর্ণতা লাভ করতে হবে," পদ ৪৯।

১. দেখুন, এখানে খ্রীষ্ট পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি কতটা সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন; তিনি তাঁর জীবনের প্রতি যে কোন কিছু মেনে নেবেন, তথাপি তিনি ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের একটি ক্ষুদ্র কণা কিংবা সরিষা দানা পরিমাণ অংশও বৃথা যেতে দেবেন না। তিনি যেহেতু তার যন্ত্রণা এবং দুঃখ ভোগের দিকে আগে থেকেই নজর রেখেছিলেন, সেই কারণে তিনি এর মধ্য দিয়ে যে গৌরব অর্জন করবেন সে কথা তিনি আগে থেকেই জানতেন; কারণ খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে কেবল মাত্রই ঈশ্বরের পাক বাক্য পূর্ণ করতে এসেছেন।

২. দেখুন, আমরা পুরাতন নিয়মকে কী করে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি; আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের খোঁজ করতে হবে, সত্যিকার সম্পদ মাটিতে লুকানো আছে; যেভাবে নতুন নিয়মের সম্পদ পুরাতন নিয়মের সমস্ত রহস্যকে উন্মোচন করেছে এবং সকল ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ঘটিয়েছে, তেমনি পুরাতন নিয়মেও নতুন নিয়মে কি ঘটবে সে বিষয়ে সব ধরনের প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলা আছে।

জ. খ্রীষ্টের সকল শিষ্য এখানে এই অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন (পদ ৫০), তাঁরা সকলে তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন এবং পালিয়ে গেলেন। তাঁরা সকলে এ বিষয়ে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, তাঁরা কখনো তাঁকে ফেলে চলে যাবেন না এবং তাঁরা সব সময় তাঁর সাথে সাথে থাকবেন; কিন্তু এমন কি ভাল মানুষেরাও এ কথা বলতে পারেন না যে, তারা কি করবেন, তবুও তাদের মধ্যে চেষ্টা থাকতে হবে। যদি এটি তাঁর জন্য স্বস্তির কারণ হয়ে থাকে, যা তিনি কিছু সময় আগেই ব্যক্ত করেছিলেন যে, "তোমরাই আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে আমার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর রয়েছ" (লূক ২২:২৮), তাহলে আমরা এ কথা খুব সহজেই চিন্তা করতে পারি যে, এটি তাঁর জন্য কত না কষ্টের বিষয় ছিল যে, তাঁরা এখন তাঁকে তাঁর সবচেয়ে মহা কষ্ট ও বিপর্যয়ের সময় ফেলে রেখে চলে গেছেন, যেখানে

এখনই তাঁদের তাঁকে সবচেয়ে বড় সেবা দেওয়ার কথা, তাঁকে রক্ষা করার কথা এবং যখন তিনি অভিযুক্ত হবেন, তখন তাঁদের অবশ্যই তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া উচিত। যারা খ্রীষ্টের জন্য কষ্ট ভোগ করে, তাদেরকে তাদের সকল প্রিয়জন যদি ছেড়ে চলে যায়, তাহলে অবাক হওয়ার মত কিছুই নেই, এমন কি তার সকল বন্ধুরা যদি তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তাতেও অবাক হওয়ার মত কিছুই নেই। তারা কখনোই তাদের প্রভুর চাইতে উত্তম হতে পারেন না, কিংবা তাদের প্রভু যতটা কষ্ট ভোগ করেছেন এবং যন্ত্রণা পেয়েছেন তার চাইতে ভাল কোন কিছু হওয়ার বা ঘটার আশা করতে পারেন না। যখন প্রেরিত পৌল কষ্টের মাঝে ছিলেন, সে সময় কেউই তাঁর পাশে এসে দাড়ায় নি, বরং সকলেই তাঁকে ফেলে রেখে চলে গেছে (২ তীমথিয় ৪:১৬)।

ঝ. আশেপাশের সকলের মধ্যে এই কথা ছড়িয়ে পড়লো এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই দাঙ্গার মধ্যে জড়িয়ে বিপদে পড়লো, পদ ৫১,৫২। ঘটনার এই অংশটি আমরা অন্য কোন সুসমাচার লেখকের লেখার মধ্যে পাই না। এখানে আমরা একজন যুবকের বর্ণনা পাই, যে আপাতদৃষ্টিতে খ্রীষ্টের শিষ্য ছিল না, কিংবা যেমন অনেকে কল্পনা করেন, সে সেই ঘরের দাসও ছিল না, যে ঘরে খ্রীষ্ট সেই রাতে নিস্তার পর্বের ভোজ গ্রহণ করেছিলেন, যে তাকে পরবর্তীতে অনুসরণ করে দেখতে এসেছিল যে, তিনি কোথায় যাচ্ছেন (যেমন ভাববাদীদের সন্তানেরা করতো, যখন তারা বুঝতে পেরেছিল যে, ভাববাদী এলিয়কে উপরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাঁকে আর দেখা যাবে না, ২ রাজাবলি ২:৭), কিন্তু এমনও হতে পারে যে, সে এমন কোন যুবক ছিল, যে ঐ বাগানেই বাস করতো। সম্ভবত সে সেই বাগানের ভেতরে কোন একটি বাড়িতে বাস করতো। এখন এখানে তার সম্পর্কে লক্ষ্য করুন:

১. সে কতটা ভীত হয়ে তার বিছানা ছেড়ে নেমে এসেছিল, যাতে করে সে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যন্ত্রণা ও দুঃখ ভোগের একজন সাক্ষী হতে পারে। এমন বিশাল সৈন্যবাহিনী, এক অস্ত্র শস্ত্র, যা এত আতঙ্ক এবং ভীতি ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে এবং যা কি না এই শেষ রাতে এই নিশ্চুপ গ্রামের ভেতরে, তা কোন মতেই সেখানে আন্দোলিত না করে পারে নি। বিশেষ করে যুবকেরা এই ঘটনায় সতর্ক হয়ে গিয়েছিল এবং তারা ভেবেছিল হয়তো শহরে কোন ধরনের দাঙ্গা বা বিদ্রোহ শুরু হয়েছে, কারণ তারা মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি শুনছিল এবং সেই কারণে তাদের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে কি হচ্ছে তা শোনার জন্য বেশি আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল। সে গিয়ে কি ঘটছে তা দেখার জন্য এতটাই আগ্রহী এবং কৌতূহলী ছিল যে, সে আর তর সইতে পারে নি এবং সে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে গিয়েছিল, সে গায়ে কোন প্রকার কাপড় না জড়িয়ে শুধুমাত্র একটি চাদর গায়ে জড়িয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, যেন সে একটি অশরীরী হেঁটে চলা ভূত সাজতে চেয়েছিল এবং সেই কারণে সে মৃতদেহ জড়িয়ে রাখার মত করে গায়ে চাদর পেচিয়েছিল, যাতে করে যারা তাকে ভয় দেখাতে আসবে তাদেরকে সে ভয় দেখাতে পারে এবং এই কারণে তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে নির্বোধ তার মনেও এই প্রশ্নের উদয় হবে যে, সে এখানে কী করছে? আমাদেরকে এ কথা বলা হয়েছ যে, সে পুরো ব্যাপারটি কি ঘটছে তা ই দেখতে চেয়েছিল, আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে যীশু খ্রীষ্টের অনেক নাম ডাক শুনেছিল। আর সেই কারণে যখন তাঁর সকল শিষ্য তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, তখন সে তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করলো, সে তাঁর কাছ থেকে কোন কথা শোনার জন্য ইচ্ছুক ছিল কিংবা তিনি করেন তা দেখার জন্য ইচ্ছুক ছিল। অনেকে মনে করেন যে, সে তার চাদরটির নিচে একোবারেই কিছু পড়ে নি তা নয়, বরং

সে পাতলা লিনেন কাপড়ের অন্তর্বাস পড়ে ছিল, এতে বোঝা যায় যে, একজন যিহূদী, যারা সাধারণত তাদের প্রতিবেশীদের সাথে দয়ার আচরণ করে এবং তাদেরকে করুণা করে থাকে, তাদের মধ্যেই একজন তার শরীরের প্রতি এবং শরীরের যত্নের প্রতি এতটা উদাসীন ছিল এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের দিকে তার কোন খেয়ালই ছিল না, যা তাকে অনেক বেশি নম্র হিসেবে উপস্থাপন করে, কারণ সে সময় আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডাও ছিল। কিন্তু আমি মনে করি যে, এই পোশাক তার সার্বক্ষণিক পোশাক ছিল না।

২. দেখুন, সে আবার কীভাবে ভীত হল, যখন সে তার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যন্ত্রণা ভোগের সাক্ষী হওয়ার মত অবস্থায় ছিল। তাঁর নিজ শিষ্যরা তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু এই যুবকটি তার বিষয়ে যে কখনো চিন্তাও করে নি, সে তার নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে লাগল, বিশেষ করে একদল মানুষ যেখানে সশস্ত্র অবস্থায় একজন মানুষকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে, সেখানে সে উপযুক্ত পোশাক না পরে সেখানে এসেছিল। এখন সেই রোমীয় সৈন্যরা যারা খ্রীষ্টকে বন্দী করেছিল, তারা এই যুবকটিকে এভাবে অরক্ষিত অবস্থায় দেখে তাকে বন্দী করার লোভ সামলাতে পারলো না। তারা তাকে বন্দী করতে গেল, কারণ তারা হয়তোবা নিজেদের উপরে রেগে গিয়েছিল, কারণ তারা খ্রীষ্টের শিষ্যদের ধরতে পারে নি। আর তাই এখন হাতের নাগালে পেয়ে এই যুবকটিকেই তারা ধরার চেষ্টা করলো। যদিও এই যুবকটি হয়তো বা যিহূদীদের সমাজের একজন নিয়মিত সদস্য ছিল, তথাপি রোমীয় সৈন্যরা এই ঘটনায় তার বিষয়ে ভাবার অবকাশ করলো না। সে যখন দেখল যে সে বিপদে পড়তে যাচ্ছে, তখন সে তার গায়ের সেই চাদরটি ফেলে রেখে পালিয়ে গেল, যাতে তারা আর তাকে ধরতে না পারে এবং সে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় পালিয়ে গেল। এই ঘটনাটি এই জন্য এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা যেন বুঝতে পারি, সেই ঘটনাটি কেমন বর্বরোচিত ছিল, কারণ এতে আমাদের সামনে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টের শিষ্যরা কেমন প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে গেছেন তাঁদের প্রভুকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে গিয়ে। "তোমরা যদি আমার খোঁজ করতে চাও, তাহলে প্রথমে তোমাদের অবশ্যই এগুলো ছেড়ে আসতে হবে" (যোহন ১৮:৮)। এখানে অবশ্য এটাও বোঝানো হয়েছে যে, তারা বিশ্বাস এবং চেতনার বদলে শুধুমাত্র কৌতূহলের কারণে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে, তারা খুব বেশি সময় তাঁকে অনুসরণ করে যেতে পারবে না।

মার্ক ১৪:৫৩-৬৫ পদ

এখানে আমরা দেখবো যীশু খ্রীষ্টের বিচার, পরীক্ষা, জেরা এবং শাস্তি, যা ঘটেছিল পরামর্শকদের বিচারালয়ে, মহান সেনহেড্রিনের সামনে, যার নেতৃত্বে ছিলেন মহাপুরোহিত, কিংবা বিচারালয়ের বিচারক। ইনিই সেই কায়াফা, যিনি বলেছিলেন, খ্রীষ্ট দোষী হোন আর না হোন, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে (যোহন ১১:৫০) এবং তিনি নিশ্চয়ই এখন পক্ষপাতিত্ব করবেন।

ক. খ্রীষ্টকে খুব দ্রুত কায়াফার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল, যাকে তার প্রাসাদ বলা হত, এ ধরনের একটি বিলাসবহুল বসত-বাড়িতে তিনি বসবাস করতেন। আর সেখানে যদিও সময় প্রায় শেষ রাত ছিল, তারপরও সকল মহাপুরোহিত এবং ধর্ম-শিক্ষকরা এবং প্রাচীনরা উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তারা তাদের শিকারকে সামনে পেতে অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন;

তারা তাঁকে হাতের নাগালে পেয়েছেন বলে নিশ্চিত ছিলেন।

খ. পিতর একটু দূরত্ব রেখে তাদেরকে অনুসরণ করছিলেন, তাঁর সমস্ত সাহস মুছে গিয়ে এখন তাঁর মধ্যে এতটাই কাপুরুষতা দেখা গিয়েছিল, পদ ৫৪। কিন্তু যখন তিনি মহাপুরোহিতের প্রাসাদে আসলেন, তখন তিনি চুপিসারে সেখানে ঢুকে গেলেন এবং সেখানে তিনি মহাপুরোহিতের দাসদের মধ্যে বসে পড়লেন, যাতে করে তাঁকে এর জন্য সন্দেহ করা না হয় যে, তিনি খ্রীষ্টের সাথে ছিলেন। মহাপুরোহিতের প্রাঙ্গনে জ্বালানো আগুনের পাশে তাঁর বসার জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল না, কিংবা তার দাসরাও তার উপযুক্ত সঙ্গী ছিল না পিতরের জন্য, কিন্তু এটি ছিল তাঁর প্রলোভনের মাঝে প্রবেশ করার সূচনা।

গ. তারা খ্রীষ্টকে একজন দোষী এবং জঘন্য অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করেছিল। এখন তারা তাঁর স্বপক্ষে কোন কথাই বলল না এবং তারা তাঁকেও কোন আত্মপক্ষ সমর্থন করতে দিল না, কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে কোন অপরাধের প্রমাণও তাদের হাতে ছিল না, কিন্তু তারপরও তারা তাঁর বিরদ্ধে সাক্ষ্য দিল। তারা কয়েকজনকে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রশ্নবাণে তাঁকে জর্জরিত করলো। তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ঘুষ সেধেছিল এবং অন্যদেরকে ভয় দেখিয়ে রাজি করিয়েছিল, পদ ৫৫,৫৬। মহাপুরোহিত এবং প্রাচীনরা আইনের দ্বারা স্বীকৃত মিথ্যে সাক্ষী এবং অভিযোগকারীদের কথা বিশ্বাস করলো (দ্বি. বি. ১৯:১৬,১৭) কিন্তু এর জন্য তারা আইনের কাছে অভিযুক্ত হবে। তথাপি যারা সব সময় অন্যায় করেই যায়, তারা আইনকে দূরেই সরিয়ে রাখে।

ঘ. তিনি এক দিক থেকে তাঁর কিছু কিছু কথার জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন, যা তিনি প্রায় এক বছর আগে বলেছিলেন, যা তারা উপস্থাপন করেছে এইভাবে যে, তিনি মন্দির ভেঙ্গে ফেলার হুমকি দিয়েছেন, যা তারা আসলে কোন মূর্তির চেয়ে ভালভাবে দেখে নি (পদ ৫৭,৫৮)। কিন্তু এই সাক্ষীর সাক্ষ্য মিললো না (পদ ৫৯), কারণ একজন শপথ করে এ কথা বললো যে, খ্রীষ্ট বলেছিলেন, আমি ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংস করে ফেলতে পারি এবং তা আবার তিন দিনের ভেতরে গড়ে তুলতে পারি (এমনটিই লেখা আছে মথি লিখিত সুসমাচারে); অন্য জন বলেছিল, আমি এই মন্দির ভেঙ্গে ফেলবো, যা হাতে বানানো হয়েছে, আর তিন দিনের ভেতরেই আমি আরেকটি তৈরি করবো, কিন্তু শুধু যে তৈরি করবো তাই নয়, সেই সাথে তা এমনভাবে তৈরি করবো যে, তা কোন হাতের স্পর্শ ছাড়াই তৈরি হবে; এখন লক্ষ্য করুন, এই দু'টি কথা একটির চেয়ে আরেকটি আলাদা; *Oude ise en he martyria*– তাদের সাক্ষ্য একটির সাথে আরেকটি সঙ্গতি পূর্ণ নয়, কিংবা খুব গুরুতর অপরাধ হিসেবে এগুলো দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না; এমনটাই বলেছেন ড. হ্যামন্ড। তারা এমন অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে করে নি যার কারণে তারা তাঁকে মৃত্যুর যোগ্য শাস্তি দিতে পারবে, কিংবা তাদের প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দিতে পারবে।

ঙ. তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছিল, তিনিই তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হলেন (পদ ৬০): তখন মহাপুরোহিত মধ্যস্থানে দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এরা কী সাক্ষ্য দিচ্ছে?" তিনি এমনভাবে এই কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, যেন তিনি তাঁর পক্ষে ন্যায় বিচার করতে চান এবং যথাযোগ্য রায় দিতে চান, কিন্তু তিনি আসলে খ্রীষ্টের কথার ফাঁদেই তাঁকে ফেলতে চেয়েছিলেন (লূক ১১:৫৩,৫৪; ২০:২০)। আমরা এখনও এ কথা চিন্তা করতে পারি যে, সে সময় তার কথার মধ্যে কতটা গর্বিত এবং উদ্ধত ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল, কারণ তিনি একজন মহাপুরোহিত হয়ে খ্রীষ্টকে এ

ধরনের জেরা করে প্রশ্ন করছেন; "এসো, হে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামী, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ ওরা তোমার বিরুদ্ধে কি ধরনের অভিযোগ করছে? তোমার কি নিজের পক্ষে কিছুই বলার নেই?" মহাপুরোহিত এই ভেবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, খ্রীষ্ট চুপ করে আছেন, কারণ খ্রীষ্টের কথার প্রতি উত্তর দেওয়ার মত যোগ্যতা তার ছিল না; যেহেতু তিনি কখনোই চুপ করে থাকেন নি, বরং সব সময়ই তাদের কথার প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু এখানে খ্রীষ্ট কিছুই বললেন না, কারণ তিনি আমাদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে চেয়েছেন:

১. যাতে করে আমরা সকল প্রকার মিথ্যে অভিযোগ এবং দোষের বিপক্ষে ধৈর্য ধারণ করতে পারি; যখন আমরা আঘাত পাব, তখন যেন আমরা উল্টো আঘাতকারীকে আঘাত না করি (১ পিতর ২:২৩)।

২. আমরা যেন বিবেচক হই। যখন কেউ একজন আমাদের কথা ধরে আমাদেরকে অভিযুক্ত করবে, তখন আমাদের উচিত হবে কোন কিছু বলার আগে ভাল করে আগে ভেবে নেওয়া (যিশাইয় ২৯:২১)। আমাদেরকে অবশ্যই এভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার বিপক্ষে কথা বলতে হবে, কারণ নতুবা তা আরও খারাপ আকার ধারণ করতে পারে এবং আমাদের অবশ্যই ন্যায় সঙ্গতভাবে তাদের প্রতিটি কথার উত্তর দান করতে হবে।

চ. যখন মহাপুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি আসলেই খ্রীষ্ট কি না, তিনি স্বীকার করলেন এবং তিনি তা অস্বীকার করলেন না যে, তিনি আসলেই খ্রীষ্ট, পদ ৬১,৬২। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, পরমধন্যের পুত্র? তুমিই কি ঈশ্বরের পুত্র?" এ বিষয়ে ড. হ্যামন্ড ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যখন যিহূদীরা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো, তখন তারা সাধারণত তাঁকে *সেই পরমধন্য* বা এ ধরনের মহিমা পূর্ণ কোন সম্বোধন ব্যবহার করতো এবং এই সাথে এটা যোগ করতো যে, যিনি পরম ধন্য; আর সেই কারণে ধন্য হচ্ছে ঈশ্বরের একটি উপাধি, একটি বিশেষ সম্বোধন এবং এটি খ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে (রোমীয় ৯:৫)। তিনিই যে ঈশ্বরের পুত্র, এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি তাদেরকে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের ব্যাপারে জানালেন, "আমি সেই; আর তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে ও আকাশের মেঘসহ আসতে দেখবে। এখন যে মনুষ্যপুত্র এতটা নীচ ও হতভাগ্য অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, তাঁকে তোমরা আবার দেখবে (যিশাইয় ৫৩:২,৩)। সে সময় তিনি তোমাদের সামনে সামান্য সময়ে জন্য আসবেন এবং তোমরা তাঁকে দেখে ভয়ে কম্পিত হবে।" এখন যে কেউ এ কথা চিন্তা করতে পারে যে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে এ ধরনের কথা বলেছেন, তা নিশ্চয়ই তিনি প্রবল প্রতিপত্তি এবং মহিমা সহকারে বলেছেন, নতুবা নিশ্চয়ই তার বর্তমান বাহ্যিক পরিচ্ছদের এবং চেহারার কারণে তা মানান সই হবে না (কারণ তার নম্রতার সবচেয়ে কঠিন ধূম্রজাল ভেদ করেও তাঁর মহিমা ও গৌরবের আলোক ছটা তাদের চোখে পড়তে বাধ্য), এত করে নিশ্চয়ই পুরো বিচার সভার চমৎকৃত হওয়ার কথা এবং অন্ততপক্ষে তাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির নিশ্চয়ই এটা অনুধাবন করা উচিত যে, খ্রীষ্টের কথার মধ্যে নিশ্চয়ই সত্যতা আছে এবং তাদের নিশ্চয়ই উচিত ছিল এই বিচার কার্যক্রম স্থগিত রেখে উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত বিচার কার্য স্থগিত রাখা। যখন প্রেরিত পৌল তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন এবং নিজের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন, তখন সেই বিচারক কেঁপে উঠেছিলেন এবং বিচার কাজ বাতিল করে দিয়েছিলেন (প্রেরিত ২৪:২৫)। কিন্তু এই প্রধান পুরোহিতেরা এতটাই রাগ এবং আক্রোশে

নিদারুনভাবে অন্ধ হয়েছিলেন যে, তারা যেন ঘোড়ার মত করে দৌড়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে চেয়েছিলেন, তারা মোটেও তার কথা চিন্তা করে ভয় পান নি এবং তারা ভীত ছিলেন না, কিংবা তারা এ কথাও বিশ্বাস করেন নি যে, এটি তূরী ধ্বনির আওয়াজ (ইয়োব ৩৯:২২,২৪; ১৫:২৫,২৬)।

ছ. মহাপুরোহিত খ্রীষ্টের এই স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে তাঁকে একজন ধর্মদ্রোহী হিসেবে সাব্যস্ত করলেন (পদ ৬৩); তিনি তার পোশাক ছিড়লেন– *Chitonas autou*। অনেকে মনে করেন যে, এখানে পোশাক বলতে তার মহান পুরোহিতীয় পোশাক বোঝানো হয়েছে, যা তিনি সেই রাতে শুধুমাত্র খ্রীষ্টের বিচার করা উপলক্ষে পরেছিলেন। এর আগে তিনি খ্রীষ্টের বিষয়ে এই কথা না জেনে বলেছিলেন (যোহন ১১:৫১,৫২), কিন্তু এখন তিনি জেনে শুনেই খ্রীষ্টের বিচারের রায় দিলেন। যদি শৌল কর্তৃক ভাববাদী শমূয়েলের পোশাক ছিঁড়ে ফেলার দ্বারা তাঁর রাজ্য দুই ভাগ হয়ে যাওয়াকে বোঝায় (১ শমূয়েল ১৫:২৭,২৮), তাহলে নিশ্চয়ই কায়াফার নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলাকে তুলনা করা যায় তার কাছ থেকে পুরোহিতের পদ কেড়ে নেওয়াকে, যেভাবে খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল, এর ফলে মন্দির সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। খ্রীষ্টের পোশাক তাঁর মৃত্যুর সময়ও ছিঁড়ে ফেলা হয় নি, বরং তা পুরোটাই অক্ষত রাখা হয়েছিল; কারণ যখন লেবীয় পুরোহিতের পদ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছিল, তখনও তিনি সর্বকালীন পুরোহিত হয়ে দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার এই পুরোহিততী অমোচনীয়।

জ. তারা সকলে এ বিষয়ে একমত হয়েছিল যে, তিনি একজন ধর্মদ্রোহী এবং এটি ছিল অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ, পদ ৬১। এখানে প্রশ্নটি করা হয়েছিল বেশ পরিষ্কারভাবে, "তুমি নিজেকে কি মনে কর?" কিন্তু আসলে এই প্রশ্নের উত্তরের প্রেক্ষিতে কী করা হবে তা আগেই ধরে নেওয়া হয়ে গিয়েছিল, কারণ মহাপুরোহিত উত্তরটি শোনার পর পরই বলে উঠলেন, "তোমরা তো ঈশ্বর-নিন্দা শুনলে; তোমাদের কি বিবেচনা হয়?" তিনি নিজেই রায় দিয়ে দিলেন, বিচারসভার কর্তা হিসেবে যার সবার শেষে রায় দেওয়ার কথা। তাই তারা সকলে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য রায় দিল। সেনহেড্রিনে খ্রীষ্টের যে সমস্ত বন্ধুরা ছিলেন, তারা সে সময় সেখানে আসেন নি, খুব সম্ভবত তাদেরকে এই ঘটনার কথা জানানো হয় নি।

ঝ. তারা নিজেরা সেখানে বসে খ্রীষ্টকে নানাভাবে অবিশ্বাস করতে লাগলো, যেমনটা পলেষ্টীয়রা শিমশোনের সাথে করেছিল। তারা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে লাগল, পদ ৬৫। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, যে পুরোহিতেরা খ্রীষ্টকে দণ্ডিত করেছিলেন, তদেরই মধ্যে বেশ কয়েকজন তাদের পদমর্যাদা এবং দায়িত্ব ও অবস্থানের মর্যাদা ভুলে গিয়ে খ্রীষ্টকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করছিলেন, সেই কারণে তারা নিজেদের এবং সাথে সাথে তাদের পদ মর্যাদা এবং স্থানের অবমাননা করেছিলেন। তারা তাদের দাসদের সাথে বসে খ্রীষ্টকে অবিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁকে বোকা বানাচ্ছিলেন। এর মাধ্যমে আসলে তারা সময় কাটাচ্ছিলেন, কারণ তারা সকাল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যাতে তাদের এই খল কার্যকলাপ শেষ হয়। সেই রাতটিকে তারা বানিয়েছিল পাহারা দেওয়ার রাত (কিন্তু সেটি ছিল আসলে নিস্তার পর্বের রাত), তারা সেই রাতটিকে আনন্দের রাত বানিয়ে ফেলেছিল। তারা যদি খ্রীষ্টকে অবিশ্বাস করার মাধ্যমে তারা নিজেরা নিচু হয়েছে বলে মনে না করে, তাহলে কি আমাদের চিন্তা করা উচিত না যে, আমরা ছোট হয়েছি, যার কারণে আমাদের অবশ্যই

তাঁকে সম্মান প্রদান কর প্রয়োজন?

মার্ক ১৪:৬৬-৭২ পদ

এখানে আমরা দেখি পিতর কর্তৃক খ্রীষ্টকে অস্বীকার করার ঘটনা।

১. এটি শুরু হয়েছিল যখন পিতর খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে তাঁকে অনুসরণ করে চলছিলেন তখন থেকেই। পিতর একটু দূরত্ব রেখে তাঁকে অনুসরণ করছিলেন (পদ ৫৪) এবং এখন তিনি সেই স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে, সেই প্রাঙ্গনের নিচু অংশে তিনি অবস্থান করছেন। যারা খ্রীষ্টের জন্য লজ্জিত হয়, তারা খুব সহজেই তাঁকে অস্বীকার করতে পারে, যারা আমাদের পবিত্র বিধান অনুসারে চলতে লজ্জা বোধ করে, তারা বিশ্বস্ততার সহভাগিতা রক্ষা করতে লজ্জা বোধ করে এবং তাদেরকে ঈশ্বরীয় সত্তার বাইরে অপর পাশে যেতে দেখা যায়।

২. এই ঘটনার শুরু হয়েছিল যখন তিনি মহাপুরোহিতের দাসদের মাঝখানে গিয়ে বসেছিলেন এবং তাদেরকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। তারা মনে করতো যে, খ্রীষ্টের শিষ্যদের সঙ্গ লাভ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ এতে করে নিশ্চয়ই তাদেরকেও কষ্ট ভোগ করতে হতে পারে, কিন্তু তাদের এটা মাথায় রাখা উচিত যে, খ্রীষ্টের শত্রুদের সাথে সঙ্গ দেওয়া আরও বেশি বিপজ্জনক, কারণ এতে করে তারা তাদের সাথে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে পাপ করার জন্য অভিযুক্ত হবে।

৩. তাঁকে যে প্রলোভনে ফেলা হয়েছিল তা হচ্ছে, তাঁকে খ্রীষ্টের একজন শিষ্য হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল: "তুমি সেই নাসরতীয় যীশুর সাথে ছিলে," পদ ৬৭। সে তাঁদেরই একজন (পদ ৬৯): "কারণ তুমি একজন গালীলীয়, যে কেউ তোমার কথার ভঙ্গি শুনলেই চিনতে পারবে," পদ ৭০। এটা আমরা দেখতে পাই না যে, তাঁকে এই বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, কিংবা তাঁকে এই কথা বলে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তারা কেবলমাত্র তাঁকে মুখে জেরা করেছিল এবং তারা তাঁকে বিপদে ফেলার পরিবর্তে তাঁকে নিয়ে মজা করার চেষ্টা করছিল। সে সময় যখন মহাপুরোহিত তাঁর প্রভুর সাথে দুর্ব্যবহার করছিলেন, সেই একই সময় দাসের া তাঁর শিষ্যকে অবিশ্বাস করছিল। অনেক সময় খ্রীষ্টের কারণে আমাদেরকে প্রচুর লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে হয়। অনেকে আমাদের দিকে পাথর মারার চেষ্টা করবে, অনেকে আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করবে। যখন ইয়োব শোক করার জন্য ছাইয়ের গাদার ভেতরে বসে ছিলেন, সে সময় যারা মূর্খদের সন্তান, যারা অপদার্থদের সন্তান, তারাই তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল (ইয়োব ৩০:৮)। তথাপি সব কিছু বিবেচনা করলে এই প্রলোভনকে অনস্বীকার্য না বলে থাকা যায় না। তাদের মধ্যে একজন দাসী পিতরকে দেখেছিল এবং সে তাঁকে কোন ধরনের হেনস্তা করার উদ্দেশ্য না নিয়েই বলেছিল, "তুমি তো তাঁদের মধ্যে একজন," যে কথার প্রেক্ষিতে তাঁর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

৪. তাঁর পাপ বড় ভয়ানক এবং মারাত্মক ছিল। তিনি খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেছিলেন মানুষের সামনে এবং সেটি ছিল এমন একটি সময়, যখন তাঁর অবশ্যই খ্রীষ্টকে স্বীকার করা উচিত ছিল এবং তাঁকে তাঁর প্রভু বলে সকলের সামনে গ্রহণ করা উচিত ছিল। খ্রীষ্ট অনেক সময়ই তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর নিজ যন্ত্রণা ও দুঃখ ভোগ সম্পর্কে জ্ঞাত করেছেন। তথাপি যখন

সেই সময় এসে উপস্থিত হল, তখন তা পিতরের কাছে একটা বিস্ময়কর এবং অবিশ্বাস্য বলে মনে হল যে, তিনি যেন এর আগে কখনো এমন কোন কিছু শোনেন নি। তিনি অনেক সময়ই তাঁদেরকে বলেছেন যে, তাঁদেরকে অবশ্যই তাঁর জন্য কষ্ট ভোগ করতে হবে, তাঁদেরকে অবশ্যই নিজ নিজ ক্রুশ বহন করে নিয়ে চলতে হবে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে হবে এবং তথাপি পিতর যন্ত্রণা ভোগ করতে এতটা ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের যন্ত্রণা ও দুঃখ ভোগের প্রথম পর্যায় দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি মিথ্যে কথা বললেন ও শপথ করে মিথ্যে বললেন, যাতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং শাস্তি এড়ানো যায়। যখন খ্রীষ্টকে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তখনই তিনি তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দান করতে পারতেন, কিন্তু এখন খ্রীষ্ট নিঃসঙ্গ এবং প্রত্যাখ্যাত, তাঁকে সকলে ছেড়ে চলে গেছে, তিনি নিজেই লজ্জিতও লাঞ্ছিত এবং তাঁকে কেউই স্বীকার করে নিচ্ছে না।

৫. পিতর খুব দ্রুতই অনুশোচনা করলেন। তিনি তিন বার খ্রীষ্টকে অস্বীকার করলেন এবং তৃতীয় বার তিনি সবচেয়ে খারাপভাবে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করলেন, কারণ শেষবার যখন তিনি খ্রীষ্টকে অস্বীকার করলেন, তিনি অভিশাপ দিলেন এবং শপথ করলেন, যাতে তাঁর এই অস্বীকার নিশ্চিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, এই তৃতীয়বার খ্রীষ্টকে অস্বীকার করার পরই পিতর স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি চমকিত হয়েছিলেন এবং জেগে উঠেছিলেন। সেই সময় দ্বিতীয়বার মোরগ ডেকে উঠেছিল এবং তিনি তাঁর প্রভুর কথা স্মরণ করলেন, তিনি তাঁকে একটি সতর্ক বাণী দান করেছিলেন, যেখানে মোরগ দুইবার ডেকে উঠবে বলে বলা হয়েছিল। সেই কথা মনে করে তিনি এটা বুঝতে পারলেন যে, তিনি অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন; আর এই কথা চিন্তা করে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। অনেকে মনে করেন যে, এই সুসমাচার রচয়িতা, অর্থাৎ মার্ক, যিনি এই সুসমাচারটি লিখেছেন, তিনি প্রেরিত পিতরের পরিচালনায় পরিচালিত হয়ে পিতরের পাপের পূর্ণ বর্ণনা সহকারে এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর পাপের প্রেক্ষিতে যে দুঃখ ভোগ করেছিলেন, সে সম্পর্কে খুব কমই লিখেছেন, যা পিতর তাঁর নম্রতার কারণে তেমন বড় করে উপস্থাপন করেন নি, কারণ তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে, তিনি এত বড় একটি পাপের বিপরীতে তেমন করে কখনোই অনুশোচনা করতে পারেন নি। এখানে তাঁর অনুশোচনাকে প্রকাশ করা হয়েছে এই কথা দিয়ে– *Epibalon eklaie*। তিনি কাঁদলেন, তিনি যতই তাঁর পাপ সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন ততই তিনি কাঁদতে লাগলেন, তিনি যতই কাঁদলেন ততই তিনি আরও বেশি করে কাঁদার জন্য মনকে নরম করে তুললেন। অবশেষে তিনি চিৎকার করে অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন, তিনি তাঁর মাথায় কাপড় দিলেন, যা শোকের চিহ্ন বহন করে এবং সেই সাথে যেন তাঁকে কাঁদতে দেখা না যায়। তিনি তাঁর প্রভুর দিকে দৃষ্টি পাত করলেন, যিনি ঠিক সেই সময় ঘুরে তাঁর দিকে তাকালেন; এমনটাই ড. হ্যামন্ড মনে করেন এবং এটাই এখন পর্যন্ত প্রচলিত ধারণা। কিংবা আমরা মনে করতে পারি, তিনি তাঁর মন স্থির করেছিলেন এবং কেঁদেছিলেন। এমন নয় যে, তিনি তাঁর মনকে জোর করে নরম করে তার পর কেঁদেছিলেন। কিংবা, এই শব্দের অর্থ এমন হতে পারে, তাঁর পিঠে বোঝা বহন করা এবং তার চেহারায় দ্বিধা স্থাপন করা। তিনি সেই কর আদায়কারীর মত করলেন, যে তার বুকে করাঘাত করেছিল, তার নিজ পাপের জন্য শোকাকুল হয়ে। তিনি তাঁর এই পাপের কারণে প্রচণ্ডভাবে কাঁদলেন।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ১৫

এই অধ্যায়ে আমরা খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগের ঘটনা দেখতে পাই, যা শুরু হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায় থেকে। সেখানে আমরা এর প্রারম্ভিক ঘটনাসমূহের বর্ণনা দেখতে পেয়েছি, আর এখানে আমরা এর পরিসমাপ্তি দেখতে পাব। আমরা শেষবার তাঁকে দেখতে পাই মহাপুরোহিতের কাছে দোষী অপরাধী হিসেবে হাজির করতে; কিন্তু সেখানে তারা শুধুমাত্র তাদের দাঁত দেখাতে পেরেছিল বটে, তবে কামড় দিতে পারে নি। এখানে আমরা দেখবো:

ক. খ্রীষ্টকে রোমীয় গভর্নর পীলাতের সামনে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, পদ ১-৫।

খ. সাধারণ মানুষ মহাপুরোহিতদের প্ররোচণায় খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে চিৎকার করে শাস্তি দাবী করলো, পদ ৬-১৪।

গ. তাঁকে তখনই ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দাবী জানানো হল, পদ ১৫।

ঘ. রোমীয় সৈন্যদের দ্বারা তাঁকে নকল রাজা সাজিয়ে তাঁর সাথে ঠাট্টা তামাশা করা হল, পদ ১৬-১৯।

ঙ. তাঁকে সম্ভাব্য সব ধরনের অবিশ্বাস এবং লাঞ্ছনা দিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল, পদ ২০-২৪।

চ. তাঁকে দুই জন দস্যুর মাঝখানে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল, পদ ২৫-২৮।

ছ. যারা সেই স্থানের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল, তারা সকলে খ্রীষ্টকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে লাগল, পদ ২৯-৩২।

জ. কিছুক্ষণের জন্য তাঁর পিতা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন, পদ ৩৩-৩৬।

ঝ. খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন এবং তখনই মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে গেল, পদ ৩৭,৩৮।

ঞ. শতপতি এবং অন্যান্যরা এই ঘটনা দেখে তাঁকে ধার্মিক ব্যক্তি বলে রায় দিলেন, পদ ৩৯-৪১।

ট. তাঁকে অরিমাথিয়ার যোষেফের ক্রয়কৃত কবরে সমাহিত করা হল, পদ ৪২-৪৭।

মার্ক ১৫:১-১৪ পদ

এখানে আমরা দেখি:

ক. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে মহান সেনহেড্রিন কর্তৃক প্রণীত একটি পরামর্শ সভা। তারা খুব সকালে খ্রীষ্টকে শাস্তি দেওয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য একত্রিত হল এবং একটি বড় পরিষদ গঠন করল, যাতে করে তারা তাঁকে মেরে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় পথ এবং উপায় খুঁজে পেতে পারে। তারা কোন প্রকার সময় নষ্ট করল না, বরং তারা খুব দ্রুত কাজে লেগে গেল, কারণ দেরি করলে

আবার না লোকেরা খ্রীষ্টকে ছেড়ে দেওয়ার দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। মন্দ লোকেরা মন্দ কাজ সাধন করতে গিয়ে যে ধরনের দুষ্টতা এবং মন্দতা ভরা পরিকল্পনা হাতে নেয়, তা আমাদের ক্ষেত্রে লজ্জাজনক হয়ে ওঠে, যখন আমরা যা ভাল তা করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ি বা অলসেমি করি। তারা খ্রীষ্ট এবং তাঁর আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল এবং তারা খুব সকালে উঠে গিয়েছিল; *হে অলস, তুমি আর কতকাল ঘুমাবে?*

খ. খ্রীষ্টকে বন্দী হিসেবে পীলাতের কাছে নিয়ে যাওয়া হল: তারা তাঁকে ধরে বাঁধল। তিনি এক মহান উৎসর্গের উৎসর্গ হতে চলেছিলেন এবং উৎসর্গের পশুকে অবশ্যই দড়ি দিয়ে বাঁধতে হত (গীতসংহিতা ১১৮:২৭)। খ্রীষ্টকে বাঁধা হয়েছিল, যাতে করে আমাদের বন্ধন তিনি লঘু করতে পারেন এবং আমাদেরকে মুক্ত করতে পারেন, যেমন করেছিলেন পৌল এবং সীল, যারা বন্দী অবস্থায় গান গাইছিলেন। আমাদের জন্য এটি স্মরণ করা ভাল যে, খ্রীষ্টকে আমাদের জন্য বাঁধা হয়েছিল, তাঁকে আমাদের পাপের মূল্যস্বরূপ বাঁধা হয়েছিল। তার তাঁকে যিরূশালেমের রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, যাতে করে লোকেরা তাঁর প্রতি ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকায়, যারা যখন তিনি মন্দিরে বসে শিক্ষা দিতেন, সেটা দুই কি তিন দিন আগের ঘটনা, সে সময় গিয়ে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত এবং আগ্রহ নিয়ে তাঁর সমস্ত কথা শুনতো। অথচ এখন এই এক রাতের ভিতরে সমস্ত অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। তারা তাঁকে ধরে মারতে লাগল, তাঁর গায়ে থুতু দিতে লাগল এবং তারা তাঁকে অবিশ্বাস করতে লাগল। তারা তাঁকে ধরে রোমীয় শাসকের হাতে তুলে দেওয়া মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের মণ্ডলী ধ্বংস করে দিল, যা তারা এখন স্বতস্ফূর্তভাবে করলেও পরবর্তীতে ঠিকই তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিল। এটি সেই ওয়াদাকে প্রকাশ করে, দৃশ্যমান মণ্ডলীর সেই চুক্তি, সেই দৈববাণী এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে তুলে ধরে, যা ছিল ইস্রায়েলের গৌরব, যা এতদিন তাদের অহঙ্কারের বিষয় ছিল এবং এত দিন তাদের অধিকারে ছিল, কিন্তু এখন তা অযিহূদীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাদের নিজেদের রাজাকে শত্রু পক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের রাজ্যকে তাদের প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দিল, যা বোঝায় যে, তারা স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় তাদের মণ্ডলীকে পরিত্যাগ করল এবং তা অন্য এক জাতির হাতে তুলে দেওয়া হল। যদি তারা খ্রীষ্টকে ধরিয়ে দেয় শুধুমাত্র রোমীয়দেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য বা তাদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য, কিংবা তাদের নিজেদের সন্তুষ্টি পূরণের জন্য বা তাঁর বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ দূর করার জন্য, তাহলে সেটি অন্য রকম একটি ব্যাপার হত, কিন্তু তারা স্বেচ্ছায় তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল, যাতে করে ইস্রায়েলের মুকুট অন্য জাতির হাতে তুলে দেওয়া যায়, যা তাদের কাছে ছিল ইস্রায়েলের জোয়ালিস্বরূপ।

গ. পীলাত খ্রীষ্টকে জেরা করলেন ও পরীক্ষা করলেন (পদ ২): "তুমিই কি যিহূদীদের রাজা? যদি তুমি, তা ই দাবী করে থাকো, যদি তুমি নিজেকে যিহূদীদের প্রতিজ্ঞাত খ্রীষ্ট বলে দাবী করে থাক, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই যিহূদীদের সেই ধার্মিক রাজা?" "হ্যাঁ," খ্রীষ্ট বললেন, "তুমিই বললে যে, আমি খ্রীষ্ট। কিন্তু তুমি যেমন বলছ আমি সেই খ্রীষ্ট নই, তারা যাকে আশা করছে আমি সেই খ্রীষ্ট নই।" তিনি সেই রাজা, যিনি ইস্রায়েলের উপরে কর্তৃত্ব করবেন এবং তাদেরকে আত্মার অধীনে শাসন করবেন, যারা তাদের অন্তরে আত্মা দ্বারা চালিত হয় এবং তিনি সেই রাজা হবেন, যিনি পার্থিব ইস্রায়েলকে পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেবেন, যারা সব সময় অবিশ্বাসের মাঝে ডুবে থাকে।

ঘ. তাঁর বিরুদ্ধে যে ধরনের অভিযোগ আনা হয়েছিল তা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তিনি তার বিরুদ্ধে শত অভিযোগের বিপরীতে চুপ করে থাকলেন। মহাপুরোহিত তাদের পদমর্যাদা এবং সেই স্থানের সম্মান এবং গুরুত্ব ভুলে গেলেন, যখন তারা তাঁর বিপক্ষে তথ্য প্রমাণ হাজির করতে লাগলেন এবং খ্রীষ্টকে অনেক দোষে দোষী সাব্যস্ত করতে লাগলেন (পদ ৩) এবং তারা তাঁর বিপক্ষে শাস্তি দিতে লাগলেন, পদ ৪। পুরাতন নিয়মের অনেক ভাববাদীই পুরোহিতদেরকে তাদের মহা দুষ্টতা এবং মন্দতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন, যেখানে তারা সেই সমস্ত মহাপুরোহিতদের বিপক্ষে অনেক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (যিহিস্কেল ২২:২৬; হোশেয় ৫:১; ৬:৯; মীখা ৩:১১; সফনীয় ৩:৪; মালাখি ১:৬; ২:৮)। কলদীয়দের দ্বারা যিরূশালেম নগরীর ধ্বংসকে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেই সব পুরোহিতদের পাপের ফল হিসেবে, যারা অন্যায় কাজের জন্য রক্তপাত করেছিলেন (বিলাপ ৪:১৩)। লক্ষ্য করুন, মন্দ পুরোহিতেরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। একটি জিনিস যত ভাল হয়, সেটা ততটাই খারাপ হয়ে পড়ে, যখন সেখানে মন্দতা প্রবেশ ঘটে। পুরোহিতদের মধ্য থেকে যারা নির্যাতন চালায়, তারা পরামর্শদাতা নির্যাতনকারীদের চেয়ে আরও বেশি নিষ্ঠুর হয়ে থাকে। এই পুরোহিতেরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে প্রমাণ হাজির করতে এসে এবং তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এসে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছিল এবং তারা তাঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রাণান্ত চেষ্টা করছিল; কিন্তু খ্রীষ্ট তাদেরকে কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না, পদ ৩। যখন পীলাত তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বললেন এবং তিনি চাইছিলেন যেন তিনি কথা বলেন (পদ ৪), তখনও তিনি চুপ করে থাকলেন (পদ ৫), তিনি কোন উত্তর দিলেন না, যা পীলাতের কাছে খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল। তিনি পীলাতকে সরাসরি একটি উত্তর দিয়েছিলেন (পদ ২), তবে তিনি তাঁর প্রতি অভিযোগকারী এবং নির্যাতনকারীদের কোন প্রশ্নের উত্তর দেন নি, কারণ তারা যে সমস্ত অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে এনেছিল, তা একেবারেই মিথ্যে ছিল এবং তিনি জানতেন যে, পীলাত তাদের কথায় বিশ্বাস করবেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট যেমন সম্মানপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য কথা বলেছেন, তেমনি তিনি নিজ সম্মান ধরে রাখার জন্য নীরব থেকেছেন।

ঙ. পীলাত লোকদের কাছে যে প্রস্তাব রেখেছিলেন, যাতে করে তিনি যীশুকে ছেড়ে দিতে পারেন, যেহেতু নিস্তার পর্বের উৎসবের সময় একজন বন্দীকে ছেড়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। লোকেরা চেয়েছিল এবং দাবী করেছিল যেন তিনি সব সময় যা করেন এখনও তিনি তাই করেন (পদ ৮): এটি কোন মন্দ অভিসন্ধি ছিল না, কিন্তু তাদের উচিত ছিল এর মর্মার্থ ধরে রাখা। এখন পীলাত এ কথা বুঝতে পারলেন যে, পুরোহিতেরা কেবলমাত্র শত্রুতা করে খ্রীষ্টকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছে, কারণ লোকদের মাঝে খ্রীষ্টের অত্যন্ত জনপ্রিয়তা রয়েছে এবং লোকেরা খ্রীষ্টকে অত্যন্ত ভালবাসে, পদ ১০। অভিযোগকারীরা যেভাবে তাদের খোঁড়া যুক্তি দিয়ে বার বার খ্রীষ্টকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, তাতে করে এটা বুঝে নেওয়ার একদমই কঠিন ছিল না যে, তাঁর এমন দোষই ছিল না যার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করছিল তারা, বরং তাঁর মধ্যে ঈশ্বরীয় সত্তা ছিল, সেই সত্তার বিরুদ্ধেই তারা তাদের সমস্ত অভিযোগ আনছিল। কোন অন্যায় বা অপরাধের জন্য নয়, বরং তাঁর প্রজ্ঞা এবং মহিমার জন্য তারা তাঁর সাথে শত্রুতা করছে, যার কারণে তারা তাঁকে হত্যা করতে প্রলুব্ধ হয়েছিল। আর সেই কারণেই তিনি সেই জনতার কাছে কতটা প্রিয় সেই কথা শুনে তিনি চিন্তা করলেন যে, তাকে অবশ্যই নিজের নিরাপত্তার খাতিরে

পুরোহিতদের কাছে এই লোকের জন্য আপীল করা উচিত এবং তারা যেন পুরোহিতদের হাত থেকে যীশুকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার আনন্দে গর্ব বোধ করে। এই কারণে তিনি তাদের কাছে এমন একটি প্রস্তাব রাখলেন যাতে করে তাঁকে জনতার রোষের মুখে পড়তে না হয়। তিনি এই প্রস্তাব রাখলেন যে, যীশুকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। পীলাত তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন এবং এর দ্বারা তিনি পুরোহিতদের মুখ বন্ধ রাখতে চেয়েছিলেন যে, লোকেরা যীশুকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছে। সেখানে অবশ্যই আরেকজন মানুষ ছিল, যার নাম ছিল বারাব্বা, যার স্বার্থ এখানে ছিল এবং তাঁর জন্য অনেক ভোটও পড়েছিল; কিন্তু পীলাত যীশু খ্রীষ্টকেই ছেড়ে দিতে চাইছিলেন।

ঘ. জনতার প্রচণ্ড আক্রোশ পীলাতকে বাধ্য করল যেন তিনি যীশুকে ক্রুশে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং বিশেষ করে যেন তাঁকে ক্রুশে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেন। এটি ছিল পীলাতের জন্য এক মহা বিস্ময়, যখন তিনি দেখলেন যে, লোকেরা পুরোহিতদের প্ররোচণায় তাদের মত পরিবর্তন করে এখন খ্রীষ্টের মৃত্যুদণ্ড দাবী করছে এবং তারা সকলে একত্রিত হয়ে বারাব্বাকে ছেড়ে দেওয়ার জোর দাবী জানাতে লাগল, পদ ১১। পীলাত তাঁর সাধ্যমত তাদেরকে এর বিরোধিতা করতে লাগলেন: "তোমরা যাকে তোমাদের যিহূদীদের রাজা বলছ, তাকে কি আমি ক্রুশে দেব? তাকে তোমরা কেন মুক্ত করতে চাইছ না?" পদ ১২। না, তারা বলেছিল, "তাকে ক্রুশে দাও।" পুরোহিতেরা তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তাদের শেখানো বুলি আউড়াতে প্ররোচিত করেছিল। আর তাই পীলাত তাদের কথার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, "কেন? কেন তোমরা এই জঘন্য কাজটি করতে চাইছ?" এই ধরনের পরিস্থিতিতে এই ধরনের প্রশ্ন খুবই মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। তারা এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না, বরং তারা আরও বেশি উন্মত্ত হয়ে চিৎকা্র করতে লাগল, "তাকে ক্রুশে দাও, তাকে ক্রুশে দাও।" এখন সেই পুরোহিতেরা, যারা নিজেদের ক্রোধকে জনতার ভেতরে সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল, তারা জনতাকে উন্মত্ত হয়ে থাকতে ইন্ধন জোগাচ্ছিল। তারা এ সময় পীলাতকে এই বলে ভয় দেখাল যে, তারা পীলাতকে দু'টি দিক থেকে অভিযুক্ত করবে:

১. এখন তাঁর নিশ্চয়ই এটা বিশ্বাস করা উচিত যে, যীশু খ্রীষ্ট আসলেই দোষী, যেহেতু এত মানুষ তাঁর বিপক্ষে শাস্তি দাবী করছে। "নিশ্চয়ই," পীলাতের অবশ্যই এখন এটা মনে করা উচিত, "সে অবশ্যই একজন খারাপ মানুষ, যাকে সমস্ত পৃথিবী ঘৃণা করে।" তাঁর নিশ্চয়ই এখন এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত যে, এর আগে তাঁকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে, যখন তাঁকে এ কথা বলা হয়েছিল যে, লোকদের মাঝে তাঁর প্রতি কি ধরনের মমত্ব এবং জনপ্রিয়তা রয়েছে এবং আসলে ব্যাপারটি সে ধরনের কিছুই নয়। কিন্তু পুরোহিত খ্রীষ্টের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য অনেক বেশি তাড়াহুড়ো করছিলেন, যার কারণে আমরা এমনটা ধরে নিতে পারি যে, সেখানে খ্রীষ্টের অনেক বন্ধুরাও ছিলেন, যারা সে সময় শহরের অন্য প্রান্তে ছিলেন এবং তারা এই বিচার সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। কিন্তু তাদের কানে যাতে এই বিচারের কথা না পৌঁছায় সে কারণেই তারা তাড়াহুড়ো করছিলেন। লক্ষ্য করুন, এটি হচ্ছে শয়তানের সাধারণ চাল, সে খ্রীষ্ট এবং তাঁর ধর্মকে মিথ্যে দোষারোপ করে এবং এভাবে সে তাদেরকে অপদস্থ করে পরাজিত করার চেষ্টা করে। একবার যখন এই কাজ করা হয়ে যায়, তখন সে সমস্ত স্থান থেকে তার লোকদের ডেকে নিয়ে আসে এবং তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য প্ররোচিত করে, যদিও এর কোনই প্রয়োজন নেই। এরপর সে তাঁকে অভিযুক্ত

করার মত যথেষ্ট সাক্ষী খুঁজে পায়। কিন্তু আমরা যেন মানুষকে এবং বস্তুকে তাদের গুণ দ্বারা বিচার করি এবং ঈশ্বরের বাক্যের মানদণ্ড দ্বারা বিচার করি, আমরা যেন দেশের জনগণের কাছে যে সাধারণ জনপ্রিয়তা এবং যে আগ্রহ রয়েছে তার তুলনা দিয়ে বিচার না করি।

২. এতে করে নিশ্চয়ই তিনি খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য চিন্তা করবেন, যাতে করে লোকেরা তাঁর উপরে খুশি হয় এবং তিনি নিশ্চয়ই তাদেরকে অসন্তুষ্ট করার ভয়ে তাদের দাবী মেনে নেবেন। যদিও তিনি এতটা দুর্বল শাসক ছিলেন না যে, তাদের চাপের মুখে পড়ে তিনি তাদের দাবী মেনে নেবেন এবং তাঁকে দোষী বলে সাব্যস্ত করবেন, তথাপি তিনি এতটাই বিবেকহীন ছিলেন যে, তিনি তাদের ক্রোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করতে প্ররোচিত হয়েছিলেন; সেই সাথে তিনি এই জগতের জ্ঞানকে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যেমন অনেকের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, তেমনি তিনি অনেকের ক্রোধের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন।

মার্ক ১৫:১৫-২১ পদ

এখানে লক্ষ্য করুন:

ক. পীলাত যিহূদীদের জনরোষ সামাল দিতে গিয়ে খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার আদেশ দিলেন, পদ ১৫। তিনি লোকদের কথা অনুসারে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে রাজি হলেন, যাতে করে তিনি তাদের ক্রোধ দমন করতে পারেন এবং তাদেরকে শান্ত করতে পারেন। তাই তিনি বারাব্বাকে তাদের কথা মত ছেড়ে দিলেন, যে ছিল বহু অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত এবং যে ছিল তাদের জাতির জন্য এক বিভীষিকা। অপরদিকে তিনি লোকদের চাহিদা অনুসারে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করার আদেশ দিলেন এবং তাঁকে লোকদের হাতে ছেড়ে দিলেন, যিনি তাদের জাতির জন্য গৌরবজনক এবং অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন। যদিও তিনি তাঁকে এর আগে চাবুক মেরেছেন এই আশায় যে, লোকেরা এটুকু দেখেই সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ছেড়ে দিতে বলবে এবং তাঁকে আর ক্রুশে দিতে চাইবে না, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁকে শেষ পর্যন্ত ক্রুশে দেওয়ার আদেশই দিলেন। এতে করে অবাক হওয়ার মত কিছুই নেই যে, তিনি যদি খ্রীষ্টের মত এমন নিষ্পাপ একজন ব্যক্তিকে এত নিষ্ঠুর ভাবে চাবুক মারার আদেশ দিতে পারেন (লূক ২৩:১৬), তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করার আদেশও দিতে পারবেন।

খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল, কারণ তা ছিল:

১. এক রক্তাক্ত মৃত্যু: আর রক্ত ব্যতিত পাপের মোচন সম্ভব নয় (ইব্রীয় ৯:২২)। রক্ত হচ্ছে জীবন (আদি ৯:৪), এটি সকল প্রাণীর জীবনের চালিকা শক্তি, যা আত্মা এবং দেহের সংযোগ রক্ষা করে। তাই দেহে রক্ত অক্ষুণ্ন থাকার অর্থ হচ্ছে দেহে জীবন আছে। রক্ত আত্মার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেয় (লেবীয় ১৭:১১), আর সেই কারণে উৎসর্গের সময় যদি পশুর দেহ থেকে কোন রক্ত পাতিত না হয়, তাহলে সেই উৎসর্গ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং সেই কারণে পশুর রক্ত উৎসর্গের সময় অবশ্যই বেদীর গায়ে ছিটাতে হত। এখানে সেই বিষয়টি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার রক্ত পাতিত করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, নিজেকে তিনি উৎসর্গের পশু হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

২. এটি এক যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু: এই মৃত্যুর যন্ত্রণা ছিল অত্যন্ত বেদনাদয়ক এবং অত্যন্ত তীব্র, কারণ এই মৃত্যু নিশ্চিত করা হত শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোতে আঘাত করার মধ্য দিয়ে, যা ইন্দ্রিয়ের সবচেয়ে দ্রুত অনুভূতি লাভ করে। খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তার অর্থ হচ্ছে তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কবলে হারিয়ে যেতে অনুভব করছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন উৎসর্গের পশু এবং উৎসর্গদাতা পুরোহিত উভয়েই; তাই তাঁকে সক্রিয়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, কারণ তাঁকে অবশ্যই তাঁর নিজ আত্মা পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য দান করতে হত। খ্রীষ্টের ক্রুশারোপণ সম্পর্কে টুল্লি (Tully) বলেছেন: *Teterrimum supplicium*– সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি। খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুকে সবচেয়ে ভয়ানক আতঙ্কের মধ্য দিয়ে অনুভব করেছেন আর তাই তিনি মৃত্যুকে জয় করতে পেরেছেন।

৩. এটি ছিল একটি লজ্জাজনক মৃত্যু, দাসদের মৃত্যু এবং সবচেয়ে ভযঙ্কর অপরাধীদের মৃত্যু, এমনটিই রোমীয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ক্রুশ এবং লজ্জা সমার্থক শব্দ হিসেবে গণ্য করা হত। ঈশ্বরের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছিল মানুষের পাপের কারণে, কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর নিজ সন্তুষ্টির দ্বারা তাঁর এই সম্মান হানিকে দূর করে দিয়েছেন এবং হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করেছেন। তিনি এই লজ্জাজনক মৃত্যুকে প্রত্যাখ্যান করেন নি, বরং তিনি তা গ্রহণ করে নিয়ে তা সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি সেই সকল অবিশ্বাস ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, যা মানুষ তার জীবদ্দশাতে কল্পনাও করতে পারে না। তথাপি এটাই সবচেয়ে খারাপ দিকটি ছিল না।

৪. এটি ছিল এক অভিশপ্ত মৃত্যু: যিহূদী আইন অনুসারে ক্রুশীয় মৃত্যুকে অভিশাপের মৃত্যু হিসেবে অভিহিত করা হত (দ্বি.বি. ২১:২৩): যাকে ক্রুশে ঝোলানো হবে, সে ঈশ্বরের কাছ হতে অভিশাপপ্রাপ্ত বলে ধরে নিতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, সে ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির অধীনে রয়েছে। এটি ঈশ্বরের ক্রোধের ও আক্রোশের নিদর্শন। রাজা শৌলের সন্তানদেরকে এভাবেই হত্যা করা হয়েছিল, যাতে করে তাদের পিতার রক্তাক্ত গৃহের মূল্য পরিশোধ করা যায় (২ শমূয়েল ২১:৬)। হামান এবং তার ছেলেদেরকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল (ইষ্টের ৭:১০; ৯:১৩)। আমরা পুরাতন নিয়মের এমন কোন ভাববাদীকে দেখতে পাই না, যাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বা ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন যে সমস্ত খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদেরকে হাছে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়, তাদের উপর থেকে ঝুলিয়ে হত্যা করার যে অভিশাপ এবং লজ্জা, তা তুলে নেওয়া হয়েছে, কারণ তারা নিষ্পাপ অথবা অনুতপ্ত হয়ে, যেভাবেই মৃত্যুবরণ করুন না কেন, তারা এখন এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নতুন এক মহিমা লাভ করবেন, তা হচ্ছে খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্যমর হওয়ার গৌরব, যেভাবে তিনিও ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

খ. পীলাত রোমীয় সৈন্যদের বিকৃত আনন্দ চরিতার্থ করার জন্য খ্রীষ্টকে তাদের হাতে তুলে দিলেন, যাতে করে তারা তাঁকে নিয়ে অবিশ্বাস অবজ্ঞা করে এবং তাঁকে নানাভাবে লাঞ্ছনা করে এবং যেন এর ফাঁকে তাঁকে হত্যা করার জন্য সকল প্রস্তুতি করা যায়। তারা সে সময় তাদের পুরো সৈন্যবাহিনীকে ডেকে নিয়ে এলো, যারা অপেক্ষমান অবস্থায় ছিল এবং তারা খ্রীষ্টকে নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে একটি বড় কক্ষে নিয়ে গেল, যেখানে তারা কোন বাছ-বিচার না করে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করল। তারা তাঁকে রাজা বানিয়ে তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতে লাগল, ঠিক যেভাবে মহাপুরোহিতের প্রাসাদে তার

দাসেরা খ্রীষ্টকে ভাববাদী এবং ত্রাণকর্তা হিসেবে অবিশ্বাস ও দুর্ব্যবহার করেছিল।

১. রাজারা কি বেগুনী রংয়ের আলখেল্লা পরেন? তারা তাঁকে বেগুনী রংয়ের কাপড় পরাল। এই পোশাক পরিয়ে খ্রীষ্টকে যেভাবে দুর্ব্যবহার করা হল, তাতে করে খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে এই দৃষ্টান্ত প্রকাশ পায় যে, তারা যেন তাদের বাহ্যিক সম্মানজনক পরিচ্ছদ হিসেবে এই ধরনের পোশাক না পরে (১ পিতর ৩:৪)। বেগুনে রংয়ের কাপড় কি খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য গৌরবের পোশাক হওয়ার উচিত, যা আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের জন্য লজ্জা এবং অ বিশ্বাসের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল?

২. রাজারা কি মুকুট পরেন? তারা একটি কাঁটার মুকুট তৈরি করল এবং সেটি খ্রীষ্টের মাথায় পরিয়ে দিল। খড় এবং আবর্জনা দিয়ে তৈরি মুকুটই তাঁকে অবিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা এতেই সন্তুষ্ট থাকলো না, তারা সেই মুকুটে কাঁটা লাগিয়ে দিল, যার কারণে তা তাঁকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিচ্ছিল। তিনি কাঁটার মুকুট পরেছিলেন, যা আমাদের পরা উচিত ছিল, আমরা এর যোগ্য ছিলাম, অথচ আমরা সেই গৌরবের মুকুট পরেছি, যার দাবীদার ছিলেন যীশু খ্রীষ্ট। আমরা যেন এই কাঁটা থেকে শিক্ষা নিই, যেমন গিদিয়োন নিয়েছিলেন সুক্কোতের লোকদের মাধ্যমে, আমরা যেন পাপকে ঘৃণা করি এবং এর অধীনে থাকতে অস্বস্তি বোধ করি এবং অসম্মত হই, আমরা যেন যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসায় পূর্ণ থাকি, যিনি সত্যিকার অর্থেই কাঁটার ভেতরে জন্মানো লিলি ফুল। আমরা যদি কখনো মাংসের ভেতরে কাঁটার দ্বারা আক্রান্ত হই ও পীড়িত হই, তাহলে আমরা যেন এই ভেবে স্বস্তি লাভ করি যে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই যন্ত্রণা ও পীড়ন ভোগ করেছিলেন, তিনি মাংসে কাঁটার যন্ত্রণা লাভ করেছিলেন।

৩. রাজারা কি তাদের প্রজাদের কাছ থেকে এই সম্ভাষণ লাভ করেন, "হে রাজা, দীর্ঘজীবী হোন"? এই বিষয়টি নিয়েও খ্রীষ্টকে তারা অবিশ্বাস করেছিল এবং যন্ত্রণা দিয়েছিল। তারা তাকে এই বলে মঙ্গলবাদ জানিয়েছিল, "যিহূদী-রাজ, মারহাবা! এমন একজন রাজার জন্য একেবারে উপযুক্ত প্রজা।" ঠিক যেন একজন রাজার মত করেই তারা তাঁকে সম্বাষণ জানিয়েছিল, কিন্তু সেই সম্ভাষণে ছিল ব্যঙ্গ এবং বিদ্রুপ।

৪. রাজাদের হাতের রাজদণ্ড থাকে, যা তাদের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার নিদর্শন, যেমন মুকুট হচ্ছে সম্মানের নিদর্শন। এই বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য তারা খ্রীষ্টের হাতে একটি গাছের ডাল ধরিয়ে দিল। যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতাকে ঘৃণা করে ও অবজ্ঞা করে, তাঁর কথা অনুসারে চলতে চায় না এবং তাঁকে মানতে চায় না, যারা তাঁর বাক্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বুঝতে চায় না এবং তা মান্য করে না, কিংবা যারা তাঁর ক্রোধকে ভয় পায় না এবং তাকে গুরুত্ব দেয় না, তারা খ্রীষ্টের হাতে একটি গাছের ডাল ধরিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, তারা সেটি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে, যা এখানে সৈন্যরা করেছে। এমনই অবিশ্বাস তারা তাঁকে করেছে।

৫. সাধারণত প্রজারা তাদের মনিবের দেখা পেলে তাকে চুম্বন করে সম্ভাষণ জানায় এবং সম্মান জানায়, কিন্তু এখানে তারা তাঁকে চুম্বনের পরিবর্তে তার গায়ে থুতু দিল।

৬. রাজাদের সামনে হাঁটু পেতে দিয়ে সম্ভাষণ জানানো হয়, সৈন্যরা এই ভঙ্গিটিও প্রদর্শন করেছিল, তারা হাঁটু গেড়ে বসেছিল এবং তাঁকে মঙ্গলবাদ দিয়েছিল; তারা এই কাজ করেছিল ব্যঙ্গ করে, যাতে করে তারা নিজেরা হাসাহাসি করতে পারে। আমরা পাপের কারণে চিরস্থায়ী লজ্জা এবং ঘৃণার অধীনে রয়েছি, যা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজে সেই লজ্জা এবং ঘৃণা মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। এভাবে তাঁকে অবিশ্বাস করা হল, তাঁর নিজ পোশাকে নয়, বরং অন্য কারও পোশাকে, যার মাধ্যমে এটি নির্দেশ করা হয় যে, তিনি তাঁর নিজের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেন নি। অপরাধ তাঁর ছিল না, ছিল আমাদের, কিন্তু লজ্জা, অবিশ্বাস এবং যন্ত্রণা তিনিই ভোগ করলেন। যারা খ্রীষ্টের অধীনে থাকার ভান করে, কিন্তু আবার একই সময়ে নিজেদেরকে এই জগতের এবং মাংসিক সেবায় বিলিয়ে দেয়, তারাও সেই একই কাজ করে, যারা খ্রীষ্টের সামনে গিয়ে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল এবং বলেছিল, "হে যিহূদী রাজ, জয় হোক!" যখন তারা বলেছিল, "কৈসর ছাড়া আমাদের আর কোন রাজা নেই।" যারা খ্রীষ্টের সামনে হাঁটু গেড়েছিল, কিন্তু অন্তর থেকে সায় না দিয় তা করেছিল, যারা তাদের মুখ দিয়ে খ্রীষ্টের প্রশংসা করেছিল এবং ছোট দিয়ে তাঁকে সম্মান জানিয়েছিল, কিন্তু তাদের হৃদয় তাঁর কাছ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছিল, এখানে তারা সেই একইভাবে খ্রীষ্টের সাথে আচরণ করেছিল।

গ. সৈন্যরা নির্দিষ্ট সময়ে তাকে নিয়ে পীলাতের বিচার কার্যালয় থেকে বের হল এবং তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেল (পদ ২০), যেভাবে একটি মেষকে কসাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেভাবেই তাঁকে এই ঘৃণ্য এবং চরম মন্দ লোকদের সাথে যেতে হল, যদিও তিনি কোন পাপ করেন নি। তবে যেন এত ভারী ক্রুশ বহন করতে গিয়ে তিনি পথেই না মৃত্যুবরণ করেন, সে কারণে তারা কুরিণি গ্রামের শিমোন নামের এক ব্যক্তিকে ডাকলো, যেন সে খ্রীষ্টের ক্রুশ বহন করে। সে গ্রামের ক্ষেত থেকে বের হয়ে আসছিল, তার মনে এ ধরনের কোন চিন্তা বা কোন প্রস্তুতিই ছিল না। লক্ষ্য করুন, আমাদেরকে অবশ্যই এটা অদ্ভুত মনে করা উচিত হবে না যে, যদি আমাদের উপরে ক্রুশ হঠাৎ করে এসে পড়ে, তাহলে আমাদের মোটেও এতে অবাক হওয়ার মত কিছু নেই। ক্রুশ ছিল অত্যন্ত ভারী এবং যন্ত্রণাময় একটি বোঝা; কিন্তু তিনি কয়েক মিনিট সেই বোঝা কাঁধে নিয়ে খ্রীষ্টের সাথে সাথে হেঁটে গেলেন এবং তার নাম সম্মানের সাথে ঈশ্বরের শাস্ত্রে লেখা হয়ে গেল, যদিও তিনি একজন অপরিচিত বা অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সেই কারণে যেখানেই সুসমাচার প্রচারিত হবে, সেখানেই এই ঘটনার স্মরণে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হবে। তিনি কোন যন্ত্রণা ভোগ করেন নি, ক্রুশে বিদ্ধ হন নি, এমন কি তিনি আনন্দিত বা দুঃখিত কিছুই হন নি; তারপরও তিনি সেই গৌরবের মুকুটপ্রাপ্ত হয়েছে, যার কারণে তিনি স্মরণীয়। আমাদেরকে একইভাবে প্রভুর জন্য সেবা করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

মার্ক ১৫:২২-৩২ পদ

এখানে আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি দেখতে পাই।

ক. যেস্থানে খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল সেই স্থানটি ছিল গলগথা– মাথার খুলির স্থান; অনেকে মনে করেন, কারণ এখানে সকল প্রকার দোষী অপরাধীদের মাথা কেটে ফেলা হত। এটি ছিল হত্যা করার বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার একটি সাধারণ স্থান। এটাই ছিল বধ্যভূমি, যেমন ছিল *টাইবার্ন* (Tyburn), কারণ তাঁকে অন্য সকল অপরাধীদের সাথে গণনা করা হল। আমি জানি না কীভাবে বিষয়টিকে মূল্যায়ন করব, কিন্তু অনেকেই বলে থাকেন যে, এটি ছিল সেই সময়কার প্রচলিত প্রথা যে, সেই স্থানেই আমাদের প্রথম পিতা

আদমকে সমাহিত করা হয়েছিল এবং তারা মনে করেন যে, এটিই খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান ছিল; কারণ যেভাবে আদমের কারণে সকল মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, তেমনি ভাবে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সকল মানুষ আবার জীবিত হয়েছে। টার্টুলিয়ান, ওরিগেন, ক্রিসোস্টম এবং এপিফানিসের মত মহান ব্যক্তিরা এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। শুধু তাই নয়, *সাইপ্রিয়ান* এই বিষয়টি লক্ষ্য করে বলেছেন, *Creditur à piis*– অনেক ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, খ্রীষ্টের রক্তের যে ধারা ক্রুশ থেকে গড়িয়ে পড়ছিল, তা ফোঁটায় ফোঁটায় আদমের মাথার খুলিকে সিক্ত করেছে, যাকে সেই একই স্থানে সমাহিত করা হয়েছিল। আরও প্রচলিত হচ্ছে সেই প্রথাটি, সেখানে বলা হয়েছে এই কালভেরী পর্বতটি ছিল মোরিয়া দেশে এবং নিশ্চিতভাবে সেটা মোরিয়া দেশেই অবস্থিত ছিল, কারণ এই নামেই যিরূশালেমের পাশ্ববর্তী প্রদেশটি সম্বোধন করা হত। এখানে ইসহাককে অব্রাহাম উৎসর্গ দিতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে ইসহাকের বদলে একটি মেষ উৎসর্গ দেওয়া হয়; এবং তখন অব্রাহাম খ্রীষ্টের এই দিনটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন, যখন তিনি এই স্থানটিকে বলেছিলেন *যিহোবা-যিরি* (*Jehovah-jireh*)– সদাপ্রভু যুগিয়ে দেবেন। তিনি সে সময় এই আশা করছিলেন যে, এমনটিই সদাপ্রভুর পর্বতে দেখা যাবে।

খ. যে সময়টিতে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হল: সেই সময়টি ছিল তৃতীয় ঘটিকা, পদ ২৫। তাঁকে ষষ্ঠ ঘটিকায় পীলাতের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (যোহন ১৯:১৪), রোমীয় সময় নির্ণয় পদ্ধতি অনুসারে, যা যোহন অনুসরণ করেছেন, যা আমরা অনুসরণ করি। অর্থাৎ এখানে সকাল ছয়টা বোঝানো হয়েছে, যার অর্থ তৃতীয় ঘটিকা, যা যিহূদীরা বলে থাকে, তার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আমাদের এখনকার সময়ে তা হবে সকাল নয়টা। এর কাছাকাছি সময়েই খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। ড. লাইটফুট বলেন, এখানে তৃতীয় ঘটিকা বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হচ্ছে পুরোহিতদের ভেতরে খ্রীষ্টকে হত্যা করার জন্য এতটাই তাড়া এবং উন্মাদনা ছিল যে, তারা এতটুকু সময় নষ্ট করতে চায় নি। তাদের সে সময় মন্দিরে উৎসর্গের অনুষ্ঠান পরিচালনা করার কথা ছিল, কিন্তু তারা সেটা বাদ দিয়ে এখানে এসে খ্রীষ্টকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য ব্যস্ত ছিল। সেই দিনটি ছিল খামিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিন, তাই সে সময় মন্দিরে এক বিরাট জনসমাবেশ হওয়ার কথা ছিল। অথচ তারা তাদের দায়িত্ব কর্তব্য এবং স্থান, কাল ও পাত্র ভুলে গিয়ে খ্রীষ্টকে হত্যা করার এক পাশবিক উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল। এরা ছিল সেই মানুষ, যারা মন্দিরের প্রতি এবং ধর্মের প্রতি নিজেদের তীব্র ভালবাসা প্রকাশ করতো এবং খ্রীষ্টকে এর বিরুদ্ধে কথা বলার দায়ে দণ্ডিত করেছিল। লক্ষ্য করুন, এমন অনেকে রয়েছে, যারা মণ্ডলীতে যাওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী এবং দায়িত্বশীল বলে ভান করে, কিন্তু তারা সেখানে মাঝে মাঝে যায় কি না তাতেও সন্দেহ আছে।

গ. তারা খ্রীষ্টের প্রতি যে অসম্মান করেছিল, যখন তাঁকে ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ করা হল। যেন তাঁকে এতটা যন্ত্রণা ও অবিশ্বাস করেও তাদের সাধ মিটছিল না, তারা তাঁকে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা এবং কষ্টও যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য আরও নতুন নতুন পন্থা খুঁজে বের করছিল।

১. সে সময় প্রথা অনুসারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে আঙ্গুর-রস খেতে দেওয়া হত। তারা খ্রীষ্টকে একটুখানি সিরকা পান করতে দিল, যা ছিল অত্যন্ত তিক্ত এবং এর কারণে তা হয়ে উঠলো আরও বেশি অগ্রাহ্যণীয়। তিনি তার স্বাদ গ্রহণ করলেন, কিন্তু তা পান করলেন না। তিনি এর তিক্ততা গ্রহণ করলেন, কিন্তু এর থেকে কোন সুবিধা নিলেন না।

২. যাদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করা হত, তাদের কাপড়-চোপড় জল্লাদ বা যারা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতো তাদের প্রাপ্য ছিল। তাই সৈন্যরা খ্রীষ্টের কাপড় নিয়ে নিজেদের ভেতরে লটারি করে বা গুলিবাঁট করে ভাগ করে নিল (পদ ২৪)। তারা গুটি চাললো (এখন যেমন অনেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে করে থাকে) যাতে করে তারা খ্রীষ্টের পোশাক ছিন্ন না করে নিজেদের ভেতরে ভাগ করে নিতে পারে। এতে করে তারা তাঁর দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে মজা করলো এবং তিনি যখন ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন, সে সময় তারা আনন্দ ফূর্তি করছিল।

৩. তারা তাঁর মাথার উপরে একটি লিপিফলক টাঙ্গিয়ে দিল, যার মাধ্যমে তারা কার্যত তাঁকে অবিশ্বাস করলো; কিন্তু তারা একই সাথে তারা তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান এবং গৌরব দু'টোই দান করলো। সেখানে লেখা ছিল, "ইনি যিহূদীদের রাজা," পদ ২৬। এখানে কোন অপরাধের কথা বলা হয় নি, বরং তাঁর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সম্ভবত পীলাত তাঁকে একজন ব্যর্থ রাজা হিসেবে অবিশ্বাস করতে চেয়ে এই লিপিফলকটি খ্রীষ্টের মাথার উপরে টাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন, কিংবা তিনি যিহূদীদেরকে অবিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন, যাদের কারণে তিনি খ্রীষ্টকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য বলে রায় দিয়েছিলেন, যার কারণে লোকেরা তাদের একজন মহান রাজাকে হারালো। তবে ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন ক্রুশের উপরেও খ্রীষ্টকে যিহূদীদের এবং ইস্রায়েলের রাজা বলে ঘোষণা করা হয়। যদিও পীলাত জানতেন না তিনি আসলে কী লিখেছেন, যা কায়াফা বুঝতে পেরেছিলেন (যোহন ১১:৫১)। ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর অধিপতি, তাঁর আত্মিক ইস্রায়েলের রাজা। এমন কি ক্রুশের উপরে বিদ্ধ অবস্থায় থেকেও তিনি যেন একজন রাজার মত ছিলেন। তিনি তাঁর এবং তাঁর লোকদের শত্রুদেরকে জয় করেছিলেন, তাদের উপরে বিজয় উল্লাস করছিলেন (কল ২:১৫)। এখন তিনি তাঁর নিজ রক্ত দ্বারা বিধান রচনা করে গেলেন এবং তাঁর অধীনস্থদের জন্য সুফল ভোগের ব্যবস্থা করে গেলেন। আমরা যখনই তাঁর ক্রুশের দিকে তাকাবো, ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের দিকে তাকাবো, আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর মাথার উপরে সেই লিপিফলকটির দিকে তাকিয়ে এটি স্মরণে রাখতে হবে যে, তিনি একজন রাজা এবং আমাদেকে অবশ্যই নিজেদেরকে তার অধীন হিসেবে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হবে, যেমনটি ইস্রায়েলীয়দের উচিত ছিল।

৪. তারা তাঁর দুইপাশে দুই জন ডাকাতকে ক্রুশে দিল, একজনে তাঁর ডান পাশে এবং অন্য জনকে তাঁর বাম পাশে এবং তাঁকে তারা মাঝখানে রাখলো, যেন তিনি এই তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং জঘন্যতম অপরাধী, পদ ২৭। এমনই মহা অপমানে এবং লাঞ্ছনায় জর্জরিত করা হল আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এতে করে তিনি প্রচণ্ড বিঘ্ন পেলেন। অনেকে যারা খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বন্দীত্ব বরণ করেছেন, তারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে, অন্যান্য বন্দীদের সার্বক্ষণিক গালাগাল, অভিসম্পাত এবং চিৎকার চেচামেচি অনেক সময় বন্দীত্বের যন্ত্রণার চেয়ে আরও বেশি দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। এখন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এভাবে দুই জন দাগী আসামীর মাঝখানে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। যখন তিনি বেঁচে ছিলেন এবং শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তখন তিনি পাপীদের সাথে মিশেছেন, কারণ তিনি তাদের ভাল করতে চেয়েছেন, তাদের মন পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। আর এখন তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, মৃত্যুকে বরণ করতে চলেছেন, তিনিও একই কারণে তাদের সাথে যোগ

দিয়েছেন, তিনি পাপীদেরকে বাঁচাতেই এখানে এসেছেন এবং তাদের সাথে মৃত্যুবরণ করছেন; এমন কি প্রধান পাপী হয়েই মৃত্যুবরণ করছেন। কিন্তু এই সুসমাচার রচয়িতা এখানে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পূর্ণ হওয়ার বিষয়ে বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন, পদ ২৮। খ্রীষ্টের দুঃখভোগ সম্পর্কিত সবচেয়ে আলোচিত ভবিষ্যদ্বাণীটি এখানে পূর্ণ হয়েছে (যিশাইয় ৫৩:১২)। এখানে বলা হয়েছে, তাঁকে অবশ্যই অপরাধীদের সাথে গণনা করা হবে, কারণ আমাদের জন্য তিনি পাপী হয়েছিলেন।

৫. যারা দেখছিল, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষ তাঁর এই দুঃখ প্রশমিত করার বদলে তাঁকে অবিশ্বাস এবং তিরস্কার করার মধ্য দিয়ে তাঁর যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দিতে লাগল। নিশ্চয়ই কখনো কোন চরম দুষ্কৃতিকারীর বিপক্ষেও কখনও এমন তীব্র দুর্ব্যবহার করা হয় নি, যা খ্রীষ্টের সাথে করা হয়েছিল। কিন্তু এভাবেই শয়তান খ্রীষ্টের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা এবং আক্রোশ প্রকাশ করলো এবং এভাবেই সে তাঁর প্রতি যতদূর সম্ভব অসম্মান প্রকাশ করলো।

(১) এমন কি যারা সেই পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, যারা এই ঘটনার পূর্বাপর ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতো না, তারাও তাঁকে অবজ্ঞাসূচক কথা বলতে লগল, পদ ২৯। যদি তাদের হৃদয় এতটাই কঠিন হয়ে থাকে যে, এমন র্মমান্তিক দৃশ্য দেখেও তাদের হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ না হয়, তথাপি তাদের অবশ্যই এ কথা ভাবা উচিত ছিল যে, এতে করে তাদের কৌতূহল মিটবে ঠিকই, কিন্তু যন্ত্রণাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোন সুফল বয়ে নিয়ে আসবে না। তারা যেন সে সময় শয়তানের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের ভেতর থেকে সমস্ত মানবতা এবং দয়া মায়ার চিহ্নও মুছে গিয়েছিল, তারা সে সময় হয়ে পড়েছিল মানব আকৃতির শয়তান। তারা তাঁকে যন্ত্রণা দিতে লাগল এবং এ কথা বোঝাতে লাগল যে, তারা সর্বান্তকরণে তাঁকে ঘৃণা করছে এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছে। তারা তাঁকে এই পৃথিবীর তিক্ত কথার তীর দিয়ে ক্রমাগতভাবে আঘাত করতে লাগল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহাপুরোহিত তাদের মুখের ঐ সমস্ত বুলি শিখিয়ে দিয়েছিল এবং তাদেরকে সেই মুখস্থ করা বুলি আউড়াতে বলেছিল: "তুমি না মন্দিরে ভেঙ্গে ফেলবে, আবার তিন দিনের ভেতরে তা উঠাবে? এখন যদি তুমি পার, তাহলে নিজেকে রক্ষা কর এবং ক্রুশ থেকে নেমে এসো।" তারা এখন এমনভাবে বিজয় উল্লাস করছিল, যেন তারাই তাঁকে ক্রুশে ঝুলিয়েছে এবং আর তিনি মন্দির ধ্বংস করতে পারবেন না, সেই ভয় নেই। যে মন্দিরের কথা তিনি বলেছিলেন, তা তিনি এই মুহূর্তে ভেঙ্গে ফেলতে চলেছেন এবং তিনি আসলেই তিন দিনের মধ্যে তা উঠাবেন; আর তারা যে মন্দিরের কথা বলছে, তা মানুষ নির্মাণ করেছে। যা তাঁর ছোরা এবং তাঁর হাত, তা আরও অনেক বছর টিকে থাকবে। যখন নিরাপদ পাপীরা মনে করে যে, তারা রক্ষা পেয়ে গেছে, সে সময় তাদেরকে সবচেয়ে বড় বিপদ আকড়ে ধরে। প্রভুর দিন তাদের কাছে চোরের মত করে আসবে, যারা সেই দিনটিকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাঁর আগমনকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং বলবে, কোথায় সেই ওয়াদা, তাঁর প্রতি আরও অনেক বেশি অভিযোগ এবং প্রত্যাখানের মনোভাব আসবে এবং তারা বলবে, তিনি যেন আরও গতি সঞ্চার করেন এবং তাঁর কাজ তাড়াহুড়ো করে করেন।

(২) এমন কি প্রধান পুরোহিতেরা, যাদেরকে মানুষের ভেতর থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে

এবং মানুষের জন্যই অভিষিক্ত করা হয়েছে, তাদের নিশ্চয়ই সেই সব মানুষের প্রতিও একইভাবে সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন, যারা ভুল পথে চলে গিয়েছে। যারা কষ্ট ভোগ করছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে তাদের প্রতি নিশ্চয়ই তাদের একটু বাড়তি করুণা বা দয়া করা উচিত (ইব্রীয় ৫:১,২)। তথাপি তারা তাঁর ক্ষতে তেলের বদলে সিরকা ঢেলে দিল, তারা এমন একজন মানুষকে সে সময় কথার মাধ্যমে কষ্ট দিচ্ছিল এবং অবিশ্বাস করছিল, যাকে সে সময় ঈশ্বর নিজেই ছেড়ে গিয়েছিলেন (গীতসংহিতা ৬৯:২৬)। তারা খ্রীষ্টের সাথে ঠাট্টা মশকরা করল। তারা বলল, "সে তো অন্যদেরকে বাঁচিয়েছে, অন্যদেরকে সাহায্য করেছে, কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে সেটা তার নিজের ক্ষমতা ছিল না, কারণ সে এখন নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না।" তারা তাঁকে ক্রুশ থেকে নেমে আসার জন্য আহ্বান করল, "যদি সে পারে," পদ ৩২। তারা এটা দেখুক যে, তিনি ক্রুশ থেকে নেমে এসেছেন এবং তারা বিশ্বাস করুক। তবে তিনি সেই মুহূর্তে ক্রুশ থেকে নেমে না এলেও তার তিন দিন পরে ঠিকই এর চেয়েও বড় প্রমাণ দিয়েছেন, যখন তিনি কবর থেকে উঠে এসেছিলেন। সেই প্রধান পুরোহিতেরা, তারা নিশ্চয়ই এ কথা চিন্তা করেছিল যে, তাদের এখন অন্যান্য কাজ করার রয়েছে, তাদের নিশ্চয়ই এখন মন্দিরে ফিরে গিয়ে উৎসর্গের অনুষ্ঠান করার কাজ করা উচিত। যদিও তারা এমন একটি কাজে ব্যস্ত রয়েছে যার সাথে তারা অপরিচিত নয়। যদিও তারা খ্রীষ্টকে তাঁর যন্ত্রণা উপশম হয় এমন কোন কিছু করার জন্য জিজ্ঞেস করে নি, কিন্তু তারা সেই দুই ডাকাতকে বা দস্যুকে তাদের যন্ত্রণা উপশম করে দেওয়ার জন্য কিছু কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তারা বলেছিল যেন তাদের এই মুমূর্ষু অবস্থায় তারা কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে। পোপ দ্বারা শাসিত দেশগুলোতে অপরাধীদেরকে ক্রুশের মত এক প্রকার যন্ত্রে আটকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত, যা ক্রুশের মতই যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু নিয়ে আসতো; কিন্তু এখন তারা এমন কিছু করার চিন্তা করল না।

(৩) এমন কি যাদেরকে খ্রীষ্টের সাথে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল, সেই দুই ডাকাতও তাঁকে উপহাস করল (পদ ৩২): তাদের মধ্যে একজন এই কাজ করল। তার হৃদয় এতটাই কঠিন ছিল যে, সে খ্রীষ্টকে তাঁর এই মহা দুঃখের এবং কষ্টের সময় যন্ত্রণা দিল এবং যে সমস্ত সে অনন্ত জীবনের দ্বার প্রান্তে এসে গিয়েছিল, ঠিক সেইখান থেকেই সে তার জীবনের ইতি টানল।

মার্ক ১৫:৩৩-৪১ পদ

এখানে আমরা খ্রীষ্টের ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার একটি বিবরণ দেখতে পাই, সেই সাথে আমরা দেখি, কীভাবে তাঁর শত্রুরা তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করলো এবং ঈশ্বর তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করলেন।

ক. পুরো দেশের উপরে ঘন কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেল (অনেকে মনে করেন পুরো পৃথিবীই ঘন অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল), তিন ঘণ্টার জন্য, দুপুর থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সূর্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে পবিত্র শাস্ত্রের বাণী পরিপূর্ণ হয়েছে (আমোষ ৮:৯): "সেদিন আমি মধ্যাহ্নকালে সূর্যকে অস্তগত করবো এবং দীপ্তির দিনে দেশকে

অন্ধকারময় করবো;" (যিরমিয় ১৫:৯): "দিন থাকতে তার সূর্য অস্তগমন করেছে।" যিহূদীরা প্রায়শই খ্রীষ্টের কাছে স্বর্গ থেকে কোন একটি চিহ্ন কার্য দেখানোর জন্য দাবী করেছে; আর এই মুহূর্তেও তারা এমন একটি আশ্চর্য কাজ দেখতে চাচ্ছে, এমন একটি চিহ্ন কাজ, যার গুরুত্ব এতটাই ব্যাপাক যে, তা ঘটলে যা তাদের চোখকে অন্ধ করে দেবে। সত্যিই তারা এমন একটি আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পেল যার কারণে দুপুর বেলায় সমস্ত দেশ অন্ধকার হয়ে গেল এবং তারা আক্ষরিক অর্থেই অন্ধের মত হয়ে রইল। এটি ছিল সেই আসন্ন অন্ধকারের একটি নিদর্শন, যা যিহূদী জাতি এবং মণ্ডলীর উপরে নেমে আসছে। তারা ধার্মিকতার সূর্যকে নিভিয়ে ফেলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, যা এখন নিজেই অস্ত যাচ্ছে এবং তা আবার উত্থিত হবে, যেমনটা তারা এর আগে কখনোই দেখে নি; আর তখন মিশরীয়দের মাঝে যে অন্ধকার নেমে এসেছিল তাদের তার চাইতে ভাল অবস্থা আশা করা উচিত হবে না। এটি তাদের কাছে এই কথা প্রকাশ করল যে, তাদের শান্তির জন্য যা তাদের কাছে দেওয়া হয়েছিল, তা এখন তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হল এবং প্রভুর দিন কাছে এসে গেছে, যা তাদের কাছে দেখা দেবে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ধোঁয়ায় পূর্ণ দিন হিসেবে (যোয়েল ২:১,২)। এখন তারা অন্ধকারের ক্ষমতার অধীনে আছে। অন্ধকারের শক্তি এখন কাজ করে চলেছে এবং এই কারণেই তাদের এই ধ্বংস একেবারেই ন্যায্য ছিল, যারা অন্ধকারকে আলোর চাইতে বেশি ভালবেসেছিল।

খ. এই ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর আত্মার যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ?" পদ ৩৪। এই অন্ধকার বর্তমান মেঘ ও কুয়াশাকে বোঝাচ্ছে, যার নিচে খ্রীষ্টের মানব আত্মা পতিত ছিল, যখন তিনি আমাদের সকলের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত দিচ্ছিলেন। মি. ফক্স তার *Acts and Monuments* (vol. 3, p. 160) বইতে কোন এক ড. হান্টারের কথা বলেছেন, যিনি রাণী মেরির শাসনামলে সাক্ষ্যমর হয়েছিলেন। তাকে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করার অপরাধে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার শাস্তি দেওয়া হয়। মৃত্যুর আগে তিনি এই সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করেন, "হে ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বরের পুত্র, আমার উপরে তোমার কিরণ বর্ষণ কর।" আর তাৎক্ষণিকভাবে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে মেঘলা আকাশ ভেদ করে এক ফালি রোদ এসে পড়ল। সেই সূর্যের আলো সরাসরি তার মুখে এসে পড়ায় তিনি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাতে বাধ্য হলেন, কিন্তু তার মন এক অপার্থিব আনন্দে ভরে গেল, যা তার জন্য খুবই স্বস্তিদায়ক ছিল। কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এর বিপরীত হিসেবে সূর্যের আলোর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, যখন তিনি যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করছিলেন। এর কারণ হল, তিনি সেই যন্ত্রণাভোগের সময় ঈশ্বরের কোন রূপ সান্ত্বনা বা অনুগ্রহ লাভ করা থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন। আর এটিই তিনি অন্য যে কোন কিছুর চাইতে সবচেয়ে তীব্রভাবে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি এ নিয়ে অভিযোগ করেন নি যে, তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ফেলে রেখে চলে গেছেন, বরং তাঁর পিতার কাছে তিনি অভিযোগ করেছেন।

১. কারণ তাঁর আত্মা আহত হয়েছে; আর এটি সহ্য করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য (হিতোপদেশ ১৮:১৪); আত্মায় জল সেচন করা (গীতসংহিতা ৬৯:১-৩)।

২. কারণ এর মধ্য দিয়ে তিনি বিশেষভাবে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেওয়ার জন্য তৈরি হলেন। আমাদের সকল প্রকার মন্দতা এবং ভ্রষ্টাচারের জন্য অবশ্যই আমাদের আত্মার

প্রতি আঘাত এবং পীড়ন সহ্য করতে হবে (রোমীয় ২:৮), আর সেই কারণেই খ্রীষ্ট একজন উপযুক্ত উৎসর্গ হিসেবে এর যতটা সম্ভব তীব্র পর্যায় পর্যন্ত গেলেন, যতটুকু তিনি সহ্য করতে পারেন। আর তিনি এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সহ্য করতে পারবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি চিরকালের জন্য তাঁর পিতার বুকে ফিরে যান এবং সব সময় তাঁর আলোর নিচে থাকেন। খ্রীষ্ট তাঁর যন্ত্রণাভোগের সময় যে ধরনের স্বর্গীয় ক্রোধের নিচে ছিলেন, তার লক্ষণ বা নিদর্শন আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পেয়েছি, তা হচ্ছে স্বর্গ থেকে আগুন পতিত হওয়ার মত ঘটনা, যা কিছুটা ব্যতিক্রমী ঘটনা, যা উৎসর্গ গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য প্রদান করা হয়েছে (যেমন আমরা দেখি লেবীয় ৯:২৪; ২ বংশা ৭:১; ১ রাজা ১৮:৩৮ পদে) এবং এটি সব সময়ই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতার একটি নিদর্শন ছিল। তবে ঈশ্বর যদি সন্তুষ্ট ও প্রশমিত না হন, সে ক্ষেত্রে পাপীর উপরে যে আগুন এসে পড়বে, যা খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। খ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের ঘৃণা ও ক্রোধের আগুন বর্ষিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই খ্রীষ্ট সবচেয়ে তীব্র এবং বেদনার্ত স্বরে চিৎকার করে উঠেছিলেন। যখন পৌল ঈশ্বরভক্তগণের সেবার জন্য উৎসর্গ হিসেবে উৎসর্গকৃত হচ্ছিলেন, সে সময় তিনি আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করতে পেরেছিলেন (ফিলিপীয় ২:১৭)। কিন্তু পাপীদের পাপের জন্য উৎসর্গীকৃত হওয়াটা একেবারেই ভিন্ন বিষয়। এখন, এই ষষ্ঠ ঘটিকা (১২টা) থেকে নবম ঘটিকা (৩টা) পর্যন্ত সূর্য আশ্চর্য এক বলয় দ্বারা ঢেকে থাকল। আর এটি আসলেই সত্যি, যা কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী নির্ণয় করেছেন যে, যে দিন খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, সেই দিন সন্ধ্যায় পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত চাঁদ এক বিশেষ বলয় দ্বারা পৃথিবী থেকে আবৃত ছিল, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এবং আশ্চর্য হচ্ছে দিনের বেলায় সূর্য অন্ধকার হয়ে যাওয়াটা। যখন সূর্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তখন চাঁদও তার আলো দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল।

গ. সেখানে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা খ্রীষ্টের এই প্রার্থনা শুনে উপহাস করতে লাগল (পদ ৩৫,৩৬), কারণ তিনি চিৎকার করে বলছিলেন, *এলি, এলি* (মার্ক যা উল্লেখ করেছেন, সিরীয় উচ্চারণ ভঙ্গি অনুসারে) কিংবা *এলোই এলোই*, তারা এ কথা শুনে বলল, সে এলিয়কে ডাকছে, যদিও তারা খুব ভাল করেই জানতো তিনি আসলে কাকে সম্বোধন করছেন এবং কি বলছেন এবং তিনি আসলেই কি বোঝাতে চাইছিলেন, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার।" এভাবেই তারা এমনভাবে প্রকাশ করলো যেন তিনি একজন ভাববাদীর কাছে প্রার্থনা করছেন, কারণ হয় তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, নতুবা তিনিই ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর সেই কারণে তারা এই কথার মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে লোকদের কাছে তাকে আরও বেশি অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করতে চাইল। তাদের মধ্যে একজন একটি স্পঞ্জ সিরকায় পূর্ণ করে তা একটি লাঠির আগায় বেঁধে তাঁর মুখের কাছে ধরল: "সে তার মুখকে এই সিরকা দিয়ে ঠাণ্ডা করুক, তার জন্য এই সিরকাই উপযুক্ত পানীয়," পদ ৩৬। এটি করা হয়েছিল তাঁকে আরও বেশি করে অবিশ্বাস করার জন্য এবং তাঁকে অপদস্থ করার জন্য। যে কেউ এ কাজটি করে থাকুক না কেন, সে এই তিরস্কার যুক্ত করল, "তাকে একা থাকতে দাও। সে এলিয়কে ডেকে সাহায্য চাইছে। আমরা দেখি, এলিয় তাঁকে সাহায্য করার জন্য নেমে আসেন কি না; আর যদি তিনি না আসেন, তা হলে আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে, তিনিও তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন।"

ঘ. খ্রীষ্ট আবারও উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলেন এবং তাঁর আত্মা সমর্পণ করলেন, পদ

৩৭। তিনি এখন তাঁর আত্মা তাঁর পিতার হাতে সমর্পণ করে দিচ্ছেন। যদিও ঈশ্বর কোন ধরনের শারীরিক ভঙ্গিমা বা কাজের কারণে মুগ্ধ হন না, তথাপি এই উচ্চ স্বরে চিৎকার এবং তীব্র আর্তনাদ সহকারে আবেদন খ্রীষ্টের শক্তি এবং আকুলতাকে প্রকাশ করে। তিনি এর মাধ্যমে আমাদেরকে এই শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, আমাদের কাছে ঈশ্বরকে দেওয়ার জন্য যা কিছু আছে বা তাঁর কাছে বলার মত যা কিছু আছে তা যেন আমরা আমাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে বলি এবং আমাদের সর্বোচ্চ ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তা করি। আমরা যেন আমাদের তীব্র আকুলতা দিয়ে আমাদের সকল ধমীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করি। বিশেষ করে যখন আমরা আমাদের নিজেদেরকে সমর্পণ করব, আমাদের সমস্ত মন প্রাণ এবং আত্মা সমর্পণ করব, তখন আমরা আমাদের কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেললেও আমরা খ্রীষ্টের মত করে চিৎকার করে আমাদের আকুলতা ব্যক্ত করতে পারি। কিন্তু তখন যদি আমাদের চিৎকার করার শক্তিও আমরা হারিয়ে ফেলি, তাহলেও আমরা যদি আমাদের হৃদয়ে সেই ইচ্ছা পোষণ করি, তাহলে ঈশ্বর তা বুঝতে পারবেন এবং তিনি আমাদেরকে সেই অনুসারে ফল প্রদান করবেন, তা কোন মতেই ব্যর্থ হবে না। খ্রীষ্ট সে সময় প্রকৃতভাবে এবং সত্যিকার অর্থেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর আত্মা সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর মানব আত্মা আত্মার রাজ্যের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিল এবং তিনি তাঁর দেহকে এক শ্বাসবিহীন একতাল মাংসপিণ্ড হিসেবে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন।

ঙ. ঠিক যে মুহূর্তে খ্রীষ্ট কালভেরী পর্বতের উপরে মৃত্যুবরণ করলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে দুই ভাগ হয়ে গেল, পদ ৩৮। এটি দারুন একটি বিষয় আমাদের সামনে প্রকাশ করে:

১. অবিশ্বাসী যিহূদীদের আতঙ্ক প্রকাশ করে; কারণ এটি তাদের মণ্ডলী এবং জাতির ধ্বংসের সূচনা নির্দেশ করে, যা ঘটতে বা সম্পন্ন হতে আর খুব বেশি দেরি নেই। এ যেন সমস্ত সৌন্দর্য এবং জাক-জমক ধ্বংস করে ফেলার নিদর্শন, কারণ সেই পর্দাটি অত্যন্ত চমৎকার এবং বিলাসবহুল ছিল (যাত্রা ২৬:৩১)। এই কাজটি ঠিক সেই সময়েই ঘটেছিল, যখন তারা ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রা পরিশোধ করছিল (সখরিয় ১১:১০,১২), যাতে করে তিনি সেই লোকদের সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হযেছিলেন তা ভেঙ্গে ফেলা যায়। এখন সেই ক্রন্দনের সময়, ঈখাবোদ, ইস্রায়েলের কাছ থেকে গৌরব চলে গেছে। অনেকে মনে করেন, যোসেফাস এখানে যে ঘটনাটির অবতারণা ঘটিয়েছেন, তার দ্বারা দেখানো হয়েছে মন্দিরের দরজা নিজে নিজে খুলে গিয়েছিল এবং একটি কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, "এখন থেকে আমরা পৃথক হলাম;" যা ঘটেছিল যিরূশালেম নগরী ধ্বংসের কয়েক বছর আগে; তার সাথে এই ঘটনার মিল রয়েছে। তবে যাহোক, দুইটি ঘটনার তাৎপর্য একই, যা আমরা দেখি হোশেয় ৫:১৪ পদে: "আমি কাঁদবো এবং চলে যাব।"

২. এখানে সকল খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের জন্য এক মহা সান্ত্বনার কথা বলা হয়েছে, কারণ এখানে যীশু খ্রীষ্টের রক্তের মধ্য দিয়ে এক মহান পবিত্র নতুন ও জীবন্ত পথের সন্ধান আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে যেন আমরা তা গ্রহণ করি এবং তা অনুসরণ করি।

চ. যে শতপতি এই সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং এই হত্যাকাণ্ডের সমস্ত দিক দেখাশোনা করছিলেন, তিনি এই সমস্ত ঘটনা দেখে মোহিত হলেন এবং স্বীকার করলেন যে, যীশু খ্রীষ্ট সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, পদ ৩৯। যে বিষয়টি তাকে সন্তুষ্ট করেছিল তা হচ্ছে, যীশু খ্রীষ্ট চিৎকার করে নিজের আত্মা সমর্পণ করেছিলেন। যিনি তাঁর আত্মা সমর্পণ

করার মত প্রস্তুত, তিনি যে এমনভাবে চিৎকার করে তা সমর্পণ করতে পারেন, তেমন শক্তি ও সামর্থ্য যে তিনি ধারণ করতে পারেন, সেটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। সেই সাথে তিনি যে এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আত্মা ত্যাগ করেছিলেন, সেটাও অত্যন্ত বিস্ময়কর। এই ঘটনা সেই শতপতিকে বিস্মিত করেছিল, আর তাই তিনি বলেছিলেন, খ্রীষ্টের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য এবং যারা তাঁর সাথে খারাপ আচরণ করেছিল তাদের প্রতি তিরস্কার ও লজ্জা হিসেবে, "সত্যিই এই ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।" কিন্তু কি কারণে তিনি এমন কথা বলতে পারলেন? আমি মনে করি:-

১. তার এ কথা বলার অবশ্যই কারণ ছিল যে, তিনি অন্যায্যভাবে নির্যাতন ভোগ করেছেন এবং তারা তাঁর সাথে সম্পূর্ণ অন্যায় আচরণ করেছে। লক্ষ্য করুন, তিনি এ কথা বলার জন্য নির্যাতন ভোগ করেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র; এবং তা সত্যি ছিল, তিনি তাই বলেছেন, আর তাই যদি তিনি অন্যায্যভাবে নির্যাতন ভোগ করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তার সমস্ত নির্যাতনের ঘটনা লক্ষ্য করে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তিনি সঠিক কথাই বলেছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

২. তার অবশ্যই এ কথা বলার যুক্তি ছিল যে, তিনি স্বর্গের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যার সাথে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল, কারণ তিনি দেখেছেন যে, কীভাবে তাঁকে তাঁর মৃত্যুর পর সম্মান প্রদান করেছিল এবং তার হত্যাকারীদের প্রতি ভ্রুকুটি করেছিল। "নিশ্চয়ই," তিনি চিন্তা করলেন, "এই লোকটি কোন স্বর্গীয় সত্তা হবেন, তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয় কোন ব্যক্তি।" তিনি এই চিন্তাটি এমনভাবে প্রকাশ করলেন, যা তাকে ঈশ্বরের চিরকালীন জাতির একজন সদস্য হিসেবে প্রকাশ করল এবং যা খ্রীষ্টের মধ্যস্থতাকারী পদমর্যাদাকে প্রকাশ করে, যদিও তিনি আসলে তা বলেন নি। আমাদের প্রভু যীশু তাঁর এই চরম দুঃখ-কষ্ট এবং নম্রতার সময়েও ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে ছিলেন এবং তিনি তার ক্ষমতায় তা হওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ছ. সেখানে খ্রীষ্টের কয়েকজন বন্ধু দাঁড়িয়ে ছিলেন, বিশেষ করে সেই উত্তম নারীরা, যারা খ্রীষ্টের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে তাঁর সাথে সাথে ছিলেন (পদ ৪০,৪১): কয়েকজন স্ত্রীলোকও দূরে থেকে দেখছিলেন যেখানে খ্রীষ্টের পুরুষ শিষ্যরা সেখানে আসার সাহস করেন নি, কারণ জনতা অত্যন্ত উন্মত্ত ছিল। *Currenti cede furori*– উন্মত্ত জনতার সামনে না যাওয়াটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে তারা মনে করেছিলেন। সেই নারীরা কাছে আসেন নি, কিন্তু তারা কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারা দুঃখ ও শোকে নিমগ্ন ছিলেন। এখানে তাদের কয়েকজন নারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন মগ্দলীনী মরিয়ম; তিনি ছিলেন খ্রীষ্টের রোগী এবং তিনি তার সকল সুখ ও শান্তির জন্য খ্রীষ্টের কাছে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ ছিলেন, কারণ খ্রীষ্ট তার ভেতর থেকে সাতটি মন্দ-আত্মা তাড়িয়েছিলেন। এই ঘটনার কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি মনে করেছিলেন তিনি হয়তোবা যা-ই করেন না কেন, কখনই খ্রীষ্টের ঋণ শোধ হয় এমন কিছুই করতে পারবেন না। সেখানে মরিয়মও ছিলেন, যিনি ছিলেন ছোট যোহনের (*Jacobus parvus*) মা, এমনটাই এখানে বলা হয়েছে। সম্ভবত তাকে এমন নামেই ডাকা হত, কারণ এই ইউহোন্না সম্ভবত সক্কেয়র মত আকৃতিতে খাটো ছিলেন। এই মরিয়ম ছিলেন ক্লিয়পা বা আলফেয়ের স্ত্রী, কুমারী মরিয়মের বোন। এই নারীরা গালীল থেকে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে এসেছেন,

যদিও তারা নিস্তার পর্বের ভোজে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আসেন নি, যেমনটা পুরুষরা আসে; তবে সম্ভবত তারা এই আশাতে এসেছিলেন যে, খ্রীষ্টের ধার্মিকতার রাজ্য এখানে থেকেই খুব শীঘ্র সূচিত হবে এবং তাদের জন্য এই কারণে নিশ্চয়ই অনেক বড় আশা এবং উদ্দীপনার বিষয় রয়েছে, যেহেতু তারা তার রক্তের সম্পর্ক যুক্ত। এটা খুবই স্পষ্ট ছিল যে, সিবিদিয়ের সন্তানদের মাও তা ই চিন্তা করেছিলেন (মথি ২০:২১)। এখন তারা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ হতে দেখছেন, যাকে তারা সিংহাসনে আরোহণ করতে দেখবেন বলে চিন্তা করেছিলেন, এটি এখন নিশ্চয়ই তাদের জন্য মহা হতাশার বিষয় না হয়ে পারে না। লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে এবং যারা এই পৃথিবীতে তাঁর দ্বারা মহান কোন কর্ম সাধিত হওয়ার জন্য আশা করে এবং তাঁর ধর্মকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে চায়, তারা নিশ্চয়ই তাদের জীবনের শেষভাগে গিয়ে হতাশা ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

মার্ক ১৫:৪২-৪৭ পদ

আমরা এখানে খ্রীষ্টের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবো, যা অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এবং শোকতপ্ত শেষকৃত্য অনুষ্ঠান। আমাদের উপরে যেন এইভাবে অনুগ্রহ বর্ষিত হয়! লক্ষ্য করুন:

ক. কীভাবে খ্রীষ্টের দেহ চেয়ে নিয়ে আসা হল। নিয়ম অনুসারে অপরাধীদের দেহ মৃত্যুর পর সরকারের অধীনে চলে যেত। যাদেরকে ক্রুশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত, তাদেরকে অন্যান্য অপরাধীদের সাথে কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হত; কিন্তু ঈশ্বর পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন যেন খ্রীষ্টের কবর হয় ধনীদের সাথে (যিশাইয় ৫৩:৯), আর তিনি তা-ই করেছিলেন। এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে:

১. কখন খ্রীষ্টের দেহ ভিক্ষে হিসেবে চেয়ে নিয় আসা হল, যাতে তা সঠিকভাবে কবরস্থ করা যায় এবং কেন তাঁকে সমাহিত করতে গিয়ে এতটা তাড়াহুড়ো করা হল: তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল এবং সেই সময়টি ছিল প্রস্তুতির সময়, কারণ সেই দিনটি ছিল বিশ্রামবারের আগের দিন, পদ ৪২। যিহূদীরা অন্য যে কোন পর্ব বা উৎসবের চেয়ে বিশ্রামবার রক্ষা করা বা পালন করার ব্যাপারে অনেক বেশি কঠোরতা অবলম্বন করতো; আর সেই কারণে যদিও দিনটি ছিল পর্বের দিন, তথাপি তারা বিশ্রামবারের প্রস্তুতি হিসেবে দিনটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে পালন করতো। তারা সে সন্ধ্যায় তাদের বাড়ি ঘর এবং তাদের খাবার টেবিলকে বিশ্রামবার পালনের জন্য আরও অনেক চমৎকার করে এবং আনন্দময় করে সাজিয়ে তুলতো। লক্ষ্য করুন, বিশ্রামবারের আগের দিন হওয়া উচিত বিশ্রামবারে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের দিন, আমাদের ঘর বাড়ি এবং টেবিল সাজানোর দিন নয়, বরং সেই দিনে আমাদের মনকে আমাদের হৃদয়কে সাজাতে হবে, যার মাধ্যমে যতটা সম্ভব আমাদেরকে এই পৃথিবীর সকল চিন্তা ভাবনা এবং কাজ থেকে সরিয়ে রেখে বিশ্রামবারের প্রতি নিবদ্ধ করতে হবে। সেই দিন আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের সেবায় এবং তার মনোরঞ্জনার্থে আমাদের নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে। আর এই বিশ্রামবারের আগের দিন আমাদেরকে অবশ্যই সকল ধরনের ব্যস্ততা পরিহার করে ধ্যান ও প্রার্থনায় সময় কাটাতে হবে। শুধু তাই নয়, পুরো সপ্তাহটিকেই পালন করে আসা বিশ্রামবারের আলোকে শিক্ষা গ্রহণ এবং পরবর্তী আসন্ন বিশ্রামবারের জন প্রস্তুতি গ্রহণ করা চালিয়ে যেতে হবে।

২. কে খ্রীষ্টের দেহটি চেয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং তা যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাহিত করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন: তিনি ছিলেন অরিমাথিয়ার যোষেফ, যাকে এখানে বলা হয়েছে এক জন সম্ভ্রান্ত পরিষদ-সদস্য হিসেবে (পদ ৪৩), যিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যার এমন বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্র ছিল যে, তিনি তার পদমর্যাদায় মানুষের সম্মান এবং বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন তিনি সেই সমগ্র প্রদেশে এবং পীলাতের বিচার সভাতেও অত্যন্ত সুনামের অধিকারী ছিলেন। তবে আমাদের কাছে মনে হয় তিনি আসলে মণ্ডলী বা উপাসনালয়ে কোন একটি দায়িত্ব পূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন, সম্ভবত তিনি যিহূদীদের মহান সেনহেড্রিনের একজন সদস্য ছিলেন, কিংবা মহাপুরোহিতের সভার একজন সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন *Euschemon bouleutes*- এমন একজন পরিষদ সদস্য, যিনি নিজেকে তার স্থানের জন্য যথাযোগ্য বলে প্রমাণ করেছিলেন। তারা সত্যিই সম্মানের দাবীদার এবং শুধুমাত্র তারাই, যারা ক্ষমতা এবং সম্মানের স্থানে থেকেও তাদের দায়িত্বকে অবহেলা করেন না এবং সব সময় তাদের কর্তব্যকে আগে রাখেন। কিন্তু এখানে তার চরিত্রে আরও উজ্জ্বল কিছু বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা হয়েছে। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, পৃথিবীতে অনুগ্রহের রাজ্য এবং স্বর্গের মহিমা এবং খ্রীষ্টের মহান রাজ্যের জন্য তিনি আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করবে, তারা এবং যারা এর কাছ থেকে সুফল লাভের আশা করবে, তাদেরকে অবশ্যই এর জন্য আশা পোষণ করতে হবে এবং এর থেকে সুফল লাভের জন্য আকাঙ্খা করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের স্বার্থ এবং আগ্রহের প্রতি নজর রাখতে হবে এবং সেই কারণে আমাদের মনের মাঝে সব সময় এই ধরনের চিন্তা রাখতে হবে যে, আমাদের কি দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে এবং সেটি আমাদের দায়িত্ব সহকারে পালন করতে হবে। লক্ষ্য করুন, সে সময় সম্মানিত পরিষদ সদস্যদের মধ্যেও এমন অনেকে ছিলেন, অন্ততপক্ষে একজন ছিলেন, যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যার বিশ্বাস সেই দিন পর্যন্ত অন্যদের চেয়ে শতগুণে স্থির ছিল। তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে অন্যান্য মানুষের বিশ্বাসকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। এই লোকটি এই দায়িত্ব পালনের জন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি সে সময় তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যে সময়ে খ্রীষ্টের সবচেয়ে আপনজন যারা ছিলেন তারা কেউই তার প্রতি এই দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসেন নি। কেউই এই প্রয়োজনীয় সাহসটুকু দেখিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু একমাত্র অরিমাথিয়ার যোষেফ তার সৎসাহস প্রদর্শন করে পীলাতের কাছ থেকে খ্রীষ্টের দেহটি চেয়ে নিলেন; যদিও তিনি জানতেন যে, এর কারণে তাকে মহাপুরোহিতদের কাছে কড়া জবাবদিহি করতে হবে। তথাপি তিনি এই অবিশ্বাস এবং অবজ্ঞার ভয় মাথায় নিয়েও এগিয়ে গেলেন এবং তার কর্তব্যকে অবহেলা করলেন না। সম্ভবত প্রথমে তিনি একটু ভীত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু *Tolmesas*- তিনি ভয়কে দমন করলেন। তিনি আমাদের প্রভ যীশু খ্রীষ্টের মরদেহের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে চাইলেন, তাতে করে তার উপরে যে ঝঞ্ঝাই নেমে আসুক না কেন।

৩. পীলাতের জন্য এটি কত না বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল, যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন (পীলাত সম্ভবত এই আশা করছিলেন যে, খ্রীষ্ট নিজেকে রক্ষা করবেন এবং ক্রুশ থেকে নেমে আসবেন), বিশেষ করে তিনি যে ইতোমধ্যে এত দ্রুত মৃত্যুবরণ

করেছেন এটা শুনতে পেয়ে তিনি আরও বেশি অবাক হলেন, কারণ তাঁকে দেখে তার মনে হয়েছিল যে, খ্রীষ্টের ভেতরে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক যে কোন মানুষের চেয়ে আরও অনেক বেশি জীবনীশক্তি আছে, তাই তার নিশ্চয়ই এত দ্রুত মৃত্যুবরণ করা উচিত ছিল না। খ্রীষ্টের মৃত্যুর প্রত্যেকটি ধাপই ছিল চমৎকার ও বিস্ময়কর, কারণ তাঁকে জন্মের পূর্ব থেকে এবং মৃত্যুর পরবর্তীতেও ডাকা হবে বিস্ময়কর নামে। পীলাত এই সন্দেহ করেছিলেন যে, (অনেকে মনে করেন) তিনি আসলেই মারা গিয়েছিলেন না কি মারা যান নি। তিনি এই ভয় পাচ্ছিলেন যে, হয়তো তিনি মৃত্যুবরণ করার আগেই তাঁর মৃতদেহ নামিয়ে ফেলা হবে এবং এরপর তাঁর দেহ জীবন্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাঁকে পুনরায় সেবা শ্রশ্রুষা দিয়ে জীবিত করে তোলা হবে, যেখানে আমাদের সময়কার মত সেই সময়েও শাস্তির বিধান ছিল আমৃত্যু ক্রুশে বা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা। সে কারণে তিনি শতপতিকে ডাকলেন, তার নিজ কর্মকর্তাকে এবং তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কখন খ্রীষ্ট মারা গেছেন (পদ ৪৪), তিনি এটি জেনে নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যে, তার মধ্যে বহু ক্ষণ যাবৎ কোন জীবনের লক্ষণ অনুপস্থিত রয়েছে কি না, কোন ধরনের শ্বাস প্রশ্বাসের চিহ্ন কিংবা কোন ধরনের নড়াচড়া তার মধ্যে দেখা গিয়েছে কি না, যাতে করে তারা নিশ্চিত হতে পারেন যে, তিনি মারা গেছেন। শতপতি তাকে এই বিষয়ে নিশ্চিত করে বললেন যে, তিনি অনেক আগেই মারা গেছেন, কারণ তিনি বিশেষ করে তার আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছেন, পদ ৩৯। এই বিষয়টির একটি বিশেষ প্রত্যাদেশ ছিল, যার কারণে পীলাত এতটা কড়াকড়িভাবে খ্রীষ্টের মৃত্যু নিশ্চিত করতে চাইছিলেন, কারণ তিনি চাইছিলেন যেন খ্রীষ্টকে কোনভাবেই জীবন্ত অবস্থায় কবর দিতে নিয়ে যাওয়া না হয়, কারণ তাতে করে তিনি নিজের সম্পর্কে পুনরুত্থানের বিষয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা সত্যি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। হয়তোবা খ্রীষ্টের শিষ্যরা তাঁর জীবিত দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাবে এবং এর পর এই দাবী করা হবে যে, তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। এতে নিশ্চয়ই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তিনি চান না যে, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটুক, তাই তিনি খ্রীষ্টের মৃত্যুর বিষয়ে এতটা নিশ্চিত হতে চাইছিলেন। এভাবেই কোন কোন সময়ে খ্রীষ্টের শত্রুদের দ্বারাই খ্রীষ্টের কথা ও কাজের সত্যতা নিরূপিত হয়।

খ. কীভাবে খ্রীষ্টের দেহ সমাহিত করা হলঃ পীলাত যোষেফকে খ্রীষ্টের মরদেহটি নিয়ে যাওয়ার জন্য ছাড়পত্র দিলেন এবং তা নিয়ে যা খুশি করার অনুমতি দিলেন। এটা খুবই অবাক হওয়ার মত বিষয় যে, প্রধান পুরোহিতেরা যোষেফের মত করে দ্রুত গিয়ে পীলাতের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করতে পারে নি এবং সবার আগে খ্রীষ্টের দেহ হস্তগত করতে পারে নি। কারণ এতে করে তারা নিশ্চয়ই রাস্তায় রাস্তায় খ্রীষ্টের দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারতো এবং সকলকে তা দেখাতে পারতো, কিন্তু নিশ্চয়ই ঈশ্বর নিজেই তাদের অবশিষ্ট রাগ ও ক্রোধ বিনষ্ট করেছেন এবং তাদেরকে শান্ত করেছেন। তাই তিনি একই সাথে যোষেফকে এই অমূল্য সুযোগটি দিয়েছেন– খ্রীষ্টকে নিজ হাতে সৎকার করার সুযোগ, যিনি খুব ভালভাবেই জানতেন এই কাজে মূল্য ও গুরুত্ব কতটুকু। সেই সাথে ঈশ্বর পুরোহিতদের হৃদয়কে প্রভাবিত করেছিলেন, যেন তারা এই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের বিরোধিতা না করেন। *Sit divus, modo non sit vivus*– আমরা তাঁর দেহকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যাপারে একদমই চিন্তিত নই, সে আর কখনো জীবিত হতে পারবে না এটা জেনেই আমরা খুশি।

১. যোষেফ খ্রীষ্টের দেহটি জড়ানোর জন্য মিহি মসীনার কাপড় কিনেছিলেন, যদিও এসব ক্ষেত্রে পুরনো মসীনা কাপড়ই যথেষ্ট মনে করা হত, যেগুলো অনেক বার পরা হয়েছে এবং যা মলিন হয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যোষেফ এতটুকু কার্পণ্য করেন নি। তিনি প্রচণ্ড দয়া দেখিয়ে খ্রীষ্টকে সমাহিত করেছেন এবং তিনি তার সাধ্য অনুসারে সর্বোচ্চ করেছেন খ্রীষ্টকে সেবা দান করার জন্য। এত কম সময়ের ভেতরে হাতের কাছে যা পেয়েছেন যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন তা পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করেছেন।

২. তিনি দেহটিকে ক্রুশ থেকে নামালেন, যেমন রক্তাক্ত এবং ক্ষত বিক্ষত ছিল, সেই অবস্থাকে তাঁর দেহটিকে ক্রুশ থেকে নামালেন এবং তিনি খ্রীষ্টের দেহটিকে মিহি মসীনার কাপড়ে জড়ালেন, যেন তিনি কোন মহা মূল্যবান গুপ্তধন দামী কাপড়ে জড়িয়ে রাখছেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে আদেশ করেছেন যেন আমরা তাঁকে পবিত্র ভাবগাম্ভীর্য এবং আনুষ্ঠানিকতা সহকারে প্রভুর ভোজের সময় গ্রহণ করি, তাঁকে রুটি এবং পানীয় হিসেবে গ্রহণ করি, যার মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারি।

৩. তিনি এই দেহটি তার নিজের জন্য প্রস্তুতকৃত একটি খোদাই করা কবরে সমাহিত করলেন, যা তার বক্তিগত একটি স্থানে অবস্থিত ছিল। আমরা অনেক সময় যিহূদার রাজাদের কাহিনীতে বলতে শুনেছি যে, দুষ্ট রাজাদের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে, তাদেরকে রাজাদের কবরে কবর দেওয়া হয় নি। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি সারা জীবন শুধু উত্তম কাজই করে গেছেন, কোন মন্দ কাজ করেন নি এবং যাকে রাজা দায়ূদের সিংহাসন দেওয়া হয়েছে, তথাপি তাঁকে একজন সাধারণ মানুষের কবরে কবরস্থ করা হল, কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে এই জগতের ছিলেন না, বরং তাঁর জগত ছিল এক ভিন্ন স্থানে, যাতে করে তাঁর বিশ্রাম মহিমাপূর্ণ হয়। এই কবরটি ছিল অরিমাথীয় যোষেফের। তিনি নিজের জন্য এই কবরটি অনেক আগেই বানিয়ে রেখেছিলেন। কেনান দেশে অব্রাহামের নিজের কোন জমি না থাকলেও তাঁর কবর দেওয়ার জন্য একটি স্থান ঠিকই নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু খ্রীষ্টের তাও ছিল না। এই কবরটি বিশাল একটি পাথরের বা পাহাড়ের গা থেকে কেটে বানানো হয়েছিল, কারণ খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই ধরনের কবর বা গুহাকে ঈশ্বরভক্তগণের আশ্রয় স্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যা পাথর কেটে তৈরি করা হয়, তা নিশ্চয়ই অত্যন্ত শক্তিশালী আশ্রয়স্থল। “হে ঈশ্বর, আমাকে তোমার পাহাড়ের গহীনে আশ্রয় দাও!” খ্রীষ্ট নিজেই তাঁর লোকদের জন্য আশ্রয়স্থল, অর্থাৎ তিনি এক বিরাট পাহাড়ের ছায়ার মত তাদেরকে ঘিরে রাখবেন।

৪. তিনি একটি পাথর সেই কবরটির মুখে দিয়ে রাখলেন, যেভবে যিহূদীরা মৃতদেহ কবরস্থিত করার পর কবরের মুখ বন্ধ করে দিত। যখন দানিয়েলকে সিংহের খাদে ফেলে দেওয়া হল, তখন সেই গুহার মুখে বা খাদের মুখে একটি পাথর খণ্ড দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, যেন তিনি ভেতরেই থাকেন এবং সেখানে থেকে বেরিয়ে আসনতে না পারেন, যেভাবে এখন খ্রীষ্টের কবরের মুখ একটি পাথর খণ্ড দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল, এর কোনটিই তাঁর সাথে স্বর্গদূতদের দর্শন ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

৫. কয়েকজন ধার্মিক নারী খ্রীষ্টের এই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন এবং তারা দেখেছিলেন খ্রীষ্টকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছিল, যাতে করে তারা বিশ্রামবার শেষ

হওয়ার পরে খ্রীষ্টের দেহকে মলম ও সুগন্ধি মশলা মাখাতে ফিরে আসতে পারেন, কারণ এখন তাদের হাতে এই কাজ করার মত সময় হাতে নেই। যখন মোশি, যিনি যিহূদী মণ্ডলীর আইন প্রণেতা এবং মধ্যস্থতাকারী, তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তখন ঈশ্বর নিজে তাকে কবর দেন এবং কোন মানুষই জানতে পারে নি যে, তাঁর কবর কোথায় দেওয়া হয়েছিল (দ্বি.বি. ৩৪:৬), কারণ তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি যে সম্মান মানুষের ছিল, তা তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই সমাহিত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যস্থাতকারী যখন মৃত্যুবরণ করলেন, সে সময় তাঁর কবরের প্রতি বিশেষ ভাবে নজর রাখা হল এবং নির্দিষ্ট করে রাখা হল, কারণ তিনি আবারও জীবিত হয়ে উঠবেন। তাঁর দেহের প্রতি যে যত্ন নেওয়া হয়েছিল তার দ্বারা এ কথা বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর দেহরূপ মণ্ডলীর প্রতিও নজর রাখবেন এবং যত্ন নেবেন। এমন কি যখন তাঁকে মৃতদেহের মত নির্জীব মনে হবে এবং শুকনো হাড়ে ভরা উপত্যকার মত দেখাবে, তখনও তাঁর দেহকে পুনরুত্থানের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হবে। সেই সাথে ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিগণের দেহও একইভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হবে, যাদের দেহের ধূলা দিয়ে এক মহান চুক্তি অঙ্কিত হবে, যা কখনো লজ্জিত হবে না। খ্রীষ্টের সমাহিতকরণের প্রতি আমাদের মনযোগ আমাদেরকে নিজেদের কথা চিন্তা করিয়ে দেয় এবং আমাদেরকে এ কথা ভাবতে শেখায় যে আমাদের অবশ্যই নিজেদের কবর নিজেদেরকেই প্রস্তুত রাখতে হবে এবং আমরা যেন এর জন্য ভীত না হই, বরং সর্বাগ্রে নিজেদেরকে মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত রাখি। আমরা অন্ধকার কবরে যে বিছানায় শায়িত হব, সেই মাটির বিছানা যেন আমাদেরকে আতঙ্কিত করে তুলতে না পারে। এ সম্পর্কে চিন্তা করে আমাদের হৃদয় যেন কবর ও মৃত্যু সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত না হয়, বরং যেন তা আরও বেশি করে আমাদেরকে মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারে, আমরা যেন কবরের জন্য নিজেদেরকে উপযোগী করে রাখতে পারি সব সময় (ইয়োব ১৭:১)।

মার্ক লিখিত সুসমাচার
অধ্যায় ১৬

এই অধ্যায়ে আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাই; এবং সেই সাথে আমরা সেই আনন্দ এবং উল্লাসের বিবরণ পাই যার দ্বারা সকল বিশ্বাসীকে সুশোভিত করা হয়েছে। তাদেরকে অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করা হবে, কারণ তারা আগের অধ্যায়গুলোতে খ্রীষ্টের দুঃখ ও কষ্ট ভোগের সময় অত্যন্ত প্রগাঢ় সহানুভূতি ও ভালবাসা নিয়ে খ্রীষ্টের পাশে পাশে ছিলেন। এখানে আমরা দেখি:

ক. একজন স্বর্গদূত কর্তৃক কয়েকজন নারীর কাছে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সংবাদ প্রদান, যারা খ্রীষ্টের কবরে তাঁর মৃতদেহে সুগন্ধি দ্রব্য মাখাতে এসেছিলেন, পদ ১-৮।

খ. মগ্দলীনী মরিয়মের কাছে তাঁর দর্শন দান এবং শিষ্যদের কাছে মরিয়ম কর্তৃক এই ঘটনার সংবাদ প্রদান, পদ ৯-১১।

গ. দুই জন শিষ্যের কছে খ্রীষ্টের আবির্ভাব, যারা ইম্মায়ু গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন এবং তাদের ভ্রাতৃবর্গের কাছে এই ঘটনার সংবাদ প্রদান, পদ ১২,১৩।

ঘ. এগারো জন শিষ্যের কাছে খ্রীষ্টের দর্শন দান এবং তার রাজ্য এই পৃথিবীতে স্থাপনের জন্য তাদেরকে পূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ দান, সেই সাথে এর পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয়ের জন্য পূর্ণ নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, পদ ১৪-১৮।

ঙ. খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ, শিষ্যদের নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োগ গ্রহণ এবং এতে ঈশ্বরের স্বীকৃতি প্রদান, পদ ১৯,২০।

মার্ক ১৬:১-৮ পদ

প্রথম বিশ্রামবার স্থাপনের পর থেকে এই বিশ্রামবারের মত এমন মহান বিশ্রামবার কখনোই আসে নি। এ সম্পর্কে আমাদেরকে এই অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি পদ বলে যে, তা গত হয়ে গেছে; পুরো বিশ্রামবারটি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কবরে শায়িত ছিলেন। তিনি নিজেও বিশ্রামবারে কবরের মধ্যে থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন, কিন্তু অত্যন্ত নীরবে তিনি তা পালন করেছেন। তাঁর শিষ্যদের জন্য এই বিশ্রামবার ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল এবং দুঃখময়। তাঁরা আতঙ্কে এবং অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে এই বিশ্রামবারটি অতিবাহিত করেছেন। এর আগে আর অন্য কোন বিশ্রামবারে উপাসনালয়ে এমনভাবে ঈশ্বরের নামের অবমাননা করে পালন করা হয়েছে, যা এর আগে কখনোই করা হয় নি, কারণ যে মহাপুরোহিত এই উপাসনা ও বিশ্রামবারের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, তার হাত রক্তে পূর্ণ হয়ে রয়েছে, যীশু খ্রীষ্টের রক্ত। বিশ্রামবারটি পার হয়ে গেল এবং এক নতুন পৃথিবীর প্রথম দিনে সপ্তাহের প্রথম দিনটি সূচিত হল। আমরা এখানে দেখতে পাই:

ক. এই উত্তম নারীরা খ্রীষ্টের মরদেহ দেখার জন্য যে আকুল আকাঙ্খা নিয়ে এসেছিলেন: খ্রীষ্টের কবর এখন আর অভিশাপ বা কুসংস্কারের বিষয় নয়, বরং তা অত্যন্ত পবিত্র এক স্থান। তারা খুব ভোরে সূর্য ওঠার আগেই তাদের বাসস্থান থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। তবে হয়তোবা দূরত্বের কারণে কিংবা তাদের সামনে কোন বাধা থাকায় তাদের কবরের কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সূর্য উঠে গিয়েছিল। তারা সাথে করে সুগন্ধি মশলা নিয়ে এসেছিলেন এবং তারা শুধুমাত্র অশ্রু দিয়ে খ্রীষ্টের দেহ অভিষিক্ত করতে আসেন নি, কারণ আর নতুন করে কিছুই তাদের দুঃখে অতিরঞ্জিত করতে পারবে না। বরং তারা সাথে করে সুগন্ধি দ্রব্য এবং সুগন্ধি মশলা নিয়ে এসেছিলেন, যেন তা খ্রীষ্টের মরদেহে মাখাতে পারেন, পদ ১। নীকদীম প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি গন্ধরস, অগুরু এবং চন্দন নিয়ে এসেছিলেন, যা খ্রীষ্টের দেহের সকল ক্ষত শুকিয়ে ফেলতে এবং রক্তের দাগ মুছে ফেলতে সাহায্য করেছিল (যোহন ১৯:৩৯)। কিন্তু এই উত্তম নারীরা মনে করেন নি যে, এটুকুই যথেষ্ট। তারা নিয়ে এসেছিলেন সুগন্ধি মশলা, সম্ভবত তা অন্য কোন ধরনের ছিল এবং তার সাথে ছিল সুগন্ধি তেল, যার দ্বারা তারা তাঁকে অভিষেক করতে পারেন। লক্ষ্য করুন, অন্যরা খ্রীষ্টের নামের জন্য যে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করেছে, তার জন্য আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা থেকে পিছিয়ে আসা উচিত নয়।

খ. তারা কবরের মুখ থেকে পাথরটি সরানোর ব্যাপারে যে চিন্তা করছিলেন এবং তাদের সেই চিন্তার সমাধান (পদ ৩,৪): তারা যখন পথ দিয়ে হেঁটে আসছিলেন এবং কবরের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন, তখন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "আমাদের জন্য কবরের মুখ থেকে কে পাথরখানি সরিয়ে দেবে?" এই ধরনের চিন্তা করার কারণ হল, পাথরটি অত্যন্ত ভারী ছিল, যা তাদের তিনজনের সম্মিলিত শক্তি দিয়েও সরাতে বেগ পেতে হত। তাদের এখানে আসার আগের দিনই নিশ্চয়ই এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত ছিল এবং সে সময় তারা নিশ্চয়ই কোন একটি সমাধান বের করে আজ নিশ্চিন্ত মনেই এখানে আসতে পারতেন। এখানে আরও বড় একটি সমস্যা তাদের সামনে ছিল, যা তাদের একেবারেই অজানা ছিল এবং যার জন্য তারা একেবারেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়তেন। আর তা হচ্ছে, খ্রীষ্টের কবরের মুখে সৈন্যদের দিয়ে পাহারা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, যার কারণে নিশ্চয়ই তাদেরকে সেখান থেকে ফিরে যেতে হত, কিংবা তারা নিজেরাই তাদের ভয়ে আর কবরের দিকে এগোতেন না। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের মহান ভালবাসার কারণে তারা কবর পর্যন্ত ঠিকই এগিয়ে গেলেন এবং তারা দেখতে পেলেন যে, তাদের দু'টি সমস্যারই সমাধান হয়ে গেছে, তারা যে পাথরের কথা জানতেন, সেই কবরের মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তারা যে বিষয়টি জানতেন না, অর্থাৎ কবরের মুখে সৈন্যদেরকে প্রহরায় বসানোর বিষয়টি, সেই সৈন্যদেরকে কবরের সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারা যেহেতু পাথরের কথা জানতেন, তাই কবরের মুখ থেকে পাথর সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি তাদেরকে সবচেয়ে বেশি অবাক করলো। লক্ষ্য করুন, তারা তাদের নিজেদের অন্তরে এক পবিত্র ও ধার্মিকতা পূর্ণ ইচ্ছা বহন করেন, তারা খ্রীষ্টকে খোঁজ করতে এখানে এসেছিলেন, তাই তাদের সামনে যত প্রকার বাধা-বিপত্তি ছিল তার সবই অদৃশ্য হয় গিয়েছিল এবং খুব আশ্চর্য জনকভাবেই তা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, তাই তারা তাদের চাওয়ার চেয়ে আরও বেশি সহায়তা লাভ করলেন।

গ. একজন স্বর্গদূত কর্তৃক তাদেরকে আশ্বাস প্রদান। তিনি তাদেরকে এই আশ্বাস

দিয়েছিলেন যে, তাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কবর থেকে অর্থাৎ মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন এবং তিনি সেই কারণেই কবর থেকে উঠে গিয়েছিলেন। আর তাই এখন এই নারীরা দেখতে পাচ্ছেন কেবল শূন্য কবর তাদের সামনে পড়ে আছে। তারা যার খোঁজ করছিলেন সেই যীশু খ্রীষ্ট এখানে নেই।

১. তারা কবরের ভেতরে প্রবেশ করলেন, অন্ততপক্ষে একটুখানি তারা ভেতরে গেলেন, কিংবা কিছু পরিমাণ সামনে এগিয়ে ভেতরে পা রাখলেন এবং তারা দেখতে পেলেন যে, সেখানে যীশু খ্রীষ্টের দেহ নেই, যা তারা কেবলমাত্র এক রাত আগেই রেখে গিয়েছিলেন। তিনি, যিনি তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের সকল ঋণ শোধ করে দিয়েছেন, তিনি তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের উপরে থেকে সমস্ত অভিযোগ এবং পাপের কালিমা মুছে দিলেন, কারণ এটি ছিল এক ন্যায্য এবং আইনসঙ্গত প্রস্থান, যার মধ্য দিয়ে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্গে তার আবেদন গ্রাহ্য করা হয়েছে এবং ঈশ্বর তাঁর সকল প্রার্থনা শ্রবণ করছেন। তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে তার এই মহান দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন, তা সফল হয়েছে, যার কারণে তিনি এখন তার কাঙ্খিত সম্মান এবং মর্যাদা অর্জন করে তা গ্রহণ করবেন। এই সকল কিছু বিবেচনা করে সুস্পষ্টভাবে মানুষের মাঝে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

২. তারা একজন যুবককে কবরের ডান পাশে বসে থাকতে দেখলেন। স্বর্গদূত মানুষের রূপ নিয়ে সেই নারীদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন; কারণ স্বর্গদূতরা সৃষ্টির শুরুতে সৃষ্টি করা হলেও তাঁরা কখনোই বুড়ো হয়ে যান না, বরং তাঁরা সব সময়ই সৌন্দর্য্য এবং শক্তির দিক থেকে যথার্থ ও অপরিবর্তিত থাকেন; তাই অনন্ত জীবনে ঈশ্বরভক্তগণও এমন মহিমার অধিকারী হবেন, যখন তারা স্বর্গদূতদের মত হবেন। এই স্বর্গদূত কবরের ডান পাশে বসে ছিলেন। যখন এই নারীরা কবরের ভেতরে প্রবেশ করছিলেন, তাঁর পরনে ছিল লম্বা সাদা পোশাক, যা পা পর্যন্ত লম্বা ছিল, যার দ্বারা মহান ব্যক্তিরা নিজেদেরকে সুশোভিত করতেন। তাঁকে দেখে নিশ্চয়ই সেই নারীরা সাহস পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এর বদলে তারা তাঁকে দেখে ভয় পেলেন। এভাবেই বহু বার আমাদের যা দেখে সান্ত্বনা পাওয়া উচিত এবং আনন্দিত হওয়ার উচিত, তা দেখে আমরা বরং আমাদের নিজেদের ভুলের জন্য এবং ভুল ধারণার জন্য আমাদের জন্য ভীতিকর বিষয় বলে মনে করে থাকি।

৩. স্বর্গদূত তাদেরকে এই কথা বলে নিশ্চিন্ত করলেন যে, তাদের ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, বরং তাদের আনন্দ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, তাদের আতঙ্কে কম্পিত হওয়ার মত কিছুই ঘটে নি (পদ ৬): তিনি তাদেরকে বললেন, "ভয় পেও না।" লক্ষ্য করুন, স্বর্গদূতরা যেমন পাপীদের মন পরিবর্তনের কারণে আনন্দিত হন, তেমনি তারা পাপীদের সান্ত্বনা দান করতে পেরেও আনন্দিত হন। "ভয় কোরো না," কারণ:-

(১) "তোমরা যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত স্নেহভাজন এবং সেই কারণে সন্দিগ্ধ হওয়ার বদলে তোমরা সুস্থির হও। তোমরা সেই নাসরতীয় যীশুকে খুঁজতে এসেছ, যিনি ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।" লক্ষ্য করুন, যে সমস্ত বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের খোঁজ করে থাকেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে থাকেন, তারা তাঁর ক্রুশারোপিত প্রতিমূর্তির প্রতি এক ভিন্ন রকমের শ্রদ্ধা বোধ পোষণ করেন (১ করিন্থীয় ২:২), যার মাধ্যমে তারা তাঁকে চিনতে পারেন এবং এরপর তাঁর সাথে যন্ত্রণা ও দুঃখ ভোগের ভাগী হতে পারেন। তাঁকে এই পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর কাছে সমস্ত মানুষকে

একত্রিত করার প্রক্রিয়া শুরু হওয়া। খ্রীষ্টের ক্রুশ হচ্ছে সেই বিশেষ চিহ্ন বা প্রতীক, যার মধ্য দিয়ে অযিহূদীরা তাঁর খোঁজ করবে। লক্ষ্য করুন, তিনি যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে এমন ভাবে কথা বলছিলেন, যাকে এক সময় ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল: "এই ঘটনা এখন অতীত হয়ে গেছে, সেই দৃশ্যপট বদলে গেছে, তোমাদের এখন আর তাঁর ক্রুশারোপণের দুঃখজনক ঘটনাকে আঁকড়ে থেকে দুঃখ ধরে রাখার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তাহলে তোমরা তাঁর পুনরুত্থানের আনন্দজনক সংবাদ পুরোপুরিভাবে উপভোগ করতে পারবে না। তিনি দুর্বল অবস্থায় ক্রুশারোপিত হয়েছিলেন, তথাপি তিনি তাঁর সময় অনুসারে সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে উত্থিত হয়েছেন, আর সেই কারণেই তোমদের এমন ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই যে, তিনি হারিয়ে গেছেন।" তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এর মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত হয়েছেন; আর তাঁর যন্ত্রণা ও ক্রুশারোপণের লজ্জা কোন মতেই তাঁর উচ্চীকৃত হওয়ার মহিমা দূর করতে পারে নি। যার কারণে তাঁর মহিমা ও গৌরব তাঁর সকল যন্ত্রণা ও দুঃখ কষ্টের বেদনা ও অবিশ্বাস মুছে দিয়ে গেছে। তাই তিনি তিনি তাঁর আপন মহিমায় প্রবেশ করার পর আরও কখনো তাঁর যন্ত্রণার পর্দা তুলবেন না, কিংবা তিনি এ বিষয়ে কথা বলতেও লজ্জা বোধ করতেন না। যে স্বর্গদূত এখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করছেন, তিনি তাঁকে এই বলে সম্বোধন করছেন, যে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিজেও স্বীকার করছেন যে (প্রকাশিত বাক্য ১:১৮): "আমিই সে, যে জীবিত ছিল আরও এখন মৃত্যুবরণ করেছে;" আর তিনি স্বর্গীয় সত্তার প্রশংসার অধীনে এখন নীত হয়েছেন, তিনি এমনভাবে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন যেভাবে উৎসর্গের মেষশাবককে নেওয়া হয় (প্রকাশিত বাক্য ৫:৬)।

(২) "সেই কারণে এটি তোমাদের জন্য অত্যন্ত সুসংবাদ, কারণ তোমরা জানতে পারছো যে, তিনি মরেন নি। তাঁর মৃতদেহে সুগন্ধি দ্রব্য মাখানোর বদলে তোমরা এ কথা জেনে আনন্দ করতে পারছো যে, তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন। তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি আর এখানে নেই, তিনি আর মৃত নন, বরং তিনি আবারও জীবিত হয়ে উঠেছেন। আমরা এখনই তোমাদের কাছে তাঁকে দেখাতে পারবো না, কিন্তু কিছু সময় পরেই তোমার তাঁকে দেখতে পাবে। তোমরা এখানে এই স্থানটি দেখতো পার, যেখানে তোমরা তাঁকে শায়িত করেছিলেন। তোমরা এখানে এসে দেখ যে, তিনি চলে গেছেন, তাঁকে তাঁর বন্ধুরা বা শত্রুরা কেউই চুরি করে নিয়ে যায় নি, বরং তিনি পুনরুত্থিত হয়েছে।"

৪. তিনি তাদেরকে এই আদেশ দিলেন যেন তারা দ্রুত এই সংবাদ খ্রীষ্টের অন্যান্য শিষ্যদের কাছে পৌঁছে দেন। এভাবেই তাদেরকে প্রেরিতগণের কাছে প্রেরিত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হল, যা ছিল খ্রীষ্টের প্রতি তাদের ভালবাসা এবং স্নেহের এক প্রতিদান, যেহেতু তারা তাঁকে ক্রুশের পাশে বসে সঙ্গ দিয়েছেন, তাঁর কবর পর্যন্ত গিয়েছেন এবং তাঁর কবরের ভেতরেও গিয়েছেন। তারা প্রথমে এসেছেন এবং প্রথমেই তাদেরকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। অন্যান্য শিষ্যরা খ্রীষ্টের কবরের কাছে যাওয়ার সাহস দেখান নি বা তাঁর খোঁজও করতে যান নি। রাতে তারা এসে যদি খ্রীষ্টের দেহ চুরি করে নিয়ে যেতেও চাইতেন, তাহলেও সেখানে খুব বেশি ঝুঁকির কিছু ছিল না। অথচ খ্রীষ্টের কবরের কাছে কয়েকজন নারী বাদে আর কেউই এলেন না, যারা এমন কি কবরের মুখ থেকে পাথর

সরানোর জন্যও সমর্থ ছিলেন না।

(১) তাদের অবশ্যই শিষ্যদেরকে বলতে হবে যে, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। এখন এটি তাদের জন্য এক বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়, তাদের প্রভু মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাদেরকে সকল আশা এবং আনন্দ খ্রীষ্টের সাথে সাথে কবরপ্রাপ্ত হয়েছে। তারা নিজেদেরকে ডুবে যাওয়া মানুষ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছেন না এবং তারা খুব সহজেই তাদের শত্রুদের হাতের শিকার হয়ে পড়েছেন, যার কারণে তাদের মধ্যে আর কোন আত্মার শক্তি অবশিষ্ট নেই। তারা তাদের ইচ্ছা শক্তির একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে গেছেন এবং তারা সকলেই চিন্তা করছেন কি করে নিজেদেরকে এই দুর্দশা থেকে টেনে তুলবেন। "তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গিয়ে সংবাদ দাও," স্বর্গদূত বললেন, "তাদেরকে বল যে, তাদের প্রভু জীবিত হয়েছেন; এই কথা তাদের ভেতরে জীবন এবং আত্মার সঞ্চার করবে এবং তাদেরকে হতাশায় ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে।" লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্ট তাঁর হতভাগ্য শিষ্যদেরকে স্বীকৃতি দান করতে লজ্জিত হন না, এমন কি তাঁর এই মহান ও উচ্চীকৃত অবস্থানেও নয়। তাঁর অবস্থানের কারণে তিনি তাদেরকে লজ্জা বোধ করছেন এমনও নয়, কারণ তিনি এর আগে তাদের যত্ন নেওয়া মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন।

[২] তাঁরা যে ধরনের অপরাধ করেছেন বা অন্যায্য কাজ করেছেন, তা খ্রীষ্ট চিহ্নিত করে রাখবেন না, যাদের হৃদয় তাঁর প্রতি কঠিন হয়েছিল। এই শিষ্যরা অত্যন্ত অবিবেচকের মত তাঁকে ফেলে গেছেন এবং তথাপি এখন পর্যন্ত তিনি তাঁদের ব্যাপারে তার আগ্রহ বজায় রেখেছেন।

[৩] সময় মত তাদের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণ করা হবে, যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য শোক করবে এবং তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন।

(২) তাদেরকে অবশ্যই পিতরকে এই সংবাদ দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। এই সুসমাচারের লেখক বিশেষ ভাবে বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন, যিনি সম্ভবত পিতরের নির্দেশনায় এই সুসমচার রচনা করেছেন। যদি এই কথা বলা হত যে, শিষ্যদের কাছে বল, তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে পিতরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তিনি প্রভুকে অস্বীকার করার অনুশোচনা এবং এর প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি এখন পর্যন্ত শিষ্যদের সাথে রয়েছেন; তথাপি এখানে তাঁর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পিতরকে সংবাদ দিতে বলা হয়েছে; কারণ:

[১] এটি হবে তাঁর জন্য এক শুভ সংবাদ, তাঁর কাছে অন্য যে কোন সংবাদের চেয়ে এই সংবাদ সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং আনন্দদায়ক হবে; কারণ তিনি এখন পাপের জন্য দুঃখ ভোগ করছেন এবং সত্যিকার অনুশোচনাকারীদের কাছে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ব্যতিত অন্য আর কোন সংবাদ উত্তম বলে গণ্য হতে পারে না, কারণ তিনি তাদের পুরস্কার দেওয়া জন্যই আবারও পুনরুত্থিত হয়েছেন।

[২] তিনি এই ভয়ে ছিলেন যে, না জানি এই শুভ সংবাদ থেকে তাঁকে বঞ্চিত রাখা হয়। স্বর্গদূত যদি শুধুমাত্র এই কথা বলতেন, "যাও, শিষ্যদেরকে বল," তাহলে হতভাগ্য পিতর নিশ্চয়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠতেন, "আমার মনে হয় আমি আর কখনো তাদের একজনের মত করে নিজেকে তাদের মাঝখানে দাঁড় করাতে

পারবো না, কারণ আমি খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেছি এবং আমারও উচিত তাঁর কাছ থেকে অস্বীকৃত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা।” কিন্তু এর বদলে তাঁর জন্য এই সংবাদ প্রেরণ করা হল, “গিয়ে পিতরকে নাম ধরে বল, তাকেও খ্রীষ্টের অন্য যে কোন শিষ্যের মত গালীলে খ্রীষ্টের সাথে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল।” লক্ষ্য করুন, একজন সত্যিকার অনুতাপকারীর কাছে খ্রীষ্টের দর্শন খুবই আকাঙ্খিত একটি বিষয় এবং একজন সত্যিকার অনুতাপকারী খ্রীষ্টের দৃষ্টিতে অত্যন্ত আনন্দজনক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, কারণ তার জন্য স্বর্গে আনন্দ হয়।

(৩) তাঁদেরকে অবশ্যই সকলের কাছে এ কথা বলতে হবে এবং বিশেষ করে পিতরের নাম উল্লেখ করতে হবে। গালীলে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে এই কথা বলতে হবে, তিনি তোমাকে বলেছেন (মথি ২৬:৩২)। গালীলে তাঁদের যাত্রাপথে তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেদেরকে সামলে নেওয়ার সুযোগ পাবে। তখন তাঁদেরকে যে সমস্ত কথা এখন বলা হচ্ছে তা স্মরণ করতে হবে এবং তাঁদেরকে অবশ্যই এ কথা মনে রাখতে হবে যে, তিনি বলেছিলেন, তিনি কষ্ট ভোগ করবেন ও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তৃতীয় দিনে তিনি আবারও জীবিত হয়ে উঠবেন। তাঁরা যখন যিরূশালেমে ছিলেন, সে সময় তাঁরা ছিলেন অপরিচিত ব্যক্তি এবং শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, তাঁরা সেখানে থেকে তাঁদের যে ভীতি ছিল তা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, কিংবা তাঁরা নিজেদেরকে ভাল কোন আশার বাণী শোনাতে পারেন নি। লক্ষ্য করুন:

[১] খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যে ধরনের সাক্ষাৎ হয়ে থাকে, তার সবই বয়ে নিয়ে আসে শুভ সংবাদ।

[২] খ্রীষ্ট কখনোই তাঁর কোন সাক্ষাতের কথা ভুলে যান না, বরং তিনি যেখানে যেখানে তাঁর নাম অঙ্কিত আছে তার সব স্থানেই তাঁর অনুসারীদের জন্য সব সময় তাঁর প্রতিজ্ঞাত অনুগ্রহ ছড়িয়ে রাখেন।

[৩] খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যকার সকল সাক্ষাতের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী। “সে তোমার অগ্রে যাবে।”

ঘ. এই শিষ্যদের কাছে এই নারীরা যে সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছিলেন (পদ ৮): তারা দ্রুত বের হয়ে গেলেন। তারা কবর থেকে দৌড়ে বের হয়ে গেলেন, যাতে করে তারা দ্রুত শিষ্যদের কাছে পৌঁছাতে পারেন; তারা অত্যন্ত ভীত কম্পিত এবং বিস্মিত ছিলেন। দেখুন, আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি এবং আমাদের নিজেদের সান্ত্বনার প্রতি কতটা শত্রু ভাবাপন্ন যে, খ্রীষ্ট আমাদের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা আমরা ভুলে যাই। খ্রীষ্ট তাদেরকে প্রায়শই এ কথা বলেছেন যে, তিনি তৃতীয় দিনে জীবিত হয়ে উঠবেন। তারা যদি এ কথা মনে রাখতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তারা সময় হলে সেই কথা মনে করতে পারতেন এবং নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তারা তৃতীয় দিনে কবরের কাছে আসলে পর এই প্রস্তুতি নিয়েই আসতেন যে, খ্রীষ্ট কবর থেকে পুনরুত্থিত হবেন, তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবেন। সেই প্রস্তুতি নিয়েই নিশ্চয়ই তারা আসতেন। নিশ্চয়ই সেক্ষত্রে তারা এক আনন্দমুখর অনুভূতি নিয়েই আসতেন এবং তাদের মধ্যে এখন যে আতঙ্ক এবং ভীতির অনুভূতি আছে তা তাদের মধ্যে দেখা যেত না। কিন্তু যেহেতু তাদেরকে এই কথা শিষ্যদের কাছে বলতে বলা হয়েছে, সেই কারণে তারা এই কথা আর অন্য কাউকে বলবেন না।

তারা পথে যেতে যেতে অন্য কোন মানুষের কাছে এই কথা বললেন না, কারণ তারা ভীত ছিলেন, কারণ তারা এই ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন যে, এত ভাল একটি খবর আসলেই সত্যি কি না। লক্ষ্য করুন, আমাদের নীরবকারী ভীতি অনেক সময় আমাদেরকে খ্রীষ্টের সেবা এবং মানুষের আত্মার প্রতি সেবা করা থেকে বিরত রাখে, যা আমাদের বিশ্বাস এবং এর সাথে বিশ্বাসের আনন্দ শক্তিশালী থাকলে আমরা অবশ্যই পালন করতাম।

মার্ক ১৬:৯-১৩ পদ

এখানে আমরা খ্রীষ্টে দু'টি দর্শন দানের ঘটনার খুব সংক্ষিপ্ত ঘটনা দেখতে পাই এবং সেই সাথে আমরা দেখতে পাই এর সংবাদ পাওয়ার ফলে শিষ্যদের মধ্যে যে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়।

ক. তিনি মগ্দলীনী মরিয়মের কাছে দেখা দিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম তাকেই তিনি দেখা দিয়েছিলেন বাগানে বসে, যে ঘটনার সবিশেষ বর্ণনা আমরা পেয়েছি (যোহন ২০:১৪)। ইনি ছিলেন সেই মরিয়ম, যার ভেতর থেকে খ্রীষ্ট সাতটি মন্দ-আত্মা বের করেছিলেন। তাকে অনেক বেশি ক্ষমা করা হয়েছে এবং অনেক বেশি পরিমাণে কাজ করা হয়েছে তার জন্য, অনেক বেশি তাকে ভালবাসা হয়েছে। খ্রীষ্ট তাকে এই সম্মান প্রদান করেছিলেন, যাতে করে সে প্রথম খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর তাঁর দর্শন পায়। আমরা যতই খ্রীষ্টের কাছাকাছি যাব, ততই আমরা তাঁকে দেখার জন্য প্রত্যাশা করবো এবং তাঁকে আরও বেশি করে দেখতে পাব।

এখন লক্ষ্য করুন:

১. তিনি যা দেখেছেন তা তিনি শিষ্যদের কাছে সাক্ষ্য হিসেবে নিয়ে গেলেন; শুধুমাত্র এগারো জন শিষ্যের কাছে নয়, বরং অন্য যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতো তাদের সকলের কাছে, কারণ তারা সকলে শোক ও দুঃখ করছিলেন, পদ ১০। এখন সেই সময় এসেছে, যে সময়ে তারা সকলে দুঃখ ও শোক করবেন বলে খ্রীষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (যোহন ১৬:২০)। সেই সাথে এটি খ্রীষ্টের প্রতি তাদের মহান ভালবাসার একটি নিদর্শন এবং তারা তাঁকে হারানোতে তাদের ভেতরে যে যন্ত্রণার অনুভূতি চলছে সেই অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ। কিন্তু যখন তারা কাঁদছিলেন এবং সেই কান্না দুই রাতের জন্য স্থায়ী হল, তখন তাদের প্রতি সান্ত্বনা ফিরে এল, যেভাবে খ্রীষ্ট তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "আমি আবারও তোমাদেরকে দেখা দেব এবং তোমাদের হৃদয় উল্লসিত হবে।" খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ব্যতিত আরও কোন সংবাদ খ্রীষ্টের শিষ্যদের কানে সুমধুর বলে মনে হত না। আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের শিষ্য হতে গেলে সান্ত্বনা প্রদানকারী হতে হবে, যাতে করে যারা শোক ও দুঃখ করছে তাদের প্রতি আমরা সান্ত্বনা নিয়ে আসতে পারি, তাদের সাথে আমাদের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করার মধ্য দিয়ে এবং খ্রীষ্টের বিষয়ে আমরা কী দেখেছি তা জানানোর মধ্য দিয়ে।

২. মরিয়ম তাঁদের কাছে যে সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, সেই সংবাদকে তাঁরা কোন কৃতিত্ব প্রদান করলেন না। তাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন যে, খ্রীষ্ট জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং তিনি মরিয়মকে দর্শন দিয়েছেন। এই সংবাদ তাঁদের উল্লাস করার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু তবুও তাঁরা এ কথা বিশ্বাস করলেন না। তাঁরা এ কথা বললেন না যে, তিনি নিজে এই গল্প ফেদেছেন,

কিংবা তাদেরকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলেছেন, কিন্তু তাঁরা এই ভয় পেলেন যে, তাকে ভূতে পেয়েছে এবং সেই কারণে তিনি এই কল্পনা করছেন যে, তিনি তাঁকে দেখেছেন। তাঁরা যদি খ্রীষ্টের মুখ থেকে নির্গত হওয়া বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই এখন তাঁরা এই অবিশ্বাস্য সংবাদও বিশ্বাস করতেন।

খ. তিনি দুইজন শিষ্যকে দেখা দেন, যখন তাঁরা তাঁদের বাসস্থানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, পদ ১২। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে সেই ঘটনার কথা নির্দেশ করে যা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে লূক ২৪ অধ্যায়ে। সেখানে খ্রীষ্ট তাঁর দুই জন শিষ্যকে দেখা দেন, যারা ইম্মায়ু গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। এখানে বলা হয়েছে তিনি তাদের কাছে ভিন্ন রূপ ধরে দেখা দিয়েছিলেন, তিনি সাধারণত যে ধরনের পোশাক পরতেন তা না পরে তিনি ভিন্ন কোন ধরনের পোশাক সে সময় পরে ছিলেন। হয়তো বা তিনি কোন ভ্রমণকারীর পোশাক পরেছিলেন সে সময়, যেমনভাবে তিনি যখন বাগানে মগ্দলীনী মরিয়মকে দেখা দিয়েছিলেন, সে সময় মরিয়ম তাকে বাগানের মালী ভেবে ভুল করেছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি যদি নিজের বেশ ধরেই আসেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁদের দৃষ্টি আটকে রেখেছিলেন, যার কারণে তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেন নি। তাই আসলে তাঁদের ঠিকই তাঁকে চেনার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেন নি, আর যখন তাঁদের চোখের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে নেওয়া হল, তখন তাৎক্ষণিকভাবে তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন (লূক ২৪:১৬-৩১)। এখন লক্ষ্য করুন:

১. এই দুইজন শিষ্য খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাঁদের সাক্ষ্য প্রদান করলেন: তাঁরা গেলেন এবং অন্য সকল শিষ্যের কাছে এই দর্শন সম্পর্কে জানালেন, পদ ১৩। তাঁরা নিজেরা সন্তুষ্ট হয়ে এখন তাঁদের ভাইদেরকে এর সম্পর্কে সন্তুষ্টি দানের জন্য যাচ্ছিলেন, যাতে করে তাঁরাও তাঁদের মত করে সান্ত্বনা পেতে পারেন।

২. তাঁরাও এই সংবাদ প্রদানের জন্য কোন প্রকার কৃতিত্ব পেলেন না: কেউই তাঁদের কথা বিশ্বাস করলেন না। এখন এখানে আমরা এ বিষয়ে একটি জ্ঞানপূর্ণ প্রত্যাদেশ দেখি, যা দেখায় যে, তাঁদের মধ্যে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রমাণ ক্রমান্বয়ে প্রদান করা হচ্ছিল। এভাবেই খুব সাবধানতার সাথে তাঁদের কাছে এই সংবাদ প্রদান করা হচ্ছিল, যাতে করে এর নিশ্চয়তা নিয়ে শিষ্যরা তাঁর শিক্ষা পৌঁছে দিতে পারেন সকলের কাছে, যখন তারা সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হবেন, তখন যেন তাঁরা আরও বেশি সন্তুষ্ট হন। আমাদের এ কথা বিশ্বাস করার আরও কারণ আছে যে, যারা নিজেরা এত দেরিতে বিশ্বাস করে, তারা যখন তা অন্যদের কাছে সাক্ষ্য হিসেবে প্রদান করবে তখন তা এত সহজে গৃহীত হবে কি না। কিন্তু যেহেতু তারা প্রথমে অবিশ্বাস করেছেন, সেহেতু এটি একেবারেই পরিষ্কার যে, তারা এখন অবিশ্বাস করলেও পরবর্তীতে তা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছেন।

মার্ক ১৬:১৪-১৮ পদ

এখানে আমরা দেখি:

ক. খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর পুনরুত্থানের সত্য সম্পর্কে যে নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করলেন (পদ ১৪); তিনি নিজে তাঁদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন, যখন তাঁরা সকলে একসাথে

ছিলেন এবং খাবার খাচ্ছিলেন, যার কারণে তিনি তাঁদের সাথে বসে ভোজন এবং পান করার সুযোগ লাভ করলেন, তাদের পূর্ণ সন্তুষ্টির জন্য (প্রেরিত ১০:৪১)। এখন পর্যন্ত যখন তিনি তাদের সামনে দেখা দিলেন, তখন তাঁদের হৃদয়ে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠলো এবং তাঁদের হৃদয় কঠিন হল, কারণ যখন তিনি গালীলে দেখা দিয়েছিলেন সাধারণভাবে, তখনও অনেকে তাঁকে সন্দেহ করেছিল, যা আমরা দেখতে পাই মথি ২৮:১৭ পদে। লক্ষ্য করুন, সুসমাচারের সত্যের প্রমাণ অত্যন্ত পরিপূর্ণ, যার কারণে যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদেরকে ন্যায্যভাবেই তাদের অবিশ্বাসের জন্য তিরস্কার করা যেতে পারে। এর কারণে সেই প্রমাণের দুর্বলতা নয়, বরং তাদের তাদের হৃদয়ের কঠিনতা, তাদের অচেতনতা এবং মূর্খতা। যদিও তাঁরা এখনও তাঁকে নিজেদেরকে চোখে দেখেন নি, তথাপি তাঁদেরকে ন্যায্যভাবেই দোষীকৃত করা হবে, কারণ তাঁরা তাদেরকে বিশ্বাস করেন নি, যারা খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হওয়ার পর তাঁকে দেখেছিলেন। সম্ভবত এটি তাঁরা করেছিলেন তাঁদের হৃদয়ের অন্ধ গর্ব এবং ঔদ্ধত্য থেকে, যা তাঁরা অবচেতনভাবে করেছেন; কারণ তাঁরা চিন্তা করেছিলেন, "যদি তিনি সত্যিই পুনরুত্থিত হয়ে থাকেন, আমাদেরকে ছাড়া আর কার কাছে তিনি দর্শন দান করে সেই সম্মান প্রদান করবেন?" এবং যদি তিনি তাঁদের সামনে দিয়ে হেঁটেও যান এবং নিজেকে প্রথমে অন্যদের সামনে প্রকাশ করেন, তাহলে তাঁরা বিশ্বাস করবেন না যে, ইনিই খ্রীষ্ট। এভাবেই অনেকে খ্রীষ্টের মতবাদ ও শিক্ষা অবিশ্বাস করে, কারণ তারা চিন্তা করে নিশ্চয়ই তারাই সেই ব্যক্তি, যাদেরকে খ্রীষ্ট তাঁর বাক্য এবং শিক্ষার সাক্ষ্য বহনকারী এবং প্রকাশকারী হিসেবে কাজ করার জন্য বাছাই করেছেন। লক্ষ্য করুন, সেই মহান দিনে আমাদের জন্য এটি কোন ধরনের অজুহাত প্রকাশ করতে পারবে না, যদি আমরা এখন এ ধরনের ঠুনকো কারণে খ্রীষ্টকে সহজেই আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ না করি এবং বলি, "আমরা তাঁকে পুনরুত্থানের পর দেখি নি," কারণ আমাদেরকে অবশ্যই তাদের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করতে হবে, যাদেরকে তিনি দেখা দিয়েছেন।

খ. তিনি তাদেরকে মানুষের মাঝে তাঁর সুসমাচার প্রচার করার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজ্য স্থাপনের যে মহান দায়িত্ব অর্পণ করলেন, একজন মধ্যস্থতাকারীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিতকরণের শুভ সংবাদ। এখন লক্ষ্য করুন:

১. কাদের কাছে তাঁদেরকে সুসমাচার প্রচার করতে হবে: এর আগ পর্যন্ত তাঁদেরকে শুধুমাত্র ইস্রায়েলের হারানো মেষদের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁদেরকে যে কোন ধরনের অযিহূদীদের কাছে গমন করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে, তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছিল এবং শমরীয়দের কোন নগরে যাওয়ার ব্যাপারেও তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন তাঁদের এই দায়িত্বের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদেরকে সারা পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হল, পৃথিবীর সমস্ত অংশে, আবাসযোগ্য পৃথিবীর সমস্ত অংশে এবং তাদেরকে প্রতিটি প্রাণীর কাছে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার জন্য আদেশ দেওয়া হল। যিহূদীদের পাশাপাশি অযিহূদীদের কাছেও সুসমাচার প্রচার করার জন্য আদেশ দেওয়া হল; প্রতিটি মানুষ, যারা সুসমাচার গ্রহণ করতে সক্ষম তাদের সকলের কাছে সুসমাচার প্রদান করার জন্য আদেশ দেওয়া হল। "তাদেরকে খ্রীষ্টের বিষয়ে জানাও, তাঁর জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের ইতিহাস সম্পর্কে জানাও। তাদেরকে এ সকলের অর্থ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষা দাও, এর থেকে মানব সন্তানেরা যে সমস্ত বিষয়ে উপকৃত হবে সে

সব বিষয়ে শিক্ষা দাও। তাদেরকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমন্ত্রণ জানাও, যেন তারা এগিয়ে আসে এবং তা গ্রহণ করে। এই হচ্ছে সুসমাচার। এই সুসমাচারই সকল স্থানে প্রচারিত হোক, সকল মানুষের কাছে প্রচারিত হোক।" এই এগারো জন শিষ্য পুরো পৃথিবীর কাছে সুসমাচার প্রচার করতে পারবেন না, প্রত্যেক মানুষের কাছে তো নয়ই। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁরা এগারো জন এবং এবং অন্যান্য শিষ্যরা, যাদের মোট সংখ্যা ছিল সত্তর জন, তারা পরবর্তীতে তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। এরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তারা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তাদের সুসমাচার তাদের সাথে করে বহন করে নিয়ে গেছেন। তাদেরকে অবশ্যই সেখানে অন্য কাউকে পাঠাতে হবে, যেখানে তারা নিজেরা যেতে পারবেন না। তারা সকলে মিলে অত্যন্ত যত্ন সহকারে এবং নিখুঁতভাবে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে খ্রীষ্টের সুসমাচার পৌঁছে দিতে পারবেন, এটি কোন আনন্দের বা বিনোদনে সংবাদ নয়, বরং এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষের নিকটে প্রেরিত শান্তির ও সুখের সংবাদ এবং মানুষকে সুখী করার জন্য এক অভূতপূর্ব পন্থা। "যত বেশি মানুষকে পার তোমরা বল এবং তাদেরকে অন্যদের কাছে জানানোর জন্য বল। এটি এক বিশ্বজনীন সংবাদ, যা সকলকেই জানতে হবে; আর সেই কারণেই তোমাদের সারা বিশ্বকে স্বাগত জানাতে হবে, কারণ সারা বিশ্বের কাছেই এই সুসমাচার দেওয়া হয়েছে।"

২. তারা যে সুসমাচার প্রচার করছেন এর সারমর্ম কী (পদ ১৬): "সারা পৃথিবীর সামনে জীবন ও মৃত্যু, ভাল এবং মন্দ উপস্থাপন কর। মানব সন্তানদেরকে বল যে, তারা সকলেই বর্তমানে দুঃখ দুর্দশা এবং বিপদের আশঙ্কার মধ্যে অবস্থান করছে, তাদেরকে তাদের রাজারা দোষীকৃত ও অভিযুক্ত করেছে এবং তাদের শত্রুদের দ্বারা তারা বিজিত এবং বন্দী হয়েছে।" এটি তাদের মুক্তির জন্য বা পরিত্রাণ লাভের জন্যই মূলত করা হচ্ছে, কারণ তারা যদি হারিয়ে না যেত, তাহলে তাদের প্রতি এমন ঘটনা ঘটতো না। "এখন যাও এবং তাদেরকে বল যে:"

(১) "যদি তারা সুসমাচারে বিশ্বাস করে এবং নিজেদেরকে খ্রীষ্টের শিষ্য বা অনুসারী হওয়ার জন্য উৎসর্গ করে; যদি তারা শয়তান, পৃথিবী এবং মাংসিক দেহকে অস্বীকার করে এবং খ্রীষ্টকে তাদের পরিত্রাণকর্তা, পুরোহিত এবং রাজা হিসেবে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে নেয় এবং খ্রীষ্টের ঈশ্বরের সাথে তাঁর সেই চিরকালীন প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে যুক্ত হয় এবং যদি তাদের মধ্যে এ ধরনের প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাদের মধ্যে সব সময় এ ধরনের আন্তরিকতা বজায় থাকবে, তাহলে অবশ্যই তারা তাদের পাপের দোষ এবং ক্ষমতা থেকে মুক্ত হবে। সেই পাপ আর তাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না। যে সত্যিকারের খ্রীষ্টান বিশ্বাসী, সে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভ করবে।" বাপ্তিস্মকে খ্রীষ্টান বিশ্বাসী হিসেবে জীবন শুরু করার এক অভূতপূর্ব প্রথা হিসেবে প্রচলিত করা হয়। এর মধ্য দিয়ে যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে, তাদেরকে খ্রীষ্ট আপন করে নেন। কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে যে, এই বাপ্তিস্মের গুরুত্ব এবং এর তাৎপর্য, বিশেষ করে এটি শুধুমাত্র একটি চিহ্নই নয়, বরং এর চেয়ে বেশি কিছু, কারণ শিমোন ম্যাগাস বিশ্বাসী হয়েছিল এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল, তথাপি সে পরিত্রাণ পায় নি (প্রেরিত ৮:১৩)। হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে বিশ্বাস করা এবং মুখ দিয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে স্বীকার করা (রোমীয় ১০:৯), এটাই এখানে এর সাথে মিলিয়ে দেখানো হয়েছে। কিংবা এভাবেই আমরা হয়তো সুসমাচারের সত্য সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি লাভ করতে

পারবো এবং সুসমাচারের শর্তসমূহের সাথে পরিচিত হতে পারবো।

(২) "যদি তারা বিশ্বাস না করে, যদি তারা ঈশ্বর তাঁর পুত্র সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ তাদের সামনে উপস্থাপন করছেন তাতে বিশ্বাস না করে, তাহলে তারা পরিত্রাণ লাভের জন্য অন্য আর কোন উপায়ের কথা ভাবতে পারে না, বরং তারা নিঃশেষে বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা একটি অবহেলিত সুসমাচারের শাস্তির অধীনে পতিত হবে এবং তাদেরকে সেই অবিশ্বাস্য আইনের অধীনে ধ্বংস করে ফেলা হবে।" যদিও এটি সুসমাচার, শুভ সংবাদ, তারপরও একে অবিশ্বাস করলে মানুষের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই লেখা নেই, যা পাপের বিরুদ্ধে প্রতিকার। ড. হুইটবাই এখানে লক্ষ্য করেছেন যে, যারা এ কথা বলে যে, খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের নবজাতক যে সমস্ত শিশুরা রয়েছে তারা বাপ্তিস্ম নেওয়ার যোগ্য নয়, কারণ তারা বিশ্বাস করতে পারে না, তাদের নিশ্চয়ই এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, তারা তাহলে পরিত্রাণও পাবে না এবং উদ্ধার পাবে না। এখানে বিশ্বাসকে প্রকাশ করা হয়েছে বাপ্তিস্মের বদলে বরং পরিত্রাণের পূর্বশর্ত হিসেবে। আর শেষোক্ত অংশে বাপ্তিস্মকে বাদ দিয়ে যাওয়া হয়েছে, কারণ বাপ্তিস্ম যে আনুষ্ঠানিকভাবে অত্যাবশ্যকীয় তা নয়, বরং এর প্রতি অবহেলা এবং অবজ্ঞা মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, নতুবা শিশুরা নিশ্চয়ই তাদের পিতা মাতার ভুল ত্রুটি, দোষ কিংবা পাপের কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকে।"

৩. তাদের মাঝে কি ধরনের শক্তি থাকা উচিত, যার দ্বারা তারা যে শিক্ষা প্রচার করছেন তার নিশ্চয়তা দিতে পারবেন (পদ ১৭): যারা বিশ্বাস করবে তাদের প্রতি এই সমস্ত চিহ্ন দেখা যাবে। যারা বিশ্বাস করবে তাদের সকলে নয়, তারা সকলেই যে চিহ্ন তৈরি করতে পারবে তা নয়, বরং নির্ধারিত কয়েকজনই কেবল তা পারবে। তারা বিশ্বাসের চিহ্ন প্রকাশ করবেন এবং অন্যদের কাছেও বিশ্বাসের বাণী শোনাবেন, কারণ তাদের জন্যই চিহ্নের প্রয়োজন হয়, যারা দেখে বিশ্বাস করে (১ করিন্থীয় ১৪:২২)। এতে করে সুসমাচারের গৌরব ও মহিমা বৃদ্ধি পাবে, যার মাধ্যমে প্রচারকারীরা শুধু যে আশ্চর্য কাজই করবেন তা নয়, সেই সাথে তারা অন্যদের প্রতিও আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন এবং এতে করে তারা যেখানে যাবে সেখানেই আশ্চর্য কাজ করতে পারবে। তারা যীশু খ্রীষ্টের নামে আশ্চর্য কাজ করবে, যে নামের শক্তিতে তারা বাপ্তিস্ম লাভ করেছে, তাঁর কাছ থেকেই সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা নির্গত হয় এবং তা পাওয়া যায় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। বিশেষ কয়েকটি চিহ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

(১) তারা মন্দ-আত্মা তাড়াবেন: এই ক্ষমতা অন্য যে কারও চেয়ে খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে ছিল এবং তার স্থায়িত্বকাল ছিল অনেক বেশি, যা দেখা গেছে জাস্টিন মার্টায়ার, ওরিগেন, ইরেনিয়াস, টার্টুলিয়ান মিনাটিয়াস ফেলিক্স এবং অন্যান্যদের সাক্ষ্য থেকে, যা গ্রেশিয়াস তার বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

(২) তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবেন: যা তারা এর আগে কখনো শেখে নি, কিংবা যে ভাষার সাথে তারা পরিচিত ছিল না বা বলতে অভ্যস্ত ছিল না। আর এটি ছিল একই সাথে আশ্চর্য কাজ (মনের বা অন্তরের উপরে আশ্চর্য কাজ), যার মাধ্যমে সুসমাচারের সত্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয় আর এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতির কাছে সুসমাচার ছড়িয়ে পড়বে, যারা এর আগে কখনোই সুসমাচারের কথা শোনে নি। এতে

করে প্রচারকারীরা বিভিন্ন ভাষা শেখার এক দুআত্মা পরিশ্রম থেকে বাঁচতে পারবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যাদেরকে আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে ভাষার উপর দক্ষ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, তারা নিঃসন্দেহে সেই সমস্ত ভাষায় পুরোপুরি দক্ষ এবং তাদের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাগত বিন্যাস এবং প্রয়োগের সাথেও পরিচিত, যা শিক্ষা দেওয়া এবং প্রয়োগ করা উভয় কাজের জন্য উপযোগী ও উপযুক্ত ছিল, এর কারণে তারা প্রচার করার জন্য আরও বেশি করে যোগ্য বলে প্রতিপন্ন হবেন।

(৩) তারা সর্প তুলবেন: এই বাণীটি পূর্ণতা পেয়েছিল পৌলের মধ্য দিয়ে, যার হাতে একটি বিষধর সাপ পেচিয়ে ধরে ছোবল দিলেও তাঁর একটুকু ক্ষতি হয় নি, যা সেই স্থানের বর্বর লোকদের ভেতরে এক মহা আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিল (প্রেরিত ২৮:৫,৬)। তাদেরকে সমস্ত প্রকার সাপের বংশের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখা হবে, যাদের মাঝে তারা বাস করবেন, সেই সাথে তাদেরকে পুরনো সাপের ক্রোধ ও আক্রোশ থেকেও নিরাপদে রাখা হবে।

(৪) যদি প্রেরিতদের প্রতি নির্যাতনকারীদের দ্বারা তাদেরকে কোন বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়ার জন্য জোর করা হয় বা খাওয়ানো হয়, তাহলেও তাদের কোন ধরনের ক্ষতি হবে না; এ ধরনের কিছু উদাহরণ আমরা প্রেরিতদের ইতিহাসে খুঁজে পাই।

(৫) তারা যে শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষতি হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকবে তাই নয়, সেই সাথে তারা অন্যদের প্রতিও মঙ্গল সাধন করতে পারবেন: তারা অসুস্থ মানুষের উপর হাত রাখলে তারা সুস্থ হয়ে যাবে, যেভাবে তাদের প্রভুর আরোগ্য দানকারী স্পর্শে অগণিত মানুষ সুস্থ হয়েছিল। মণ্ডলীর অনেক প্রাচীনদের মধ্যে এই ক্ষমতা ছিল, যা আমরা দেখতে পাই যাকোব ৫:১৪ পদে, যেখানে এই আশ্চর্য সুস্থতার এক নিদর্শন স্থাপিত হয়েছে। সেখানে তারা এক ব্যক্তিকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তেল ঢেলে অভিষিক্ত করেছে এবং সুস্থ করেছে। এটি ছিল সেই ক্ষমতা এবং দায়িত্বের সাফল্য যা তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, যার দ্বারা তারা এই ধরনের আশ্চর্য কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করেছেন।

মার্ক ১৬:১৯-২০ পদ

এখানে আমরা দেখবো:

১. খ্রীষ্ট উর্ধ্বস্থিত পৃথিবীকে স্বাগতম জানাচ্ছেন (পদ ১৯): প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কাছে সমস্ত কথা বলা শেষ করে স্বর্গে গমন করলেন মেঘের মাঝে চড়ে; যার একটি বিশেষ বর্ণনা আমরা পাই প্রেরিত ১:৯ পদে। তিনি যে শুধুমাত্র স্বর্গে গমন করলেন তাউ নয়, তিনি সেখানে মহা সমারোহে প্রবেশ করলেন, কারণ তাঁর রাজ্য সেখানেই রয়েছে। তাঁকে সেখানে গ্রহণ করা হল, তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সেখানে গ্রহণ করা হল। স্বর্গীয় ঘোষণাকারীদের উচ্চস্বরে ঘোষণার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে সেখানে বরণ করে নেওয়া হল এবং তিনি ঈশ্বরের ডান দিকে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি সেখানে বিশ্রাম নেওয়ার ভঙ্গিতে আসন গ্রহণ করলেন, কারণ এখন তিনি তাঁর কাজ শেষ করেছেন এবং সেইসাথে তাঁর ভঙ্গিতে ফুটে উঠবে শাসন করার ভঙ্গি, কারণ এখন তিনি তাঁর রাজ্যের অধিকার হাতে নেবেন। তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন, যার অর্থ হচ্ছে, তিনি এখন স্বর্গীয়

সার্বজনীন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, তাঁর উপরে সমস্ত বিশ্বের অধিকর্তা হওয়ার অধিকার এবং ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ঈশ্বর আমাদের জন্য যা-ই করেন না কেন বা আমাদেরকে দেন না কেন, কিংবা আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন না কেন, তা তাঁর একমাত্র পুত্রের মধ্য দিয়ে করেন। এখন তিনি মহিমান্বিত হয়েছেন, কারণ তিনি পৃথিবীতে গমনের পূর্বে তাঁর যে গৌরব ছিল তা আবারও ফিরে পেয়েছেন।

২. খ্রীষ্টকে এই নিম্নতর পৃথিবীতে স্বাগতম জানানো হল: তাঁকে এই পৃথিবীতে বিশ্বাস করা হয়েছে এবং তাঁকে এখন সসম্মানে ও মহিমা সহকারে স্বর্গে তুলে নেওয়া হবে এবং সেখানে তিনি তাঁর নিজ গৌরবে অধিষ্ঠান করবেন (১ তীম ৩:১৬)।

(১) এখানে আমরা দেখি, প্রেরিতেরা তাঁর জন্য নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে কাজ করছেন। তাঁরা চারদিকে গেলেন এবং কাছে ও দূরে সব স্থানে খ্রীষ্টের নাম প্রচার করতে লাগলেন। যদিও তাঁরা যে শিক্ষা ও মতবাদ প্রচার করছিলেন তা ছিল আত্মিক এবং স্বর্গীয় এবং তা এই পৃথিবীর চেতনা এবং বুদ্ধিমত্তার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে বিরুদ্ধ ছিল, যদিও তা এক মহা বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল এবং সকল প্রকার পার্থিব সুযোগ সুবিধা এবং সাহায্যের কাছ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, তথাপি এর প্রচারকারীরা এর প্রতি লজ্জিত ছিলেন না বা ভীত ছিলেন না। তাঁরা সুসমাচার প্রচার করা ও ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন, যার কারণে কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই সুসমাচারের কথা ছড়িয়ে পড়ল (রোমীয় ১০:১৮)।

(২) এখানে আমরা দেখি, ঈশ্বর কার্যকরভাবে তাঁদের সাথে কাজ করছেন, যাতে করে তাঁদের এই পরিশ্রম সার্থক হয়। তিনি তাঁদেরকে এর জন্য এই নিশ্চয়তা বা চিহ্ন দেখাচ্ছেন। বিশেষ করে তিনি তাঁদেরকে বিভিন্ন আশ্চর্য কাজের চিহ্ন দেখাচ্ছেন, যা লোকদের উপরে, তাদের শরীরের উপরে সাধন করা হচ্ছে, যা খ্রীষ্টান শিক্ষার স্বর্গীয় চিহ্ন এবং অংশত মানুষের মনের মাঝে প্রভাব ফেলার মধ্য দিয়ে এর চিহ্ন প্রদান করা হয়েছে, যা সম্ভব হয়েছে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে (ইব্রীয় ২:৪)। এগুলো ছিল সেই বাক্যের প্রতিষ্ঠাকারী চিহ্ন, যার দ্বারা পৃথিবীর পুনর্গঠন হবে, সকল প্রতিমা পূজা ধ্বংস করা হবে, পাপীদের মন পরিবর্তন করা হবে, ঈশ্বরভক্তগণের জন্য সান্ত্বনা প্রদান করা হবে। এই চিহ্নগুলো তখন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, যেন তারা আরও বেশি করে এই কাজগুলো করতে পারেন, খ্রীষ্টের সম্মান বৃদ্ধি এবং মানব জাতির মঙ্গল সাধন করার জন্য। সুসমাচার প্রচারকারীরা সে সময় প্রার্থনা করবেন এবং আমাদেরকে "আমেন" উচ্চারণ করতে শিক্ষা দেবেন। "হে আমাদের স্বর্গীয় পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক, তোমার রাজ্যের আগমন ঘটুক। আমেন।"